Peace

اللؤلؤ والمرجان

আল-লুলু ওয়াল মারজান

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

মুত্তাফাকুন আলাইহি

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ)-এর ঐক্যমত পোষণকৃত হাদীস সংকলন

মূল

শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী (রঃ)

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

Peace Publication-Dhaka

اَللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

আল-লুলু ওয়াল মারজান

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

মুত্তাফাকুন আলাইহি

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৩ ইং

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১০০০.০০ টাকা ।

সম্পাদনা পর্ষদের কথা

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অনবদ্য ও অনন্যান্য সংকলন **আল-লুলু ওয়াল মারজান** নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি– আল হামদুলিল্লাহ। আল-লুলু ওয়াল মারজানে এমন সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যে সকল হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাদের স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন– যাকে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (মুত্তাফাকুন আলাইহি) বলা হয়। রাসূলে করীম ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে ইরশাদ করেছেন– আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি– একটি হলো কুরআন অন্যটি হলো হাদীস। তোমরা তা আঁকড়ে ধরে রাখলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। ইসলামী জীবন-বিধানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখ থেকে নিসৃত সহীহ হাদীস। বিশ্ব সংবিধান আল-কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ভিত্তিমূল হলো আল্লাহর ওহী। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ওহী ব্যতীত নিজের মনগড়া কোনো কথাই বলতেন না। "আল্লাহর রাসূল ﷺ যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতেন তাহলে আল্লাহ তাঁর নবীর জীবন শেষ করে দিতেন এবং তাঁর জন্য রক্ষাকারী কেউ নেই" এমন ঘোষণা সূরা হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ নং পর্যন্ত এ ৪টি আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁর যাবতীয় কথা, কাজ এবং সমর্থন ওহীভিত্তিক ছিল। বস্তুতঃ আল্লাহর মহাবাণী পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহর ওহী, তেমনি মহানবীর মহাবাণীও আল্লাহর ওহী, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

মহান আল্লাহ তায়ালা জিবরীল ﷺ-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সরাসরি পবিত্র কুরআন পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের অক্ষর, শব্দ, বাক্য, ভাষা ও ভাব সবকিছুই শাশ্বত ও চিরন্তন। পবিত্র কুরআন 'ওহী মাতলূ'। পক্ষান্তরে হাদীস হচ্ছে 'ওহীয়ে গাইরে মাতলূ' যার ভাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে আদিষ্ট হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। মোটকথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধসমূহ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে বাস্তবায়িত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাই সহীহ হাদীস। এ কারণেই সহীহ হাদীসকে পবিত্র কুরআনের বাস্তব রূপ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলা যায়।

ইসলামী শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, মহানবী ﷺ-এর প্রকৃত জীবন আলেখ্য এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন-বিধানের দ্বিতীয় মূল উৎস। হাদীস ব্যতীত কুরআন বুঝা অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানব সমাজকে বহু বিধি-বিধান পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন: কিন্তু অনেক বিধি-বিধানের বাস্তবায়নের বিবরণ প্রদান করেননি। তিনি সেগুলোর বাস্তব রূপদানের ভার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ন্যস্ত করেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্য ও কর্ম বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা হাদীসে সংরক্ষিত রয়েছে।

সুতরাং মানুষের মধ্যে হাদীসের আলোচনা যত বেশি হবে ততই তারা শরীয়ত সম্পর্কে জানতে পারবে। একান্ত দুঃখের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, বাংলা ভাষায় হাদীসের চর্চা তেমন কিছুই হয়নি বললে বাড়াবাড়ি হবে না। বাংলা ভাষায় হাদীসের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা

আরও বেশি প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজ বেশি বেশি উপকৃত হতে পারবে। আর যেহেতু একজন মুসলিম হিসেবে হাদীস পড়া আবশ্যক, সেহেতু দয়িফ বা দুর্বল হাদীস এবং মাওদু বা জাল হাদীস না পড়ে সহীহ হাদীসই পড়া চাই।

তবে ইসলামী জীবন-বিধানের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবি হওয়ার কারণে তা প্রায় চল্লিশ কোটি বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের বুঝা কষ্টকর। সুতরাং কুরআন হাদীসের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় হওয়া একান্ত অপরিহার্য। ধর্মপরায়ণ বাংলা ভাষী মানুষ নিজেদের ভাষায় কুরআন-হাদীস বুঝতে পারলে তাদের ধর্ম অনুভূতি নিঃসন্দেহে বেড়ে যাবে। বাংলা ভাষায় কুরআন হাদীসের খেদমত যত বেশি হবে ততই মানুষের জন্য কুরআন হাদীস বুঝা সহজ হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য বিধায় বাংলা ভাষায় হাদীসের খেদমত আরও বেশি হওয়া একান্ত জরুরি।

এ মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা নেপথ্যে সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় কামনা করি। যাদের প্রকাশিত বুখারী থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে সহায়তা নেয়া হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সে সকল প্রতিষ্ঠান–

১. মূল আরবী টেক্স মাকতাবাতুশ শামেলাহ।
২. দারুস সালাম– সউদী আরব।
৩. ইসলামী ফাউন্ডেশন– ঢাকা।
৪. তাওহীদ প্রকাশনী– ঢাকা।
৫. আধুনিক প্রকাশনী– ঢাকা।
৬. হোসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী– ঢাকা।
৭. ইসলামিক সেন্টার– ঢাকা।
৮. বুখারী শরীফ– শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক।
৯. ইসলামাবাদ প্রকাশনী– ঢাকা।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ

১. ﷺ = صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - রাসূলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
২. رضي الله عنه = رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - একজন পুরুষ সাহাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৩. رضي الله عنهما = رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - দুইজন পুরুষ সাহাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৪. رضي الله عنهم = رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - দুয়ের অধিক পুরুষ সাহাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৫. رضي الله عنها = رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - একজন মহিলা সাহাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৬. رضي الله عنهما = رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - দুইজন মহিলা সাহাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৭. رضي الله عنهن = رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ - দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৮. عليه السلام = عَلَيْهِ السَّلَامُ - নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

ক. বুখারীর নম্বর নেয়া হয়েছে ফাতহুল বারীর নম্বর থেকে।

খ. মুসলিমের নম্বর নেয়া হয়েছে ফুয়াদ আব্দুল বাকীর নম্বর থেকে।

যে অধ্যায়ের হাদীস নেই সেই অধ্যায়ের নম্বর বাদ দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট বিনীত ও কায়মনো বাক্যে দোয়া করি সূরা বাকারার ২০১ আয়াত দ্বারা এভাবে যে–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতের। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

সূচিপত্র

- ▸▸ হাদীসের তাৎপর্য ৪৩
- ▸▸ হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস ৪৩
- ▸▸ হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ৪৭
- ▸▸ ইমাম বুখারী (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫২
- ▸▸ ইমাম মুসলিম (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৪

اَلْمُقَدِّمَةُ – ভূমিকা

১. মিথ্যারোপকারীদের প্রতি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কঠোর হুঁশিয়ারী ৫৭

প্রথম অধ্যায়

كِتَابُ الْإِيْمَانِ – ঈমানপর্ব

১. ঈমান কী এবং তার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা ৫৮

২. ইসলামের অন্যতম রুকন সালাতের বর্ণনা ৫৯

৩. ঈমানের বর্ণনা যার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে ৫৯

৪. নবী ﷺ-এর উক্তি : ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ৬০

৫. আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ, দ্বীনের শরীয়াত এবং তার প্রতি আহ্বান ৬০

৬. যে পর্যন্ত লোকেরা "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল" না বলবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাওয়ার নির্দেশ ৬২

৭. 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা ঈমানের প্রথম অংশ ৬৩

৮. যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ঈমানসহ আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম তাঁর জন্য হারাম করে দেয়া হবে ৬৪

৯. ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৬৫

১০. ইসলামের ফযীলাতের বর্ণনা এবং তার কোন কাজটি সর্বোত্তম ৬৬

১১. সকল গুণাবলি যেগুলো দ্বারা গুণান্বিত হলে যে কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে ৬৬

১২. কোনো ব্যক্তির তার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি পিতা-মাতা এবং সকল লোকের চেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসা আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা ৬৭

১৩. কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা ভালোবাসবে সেটা তাঁর ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসা ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রমাণ ৬৭

১৪. প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকার আবশ্যকতা আর এগুলোর প্রতিটি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ৬৭

১৫. ঈমানদারগণের একে অপরের উপর মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে ইয়েমেনবাসীদের প্রাধান্য ৬৮

১৬. দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ প্রার্থনা করা ৬৯

১৭. পাপাচারিতার মাধ্যমে ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তি, পাপী থেকে ঈমানের বিচ্ছিন্নতা এবং পাপকার্য সম্পাদনকালে ঈমানের পূর্ণতার ঘাটতি ৬৯

১৮. মুনাফিকের স্বভাবের বর্ণনা ৬৯

১৯. যে তার মুসলিম ভাইকে বলল, হে কাফির! তার ঈমানের অবস্থার বর্ণনা ৭০

২০. জেনে শুনে স্বীয় পিতাকে বর্জনকারীর ঈমানের অবস্থা ৭০
২১. নবী ﷺ-এর উক্তি : কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া পাপাচার আর তাকে হত্যা করা কুফরী ৭১
২২. আমার পর তোমরা একে অপরের গলা কেটে কুফরীতে ফিরে যেও না ৭১
২৩. ঐ ব্যক্তি কুফরী করল যে বলল অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে ৭১
২৪. আনসারগণকে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ৭২
২৫. আনুগত্যে অবহেলার মাধ্যমে ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তির বর্ণনা ৭২
২৬. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন সর্বোত্তম কাজ ৭৩
২৭. শির্ক সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহ এবং তার পরবর্তী বড় গুনাহের বর্ণনা ৭৪
২৮. কবীরা গুনাহের বর্ণনা ৭৪
২৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর 'ইবাদতে কোনো কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ৭৫
৩০. 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলছে এমন কাফিরকে হত্যা করা হারাম ৭৬
৩১. নবী ﷺ-এর উক্তি : যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয় ৭৭
৩২. গালে আঘাত করা, কাপড় চোপড় ছেঁড়া এবং জাহিলী যুগের (রীতি-প্রথার প্রতি) আহ্বান জানানো হারাম ৭৮
৩৩. চোগলখোরী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা ৭৮
৩৪. কাপড় ঝুলিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেয়া, ব্যবসায়ে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি– এ সব বিষয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা ৭৮
৩৫. আত্মহত্যা কঠোরভাবে হারাম হওয়ার বর্ণনা : যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে তা দ্বারা জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ৭৯
৩৬. গনীমতের মাল আত্মসাৎ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা আর মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ৮২
৩৭. জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ডের কারণে কি মানুষকে পাকড়াও করা হবে ৮২
৩৮. ইসলাম তার পূর্বের মন্দ কর্মকাণ্ডকে বিনষ্ট করে, অনুরূপ হিজরত ও হজ্জও ৮৩
৩৯. কাফিরের ভালো 'আমলের বিধান যখন সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে ৮৩
৪০. ঈমানের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা ৮৩
৪১. আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরের ঐ কথা ও মনষ্কামনাকে এড়িয়ে যান যা কার্যে পরিণত বা উচ্চারণ করা না হয় ৮৪
৪২. বান্দা যখন কোনো ভালো চিন্তা করে তার জন্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় আর যখন কোনো মন্দ চিন্তা করে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না ৮৪
৪৩. ঈমানের ব্যাপারে সংশয় এবং কেউ যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন সে কী বলবে ৮৫
৪৪. যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিম ব্যক্তির অধিকার ছিনিয়ে নিবে তার ব্যাপারে (শাস্তির) হুমকি প্রদান ৮৫

৪৫. যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়ার ইচ্ছে করে তার রক্ত বিপদে পতিত তার প্রমাণ, এতে যদি সে নিহত হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে তার সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ ৮৬
৪৬. প্রজাবৃন্দকে প্রবঞ্চনাকারী শাসকের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত ৮৬
৪৭. কতিপয় ব্যক্তির অন্তর থেকে আমানাত ও ঈমান উঠিয়ে নেয়া আর অন্তরে ফিতনা গেঁথে যাওয়া ৮৭
৪৮. ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায় এবং তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে আর সেটি দু'মসজিদের মাঝে ফিরে যাবে ৮৭
৪৯. ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ঈমান লুকানো ৮৮
৫০. দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করা এবং নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে ঈমানদার বলা নিষিদ্ধ ৮৯
৫১. দলীল প্রমাণাদি দেখার দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় ৯০
৫২. সকল লোকদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা এবং ইসলামের মাধ্যমে অন্য সব ধর্ম রহিতকরণ ৯০
৫৩. নবী ﷺ-এর শারী'আতের অনুযায়ী মানুষদের ফয়সালা দেয়ার জন্য ঈসা ইবনে মারইয়াম ﷺ-এর অবতরণ ৯১
৫৪. ঐ সময়ের বর্ণনা যখন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় ৯১
৫৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহী অবতরণের সূচনা ৯২
৫৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উর্ধ্ব আসমানে উর্ধ্বাগমন এবং সালাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ৯৫
৫৭. ঈসা মাসীহ ও মাসীহ দাজ্জালের বর্ণনা ১০১
৫৮. সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা ১০২
৫৯. আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থ : অবশ্যই তিনি [মুহাম্মদ ﷺ তাকে [জিবরাঈল-কে] আরেকবার নাযিল অবস্থায় দেখেছেন আর নবী ﷺ কি মি'রাজের রজনীতে তার পালনকর্তাকে দেখেছেন ১০২
৬০. কিয়ামাত দিবসে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখবেন তার প্রমাণ ১০৩
৬১. প্রতিপালকের দেখার পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান ১০৪
৬২. সুপারিশ ও একত্ববাদীগণের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রমাণ ১০৯
৬৩. সর্বশেষে যে জাহান্নাম থেকে বের হবে তার বর্ণনা ১১০
৬৪. জান্নাতবাসীর সর্বনিম্ন স্তর। ১১০
৬৫. নবী ﷺ-এর গোপনীয় বিশেষ প্রার্থনা যা হবে তাঁর উম্মতের জন্য শাফা'আতের কামনা ১১৬
৬৬. আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রসঙ্গে : তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর ১৬৬
৬৭. আবূ ত্বালিবের জন্য নবী ﷺ-এর সুপারিশ ও তার জন্য শাস্তি লঘুকরণ ১১৮
৬৮. জাহান্নামীদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে লঘু শাস্তি পাবে ১১৮
৬৯. মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, অন্যদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আর তাদের দায়-দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি ১১৮
৭০. কিছু সংখ্যক মুমিনের বিনা হিসেবে এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশের বর্ণনা ১১৯
৭১. আল্লাহ তা'আলা আদমকে বলবেন, জাহান্নামীদের থেকে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন ১২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

كِتَابُ الطَّهَارَةِ – পবিত্রতা

১.	সালাতের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক	১২২
২.	ওযুর বিবরণ এবং তার পরিপূর্ণতা	১২২
৩.	নবী ﷺ-এর ওযূ প্রসঙ্গে	১২২
৪.	নাকে পানি দেয়া, ঝাড়া এবং ইস্তিনজায় বেজোড় ঢিলা-পাথর ব্যবহার করা	১২৩
৫.	পদদ্বয় পরিপূর্ণভাবে ধৌত করার আবশ্যকতা	১২৩
৬.	ওযূর ভেতর চমকানোর স্থানগুলো বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব এবং ওযূর অঙ্গগুলো ঠিকভাবে ধৌত করা	১২৪
৭.	মিসওয়াক	১২৪
৮.	ফিতরাতের স্বভাব	১২৫
৯.	(পেশাব-পায়খানা করার সময় কা'বার দিকে মুখ বা পিঠ না করার ব্যাপারে) সতর্কতা অবলম্বন করা	১২৫
১০.	ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্জা (শৌচকার্য) করা নিষিদ্ধ	১২৬
১১.	পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা	১২৬
১২.	পেশাব-পায়খানায় পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা	১২৬
১৩.	দু'মোজার উপর মাসেহ করা	১২৭
১৪.	কুকুর জিহ্বা দ্বারা কোনো কিছু চাটলে তার হুকুম	১২৮
১৫.	বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ	১২৮
১৬.	মসজিদে পেশাব ও অন্যান্য অপবিত্র দ্রব্যাদি ধৌত করার অপরিহার্যতা এবং মাটি না খুঁড়ে পানির সাহায্যে পরিষ্কার হয়	১২৯
১৭.	দুধপানকারী শিশুর পেশাবের বিধান এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি	১২৯
১৮.	কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা এবং তা রগড়ানো	১২৯
১৯.	রক্তের অপবিত্রতা এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি	১৩০
২০.	পেশাব অপবিত্র হওয়ার দলীল, আর তার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার অপরিহার্যতা	১৩০

তৃতীয় অধ্যায়

كِتَابُ الْحَيْضِ – হায়িয (ঋতুস্রাব)

১.	কাপড়ের উপর হায়িযওয়ালী নারীর সাথে শরীর মেশানো	১৩১
২.	একই লেপের নিচে হাযিওয়ালী নারীর সাথে শয়ন	১৩১
৩.	হায়েযওয়ালী নারী তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দিতে এবং মাথার চুল আঁচড়ে দিতে পারবে	১৩২
৪.	মযী প্রসঙ্গে	১৩২
৫.	জুনুবী ব্যক্তির ঘুমিয়ে থাকা বৈধ তবে তার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব	১৩২
৬.	মনী নির্গত হওয়ার দরুণ নারীর উপর গোসল করা ওয়াজিব	১৩৩
৭.	ফরয গোসলের বর্ণনা	১৩৩
৮.	ফরয গোসলে যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব	১৩৪

৯. মাথায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে তিনবার পানি বইয়ে দেয়া মুস্তাহাব ১৩৫
১০. হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনকারিণী নারীর জন্য রক্ত মাখা গুপ্তাঙ্গে কস্তুরী মিশ্রিত নেকড়া দ্বারা মুছে ফেলা মুস্তাহাব ১৩৫
১১. ইস্তিহাযা পীড়িত নারীর গোসল ও সালাত ১৩৬
১২. সালাত ছাড়া হায়েযওয়ালী নারীর উপর রোযা কাযা করা ওয়াজিব ১৩৬
১৩. গোসলকারী কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পর্দা করবে ১৩৭
১৪. নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয ১৩৭
১৫. ভালোভাবে সতর ঢাকার ব্যাপারে সতর্কতা ১৩৮
১৬. বীর্য নির্গত হলে গোসল অপরিহার্য (যা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে) ১৩৮
১৭. (বীর্য নির্গত হলে গোসল ফরয) এটি রহিত' দু'যৌনাঙ্গের মিলনের দ্বারা গোসল ওয়াজিব ১৩৯
১৮. আগুনে রান্না করা খাবার খেলে পুনরায় উযূ করতে হবে না ১৩৯
১৯. যে ব্যক্তি উযূ আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী অতঃপর সে হাদাসের দ্বারা উযূ ভঙ্গে সন্দেহে পতিত হয় সে পুনরায় উযূ না করেই সালাত আদায় করে তার প্রমাণ ১৩৯
২০. দাবাগাতের (পরিশোধন) মাধ্যমে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্রকরণ ১৪০
২১. তায়াম্মুম ১৪০
২২. মুসলিম অপবিত্র হয় না এর দলীল ১৪২
২৩. যখন পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন কী বলবে ১৪৩
২৪. উপবিষ্ট অবস্থায় ঘুমালে উযূ ভঙ্গ হয় না তার প্রমাণ ১৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

كِتَابُ الصَّلَاةِ – সালাত

১. আযানের সূচনা ১৪৪
২. আযানের শব্দগুলো দু'বার এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার উচ্চারণ করার নির্দেশ ১৪৪
৩. মুয়ায্যিনের অনুরূপ শব্দ বলা যে তা শ্রবণ করে, অতঃপর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা তারপর অসীলার দুআ করা প্রসঙ্গে ১৪৫
৪. আযানের ফযীলাত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন ১৪৫
৫. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব এবং সিজদা থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে হবে না ১৪৬
৬. সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু ও উঁচু হওয়ার সময় তাকবীর বলা শুধু রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় ব্যতীত ১৪৮
৭. প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা সুন্দর করে পড়তে পারে না এবং তা শেখাও সম্ভব না হলে অন্য যা সহজ তা পড়া ১৪৯

৮. যে ব্যক্তি বলে উচ্চঃস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে না তার দলীল ১৫০
৯. সালাতে তাশাহুদ পড়া ১৫০
১০. তাশাহুদ পড়ার পর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া ১৫১
১১. সালাতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' এবং আমীন বলা ১৫২
১২. মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে ১৫৩
১৩. অসুস্থতা অথবা মুসাফির অথবা অন্য কোনো ওজরের কারণে সালাতে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করা ১৫৪
১৪. জামা'আতের পক্ষ থেকে কাউকে সালাত পড়ানোর জন্য সামনে পাঠানো যখন ইমাম বিলম্ব করবে এবং সামনে পাঠানোতে বিশৃংখলার ভয় না করবে ১৫৯
১৫. সালাতে কোনো কিছু হলে পুরুষদের 'সুবহানাল্লাহ' বলা ও মহিলাদের (হাত দিয়ে রানের উপর) তালি দেয়া। ১৬০
১৬. সালাত সুন্দরভাবে পূর্ণভাবে আদায় করার এবং সালাতে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ ১৬০
১৭. রুকূ' সিজদা বা অনুরূপ কাজ মুক্তাদী ইমামের আগে করা হারাম ১৬০
১৮. সালাতে কাতার সোজা ও ঠিক করা ১৬১
১৯. পুরুষদের পিছনে সালাতরত মহিলাদের প্রতি নির্দেশ, যেন তারা পুরুষদের সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে মাথা না উঠায় ১৬১
২০. ফিতনার ভয় থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন এবং মহিলারা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাবে না ১৬২
২১. উচ্চঃস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট সালাতে উঁচু ও নিচুর মধ্যম অবস্থা অবলম্বন করা (যদি উচ্চ আওয়াজে পড়লে ফাসাদের ভয় থাকে) ১৬২
২২. মনোযোগ সহকারে কিরাআত শ্রবণ করা ১৬৩
২৩. ফজ্‌রের সালাতে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পড়া এবং জ্বিনদের উপর কিরাআত পাঠ করা ১৬৪
২৪. যুহরের ও আসরের সালাতের কিরাআত ১৬৫
২৫. ফজ্‌রের ও মাগরিবের সালাতে কিরাআত ১৬৬
২৬. ইশার সালাতে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পাঠ ১৬৭
২৭. ইমামদের প্রতি সালাত সংক্ষিপ্ত করত: পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান ১৬৮
২৮. সালাতের রুকনগুলো মধ্যমপন্থায় আদায় করা এবং তা সংক্ষিপ্ত করা ও পূর্ণ করা ১৬৯
২৯. ইমামের অনুসরণ করা এবং প্রতিটি কাজ ইমামের পরে আদায় করা ১৬৯
৩০. রুকূ' ও সিজদায় যা বলবে ১৭০
৩১. সিজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং চুল ও কাপড় গুটিয়ে না রাখা ও সালাতে চুল বেনী করা ১৭০
৩২. সালাতের বৈশিষ্ট্য এবং যা দ্বারা সালাত শুরু ও শেষ করা হয় ১৭০
৩৩. সালাত আদায়কারীর সুতরা (আড়াল) প্রসঙ্গে ১৭০
৩৪. সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম নিষিদ্ধ ১৭২
৩৫. সালাত আদায়কারীর সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ানো ১৭৩
৩৬. সালাত আদায়কারীর সামনে আড়াআড়িভাবে শোয়া ১৭৩
৩৭. একটি মাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম ১৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা

১.	মসজিদে নববী নির্মাণ	১৭৭
২.	বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ক্বিবলা পরিবর্তন	১৭৮
৩.	ক্ববরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ	১৭৯
৪.	মসজিদ নির্মাণের ফযীলত ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান	১৮০
৫.	রুকূ'তে দু' হাত হাঁটুতে রাখার নির্দেশ এবং তাত্বীক (দু'হাত মিলিয়ে দু'হাঁটুর মধ্যে রাখা) মানসুখ হওয়া	১৮০
৬.	সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ এবং তা বৈধতা রহিত হওয়া	১৮০
৭.	সালাতের মধ্যে শয়তানকে অভিসম্পাত করা জায়েয	১৮১
৮.	সালাত আদায়কালে শিশুদেরকে বহন করা বৈধ	১৮২
৯.	সালাতরত অবস্থায় দু'এক পা আগ পিছ হওয়া বৈধ	১৮২
১০.	সালাতাবস্থায় কোমরে হাত রাখা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)	১৮৩
১১.	সালাতে কঙ্কর স্পর্শ করা এবং মাটি সমান করা অপছন্দনীয়	১৮৩
১২.	সালাতে বা সালাতের বাইরে মসজিদে থু থু ফেলা নিষিদ্ধ	১৮৩
১৩.	জুতো পরে সালাত আদায় করা বৈধ	১৮৪
১৪.	নকশা বিশিষ্ট কাপড় পরে সালাত আদায় অপছন্দনীয়	১৮৪
১৫.	খাবার উপস্থিত হলে সালাত অপছন্দনীয়	১৮৫
১৬.	রসুন, পিঁয়াজ কিংবা ঐ জাতীয় জিনিস খেয়ে মাসজিদে গমন নিষিদ্ধ	১৮৫
১৭.	সালাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া এবং তার জন্য সিজদা	১৮৬
১৮.	কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা	১৮৮
১৯.	সালাতের জিকর	১৮৯
২০.	ক্ববরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বৈধ	১৮৯
২১.	সালাতে যে সকল জিনিস থেকে আশ্রয় চাই	১৮৯
২২.	সালাত আদায়ের পর দোয়া পাঠ করা মুস্তাহাব এবং তার পদ্ধতি	১৯০
২৩.	তাকবীরে তাহরীমা ও সূরা ফাতিহা পাঠের মধ্যে কী বলবে	১৯১
২৪.	সালাতের জন্য ধীরস্থির ও শান্তভাবে আসা মুস্তাহাব এবং দৌড়ে আসা অপছন্দনীয়	১৯২
২৫.	মানুষ সালাতের জন্য কখন দাঁড়াবে	১৯২
২৬.	যে ব্যক্তি কোনো সালাতের এক রাক'আত পেল সে যেন সে সালাতই পেল	১৯৩
২৭.	পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়	১৯৩
২৮.	যুহরের সালাত প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে পড়া মুস্তাহাব ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি জামাআতে যায় এবং রাস্তায় তার রৌদ্রের তাপ লাগে	১৯৪
২৯.	গরমের তীব্রতা না থাকলে যুহরের সালাত সময়ের শুরুতে পড়া মুস্তাহাব	১৯৫
৩০.	আসরের সালাত প্রথম সময়ে পড়া উত্তম	১৯৫
৩১.	আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার পরিণাম	১৯৬

৩২.	ঐ ব্যক্তির দলীল, যিনি বলেন– সালাতুল উসত্বা হচ্ছে আসরের সালাত	১৯৬
৩৩.	ফজর ও আসরের সালাতের মর্যাদা এবং এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া	১৯৬
৩৪.	সূর্যাস্তের সময় মাগরিবের সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হওয়ার বর্ণনা	১৯৭
৩৫.	ইশার সালাতের সময় এবং তা বিলম্ব করা	১৯৮
৩৬.	ফজরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব এবং তাতে কিরাআতের পরিমাণের বর্ণনা	২০০
৩৭.	জামা'আতে সালাতের ফযীলত এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকার পরিণামের বর্ণনা	২০১
৩৮.	ওজরের কারণে জামা'আত থেকে পিছিয়ে থাকার অনুমতি	২০২
৩৯.	নফল সালাত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা এবং মাদুর, কাপড় ইত্যাদি পবিত্র জিনিসের উপর সালাত আদায় করার বৈধতা	২০৩
৪০.	জামা'আতে সালাত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা	২০৪
৪১.	দূর থেকে মসজিদে আসার ফযীলত	২০৪
৪২.	সালাতের জন্য হেঁটে যাওয়া পাপ মোচন করে ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে	২০৪
৪৩.	ইমামতের জন্য যে বেশি হকদার	২০৫
৪৪.	মুসলমানগণ কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে প্রত্যেক সালাতে কুনূতে নাযিলাহ পড়া মুস্তাহাব	২০৫
৪৫.	ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করা এবং তা তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব	২০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা

১.	মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা	২০৯
২.	মিনায় সালাত কসর করা	২১০
৩.	বৃষ্টির কারণে আবাসস্থলে সালাত আদায়ের বর্ণনা	২১০
৪.	সফরে যানবাহনের উপর নফল সালাত যে দিকে মুখ দিয়ে থাকে সেদিকে বৈধ	২১১
৫.	সফরে দু'সালাত একত্রে আদায় বৈধ	২১১
৬.	বাড়িতে অবস্থানকালে দু'সালাত একত্রে আদায় করা	২১২
৭.	সালাত শেষে ডান ও বাম উভয় দিক দিয়েই মুখ ফিরিয়ে বসা বৈধ	২১২
৮.	ইক্বামাত শুরু হওয়ার পর নফল সালাত আরম্ভ করা অপছন্দনীয়	২১২
৯.	দুখুলুল মসজিদ দু'রাক'আত আদায় করা বাঞ্ছনীয় এবং তা আদায়ের পূর্বে বসা অপছন্দীয় এবং যে কোনো সময় তা পড়া জায়েয	২১৩
১০.	সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব	২১৩
১১.	চাশতের সালাত মুস্তাহাব এবং তার সর্বনিম্ন পরিমাণ দু'রাক'আত, সর্বোচ্চ পরিমাণ আট রাক'আত, মধ্যম পরিমাণ চার বা ছয় রাক'আত এবং এই সালাত সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান	২১৪
১২.	ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সালাত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান	২১৪
১৩.	ফরজ সালাতের আগে ও পরে সুন্নাতে রাতেবা বা নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত ও তার সংখ্যা	২১৫

১৪. নফল সালাত দাঁড়িয়ে, বসে এবং একই সালাতের কিছু দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া বৈধ ২১৫
১৫. রাতের সালাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাতের সংখ্যা এবং বিতরের সালাত এক রাক'আত ও এক রাক'আত সালাত সহীহ ২১৬
১৬. রাতের সালাত দু' রাক'আত এবং বিতর শেষ রাতে এক রাক'আত ২১৭
১৭. শেষ রাতে দোয়া ও যিকর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সে সময় কবুল হওয়া ২১৮
১৮. রমযানের রাতের কিয়ামের প্রতি উৎসাহ প্রদান আর তা হচ্ছে (কিয়ামু রমযান) তারাবীহ ২১৮
১৯. রাতের সালাতে দোয়া এবং রাতে সালাতে দণ্ডায়মান হওয়া ২১৯
২০. রাতের সালাতে কিরাআত লম্বা করা মুস্তাহাব ২২১
২১. যে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত ঘুমালো তার আলোচনা ২২১
২২. নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব এবং তা মসজিদেও জায়েয। ২২২
২৩. কারো সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন আমলে অথবা কুরআন পাঠ ও যিকির আযকার এলোমেলো হলে তার প্রতি শুয়ে যাওয়া অথবা বসে যাওয়ার নির্দেশ যে পর্যন্ত না অবস্থা কেটে যায় ২২৩
২৪. কুরআন বার বার পাঠ করার নির্দেশ আর এ কথা বলা অপছন্দনীয় যে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি কিন্তু এ কথা বলা জায়েয যে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে ২২৪
২৫. সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা বাঞ্ছনীয় ২২৫
২৬. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূরা ফাতাহ পড়ার বর্ণনা ২২৫
২৭. কুরআন পাঠের সময় প্রশান্তি নাযিল হওয়ার বর্ণনা ২২৫
২৮. কুরআনের হাফেজ ও অনুসরণকারীর মর্যাদা ২২৬
২৯. কুরআন শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং যে প্রতিনিয়ত শিক্ষার জন্য লেগে থাকে তার মর্যাদা ২২৭
৩০. নৈপুণ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে কুরআন তেলাওয়াত উত্তম যদিও শ্রোতার চেয়ে পাঠক উত্তম ২২৭
৩১. কুরআন তেলাওয়াত শোনা এবং হাফিযদের কাছে থেকে পড়া শুনতে চাওয়া এবং তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা ও গবেষণা করার মর্যাদা ২২৭
৩২. সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষ অংশের ফযীলত এবং সূরা আল-বাক্বারার শেষ দু' আয়াত পড়ার প্রতি উৎসাহ দান ২২৮
৩৩. কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীর এবং যে কুরআনের হেকমত তথা ফিকাহ ইত্যাদি শিখে ও তদানুযায়ী আমল করে তার মর্যাদা ২২৮
৩৪. কুরআন সাত রকম পঠনে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর অর্থের বর্ণনা ২২৯
৩৫. কুরআন তারতিলসহ (ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে) পাঠ করা এবং 'হাযযা' থেকে বিরত থাকা, 'হাযযা' হলো চটজলদি করে পড়া এবং এক রাক'আতে একাধিক সূরা পড়া বৈধ ২৩০
৩৬. কিরাআত সম্পর্কিত বিষয় ২৩০
৩৭. যে সকল সময়ে সালাত আদায় নিষিদ্ধ ২৩১
৩৮. ঐ দু' রাকা'আতের পরিচয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর আদায় করতেন ২৩২
৩৯. মাগরিবের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সালাত মুস্তাহাব ২৩৩
৪০. প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মধ্যে সালাত। ২৩৩
৪১. সালাতুল খওফ বা ভীতির সালাত ২৩৪

সপ্তম অধ্যায়

كِتَابُ الْجُمُعَةِ – জুমু'আর বর্ণনা

১.	জুম'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর গোসল ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা	২৩৬
২.	জুমু'আর দিন সুগন্ধি লাগানো ও মেসওয়াক করা	২৩৭
৩.	জুমু'আর দিন খুৎবা চলাকালীন নীরব থাকা	২৩৮
৪.	জুমু'আর দিনে (দোয়া কবুল হওয়ার) নির্দিষ্ট একটি সময়	২৩৮
৫.	জুম'আর দিনে এ উম্মাতকে পথের নির্দেশ দান	২৩৮
৬.	সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই জুমু'আর সালাতের সময়	২৩৮
৭.	সালাতের পূর্বে দু' খুৎবার বর্ণনা এবং এ দু'য়ের মাঝে বসা	২৩৯
৮.	আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যখন তারা দেখল ব্যবসা ও খেল তামাসা তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল ।"	২৩৯
৯.	সালাত ও খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা	২৩৯
১০.	ইমামের খুৎবা চলাকালীন তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করা	২৪০
১১.	জুমু'আর দিন (সালাতে) যা পড়বে	২৪০

অষ্টম অধ্যায়

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ – দু'ঈদের সালাত

১.	দুই ঈদে মহিলাদের ঈদগাহে গমন এবং পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে খুৎবা শ্রবণের বর্ণনা	২৪৩
২.	ঈদের দিনে শরীয়ত অপরাধবিহীন খেলাধুলার ছাড় দেওয়া হয়েছে	২৪৩

নবম অধ্যায়

كِتَابُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ – পানি প্রার্থনার সালাত

১.	ইসতিস্কা সালাতে দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করা	২৪৫
২.	ইসতিস্কার সালাতে দোয়ার বর্ণনা	২৪৫
৩.	ঝড়ো হাওয়া ও মেঘ দেখে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করা ও বৃষ্টি দেখে আনন্দিত হওয়া	২৪৬
৪.	পূর্ব পশ্চিমের বায়ু প্রসঙ্গে	২৪৬

দশম অধ্যায়

كِتَابُ الْكُسُوفِ – সূর্য গ্রহণের পর্ব

১.	সূর্য গ্রহণের সালাত	২৪৭
২.	সূর্য গ্রহণের সালাতে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া	২৪৮
৩.	সূর্য গ্রহণের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা দেখানো হয়	২৪৯
৫.	সূর্য গ্রহণ সালাতের জন্য আহ্বান হচ্ছে : আস সালাতু জামি'আহ	২৫১

একাদশ অধ্যায়

كِتَابُ الْجَنَائِزِ – জানাযা পর্ব

১. মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা ২৫৩
২. ধৈর্য ধারণ বিপদের প্রথম ধাক্কাতেই ২৫৪
৩. মৃতের উপর পরিবার-পরিজনের ক্রন্দনের কারণে আযাব হয়ে থাকে ২৫৪
৪. অধিক আর্তনাদ করা ২৫৭
৫. জানাযার পিছনে নারীদের অনুগমন নিষিদ্ধ ২৫৮
৬. মৃতের গোসলের বর্ণনা ২৫৮
৭. মৃতের কাফন ২৫৯
৮. মাইয়্যিতকে আবৃত করা ২৬০
৯. জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করার বর্ণনা ২৬০
১০. জানাযার সালাত ও তার পিছে অনুগমনের ফযীলত ২৬০
১১. যে মৃত সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে অথবা মন্দ বলা হয়েছে ২৬১
১২. যারা নিস্কৃতি পেয়েছে অথবা নিস্কৃতি দিয়েছে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে ২৬১
১৩. জানাযার তাকবীর সংক্রান্ত ২৬১
১৪. কবরের উপর (জানাযার) সালাত আদায় ২৬২
১৫. জানাযা দেখলে দাঁড়ানো ২৬৩
১৬. জানাযার সালাত আদায়কালে ইমাম মৃত ব্যক্তির যে অংশ বরাবর দাঁড়াবে ২৬৪

দ্বাদশ অধ্যায়

كِتَابُ الزَّكَاةِ – যাকাত পর্ব

১. মুসলিমের উপর গোলাম এবং ঘোড়ার যাকাত নেই ২৬৫
২. অগ্রিম যাকাত আদায় করা ও যাকাত না দেয়া ২৬৫
৩. মুসলমানদের ওপর যাকাত ফিতর হিসাবে খেজুর ও জব প্রদান করা ২৬৬
৪. যাকাত অস্বীকারকারীর গুনাহ ২৬৮
৫. যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার শাস্তির ভয়াবহতা ২৬৯
৬. সদকা দেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া ২৬৯
৭. যারা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে তাদের শাস্তির ভয়াবহতা ২৭১
৮. দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও গোপনে দানকারীর জন্য সুসংবাদ ২৭২
৯. প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করা, অতঃপর পরিবার-পরিজনের জন্য, অতঃপর নিকটাত্মীয়ের জন্য ২৭৩
১০. নিকটাত্মীয়, পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করাও সদাকা করার মর্যাদা যদিও তারা মুশরিক হয় ২৭৩
১১. মৃত ব্যক্তির নামে ব্যয় করলে তার নিকট সওয়াব পৌছায় ২৭৫
১২. প্রত্যেক সৎ কাজকে 'সদকা' নামে অভিহিত করার বর্ণনা ২৭৫
১৩. দানকারী ও কৃপণতাকারী ২৭৬

১৪. সদকা গ্রহীতা না পাওয়ার পূর্বে সদকার প্রতি উৎসাহের বর্ণনা ২৭৬
১৫. সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে সদকা গৃহীত হওয়া এবং তাঁর বৃদ্ধি সাধন ২৭৭
১৬. সদকা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান যদিও তা খেজুরের একটু অংশ অথবা উত্তম কথা হয় এবং এটা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল ২৭৮
১৭. মুটে মজুর সদকাহ করতে পারে এবং অল্প পরিমাণ সদকাকারীকে দোষারোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ২৭৮
১৮. মানীহা এর ফযীলত (দুগ্ধপানের জন্য দুগ্ধবতী উট-ছাগল-ভেড়া সাময়িকভাবে দান) ২৭৯
১৯. দানকারী ও কৃপণতাকারীর দৃষ্টান্ত ২৭৯
২০. সদকা প্রদানকারীর সওয়াব বহাল থাকবে যদিও তা অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে যায় ২৮০
২১. বিশ্বস্ত খাজাঞ্চীর এবং ঐ মহিলা যে সৎ উদ্দেশ্যে তার স্বামীর গৃহ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অনুমতি সাপেক্ষ সদকা করে, বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়– তার প্রতিদান ২৮০
২২. যে ব্যক্তি এক সঙ্গে সদকা ও উত্তম আমলসমূহ করল ২৮১
২৩. দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও (সম্পদ) গণনা করা অপছন্দনীয় ২৮২
২৪. সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান যদিও তা অল্প পরিমাণে হয় এবং অল্পকে তুচ্ছ মনে করে বিরত না থাকা ২৮২
২৫. গোপনে সদকা করার ফযীলত ২৮২
২৬. সুস্থাবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালীন সদকাই উত্তম সদকা ২৮৩
২৭. উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত হলো দানকারী এবং নিচের হাত যাঞ্ছাকারী ২৮৩
২৮. ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়া ২৮৫
২৯. প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে প্রয়োজন মিটাতে পারে আর তার অবস্থা দেখে বোঝাও যায় না যে তাকে সদকা করা যাবে ২৮৫
৩০. মানুষের কাছে যাঞ্ছা করা অপছন্দনীয় ২৮৫
৩১. যাঞ্ছা বা লোভ করা ব্যতীত যা দেয়া হয় তা গ্রহণ করা বৈধ ২৮৬
৩২. দুনিয়ার (সম্পদের) প্রতি লোভ-লালসা অপছন্দীয় ২৮৬
৩৩. বনী আদমের যদি দু'টি উপত্যকা থাকে তাহলে সে তৃতীয়টি চাইবে ২৮৬
৩৪. অধিক ধন-সম্পদ থাকলেই ধনী নয় ২৮৭
৩৫. দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে যা বেরিয়ে আসবে সে ব্যাপারে ভয় করা ২৮৭
৩৬. অল্পে তুষ্ট থাকা ২৮৯
৩৭. ঐ ব্যক্তিকে প্রদান যে চায় অশ্লীল ও কঠোরভাবে ২৮৯
৩৮. ঐ ব্যক্তিকে প্রদান যার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার ভয় রয়েছে ২৯০
৩৯. খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বৈশিষ্ট্য ২৯৪
৪০. খারেজীদেরকে হত্যার ব্যাপারে উৎসাহিত করা ২৯৭
৪১. খারিজীরা সৃষ্টি ও স্বভাবের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট ২৯৮
৪২. রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত (গ্রহণ) হারাম তারা হচ্ছে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব। এছাড়া অন্যরা নয় ২৯৮

৪৩. নবী ﷺ বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ, যদিও হাদিয়াদাতা সদাকার মাধ্যমে ঐ মালের মালিক হয়ে থাকে এবং ঐ জিনিসের বর্ণনা যে, সদকা গ্রহীতা যখন তা গ্রহণ করে তখন সেটা সদকার হুকুম থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হালাল হয়ে যায় যাদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম ২৯৯
৪৪. নবী ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করতেন আর সদকাহ্ ফিরিয়ে দিতেন ২৯৯
৪৫. সদকা দানকারীর জন্য দু'আ করা ৩০০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

كِتَابُ الصِّيَامِ - সাওম

১. রমযান মাসের ফযীলত৩০১
২. চাঁদ দেখে রমযানের সওম রাখা এবং চাঁদ দেখে ছেড়ে দেয়া অপরিহার্য এবং যদি প্রথমে বা শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ করবে ৩০১
৩. রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সওম পালন করবে না ৩০২
৪. মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয় ৩০২
৫. দু' ঈদের মাসই কম হয় না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তির সমার্থ ৩০২
৬. ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে সাওম শুরু হয়, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য কাজ চলবে এবং ফজরের ব্যাখ্যা যা সাওমে প্রবেশের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত এবং ফজর সালাতের শুরু ইত্যাদির বর্ণনা ৩০৩
৭. সাহারীর ফযীলত এবং তা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সাহরী দেরি করে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব ৩০৪
৮. সাওম ভঙ্গ করার সময় এবং দিবাভাগের অবসান ৩০৫
৯. সাওমে বিসাল (বিরামহীন রোযা) এর নিষিদ্ধতা ৩০৬
১০. রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করা হারাম নয়, যদি কেউ কামাবেগে উত্তেজিত না হয় ৩০৭
১১. কোনো ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ফজর অতিবাহিত করলে তাঁর সাওম ভঙ্গ হবে না ৩০৭
১২. রমযান মাসে দিনের বেলায় সাওমকারীর সহবাস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে বড় কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা এবং এটা স্বচ্ছল ও অসচ্ছলের জন্য আদায় করা অপরিহার্য আর অসচ্ছল ব্যক্তি এটা আদায় না করা পর্যন্ত তার কাঁধে এর বোঝা চেপে থাকা ৩০৮
১৩. অন্যায় কাজে গমনের উদ্দেশ্য ছাড়া রমযান মাসে মুসাফিরের জন্য সাওম রাখা বা ভঙ্গ করা বৈধ হবে যদি তার সফরের দূরত্বের পরিমাণ দু' মারহালা বা তার অধিক হয় ৩০৯
১৪. সফরে যে ব্যক্তি সাওম পালন করছে না তার প্রতিদান যদি সে নিজের কাঁধে কাজের ভার তুলে নেয় ৩১০
১৫. সফরে সাওম পালন করা এবং ভঙ্গ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা ৩১০
১৬. 'আরাফাহর দিনে আরাফার মাঠে হজ্জ পালনকারীর জন্য সাওম ভঙ্গ করা মুস্তাহাব ৩১০
১৭. আশুরা বা মহররম মাসের দশ তারিখের সাওম ৩১১

১৮. যে ব্যক্তি আশুরার দিন আহার করল, তার উচিত সে দিনের অবশিষ্ট অংশে খাদ্য গ্রহণ না করা ৩১২
১৯. ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর দিন সাওম পালন নিষিদ্ধ ৩১৩
২০. শুধু জুমু'আর দিনে সাওম পালন অপছন্দনীয় ৩১৪
২১. আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণী রহিতকরণের বর্ণনা (সাওম পালনে) যাদের কষ্ট হয় তারা ফিদিয়া আদায় করবে। এ বাণীর দ্বারা যারা রমযান মাস পাবে তাদেরকে এ মাসের সাওম পালন করতে হবে। ৩১৪
২২. শা'বান মাসে রমযানের বাকি সাওম আদায় করা ৩১৪
২৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা সাওম আদায় করা ৩১৫
২৪. সায়িমের জবান হিফাযত করা ৩১৫
২৫. সাওমের ফযীলত ৩১৫
২৬. যে ব্যক্তি কোনো কষ্ট এবং অন্যের হক্ব নষ্ট না করে আল্লাহর জন্য সাওম পালন করল তার ফাযীলত ৩১৬
২৭. ভুলবশতঃ আহার, পানীয় এবং স্ত্রী সঙ্গম করলে সাওম ভঙ্গ হবে না ৩১৬
২৮. রমযান মাস ব্যতীত নবী ﷺ-এর সাওম পালন এবং প্রত্যেক মাসে সাওম পালন করা মুস্তাহাব ৩১৭
২৯. সাওমে দাহর (একাধারে এক যুগ) সাওম পালন করা ঐ ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ, যার এর মাধ্যমে ক্ষতি হবে কিংবা এর মাধ্যমে অন্যের হক বিনষ্ট হবে অথবা দু'ঈদে সাওম ভঙ্গ না করা এবং তাশরীকের দিনগুলোতে সাওম ভঙ্গ না করা এবং একদিন বিরতি দিয়ে সাওম পালন করার ফযীলত ৩১৮
৩০. শা'বান মাসে আনন্দের সাওম পালন করা ৩২১
৪১. লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলত এবং তার অন্বেষণে উৎসাহ দান, তার তারিখ ও স্থানের বর্ণনা, তা অন্বেষণ করার উপযুক্ত সময় ৩২১

চতুর্দশ অধ্যায়

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ- ই'তিকাফ

১. রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা ৩২৪
২. যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করার ইচ্ছে করল সে যখন ই'তিকাফ করার স্থানে প্রবেশ করবে ৩২৪
৩. রমযানের শেষ দশদিন (বিভিন্ন ইবাদতের) যথাসাধ্য চেষ্টা করা ৩২৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

كِتَابُ الْحَجِّ - হজ্জ

১. মুহরিম ব্যক্তির জন্য হজ্জ অথবা উমরাতে যা যা বৈধ আর যা যা অবৈধ এবং তার জন্য সুগন্ধি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হারাম ৩২৫
২. হজ্ব ও উমরার মীকাতসমূহ ৩২৬
৩. তালবীয়া পাঠের বর্ণনা এবং তার সময়কাল ৩২৬
৪. মদীনাবাসীদের জন্য মসজিদে যুল হুলাইফার নিকট থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ ৩২৭

৫.	পশুবাহন যাত্রার প্রস্তুতি নিলে তালবীয়া পাঠ	৩২৭
৬.	ইহরাম বাঁধার সময় মুহরিম ব্যক্তির সুগন্ধি ব্যবহার	৩২৮
৭.	মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা হারাম	৩২৮
৮.	হারাম শরীফের আওতার ভিতর এবং আওতার বাইরে মুহরিম এবং অন্যান্যদের জন্য যে সমস্ত প্রাণী হত্যা করার অনুমতি রয়েছে	৩৩১
৯.	যদি মুহরিম ব্যক্তির মাথার চুলের কারণে কষ্টকর হয় তাহলে তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা বৈধ হবে তবে মাথা মুণ্ডনের কারণে ফিদিয়া দেয়া অপরিহার্য এবং ফিদিয়া পরিমাণের বর্ণনা	৩৩১
১০.	মুহরিম ব্যক্তির শিঙ্গা লাগানো বৈধ	৩৩২
১১.	মুহরিম ব্যক্তির মাথা এবং শরীর ধৌত করা বৈধ	৩৩২
১২.	মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে যা করা হবে	৩৩৩
১৩.	অসুখ বা অন্য কোনো কারণে মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম খুলে ফেলার বৈধতা করার শর্ত	৩৩৩
১৪.	ইহরামের প্রকারভেদ, আর তা হজ্জে ইফরাদ তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্জ ও উমরাকে যুক্ত করা বৈধ এবং হজ্জে ক্বারেন আদায়কারী যখন তার ইহরাম থেকে হালাল হবে	৩৩৩
১৫.	আরাফায় অবস্থান করা এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারপর ঐ স্থান থেকে যাত্রা কর লোকেরা যেখান থেকে যাত্রা করে।	৩৩৯
১৬.	ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাওয়ার বিধান রহিত এবং তা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ	৩৪০
১৭.	হজ্বে তামাত্তু করা বৈধ	৩৪০
১৮.	হজ্জ তামাত্তুকারীর উপর কুরবানী করা অপরিহার্য। এটা না করতে পারলে হজ্জ পালন করা অবস্থায় তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরার পর সাতদিন সওম পালন করতে হবে	৩৪০
১৯.	ইফরাদ হজ্বকারী যে সময়ে হালাল হয় তার পূর্বে হজ্বে কিরানকারী হালাল হতে পারবে না	৩৪২
২০.	বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহরাম থেকে হালাল হওয়া এবং হজ্জে কিরানের বৈধতা	৩৪২
২১.	হজ্জ ও উমরাতে কিরান ও ইফরাদ	৩৪৩
২২.	যে ব্যক্তি হজ্বের ইহরাম বাঁধল তার জন্য কী কী করা অপরিহার্য, অতঃপর তাওয়াফ ও সা'য়ীর জন্য মক্কায় আসল	৩৪৩
২৩.	যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসল তার জন্য তাওয়াফ ও সায়ীতে যা করা অপরিহার্য	৩৪৪
২৪.	হজ্বের মাসগুলোতে উমরা করা	৩৪৫
২৫.	ইহরামের সময় কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা ঝুলানো এবং কোনো চিহ্ন দিয়ে দেয়া	৩৪৬
২৬.	উমরাতে চুল ছাঁটা	৩৪৬
২৭.	নবী ﷺ-এর ইহরাম বাঁধা এবং তাঁর কুরবানী	৩৪৬
২৮.	নবী ﷺ-এর উমরা আদায়ের সংখ্যা এবং তা আদায় করার সময়ের বর্ণনা	৩৪৬
২৯.	রমযান মাসে উমরা পালনের ফযীলত	৩৪৮
৩০.	মক্কাতে সানীয়া উলিয়া দিয়ে প্রবেশ করা এবং (মক্কা) থেকে সানীয়া সুফলা দিয়ে বের হওয়া এবং দেশে বিপরীত রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব	৩৪৮
৩১.	মক্কাতে প্রবেশের ইচ্ছে করলে যী-তুয়া উপত্যকায় রাত্রি যাপন করা এবং গোসল করে প্রবেশ করা এবং দিনের বেলায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব	৩৪৯

৩২. উমরার তাওয়াফে এবং হজ্বের প্রথম তওয়াফে রমল করা মুস্তাহাব ৩৪৯
৩৩. তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানীদ্বয়কে স্পর্শ করা এবং অপর
দু'টি রুকন স্পর্শ না করা মুস্তহাব ৩৫০
৩৪. তাওয়াফকালে কালো পাথরে চুম্বন দেয়া মুস্তাহাব ৩৫১
৩৫. উট বা অন্যান্য যানবাহনে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহণকারীর
জন্য লাঠি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কালো পাথর স্পর্শ করা বৈধ ৩৫১
৩৬. সাফা এবং মারওয়ায় সাঈ (দৌড়দৌড়ি) করা হজ্বের রুকন-এটা পালন না
করলে হজ্ব বিশুদ্ধ না হওয়ার বর্ণনা ৩৫১
৩৭. হাজীদের জন্য কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত
তালবিয়া পাঠ জারি রাখা মুস্তাহাব ৩৫৪
৩৮. আরাফার দিন মীনা থেকে আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময় তালবীয়াহ্ ও তাকবীর পাঠ ৩৫৪
৩৯. আরাফা থেকে মুজদালিফা গমন এবং সেই রাত্রিতে মুজদালিফায়
মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে পড়া মুস্তাহাব ৩৫৫
৪০. কুরবানীর দিন মুজদালিফায় ফজরের সালাত বেশি অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব। ফজর
উদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করাটাও মুস্তাহাব ৩৫৬
৪১. রাত্রির শেষভাগে লোকদের ভিড়ের পূর্বে দুর্বল এবং বয়স্ক মহিলা ও
অন্যদের মুজদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং অন্যান্যদের
ফজরের সালাত আদায় পর্যন্ত মুজদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব ৩৫৬
৪২. বাতনে ওয়াদী থেকে জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপকালে মক্কাকে বাম
দিকে রাখা এবং প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলা ৩৫৭
৪৩. চুল ছাঁটার উপর মাথা মুণ্ডন করাকে প্রাধান্য দেয়া এবং চুল ছাঁটার বৈধতা প্রসঙ্গে ৩৫৮
৪৪. কুরবানীর দিন সুন্নাত কাজ হলো সর্বপ্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানী করা,
অতঃপর মাথা মুণ্ডন করা এবং মাথার চুল মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা ৩৫৯
৪৫. যে ব্যক্তি কুরবানী অথবা কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল তার বর্ণনা ৩৫৯
৪৬. কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাযাহ্ করা মুস্তাহাব হওয়ার বর্ণনা ৩৫৯
৪৭. প্রস্থান করার দিন মুহাস্সাবে অবতরণ করা এবং সেখানে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব ৩৬০
৪৮. আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রিগুলো মীনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব তবে
যারা (হাজীদের) পানি পান করায় তাদের জন্য এ ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে ৩৬০
৪৯. কুরবানীর প্রাণীর গোশ্ত, চামড়া ও তার শীতাবরণ সদকা করা ৩৬১
৫০. বুদনা (উট) বেঁধে দাঁড়ান অবস্থায় নহর করা ৩৬১
৫১. যে ব্যক্তি নিজে যাবে না তার কুরবানী হারাম শরীফে পাঠিয়ে দেয়া মুস্তহাব এবং
এতে মুস্তাহাব হলো (কুরবানীর প্রাণীর গলায়) রশি পাকিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া এবং
এতে প্রেরণকারী মুহরিম হবে না ও তার উপর কোনো কিছু নিষিদ্ধও হবে না ৩৬১
৫২. হজ্জে গমনকারীর জন্য কুরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া বুদনার উপর
প্রয়োজনে আরোহণ করা বৈধ ৩৬২
৫৩. তাওয়াফে বিদা (শেষ তাওয়াফ) ওয়াজিব ও ঋতুবর্তী মহিলার জন্য এ হুকুম রহিত ৩৬২

৫৪. হাজী ও অন্যদের কা'বায় প্রবেশ করা, সেখানে সালাত আদায় ও তার প্রত্যেক প্রান্তে দু'আ করা মুস্তাহাব ৩৬৩
৫৫. কাবাগৃহ ভেঙ্গে ফেলা ও তার পুনর্নির্মাণ করা ৩৬৪
৫৬. কা'বা ঘরের দেয়াল ও তার দরজা ৩৬৪
৫৭. অক্ষম, বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব ৩৬৫
৫৮. জীবনে হজ্জ একবার ফরয ৩৬৬
৫৯. মুহরিম (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যক্তির সাথে মহিলাদের হজ্জের জন্য বা অন্য কারণে সফর করা ৩৬৬
৬০. হজ্জ বা অন্য সফর থেকে ফেরার পথে যা বলবে ৩৬৭
৬১. হজ্ব ও উমরা থেকে ফেরার পথে জুল হুলাইফায় অবস্থান করা এবং সেখানে সালাত ৩৬৭
৬২. কোনো মুশরিক হজ্জ করবে না ও উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না এবং হজ্জে আকবার দিনের বর্ণনা ৩৬৮
৬৩. হজ্জ, উমরা ও আরাফার দিনের ফযীলত ৩৬৮
৬৪. হজ্জকারীর মক্কায় অবস্থান ও তার গৃহের উত্তরাধিকার হওয়া ৩৬৯
৬৫. মক্কা থেকে হিজরতকারী ব্যক্তির হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করার পর প্রবাসী ব্যক্তির জন্য অনূর্ধ্ব তিনদিন মক্কায় অবস্থান করা বৈধ ৩৬৯
৬৬. মক্কার সম্মানিত হওয়া, সেখানে শিকার করা, সেখানকার লতা ও বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া ব্যতীত সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষিদ্ধ ৩৬৯
৬৭. ইহরাম অবস্থায় ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ ৩৭১
৬৮. মদীনার মর্যাদা, সেখানকার মাল সম্পদে বরকতের জন্য নবী ﷺ-এর দোয়া সে স্থান সম্মানিত হওয়া, সেখানে শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং এর হারামের সীমারেখা ৩৭২
৬৯. মদীনায় অবস্থানের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সেখানে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ ৩৭৫
৭০. মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ থেকে মদীনা সংরক্ষিত হওয়া ৩৭৫
৭১. মদীনা তার ক্ষতিকর ও যাবতীয় মন্দকে পরিষ্কার করে ৩৭৫
৭২. যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের অনিষ্ট কামনা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কষ্ট দিবেন ৩৭৬
৭৩. বিভিন্ন শহর বিজিত হলেও মদীনায় থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান ৩৭৬
৭৪. মদীনার অধিবাসীরা যখন মাদীনাকে পরিত্যাগ করবে ৩৭৭
৭৫. কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা ৩৭৭
৭৬. উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরা তাকে ভালোবাসি ৩৭৭
৭৭. মক্কা ও মদীনার দু'মসজিদে সালাতের ফযীলত ৩৭৮
৭৮. তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের প্রস্তুতি নেবে না ৩৭৮
৭৯. কুবা মসজিদ ও সেখানে সালাত আদায়ের ফযীলত এবং তা যিয়ারত করা ৩৭৮

ষোড়শ অধ্যায়

كِتَابُ النِّكَاحِ- নিকাহ (বিবাহ)

১. মুতা নিকাহ এবং তার হুকুম বৈধ হওয়া, অতঃপর রহিত হওয়া আবার বৈধ হওয়া ও রহিত হওয়া এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তার নিষিদ্ধতা স্থায়ী হওয়া ৩৮০

২. কোনো মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম ৩৮১

৩. ইহরাম অবস্থায় বিবাহ হারাম ও প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ ৩৮১

৪. কোনো ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া হারাম যতক্ষণ না সে অনুমতি দেয় অথবা পরিত্যাগ করে ৩৮১

৫. শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল হওয়ার বর্ণনা ৩৮১

৬. বিবাহের শর্তসমূহ পূর্ণ করা ৩৮২

৭. নিকাহের ক্ষেত্রে সায়েবা (বিবাহিতা মহিলা)'র সম্মতি হচ্ছে কথা বলা আর কুমারীর সম্মতি হচ্ছে চুপ থাকা ৩৮২

৮. ছোট কুমারী মেয়ের পিতা কর্তৃক বিবাহ প্রদান ৩৮২

৯. মহর-৫০০ দিরহাম নির্ধারণ করা মুস্তাহাব যে অন্যের ক্ষতি করতে চায় না। এটা কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি অল্প মূল্যের ও বেশি মূল্যের হওয়া জায়েয ৩৮৩

১০. দাসী মুক্ত করা এবং মুনিব কর্তৃক তাকে বিবাহ করার ফযীলত ৩৮৪

১১. যয়নাব বিনতে জাহাশ ﷺ-এর বিবাহ ও পর্দার আয়াত নাযিল এবং বিবাহের ওয়ালীমার প্রমাণ ৩৮৬

১২. দা'ওয়াত দাতার দাওয়াত গ্রহণের আদেশ ৩৮৮

১৩. তিনবার তালাক দেয়ার পর তালাক দাতার জন্য তালাকপ্রাপ্তী স্ত্রী বৈধ নয় যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী বিবাহ করে, দৈহিক মিলনের পর তাকে ছেড়ে দেয় ও তার ইদ্দত পূর্ণ হয় ৩৮৮

১৪. স্ত্রী মিলনের সময় যা বলা মুস্তাহাব ৩৮৯

১৫. স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সামনের দিক দিয়ে ও পিছনের দিক দিয়ে মিলন করা বৈধ কিন্তু পায়ু পথ ব্যতীত ৩৯০

১৬. স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা হারাম ৩৯০

১৭. আযল এর বিধান ৩৯০

সপ্তদশ অধ্যায়

كِتَابُ الرِّضَاعِ- দুগ্ধপান

১. দুগ্ধপান দ্বারা তা হারাম হয় যা জন্মসূত্র দ্বারা হারাম হয় ৩৯২

২. কারো স্ত্রীর দুধপান তার সন্তানাদির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করে ৩৯২

৩. দুগ্ধ ভাতিজির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ ৩৯৩

৪. পালিতা কন্যা ও স্ত্রীর বোন হারাম ৩৯৩

৫. 'মাজায়াত' দ্বারা রাজাঈ সাব্যস্ত হওয়া (শিশুর দু'বছর বয়সের মধ্যে ক্ষুধায় দুগ্ধপান 'দুগ্ধদান" সাব্যস্ত করে) ৩৯৪

৬. বিছানা যার সন্তান তার এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ৩৯৪

৭. বাহ্যিক আকৃতি দ্বারা বংশ পরিচয় মেলানো ৩৯৫
৮. বিবাহের পর কুমারী ও পুন:বিবাহিতা স্ত্রীর নিকট অবস্থানের পরিমাণ ৩৯৫
৯. স্ত্রীদের মধ্যে পালা বন্টনের সুন্নাতী বিধান হচ্ছে প্রত্যেকের নিকট দিবারাত্রি কাটানো ৩৯৫
১০. কোনো মহিলার পালা তার সতিনকে হেবা করা বৈধ ৩৯৬
১১. ধার্মিকা মহিলাকে বিবাহ করা মুস্তাহাব ৩৯৬
১২. স্ত্রীদের ব্যাপারে উপদেশ দান ৩৯৯

অষ্টাদশ অধ্যায়

كِتَابُ الطَّلَاقِ - তালাক

১. কোনো ঋতুবর্তী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া তালাক দেয়া হারাম, যদি কেউ তার বিপরীত করে তাহলে তালাক হয়ে যাবে এবং তাকে তা ফিরিয়ে নিতে আদেশ করতে হবে ৪০০
২. ঐ ব্যক্তির উপর কাফ্ফার ওয়াজিব যে তার স্ত্রীকে হারাম করল যদিও সে তালাকের নিয়ত করেনি ৪০০
৩. যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাকের ইখতিয়ার দেয় তাহলে সেটা তালাক হবে না নিয়ত করা ব্যতীত ৪০২
৪. ঈলা ও স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকা এবং তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যদি তার বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর" ৪০৩
৫. তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খরচ বা ব্যয় ভার নেই ৪১০
৬. বিধবা স্ত্রী বা অন্যদের সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করার বর্ণনা ৪১১
৭. স্বামী মারা গেলে মহিলার জন্য ইদ্দত পর্যন্ত শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যদের তিনদিনের বেশি শোক পালন নিষিদ্ধ ৪১২

উনবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ اللِّعَانِ - লি'আন

বিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْعِتْقِ - ইতক (মুক্তি)

১. গোলামকে মুক্তিপণের অর্থ উপার্জনের সুযোগ দান ৪১৭
২. ওয়ালার মালিক হবে আযাদকারী ৪১৭
৩. 'ওয়ালা' বিক্রয় করা ও দান করা নিষিদ্ধ ৪১৮
৪. আযাদকৃত গোলামের জন্য আযাদকারী মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব গণ্য করা নিষিদ্ধ ৪১৯
৫. গোলাম আযাদ করার ফযীলত ৪১৯

একবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْبُيُوعِ- ক্রয়-বিক্রয়

১. স্পর্শ ও নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়া ৪২০
২. পশুর পেটে আছে এমন বাচ্চা বিক্রয় হারাম ৪২১
৩. কোনো ভাইয়ের দামের উপর দাম করা, কোনো ভাই এর ক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রয় করা, ঠকানো ও পালানে দুধ জমা করার নিষিদ্ধতা ৪২১
৪. অন্যায় সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে বণিকদের সঙ্গে সাক্ষাত অগ্রিম ক্রয় করতে করার নিষিদ্ধতা ৪২২
৫. শহরবাসীর জন্য গ্রাম্য লোকের পক্ষে বিক্রয় করা হারাম ৪২২
৬. মাল হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় বাতিল ৪২২
৭. উভয়ের সংযোগ ত্যাগ করার পূর্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার সুযোগ আছে ৪২৩
৮. বেচাকেনায় ও বর্ণনা দেয়ায় সত্য বলা ৪২৩
৯. যে বিক্রয়ে ধোঁকা খায় ৪২৪
১০. কেটে নেয়ার শর্ত ছাড়া ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪২৪
১১. শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় নিষিদ্ধ তবে আরায়া ব্যতীত ৪২৫
১২. যে ব্যক্তি গাছে ফল থাকাবস্থায় খেজুর গাছ বিক্রি করল ৪২৬
১৩. মুহাকলা, মুযা-বানাহ ও মুখাবারাহ নিষিদ্ধ হওয়া এবং ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা এবং বাইয়ে মু'আওয়ামা আর তা হচ্ছে বাইয়ে সীনি-ন ৪২৬
১৪. জমি ভাড়া দেয়া ৪২৬
১৫. খাদ্যের বিনিময়ে আবাদি জমি ভাড়া দেয়া ৪২৭
১৬. বিনা ভাড়ায় জমিতে চাষ করতে দেয়া ৪২৮

দ্বাবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ- পানি সিঞ্চন

১. পানি বণ্টন এবং ফলমূল ও শাক-সবজি ভাগাভাগির ভিত্তিতে বর্গাচাষের ব্যবস্থা ৪২৯
২. বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদের ফযীলত ৪৩০
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া ৪৩০
৪. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ লাঘব করা মুস্তাহাব ৪৩০
৫. ক্রেতা যদি দেউলিয়া হয়ে যায় এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার মাল ক্রেতার নিকট অক্ষত অবস্থায় পেলে ফেরত নিতে পারবে ৪৩১
৬. অসচ্ছল ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়ার ফযীলত ৪৩১
৭. ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা করা হারাম। অন্যের নিকট ঋণ হাওয়ালা করে দেয়া বৈধ এবং তা সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করা মুস্তাহাব ৪৩২
৮. প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি হারাম ৪৩২
৯. কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন ও ব্যভিচারিণী মহিলার পারিশ্রমিক হারাম ৪৩২

১০. কুকুর হত্যা করার নির্দেশ ৪৩২
১১. শিঙ্গাওয়ালার পারিশ্রমিক হালাল ৪৩৩
১২. মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হারাম ৪৩৪
১৩. মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম ৪৩৪
১৪. সুদ ৪৩৫
১৫. স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি নিষিদ্ধ ৪৩৫
১৬. সমান সমান পরিমাণ খাদ্যশষ্যের ক্রয়-বিক্রয় ৪৩৫
১৭. হালাল গ্রহণ করা ও সন্দেহযুক্তকে ছেড়ে দেয়া ৪৩৭
১৮. উট বিক্রি করা ও তাতে চড়ে যাওয়ার শর্ত লাগানো ৪৩৭
১৯. যে ব্যক্তি কিছু ঋণ নিল এবং ঋণদাতাকে তার চেয়ে বেশি দিল এবং তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে উত্তমভাবে অন্যের পাওনা আদায় করে ৪৩৯
২০. বন্ধক রাখা এবং বাড়িতে ও সফরে জায়েয ৪৪০
২১. বা'ইয়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়) ৪৪০
২২. বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ ৪৪০
২৩. শুফআ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার) ৪৪০
২৪. প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি গাড়া ৪৪১
২৫. জুলুম করে অন্যের জমি জবর-দখল করা হারাম ৪৪১
২৬. রাস্তার পরিমাণ কত হবে যখন এতে মতানৈক্য হবে ৪৪১

ত্রবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْفَرَائِضِ - ফারায়েজ

১. উত্তরাধিকারীদের দেয়ার পর অবশিষ্ট মৃতের পুরুষ আত্মীয়দের অগ্রাধিকার ৪৪২
২. কালালাহ এর উত্তরাধিকার (নিস্প্রভতা) ৪৪২
৩. কালালাহ-যে ব্যাপারে সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছে ৪৪২
৪. যে ব্যক্তি সম্পদ ছেড়ে গেল তার উত্তরাধিকার ৪৪৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْهِبَةِ - হেবা

১. সদকাকারীর জন্য তার সদকাকৃত বস্তু সদকা গ্রহীতার নিকট থেকে ক্রয় করা ঘৃণিত ৪৪৪
২. সদকা গ্রহণকারীর হস্তগত হয়ে যাওয়া সদকা ও হেবার মাল সদকাকারীর ফিরিয়ে নেয়া হারাম যদি না তা তার ছেলেকে বা অধস্তনকে হেবা করে থাকে ৪৪৪
৩. হেবার ক্ষেত্রে কোনো এক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া মাকরূহ ৪৪৫
৪. উমরা ৪৪৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
كِتَابُ الْوَصِيَّةِ – অসীয়ত

১. এক-তৃতীয়াংশ অসীয়ত করা ৪৪৬
২. সদকার সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছা ৪৪৭
৩. ওয়াকফ ৪৪৭
৪. নিঃস্ব ব্যক্তির অসিয়ত পরিত্যাগ করা যায় যা সে অসিয়ত করবে ৪৪৮

ষড়বিংশ অধ্যায়
كِتَابُ النَّذْرِ – নযর বা মান্নত

১. নযর পূর্ণ করার নির্দেশ ৪৫০
২. নযর মানা নিষিদ্ধ এবং ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না ৪৫০
৩. যে ব্যক্তি কাবা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার নযর মানলো ৪৫১

সপ্তবিংশ অধ্যায়
كِتَابُ الْأَيْمَانِ – কসম/শপথ

১. আল্লাহ্ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা নিষেধ ৪৫২
২. যে লাত, উযযার নামে কসম করে সে যেন 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে ৪৫২
৩. এটা (বৈধ) যে কেউ কোনো কিছু করার কসম খেল এবং পরে অন্যটা করা ভালো দেখল তাহলে সে ভালোটা করবে এবং তার কসমের কাফফারা দিবে ৪৫৩
৪. ইনশাআল্লাহ বলা ৪৫৫
৫. হারামবিহীন কাজে কাউকে কসম করতে বাধ্য করা নিষেধ করছেন যার দ্বারা তার পরিবারের কষ্ট হয় ৪৫৬
৬. অমুসলিমের মান্নত ইসলাম গ্রহণের পর করণীয় ৪৫৬
৭. ঐ ব্যক্তির (প্রতি) কঠোরতা যে তার দাসকে যিনার অপবাদ দেয় ৪৫৬
৮. দাসকে তা খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তা পরানো যা সে নিজে পরে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ না দেয়া ৪৫৭
৯. গোলামের সওয়াব যখন সে মনিবের কল্যাণে ব্রতী হয় এবং আল্লাহর ইবাদাত উত্তমরূপে করে ৪৫৭
১০. যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামকে যে নিজ অংশ থেকে মুক্ত করে দেয় ৪৫৮
১১. মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা ৪৫৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
كِتَابُ الْقَسَامَةِ – কাসামা

১. আল-কাসামা (কসম বা শপথ) ৪৬০
২. ধর্মত্যাগী মুরতাদ ও যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে আঘাত করে তাদের বিধান ৪৬০
৩. পাথর বা কোনো ভারী জিনিস দ্বারা কেউ নিহত হলে কিসাস নেয়ার প্রমাণ এবং মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে পুরুষকে হত্যা করা ৪৬১

৪. কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে আক্রমণকারী যদি মারা যায় অথবা তার অঙ্গহানী ঘটে তাহলে কোনো দায়-দায়িত্ব নেই ৪৬২
৫. দাঁত ও এ জাতীয় ক্ষতি যাতে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান ৪৬২
৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিমের রক্ত বৈধ ৪৬৩
৭. হত্যার প্রথম প্রচলনকারীর পাপের বর্ণনা ৪৬৩
৮. কিয়ামতের দিন রক্তের বিনিময়ে রক্ত দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সেদিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের বিষয়ে ফায়সালা করা হবে ৪৬৩
৯. মুসলিমদের রক্ত, সমভ্রম ও সম্পদ (বিনষ্ট করা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ৪৬৪
১০. পেটের বাচ্চার রক্তপণ, অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য রক্তপণ প্রদানের অপরিহার্যতা ও শিবহে আমাদের (ইচ্ছাকৃতের মতো হত্যা) দিয়াত বা রক্তপণ অপরাধীর অভিভাবকের উপর ওয়াজিব ৪৬৫

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْحُدُوْدِ- হুদূদ (নির্ধারিত শাস্তি)

১. চুরির হদ ও তার পরিমাণ ৪৬৬
২. সম্ভ্রান্ত বা যে কোনো বংশের চোরের হাত কাটা এবং হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করার নিষিদ্ধতা ৪৬৬
৩. বিবাহিত যিনাকারকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা ৪৬৭
৪. যিনাকারীর স্বীকারোক্তি ৪৬৮
৫. ইয়াহূদী বা জিম্মিকে যিনার অপরাধে রজম করার বিধান ৪৬৯
৬. মদখোরের শাস্তি ৪৭০
৭. সতর্ক করে দেয়ার জন্য বেত্রাঘাতের পরিমাণ ৪৭০
৮. হদ কায়েম করাই হচ্ছে অপরাধীর জন্য কাফফারা ৪৭১
৯. প্রাণীর আঘাতে, খনিজ সম্পদ উদ্ধার ও কূপ খননে মারা গেলে রক্তপণ নেই ৪৭১

ত্রিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْاَقْضِيَةِ- বিচার-ফয়সালা

১. শপথ করার দায়িত্ব বিবাদীর ৪৭২
২. বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা ৪৭২
৩. হিন্দার ফয়সালা ৪৭৩
৪. বিনা প্রয়োজন অধিক প্রশ্ন করা, গরীব ও অন্যান্যদের অধিকার আদায় না করা এবং হকদার না হয়ে কোনো কিছু চাওয়া ৪৭৩
৫. বিচারকের সঠিক ফয়সালার জন্য পুরস্কার ৪৭৪
৬. রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা অপছন্দনীয় ৪৭৪
৭. বাতিল রায় নব-আবিষ্কৃত বিষয়াবলি প্রত্যাখ্যান ৪৭৪
৮. মুজতাহিদগণের মতভেদ প্রসঙ্গে ৪৭৪
৯. দু'দলের ঝগড়া বিচারক কর্তৃক মীমাংসা করা মুস্তাহাব ৪৭৫

৩১তম অধ্যায়

كِتَابُ اللُّقَطَةِ- কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু

১. চতুষ্পদ জন্তুর দুধ মালিকের বিনা অনুমতিতে দোহন করা ৪৭৬
২. মেহমানদারী ও এতদসংক্রান্ত প্রসঙ্গে ৪৭৭

৩২তম অধ্যায়

كِتَابُ الْجِهَادِ- জিহাদ

১. কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তাদেরকে আক্রমণের সংবাদ না দিয়ে আক্রমণ করা জায়েয ৪৭৯
২. সহজ আচরণের নির্দেশ ও অনীহা সৃষ্টি নিষিদ্ধ ৪৭৯
৩. বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম ৪৮০
৪. যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেয়া জায়েয ৪৮০
৫. শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছে করা অপছন্দনীয় এবং মোকাবেলার সময় ধৈর্যের নির্দেশ ৪৮০
৬. যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম ৪৮১
৭. রাতে আক্রমণে অনিচ্ছায় নারী ও শিশুদের হত্যা জায়েয ৪৮১
৮. কাফিরদের বৃক্ষ কর্তন ও জ্বালিয়ে দেয়া জায়েয ৪৮১
৯. বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য গনীমতের মাল হালাল ৪৮২
১০. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ৪৮৩
১১. যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির মালামালের বেশি হকদার হত্যাকারী ৪৮৩
১২. ফায়ের বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ মালের বিধান ৪৮৫
১৩. নবী ﷺ-এর বাণী তোমাদেরকে সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হবে না আমরা যা ছেড়ে যাই তা হচ্ছে সদকাহ ৪৮৮
১৪. বন্দীকে বেঁধে রাখা, আটকে রাখা এবং অনুগ্রহ করা বৈধ ৪৯১
১৫. হিজাজ থেকে ইয়াহুদীদের বিতাড়ন ৪৯২
১৬. চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ৪৯৩
১৭. দু'টির মধ্যে অধিক জরুরি বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া ৪৯৫
১৮. আনসারদের দেয়া বৃক্ষ ও ফলের উপহার মুহাজিরগণ কর্তৃক ফিরিয়ে দেয়া ৪৯৫
১৯. শত্রুদের ভূমি থেকে খাদ্য নেয়া ৪৯৬
২০. ইসলামের দাওয়াত দিয়ে হিরাক্লিয়াসের নিকট নবী ﷺ-এর পত্র ৪৯৭
২১. হুনাইনের যুদ্ধ ৫০০
২২. তায়েফের যুদ্ধ ৫০১
২৩. কা'বা গৃহের আশপাশ থেকে মূর্তি অপসারণ ৫০১
২৪. হুদায়বিয়ার প্রান্তরে হুদায়বিয়ার সন্ধি ৫০২
২৫. রাসূল ﷺ যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহ ভীষণ রাগান্বিত হন ৫০৩
২৬. নবী ﷺ মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন ৫০৪

২৭. নবী ﷺ-এর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং কষ্টের উপর তাঁর ধৈর্যধারণ ৫০৬
২৮. আবূ জাহেলের হত্যা ৫০৮
২৯. ইয়াহূদীদের তাগূত কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা ৫০৮
৩০. খায়বারের যুদ্ধ ৫১০
৩১. আহযাবের যুদ্ধ এবং তা হচ্ছে খন্দক ৫১২
৩২. জিকারাদ ইত্যাদির যুদ্ধ ৫১৩
৩৩. মহিলাদের পুরুষের পাশে থেকে যুদ্ধ ৫১৪
৩৪. নবী ﷺ-এর যুদ্ধের সংখ্যা ৫১৫
৩৫. যাতুর রিকার যুদ্ধ ৫১৬

৩৩তম অধ্যায়

كِتَابُ الْإِمَارَةِ- ইমরাত বা নেতৃত্ব

১. মানুষদের উপর কুরাইশদের প্রাধান্য এবং প্রতিনিধিত্ব ৫১৭
২. কাউকে খলিফা নিযুক্ত করা বা পদচ্যুত করা ৫১৭
৩. নেতৃত্ব চাওয়া ও তার প্রতি লালায়িত হওয়া নিষিদ্ধ ৫১৮
৪. ন্যায়বিচারক ইমামের মর্যাদা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের অপকারিতা ও প্রজাদের প্রতি নম্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদান ৫১৯
৫. বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল থেকে চুরি করা হারাম ৫২০
৬. কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ হারাম ৫২০
৭. পাপকর্ম ছাড়া আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব ও পাপকর্মে আনুগত্য হারাম ৫২১
৮. পর্যায়ক্রমে খলিফাদের আনুগত্য করা বা মান্য করার প্রতি নির্দেশ ৫২৩
৯. কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অন্যায়ভাবে অন্যদেরকে প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ ৫২৩
১০. ফিতনা প্রকাশ পাওয়ার সময় (মুসলিমদের) জামাআতবদ্ধ থাকার অপরিহার্যতা এবং কুফুরীর প্রতি আহ্বান থেকে সতর্কীয়করণ ৫২৪
১১. যুদ্ধের পূর্বে সৈন্যদের নিকট থেকে সেনাপতির বাই'আত গ্রহণ মুস্তাহাব এবং বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণ ৫২৫
১২. মুহাজিরীদের তাদের পূর্বের বাসস্থানে বসতি স্থাপন হারাম ৫২৬
১৩. মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভালো কাজ করার উপর বাইয়াত গ্রহণ এবং মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই ৫২৬
১৪. মহিলাদের বাইআতের পদ্ধতি ৫২৭
১৫. সাধ্যানুযায়ী শোনা ও আনুগত্য করার উপর বাই'আত ৫২৭
১৬. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স ৫২৮
১৭. কাফিরদের ভূমিতে কুরআন মাজীদ নিয়ে সফর নিষিদ্ধ যখন তাদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকে ৫২৮
১৮. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার জন্য প্রশিক্ষণ দান ৫২৮
১৯. কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল (লিখিত) ৫২৮

২০. জিহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ফযীলত ৫২৯
২১. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শাহাদাত লাভ করার ফযীলাত ৫৩০
২২. আল্লাহর রাস্তায় সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করার ফযীলাত ৫৩০
২৩. জিহাদ ও পাহারা দেয়ার ফযীলত ৫৩১
২৪. ঐ দু'লোকের বর্ণনা যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করল এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করল ৫৩১
২৫. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যোদ্ধাদেরকে যানবাহন দ্বারা সাহায্য করা এবং তাদের অনুপস্থিতে তাদের পরিবারের খবরাখবর নেয়া ৫৩১
২৬. অক্ষম ব্যক্তিদের ওপর থেকে জিহাদের অপরিহার্যতা রহিত হওয়া বিধান ৫৩২
২৭. শহীদ জান্নাতে যাবে তার প্রমাণ ৫৩৩
২৮. যে আল্লাহ তা'আলার বাণী সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধ করে) ৫৩৪
২৯. নবী ﷺ-এর বাণী : নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল এবং যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজও এ কথার মধ্যে শামিল ৫৩৪
৩০. সাগরে যুদ্ধের ফযীলত ৫৩৪
৩১. শহীদদের বর্ণনা ৫৩৫
৩২. নবী ﷺ-এর বাণী : আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না ৫৩৫
৩৩. 'সফর' শাস্তির একটি টুকরো এবং মুসাফিরের জন্য উত্তম হলো তার কাজ সম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা ৫৩৬
৩৪. 'তুরুক' অপছন্দনীয় আর তা হচ্ছে সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে প্রবেশ করা ৫৩৬

৩৪তম অধ্যায়

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

শিকার, যবেহ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া বৈধ

১. প্রশিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার করা ৫৩৮
২. প্রত্যেক বিষদাঁত বিশিষ্ট জন্তু ও নখর বিশিষ্ট পাখি খাওয়া হারাম ৫৪০
৩. সাগরের মৃত (বৈধ) জন্তু খাওয়া বৈধ ৫৪০
৪. গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম ৫৪১
৫. ঘোড়ার গোশত খাওয়া ৫৪২
৬. দব্ব বা গিরগিটি খাওয়া বৈধ ৫৪৩
৭. টিড্ডি বা ফড়িং খাওয়া বৈধ ৫৪৪
৮. খরগোশ খাওয়া বৈধ ৫৪৪
৯. যেসব জিনিস দিয়ে শিকার করা হয় এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হয় সেগুলো ব্যবহার করা বৈধ ৫৪৫
১০. খাঁচার বা বেঁধে রাখা পশু তীর বা অন্য কিছু দ্বারা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ ৫৪৫

৩৫তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ - কুরবানী

১. কুরবানীর সময় ৫৪৬
২. কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে যবেহ করা মুস্তাহাব এবং যবেহের সময় 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা ৫৪৭
৩. রক্ত প্রবাহিত করে এমন বস্তু দিয়ে যবেহ করা জায়েয ৫৪৭
৪. ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি খাওয়া নিষিদ্ধ বিধান রহিত হয়ে তা বৈধ হয়ে যাওয়া ৫৪৮
৫. ফারা'আ ও 'আতিরার বর্ণনা ৫৪৯

৩৬তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ - পানীয়

১. মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা ৫৫০
২. পাকা খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবিজ বানানো মাকরূহ ৫৫১
৩. আলকাতরা মাখানো পাত্রে, কদুর বোলে, সবুজ কলস ও কাঠের বোলে নাবিজ বানানো বিধান রহিত হয়ে বর্তমানে হালাল হওয়ার প্রসঙ্গে ৫৫২
৪. যা মাতলামি সৃষ্টি করে তাই মাদকদ্রব্য আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম ৫৫৩
৫. যে মদপান থেকে বিরত হলো না বা তওবা করল না তার শাস্তি ৫৫৩
৬. নাবিজ ততক্ষণ বৈধ যতক্ষণ না তা বিকৃত মাদকদ্রব্যে পরিণত হয় ৫৫৪
৭. দুগ্ধপান বৈধ ৫৫৫
৮. নাবিজ পান করা ও পাত্র ঢেকে রাখা ৫৫৬
৯. পাত্র ঢেকে রাখা, মশক বেঁধে রাখা, দরজা বন্ধ করা, এগুলো করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং ঘুমানোর সময় বাতি ও আগুন নিভিয়ে রাখা এবং মাগরিবের পর শিশু ও গরু বাছুর বাড়ীর বাইরে যেতে না দেয়ার নির্দেশ ৫৫৬
১০. খাওয়া ও পান করার আদব এবং তার বিধান ৫৫৭
১১. জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা ৫৫৭
১২. পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া ঘৃণিত এবং পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ছাড়া মুস্তাহাব ৫৫৭
১৩. প্রথমে পানকারীর পর দুধ, পানি বা এ জাতীয় বস্তুর পাত্র ডান দিক থেকে ঘুরান মুস্তাহাব ৫৫৮
১৪. আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া ও কোনো লোকমা পড়ে গেলেও তাতে ময়লা লাগলে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া মুস্তাহাব ৫৫৮
১৫. খাবারের মালিক দাওয়াত দেয়নি এমন কেউ মেহমানের সঙ্গী হলে মেহমান করণীয় এবং মেজবানের করণীয় সঙ্গী ব্যক্তিকে খাবারের অনুমতি দেয়া ৫৫৯
১৬. মেহমানের জন্য তার সাথে অন্য এমন লোককে নিয়ে যাওয়া বৈধ যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে বাড়িওয়ালা এতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন করবে ৫৫৯
১৭. ঝোল খাওয়া জায়েয, কুমড়া খাওয়া মুস্তাহাব দস্তরখানায় লোকদের কতককে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া যদি মেজবান এটা অপছন্দ না করে ৫৬১

১৮. তাজা খেজুরের সাথে শসা খাওয়া ৫৬২
১৯. একসাথে খাওয়ার সময় সাথীদের বিনা অনুমতিতে খাওয়া নিষিদ্ধ ৫৬২
২০. মদীনার খেজুরের মর্যাদা ৫৬২
২১. কাম'আ (এক প্রকার ছত্রাক যা খাওয়া যায়)-এর ফযীলত এবং চক্ষু রোগের ঔষধ হিসেবে তার ব্যবহার ৫৬৩
২২. কালো কাবাস (আরক গাছের ফল)-এর ফযীলত ৫৬৩
২৩. মেহমানের সম্মান ও প্রাধান্য দেয়ার ফযিলত ৫৬৩
২৪. খাদ্য অল্প হলেও ভাগ করে খাওয়ার ফযীলত ৫৬৬
২৫. মু'মিন খায় এক পেটে, কাফির খায় সাত পেটে ৫৬৬
২৬. খাবারের দোষ বলা না ৫৬৬

৩৭তম অধ্যায়

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ- পোশাক ও অলঙ্কার

১. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ৫৬৭
২. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার হারাম এবং স্বর্ণের আংটি ও রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম ও তার মহিলাদের জন্য বৈধ এবং রেশমী দ্বারা নকশা করা যার পরিমাণ চার আঙ্গুলের বেশি নয় তা পুরুষের জন্য বৈধ ৫৬৭
৩. রোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ব্যবহার বৈধ ৫৬৯
৪. হিবরা কাপড় পরিধানের মর্যাদা ৫৬৯
৫. পোশাকে বিনয়ী হওয়া শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটা কাপড়কে যথেষ্ট মনে করা, কম মূল্যের পোশাক, কম্বল, বিছানা ব্যবহার করা, উটের লোম থেকে তৈরি কাপড় আর তাতে যা উপাদেয় পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা বৈধ ৫৭০
৬. কার্পেট ব্যবহার করা বৈধ এবং কাপড় কতটুকু লটকানো জায়েয ৫৭০
৭. অহঙ্কার করে কাপড় ছেচড়ানো হারাম ৫৭০
৮. পোশাকের পারিপাট্যে অতি উৎফুল্ল হয়ে গর্বভরে চলা নিষেধ ৫৭১
৯. স্বর্ণের আংটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ৫৭১
১০. মুহাম্মদ ﷺ রৌপ্যের আংটি পরিধান করেছিলেন যাতে খোদাই করা ছিল "মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ" ৫৭১
১১. নবী ﷺ-এর আংটি পরিধান করা, যখন তিনি অনারবদের নিকট পত্র লেখার ইচ্ছে করলেন ৫৭২
১২. আংটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ৫৭২
১৩. যখন জুতা পরবে তখন ডান পা এবং যখন জুতা খুলবে তখন বাম পা দ্বারা আরম্ভ করা ৫৭৩
১৪. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ৫৭৩
১৫. পুরুষের জন্য যাফরান রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ৫৭৩
১৬. রং ব্যবহারে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করা ৫৭৩
১৭. যে ঘরে কুকুর ও ছবি আছে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না ৫৭৪
১৮. উটের গলায় ধনুকের রশির গোলাকার মাল্য পরানো মাকরূহ ৫৭৬
১৯. যাকাত ও জিযিয়ার পশুর গায়ে মুখ বাদ চিহ্ন লাগানো উত্তম ৫৭৬

২০. মাথা মুড়ানোর পর স্থানে স্থানে কিছু চুল ছেড়ে দেয়া মাকরূহ ৫৭৭
২১. রাস্তার উপর বসা নিষিদ্ধ এবং রাস্তার হক্ব আদায় করা ৫৭৭
২২. পরচুলা লাগানো, উল্কির কাজ করা, ভ্রু চিকন এবং আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা হারাম ৫৭৭
২৩. পোশাকে ধোঁকা বাজি করা এবং (স্বামী যে পোশাক) না দিয়েছে তার বড়াই করা নিষিদ্ধ ৫৭৯

৩৮তম অধ্যায়

كِتَابُ الْآدَابِ– আচার-ব্যবহার

১. আবুল কাসেম নামে কুনিয়াত বা উপনাম রাখা মাকরূহ ৫৮০
২. খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা এবং বাররাহ্ নাম পরিবর্তন করে যায়নাব জুয়াইরিয়াহ্ বা এ জাতীয় নাম রাখা ৫৮১
৩. 'রাজাধিরাজ' নাম রাখা হারাম ৫৮১
৪. কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাহনিক করা (কিছু মিষ্টিদ্রব্য বিচিয়ে মুখে দেয়া) এবং তাহনিক করার জন্য নেককার লোকদের নিকট নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা বৈধ এবং 'আব্দুল্লাহ্, ইবরাহীম ও সমস্ত নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব ৫৮১
৫. ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া ৫৮৩
৬. অনুমতি প্রার্থীর পরিচয় জানতে চাইলে 'আমি' বলা মাকরূহ ৫৮৪
৭. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ৫৮৪

৩৯তম অধ্যায়

كِتَابُ السَّلَامِ– সালাম

১. আরোহী পায়ে চলা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে ৫৮৫
২. একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের হক হচ্ছে সালামের উত্তর দেয়া ৫৮৫
৩. আহলে কিতাবদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ তাদেরকে সালামের উত্তর দানের পদ্ধতি ৫৮৫
৪. বালকদেরকে সালাম দেয়া মুস্তাহাব ৫৮৬
৫. মানবিক প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া জায়েয ৫৮৬
৬. অপরিচিত মহিলার কাছে একাকীত্বে অবস্থান এবং তার নিকট প্রবেশ করা হারাম ৫৮৭
৭. কোনো লোককে তার স্ত্রী বা কোনো মাহরামার সঙ্গে একাকীত্বে দেখা গেলে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য এ মহিলা আমার ওমুক হয়' বলে পরিচয় তুলে ধরা মুস্তাহাব ৫৮৭
৮. কেউ যদি কোনো মজলিসে এসে খালি স্থান পায় তাহলে সেখানে বসবে অথবা মজলিসের পিছনে বসবে ৫৮৮
৯. কেউ যদি তার যথাস্থানে প্রথমে বসে তাহলে তাকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দেয়া হারাম ৫৮৮
৯. অপরিচিতা মহিলাদের নিকট মেয়েলি স্বভাবের লোকের প্রবেশে বাধা দেয়া ৫৮৮
১০. পথিমধ্যে কোনো অপরিচিতা মহিলা খুবই ক্লান্ত হয়ে গেলে তাকে আরোহীর পিছনে উঠানো জায়েয ৫৮৯
১১. তৃতীয় জনের বিনা অনুমতিতে দু'জনে চুপে চুপে কথা বলা নিষিদ্ধ ৫৯০
১২. চিকিৎসা, অসুখ ও ঝাড়ফুঁকের বর্ণনা ৫৯০
১৩. যাদু ৫৯০
১৪. বিষ ৫৯১

১৫. অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব ৫৯২
১৬. সূরা নাস, ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা ও প্রশ্বাসের থুথু দেয়া ৫৯২
১৭. বদনযর, পিঁপড়ার কামড় ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব ৫৯২
১৮. কুরআন ও যিক্‌র আযকার দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার পারিশ্রামিক নেয়া জায়েয ৫৯৩
১৯. প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব ৫৯৩
২০. লাদুদ (রুগীর অনিচ্ছায় তার মুখের একাধারে ঔষধ দিয়ে তাকে জোর করে খাওয়ান) দ্বারা চিকিৎসা করা মাকরূহ ৫৯৫
২১. 'উদুল হিন্দ দ্বারা চিকিৎসা করা আর তা (চন্দন) হচ্ছে কাঠ ৫৯৫
২১. কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা করা ৫৯৬
২২. তালবিনা (আটা, ভুষ, মধু ইত্যাদি দ্বারা তৈরি খাবার) রোগীর মনে প্রশান্তি দানকারী ৫৯৬
২৩. মধু পান করানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা ৫৯৬
২৪. মহামারী, তায়েরা (পাখি উড়িয়ে) অশুভ ফল নেয়া ও গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করা ৫৯৭
২৫. আদওয়া, ত্বিয়ারাহ, হা-মা, সাফার বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দানকারী নক্ষত্র, গওল (প্রভৃতি শুভাশুভ লক্ষণ বলতে কিছু) নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির নীরোগ ব্যক্তির নিকট যাওয়া উচিত নয় (এগুলোকে অশুভ লক্ষণ মনে করে) ৫৯৯
২৬. তায়েরাহ, ফাল এবং যাতে অশুভ হয় ৬৯৯
২৭. সাপ ও জাতীয় জীব হত্যা করা ৬০০
২৮. গৃহে বসবাসকারী গিরগিটি মেরে ফেলাই শ্রেয় ৬০১
২৯. পিঁপড়া মারা নিষেধ ৬০১
৩০. বিড়াল হত্যা করা নিষিদ্ধ ৬০২
৩১. খাওয়া নিষিদ্ধ এমন প্রাণীকে খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর বর্ণনা ৬০২

৪০তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি

১. যুগকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ ৬০৩
২. আঙ্গুরের নাম কারাম বলা মাকরূহ ৬০৩
৩. গোলাম, দাসী, মাওলা ও সাইয়েদ বিভিন্ন শব্দের যথাযথ ব্যবহার ৬০৩
৪. 'আমার আত্মা বিনষ্ট হয়ে গেছে' বলা মাকরূহ ৬০৪

৪১তম অধ্যায়

كِتَابُ الشِّعْرِ - কবিতা

৪২তম অধ্যায়

كِتَابُ الرُّؤْيَا - স্বপ্ন

১. নবী ﷺ-এর বাণী : যে স্বপ্নে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে প্রকৃতপক্ষেই আমাকে দেখল ৬০৭
২. স্বপ্নের ব্যাখ্যা ৬০৭
৩. নবী ﷺ-এর স্বপ্ন ৬০৮

৪৩তম অধ্যায়
بَابُ كِتَابُ الْفَضَائِلِ- ফাযায়েল

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাসমূহ ৬১৫
২. আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর ভরসা এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে তাঁকে হিফাযাতকরণ ৬১৬
৩. হিদায়াত ও ইল্মযা নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্তের বর্ণনা ৬১৭
৪. উম্মতের উপর মুহাম্মদ ﷺ-এর দয়াদ্রতা ও যা তাদের ক্ষতি সাধন করবে তা থেকে সতর্কীকরণ ৬১৮
৫. রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বর্ণনা ৬১৮
৬. নবী ﷺ-এর জন্য 'হাওজ' এর প্রমাণ ও তার বৈশিষ্ট্য ৬১৯
৭. উহুদের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর পক্ষে জিবরীল ও মীকাঈল ﷺ-এর যুদ্ধ করার বর্ণনা ৬২১
৮. নবী ﷺ-এর বীরত্ব ও যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনের বর্ণনা ৫২২
৯. নবী ﷺ বায়ু অপেক্ষা মানুষদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন ৬২২
১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ৬২২
১১. রাসূল ﷺ-এর নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও 'না' বলেননি এবং তাঁর অধিক দানের বর্ণনা ৬২৩
১২. রাসূল ﷺ শিশু ও ইয়াতীমদের প্রতি অধিক দয়াশীল এবং তাঁর বিনয় ও অন্যান্য সৎ গুণাবলি ৬২৩
১৩. নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের ৬২৫
১৪. নবী ﷺ-এর নারীদের প্রতি করুণা এবং উটের আরোহী মহিলা হলে উট চালককে ধীরে উট চালনার জন্য নবী ﷺ-এর নির্দেশ প্রদান ৬২৫
১৫. নবী ﷺ-এর পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা, বৈধ কাজের মধ্যে সহজটিকে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রতিশোধ নেয়া যখন তাঁর (আল্লাহর) হুকুমের অমর্যাদা করা হয় ৬২৫
১৬. নবী ﷺ-এর সুঘ্রাণ, তাঁর কোমলতা ও তাঁর স্পর্শের কল্যাণময়তা ৬২৬
১৭. নবী ﷺ-এর ঘামের সুগন্ধি এবং তদ্দারা বরকত গ্রহণ ৬২৬
১৮. নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময় এমনকি শীতকালেও ঘর্মাক্ত হয়ে যাওয়া ৬২৬
১৯. নবী ﷺ-এর শারীরিক আকৃতি এবং তিনি মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম অবয়বের অধিকারী ছিলেন ৬২৭
২০. নবী ﷺ-এর চুলের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা ৬২৭
২১. মহানবী ﷺ-এর বার্ধক্যের বর্ণনা ৬২৭
২২. নবী ﷺ এর নবুওয়াতের মোহর, তার বর্ণনা এবং তা শরীরের কোন স্থানে ছিল তার প্রমাণ ৬২৮
২৩. নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ এবং তাঁর বয়স ৬২৮
২৪. নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের দিন তাঁর বয়স কত ছিল ৬২৯
২৫. নবী ﷺ কত দিন মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করেন ৬২৯
২৬. নবী ﷺ-এর নামসমূহ ৬২৯
২৭. নবী ﷺ-এর জ্ঞান ও অধিক আল্লাহ ভীতি ৬২৯
২৮. নবী ﷺ-এর অনুসরণের অপরিহার্যতা ৬৩০
২৯. রাসূল ﷺ-কে মর্যাদা দেয়া, তাঁকে বিনা প্রয়োজনে কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন ও অবাস্তব ইত্যাদি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক ৬৩০

৩০. নবী ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাতের ফযীলত এবং সে জন্য আকাঙ্ক্ষা করা ৬৩২
৩১. ঈসা عليه السلام-এর মর্যাদা ৬৩২
৩২. ইবরাহীম খলিল عليه السلام-এর মর্যাদা ৬৩৩
৩৩. মূসা عليه السلام এর মর্যাদা ৬৩৪
৩৪. ইউনুস عليه السلام-এর বর্ণনা এবং নবী ﷺ-এর বাণী : আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম'-এর কথা কারো বলা সমীচীন নয় ৬৩৭
৩৫. ইউসুফ عليه السلام-এর মর্যাদা ৬৩৭
৩৬. খাযির عليه السلام-এর মর্যাদা ৬৩৮

৪৪তম অধ্যায়

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ- সাহাবাগণের মর্যাদা

১. আবূ বকর সিদ্দিক رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৪১
২. উমর رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৪৩
৩. উসমান ইবনে আফ্ফান رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৪৬
৪. আলী ইবনে আবূ তালিব رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৪৮
৫. সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস رضي الله عنه-এর মযার্দা ৬৫০
৬. তালহা ও যুবাইর رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৫১
৭. আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৫২
৮. হাসান ও হুসাইন رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৫২
৯. যায়েদ ইবনে হারিসাহ ও উসামাহ ইবনে যায়েদ رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৫৩
১০. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৫৩
১১. উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা ৬৫৪
১২. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা ৬৫৫
১৩. উম্মু যার'আ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা ৬৫৯
১৪. ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদা ৬৬১
১৫. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা ৬৬৪
১৬. উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা ৬৬৪
১৭. আনাস ইবনে মালিক-এর মাতা উম্মু সুলায়ম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা ৬৬৫
১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه ও তাঁর মায়ের মর্যাদা ৬৬৫
১৯. উবাই ইবনে কা'ব ও একদল আনসার رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৬৬
২০. সা'দ ইবনে মু'আয رضي الله عنه-এর বর্ণনা ৬৬৬
২১. জাবির رضي الله عنه-এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৬৭
২২. আবূ যর رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৬৮
২৩. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৭০
২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৭১
২৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৭১
২৬. আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৭২
২৭. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رضي الله عنه-এর মর্যাদা ৬৭২

২৮. হাস্‌সান ইবনে সাবিত ﷺ-এর মর্যাদা ৬৭৩
২৯. আবূ হুরায়রা আদদাওসী ﷺ-এর মর্যাদা ৬৭৫
৩০. বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা এবং হাতিব ইবনে আবি বালতা ﷺ-এর কাহিনী ৬৭৫
৩১. আবূ মূসা ও আবূ আমির আল আশ'আরী ﷺ-এর মর্যাদা ৬৭৬
৩২. আল আশ'আরী ﷺ-দের মর্যাদা ৬৭৮
৩৩. জা'ফর ইবনে আবু তালিব, আসমা বিনতু উমায়স এবং তাদের নৌকারোহীদের মর্যাদা ৬৭৯
৩৪. আনসার رضي الله عنهم-এর মর্যাদা ৬৮১
৩৫. আনসার رضي الله عنهم পরিবারের মধ্যে সর্বোত্তম ৬৮২
৩৬. আনসারদের رضي الله عنهم সঙ্গ লাভে যে কল্যাণ লাভ করা যায় ৬৮২
৩৭. গিফার ও আসলাম গোত্রের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ ৬৮২
৩৮. গিফার, আসলাম, জুহাইনাহ, আশযা, মুজাইনাহ, তামি,
দাওস ও তাঈ গোত্রগুলোর ফযীলত ৬৮৩
৩৯. মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ৬৮৪
৪০. কুরাইশ নারীদের ফাযীলত ৬৮৪
৪১. নবী ﷺ দ্বারা তাঁর সাথীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা ৬৮৫
৪২. নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মর্যাদা, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের,
অতঃপর তাদের পরবর্তীদের ৬৮৫
৪৩. নবী ﷺ-এর উক্তি : আজ যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই একশ বছর পর
পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না ৬৮৬
৪৪. নবী ﷺ-এর সাহাবী رضي الله عنهم -দের গালি দেয়া নিষিদ্ধ ৪৪
৪৫. পারস্যবাসীদের ফযীলত ৬৮৭
৪৬. নবী ﷺএর উক্তি : মানুষ উটের মতো, একশটি উটের মধ্যে
একটিও আরোহণের উপযোগী পাবে না ৬৮৭

৪৫তম অধ্যায়

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ

সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার

১. মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ এবং তাঁরা দু'জনই অধিক হকদার ৬৮৮
২. নফল সালাত বা এ জাতীয় ইবাদাতের উপর মাতাপিতার
প্রতি সদাচারণকে অগ্রাধিকার দেয়া ৬৮৮
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ও তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম ৬৮৯
৪. হিংসা, ঘৃণা ও বিরুদ্ধাচরণ করা নিষেধ ৬৯০
৫. শরয়ী ওযর ব্যতীত কারো সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম ৬৯০
৬. কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা, গোয়েন্দাগিরি করা, দোষ-ত্রুটি
অনুসন্ধান করা ও দালালি করা ৬৯১
৭. মু'মিন ব্যক্তি কোনো অসুখে পড়লে কিংবা চিন্তাগ্রস্ত হলে অথবা এ জাতীয়
কোনো বিপদে পতিত হলে এমনকি যদি তার কাঁটাও ফুটে তাহলে এর
বিনিময়ে তাকে সওয়াব প্রদান করা হবে ৬৯১

৮. যুলুম করা হারাম ৬৯২

৯. ভাইকে সাহায্য কর হউক সে জালিম না হয় মাজলুম ৬৯৩

১০. মু'মিনদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়া, সহযোগিতা ও সহানুভূতি করা ৬৯৪

১১. অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য নম্রতা অবলম্বন করা ৬৯৪

১২. প্রকৃতপক্ষে দোষী এমন কোনো ব্যক্তিকে যদি নবী ﷺ অভিসম্পাত করেন কিংবা গালি দেন অথবা তার উপর বদদু'আ করেন তাহলে সেটা তার জন্য পবিত্রতা, প্রতিদান ও দয়ায় পরিগণিত হবে ৬৯৫

১৩. মিথ্যা বলা হারাম তবে তা যে ক্ষেত্রে বৈধ তার বর্ণনা ৬৯৫

১৪. মিথ্যার অপকারিতা, সত্যের সৌন্দর্য ও তার মর্যাদার বর্ণনা ৬৯৫

১৫. রাগের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে তার মর্যাদা এবং যার দ্বারা রাগ দূরীভূত হয় ৬৯৬

১৬. চেহারায় প্রহার করা নিষেধ ৬৯৬

১৭. মসজিদে, বাজারে বা যেখানে লোকজন একত্রিত হয় তার মধ্য দিয়ে অস্ত্র নিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রের ধারালো দিক ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ৬৯৬

১৮. কোনো মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ ৬৯৭

১৯. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করার ফযীলত ৬৯৭

২০. বিড়াল জাতীয় যে প্রাণী ক্ষতি করে না তাকে শাস্তি দেয়া হারাম ৬৯৭

২১. প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করার বিশেষ উপদেশ ৬৯৮

২২. হারাম নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব ৬৯৮

২৩. সৎ লোকের সাহচর্য অর্জন অসৎ লোকের সাহচর্য বর্জন ৬৯৮

২৪. কন্যাদের প্রতি ইহসান করার মর্যাদা ৬৯৯

২৫. সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণের ফযীলত ৬৯৯

২৬. আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে অন্য বান্দাদের নিকটেও প্রিয় করে দেন ৭০০

২৭. মানুষ তার সাথে যাকে সে ভালোবাসে ৭০০

৪৬তম অধ্যায়

كِتَابُ الْقَدَرِ- কদর বা ভাগ্য

১. মানুষ তার মায়ের পেটে সৃষ্টির পদ্ধতি, তার রিযক, আয়ু, কর্ম এবং তার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লেখা ৭০১

২. আদম ও মূসা ﷺ-এর মাঝে কথা কাটাকাটি ৭০৩

৩. যিনা বা এ জাতীয় অপকর্মের যে অংশ আদম সন্তানের উপর নির্ধারিত রয়েছে ৭০৩

৪. প্রত্যেক নবজাতকে ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে কাফির ও মুসলিমদের মৃত শিশু বিধাণ ৭০৩

৪৭তম অধ্যায়

كِتَابُ الْعِلْمِ - ইল্‌ম (জ্ঞান)

১.	কুরআনের মুতাশাবিহ বাণী অনুসন্ধান নিষেধ এবং যারা তা করে তাদের প্রতি সতর্কতা এবং কুরআনে ইখতিলাফ করা নিষেধ	৭০৫
২.	ঝগড়াটে প্রসঙ্গে	৭০৫
৩.	ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের রীতি-প্রথার অনুসরণ করা	৭০৬
৪.	শেষ যামানায় ইলম উঠে যাওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া এবং মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া	৭০৬

৪৮তম অধ্যায়

كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ الْاِسْتِغْفَارِ

যিকর, দু'আ, তাওবাহ্ এবং ক্ষমা প্রার্থনা

১.	আল্লাহ্ তা'আলার যিকরের প্রতি উৎসাহ দান	৭০৭
২.	আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ আয়ত্বকারীর মর্যাদা	৭০৭
৩.	দু'আ কবুলে দৃঢ় আশা রাখা এবং এ কথা না বলা "তুমি যদি চাও"	৭০৮
৪.	বিপদে মৃত্যু কামনা না করা	৭০৮
৫.	যে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎকে পছন্দ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষাৎ পছন্দ করবেন, আর যে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবেন	৭০৯
৬.	যিক্‌র' দু'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের ফযীলাত	৭০৯
৭.	যিকরের মজলিসের ফযীলত	৭১০
৮.	হে আল্লাহ্! এ দুনিয়ার কল্যাণ দান কর, আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর ।- এ দোয়ায় ফযীলত	৭১১
৯.	'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু', 'সুবহানাল্লাহ' বলা ও দু'আর ফযীলত	৭১১
১০.	যিকরের আওয়াজ আস্তে করা মুস্তাহাব	৭১২
১১.	ফিতনা ইত্যাদির ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া	৭১৩
১২.	অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাওয়া	৭১৪
১৩.	খারাপ পরিণতি ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া ইত্যাদি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ	৭১৪
১৪.	শয্যাগ্রহণ ও ঘুমানোর সময় যা বলবে?	৭১৪
১৫.	যে সমস্ত খারাপ কাজ কেউ করেছে বা করেনি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৭১৬
১৬.	সকালে ও ঘুমানোর সময় তাসবীহ পাঠ করা	৭১৬
১৭.	মোরগের ডাকের সময় দু'আ বলা মুস্তাহাব	৭১৭
১৮.	বিপদের দু'আ	৭১৭
১৯.	দোয়াকারী যদি আমি দোয়া করেছি কিন্তু আমার দোয়া গৃহীত হয়নি, বলে তাড়াহুড়া না করে তাহলে তার দু'আ কবুল করা হয়	৭১৮
২০.	জান্নাতের অধিক অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামের অধিক অধিবাসী মহিলা এবং মহিলার ফিতনার বর্ণনা	৭১৮
২১.	তিন গুহাবাসীর ঘটনা ও সৎকর্ম দ্বারা ওয়াসীলা বানানো	৭১৮

৪৯তম অধ্যায়

كِتَابُ التَّوْبَةِ - তাওবা

১. তাওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তদদ্বারা আনন্দিত হওয়া ৭২১
২. আল্লাহ তায়ালার দয়ার প্রশস্ততা এবং তা তাঁর রাগকে ছাড়িয়ে গেছে ৭২২
৩. হারাম নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব ৭২৩
৪. আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদা ও অশ্লীলতা হারাম ৭২৪
৫. আল্লাহ তা'আলার বাণী 'নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে মুছে দেয় ৭২৫
৬. হত্যাকারীর তাওবা গৃহীত হওয়া, যদিও তার হত্যা অধিক হয় ৭২৬
৭. কা'ব ইবনে মালিক ও তার সাথীদ্বয়ের তাওবাহর হাদীস ৭২৭
৮. ইফক বা অপবাদ ও অপবাদ দানকারীদের তাওবা কবুল হওয়া ৭৩৫

৫০তম অধ্যায়

كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاَحْكَامِهِمْ - মুনাফিক ও তাদের হুকুম

১. কিয়ামাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা ৭৫০
২. কিয়ামাত ও কিয়ামতের দিবসে যমীনের বর্ণনা ৭৫১
৩. জান্নাতীদের আপ্যায়ন ৭৫২
৪. নবীকে "রূহ" সম্পর্কে ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা ও আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫) ৭৫২
৫. আল্লাহ কাফিরদের শাস্তি দিবেন না যখন নবী ﷺ তাদের মধ্যে থাকবেন ৭৫৩
৬. ধোঁয়া ৭৫৪
৭. চন্দ্র দ্বিখণ্ডন ৭৫৪
৮. আল্লাহ তা'আলার চেয়ে আর কেউ অধিক ধৈর্যশীল নয় ৭৫৫
৯. কাফিরদেরকে (কেয়ামতের দিন) মুখের ভরে একত্রিত করা হবে ৭৫৫
১০. মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো সতেজ বৃক্ষের ন্যায়, কাফিরের দৃষ্টান্ত হলো পাইন গাছের মতো ৭৫৬
১১. মু'মিনের দৃষ্টান্ত খেজুর গাছের দৃষ্টান্তের মতো ৭৫৬
১২. আল্লাহর রহমতের দ্বারা জান্নাত লাভ ৭৫৭
১৩. বেশি বেশি সৎকর্ম ও ইবাদতে প্রচেষ্টা করা ৭৫৭
১৪. দ্বীনের নসীহত ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ৭৫৮

৫১তম অধ্যায়

كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيْمِهَا وَاَهْلِهَا

জান্নাতের বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দাগণ

১. জান্নাতে এক বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোনো আরোহী শত বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না ৭৫৯
২. জান্নাতবাসীদের উপর আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি এবং তিনি কখনও কোনদিন তাদের উপর রাগান্বিত হবেন না ৭৬০

৩. জান্নাতের বালাখানাগুলো দেখতে আকাশের তারকা সদৃশ্য ৭৬০
৪. পূর্ণিমার চাঁদের মতো যে দলটি জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করবে তাদের ও তাদের স্ত্রীদের বর্ণনা ৭৬১
৫. জান্নাতের তাঁবুসমূহে এবং তাতে বসবাসরতা স্ত্রীগণ ৭৬১
৬. এমন কতিপয় লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মতো ৭৬২
৭. জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ, গভীরতা এবং এর ভিতরে শাস্তির আলোচনা ৭৬২
৮. অত্যাচারীরা জাহান্নামের আগুনে এবং ও বিনীতরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ৭৬২
৯. পৃথিবীর ধ্বংস এবং পুনরুত্থান দিবসে মানুষের একত্র সমাবেশ ৭৬৫
১০. পুনরুত্থান দিবসের বর্ণনা ৭৬৬
১১. কবরের শাস্তির প্রমাণ এবং তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ৭৬৬
১২. পুনরুত্থান দিবসে হিসাবের প্রমাণ ৭৬৮

৫২তম অধ্যায়

كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ

ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতসমূহ

১. ফিতনা নিকটবর্তী হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজের (দেয়াল) খুলে যাওয়া ৭৬৯
২. কা'বা আক্রমণকারী সৈন্যদলের যমীনে দেবে যাওয়া ৭৬৯
৩. অজস্র বৃষ্টির ফোঁটার মতো ফিতনা অবতরণ ৭৭০
৪. দু'জন মুসলিম যখন তরবারি নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয় ৭৭০
৫. কেয়ামত পর্যন্ত সংঘঠিত ঘটনাবলি সম্পর্কে নবী ﷺ-এর সংবাদ প্রদান ৭৭১
৬. সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে ৭৭১
৭. ফোরাত নদী সোনার পাহাড়ে উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না ৭৭২
৮. হিজায থেকে আগুন বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ৭৭২
৯. ফিতনা পূর্ব দিক থেকে যেখান থেকে শয়তানের শিং বেরিয়ে আসে ৭৭৩
১০. দাউস গোত্র যালখালাসার ইবাদাত না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ৭৭৩
১১. কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি বলবে, মৃতের জায়গায় যদি আমি থাকতাম ৭৭৩
১২. ইবনে সাইয়্যাদের বর্ণনা ৭৭৫
১৩. দাজ্জাল, তার ও তার সাথে যারা থাকবে তাদের বর্ণনা ৭৭৬
১৪. দাজ্জালের বর্ণনা, মদীনায় প্রবেশ তার জন্য নিষিদ্ধ করা হবে, তার দ্বারা একজন মু'মিনকে হত্যা এবং সে মু'মিনকে আবার জীবিতকরণ ৭৭৭
১৫. আল্লাহর নিকট দাজ্জালের মর্যাদা খুবই নিম্নে ৭৭৮
১৬. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে তার অবস্থান ৭৭৮
১৭. কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া
১৮. (পুনরুত্থান দিবসে) সিঙ্গায় দু'বার ফুঁক দেয়ার মাঝে সময়ের ব্যবধান ৭৭৯

৫৩তম অধ্যায়

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা

১. ক্রন্দরত অবস্থা ব্যতীত নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুমকারী ব্যক্তিদের এলাকায় প্রবেশ করো না ৭৮৪
২. বিধবা, দরিদ্র ও ইয়াতিমদের মঙ্গল সাধন ৭৮৫
৩. মসজিদ নির্মাণের মর্যাদা ৭৮৫
৪. লোক দেখানো আমলের নিষিদ্ধতা ৭৮৫
৫. বাক বা কথাবার্তা সংযত করা ৭৮৫
৬. যে ব্যক্তি ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় অথচ সে নিজেই তা করে না এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে অথচ সে নিজেই তা করে, তার শাস্তি ৭৮৬
৭. কারো পাপ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ৭৮৬
৮. হাঁচি দিলে 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলা এবং হাই তোলার অপছন্দনীয়তা ৭৮৭
৯. ইঁদুর সম্পর্কে এবং তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে ৭৮৭
১০. একই গর্তে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না ৭৮৮
১১. কাউকে অধিক প্রশংসা করা নিষিদ্ধ ৭৮৮
১২. অধিক বয়স্ককে অগ্রগণ্য করা ৭৮৮
১৩. কথা বলায় স্পষ্টতা অবলম্বন করা এবং 'ইলম লিখে রাখার হুকুম ৭৮৯
১৪. মক্কা থেকে মদীনায় (নবী ﷺ-এর হিজরতের বর্ণনা) আর এটাকে বলা হয় ভ্রমণের হাদীস ৭৮৯

৫৪তম অধ্যায়

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ – তাফসীর অধ্যায়

১. তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে ৭৯৪
২. সূরা বারাআ : আয়াত-৯, সূরা আনফাল : আয়াত-৮ ও সূরা হাশ্‌র : আয়াত-৫৯) ৭৯৪
৩. মাদকদ্রব্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কীয় বিধান ৭৯৫
৪. আল্লাহ তা'আলার বাণী : এ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা) তাদের প্রভুর ব্যাপারে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-১৯) ৭৯৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হাদীসের তাৎপর্য

حَدِيْثٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ কথা, বাণী, প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত। অর্থাৎ যে সকল কথা, কাজ বা বস্তু ইতোপূর্বে ছিল না অথচ বর্তমানে অস্তিত্ব লাভ করেছে তা-ই হাদীস। ইসলামের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم এবং তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। সুন্নত, খবর ও আসার শব্দগুলোও হাদীস অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃতঅর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নবুয়তি জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন অথবা অন্যান্যদের যে সকল কথা ও কাজের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, তা-ই হাদীসরূপে পরিচিত। হাদীসের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী রয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, হাদীসের দু'টি অংশ রয়েছে একটি হলো সনদ এবং অপরটি হলো মতন। হাদীস বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতাকে 'সনদ' বলা হয়, আর হাদীসের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলা হয়।

হাদীসকে 'সুন্নাহ'ও বলা হয়। সুন্নাহ বলা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা বা পদ্ধতি। পবিত্র কুরআনের নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাই সুন্নাহ। এ জন্যই সুন্নাহকে পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলা হয়।

হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস

সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম শ্রেণীর লোক। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার নির্দেশকে কিভাবে করেছেন তা উপলব্ধি করার জন্য প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি তাঁদের ভক্তি শ্রদ্ধা কেমন ছিল। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহাবাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই কেবলমাত্র তাঁর হাদীসের সংরক্ষণ এবং প্রচার ও প্রসারে তৎপর ছিলেন না; বরং তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁদের এই তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কোনো কোনো সাহাবী অপর সাহাবীর নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য শত শত মাইল পর্যন্ত সফরের কষ্ট স্বীকার করেছেন। অথচ তৎকালীন যুগের সফর বর্তমান যুগের সফরের ন্যায় এত সহজ সাধ্য ছিল না।

নবুওয়তের প্রথম যুগে কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কায় হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি ছিল না। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে নিজেদের স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের স্মৃতি শক্তিও ছিল অসাধারণ। তৎকালীন যুগে আরবরা বিরাট বিরাট কাব্যগ্রন্থ সহজেই মুখস্ত করে ফেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু লিখে রাখা তারা লজ্জাকর বলে মনে করত। আরবের একজন সাধারণ লোক পর্যন্ত শত শত কবিতা,

বক্তৃতা এবং বিরাট বিরাট নসবনামা (বংশক্রম) মুখস্ত করে রাখত। তাদের স্মৃতি শক্তি এতই প্রখর ছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ অনেকেই হাজার হাজার হাদীস মুখস্থ করে রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের এমন কোনো ঘটনা নেই যার অনুসন্ধান সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم করেননি এবং তা মুখস্থ করে রাখেননি। আর এটা তাঁদের আগ্রহ ও স্মরণশক্তির তুলনায় কঠিন কিছুই ছিল না।

হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর হতে হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বছরের সময়কে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। এ সময়ে কখন কিভাবে হাদীস সংরক্ষণ করা হয়েছে তার বিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

প্রথম যুগ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হতে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীকাল হাদীস সংরক্ষণের প্রথম যুগ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকেই তাঁর প্রতিটি হাদীস বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم খুবই সতর্কতার সাথে হাদীস মুখস্থ করে সংরক্ষণের প্রতি সর্বদা সচেতন থাকতেন। বিশেষ কারণে তাদের যুগে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ থাকলেও সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم-এর মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিশেষ হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। হাদীস লিখে রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও কোনো কোনো সাহাবীকে তিনি হাদীস লিখে রাখার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। লেখাপড়া জানা অনেক সাহাবীই হাদীস লিখে নিতেন। অনেকের নিকট বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস লিখিত আকারে ছিল। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন লিখিত ফরমানও অনেকে সংরক্ষণ করে রাখতেন। সমকালীন রাজা-বাদশাহ এবং আমীর-উমরাদের নিকট লিখিত পত্রগুলোও সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম সেনাপতি এবং শাসকদেরকেও তিনি লিখিত নির্দেশ প্রদান করতেন।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হতেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস رضي الله عنه, আবূ হুরায়রা رضي الله عنه, আলী رضي الله عنه, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه, আয়েশা সিদ্দীকা رضي الله عنها, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, সামুরা ইবনে জুনদুব رضي الله عنه, আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه, সাআদ ইবনে উবাদা رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم-এর নিকট লিখিত ও সংরক্ষিত কয়েক হাজার হাদীস ছিল। যা পরবর্তীতে মুসনাদে আহমদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসের গ্রন্থাবলিতে সংকলিত হয়েছে।

এ যুগে পবিত্র কুরআনের ন্যায় গুরুত্ব সহকারে হাদীস লিপিবদ্ধ না হলেও শক্তিশালী তিনটি সূত্রের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়ে এসেছে–

১. উম্মতের নিয়মিত আমল,

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিখিত ফরমান, সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم-এর সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং

৩. হাদীস কণ্ঠস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় এবং পরে বর্ণনা ও দরসের মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তা প্রচার।

বস্তুতঃ মদীনা মুনাওয়ারা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ দশ বছরের কর্মস্থল। সেখানে তিনি নিজেই ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন। সেখানে তার প্রত্যেকটি নির্দেশ হুবহু মেনে চলার মতো এমন একদল সাহাবী প্রস্তুত ছিলেন, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁর নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুতরাং মদীনার মুসলিম সমাজের আমলও হাদীসের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

হাদীস সংরক্ষণের প্রথম যুগে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর অনেকেই জীবিত ছিলেন। এ যুগে ৪টি পদ্ধতিতে হাদীসের সংরক্ষণ করা হয়–

১. হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থকরণ,

২. হাদীসের লিখন,

৩. হাদীসের শিক্ষাদান এবং

৪. হাদীস মুতাবিক আমল।

দ্বিতীয় যুগ

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথম পর্যন্ত অর্থাৎ এক শতাব্দীকাল সম্ভ্রান্ত তাবেয়ী এবং তাবে' তায়েবীগণের যুগ। এ যুগে হাদীস অনুযায়ী আমল যথাযথভাবে অব্যাহত থাকে এবং হাদীসের জ্ঞানার্জন, শিক্ষাদান, হিফযকরণ ও লিপিবদ্ধকরণের উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ যুগে কোনো কোনো ব্যক্তি এক একটি হাদীস জানার জন্য তৎকালীন হাদীসের কেন্দ্রভূমি মদীনা, বসরা, কূফা, সিরিয়া এবং মিশর সফর করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ যুগের প্রথম দিকে খলিফাতুল মুসলেমীন উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করে একত্রিত করার কাজে অগ্রসর হন। তিনি ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট কর্মচারী, প্রখ্যাত উলামাদের প্রতি সরকারিভাবে নির্দেশ জারী করে বলেন–

أُنْظُرُوْا مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسُنَّتِهٖ اَوْ حَدِيْثِ عُمَرَ اَوْنَحْوِ هٰذَا فَاكْتُبْهُ لِىْ فَاِنِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلَمَاءِ .

"আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসসমূহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে লিপিবদ্ধ করুন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, উলামায়ে কিরামের মৃত্যুর পর হাদীস বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

হাদীসের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষক সাহাবায়ে কিরামগণ এবং সম্ভ্রান্ত তাবেয়ীগণ ইহজীবন ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেছেন। তবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কারোও হাদীস আপনারা গ্রহণ করবেন না। অধিকন্তু আপনারা সর্বত্র হাদীস পাঠদানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন! যাতে অনবহিত লোকেরা অবহিত হতে পারে। কেননা জ্ঞানের বিষয় গোপন করে রাখা হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

সরকারি এ নির্দেশের ফলে সারা দেশে হাদীস সংগ্রহ করার ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উলামাগণ হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজে তৎপর হন। এ যুগে হাদীস নিয়মিতভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ না হলেও যে সকল হাদীস সাহাবায়ে কিরামগণের নিকট লিখিত আকারে ছিল না, তা তাঁরা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেয়ীগণ লিখে ফেলেন এবং সেগুলোর পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু হতেই এই প্রচেষ্টার একটা নতুন মোড় গ্রহণ করে। সম্ভ্রান্ত তাবেয়ীগণের লিখিত হাদীসসমূহ ব্যাপকভাবে একত্রিত করতে থাকেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীস সংকলনের এই ধারা অব্যাহত থাকে।

সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم-এর পক্ষে সনদবিহীন হাজার হাজার হাদীস মুখস্থ করা কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না; কিন্তু পরবর্তী যুগে সনদ মুখস্ত করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়ায় হাদীস মুখস্থ করা কিছুটা কঠিন হয়ে উঠলেও হাদীসমূহ সংকলিত এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম জাহানে, আরবে অনারবে এমন এমন তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি সম্পন্ন মহা-মনীষীগণের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের স্মরণশক্তির কথা শুনলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। আল্লামা হাফেয ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত বিশ্ববিখ্যাত রিজালগ্রন্থ 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' পাঠ করলে হাফেযুল হাদীস মহা মনীষীগণের বৃত্তান্ত জানতে পারা যায়।

তৃতীয় যুগ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় তিন শত বছর হাদীস সংকলনের ইতিহাসের তৃতীয় যুগ। সুদীর্ঘ যুগকে হাদীস সংকলনের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ যুগে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ, হাদীস শিক্ষাদান, হাদীস মুখস্ত করা এবং হাদীস অনুযায়ী আমল সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত থাকে। তবে হাদীস লিপিবদ্ধকরণের ধারা অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে। এ যুগে অসংখ্য হাফেযে হাদীসের জন্ম হয়, যাদের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইহিাসে বিরল। যাদের সংকলিত গ্রন্থাবলি পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহরূপে পরিগণিত হয়। এ যুগেই বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থাবলির স্বনামধন্য গ্রন্থকার মণ্ডলীর আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই সকল হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। অতঃপর এমন কোনো হাদীস কারোও নিকট সংরক্ষিত ছিল বলে অনুমাণ করা যায় না– যা কোনো না কোনো হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি।

এ যুগে নিয়মিতভাবে হাদীসে লিপিবদ্ধ করার কাজ ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। এ যুগে সংগৃহীত হাদীসের বিপুলভাণ্ডার হতে সহীহ ও নির্ভুল হাদীস বাছাই এবং ছাঁটাইয়ের কাজও শুরু হয়। ইতোমধ্যে একদল লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলে হাদীস ছাঁটাই ও বাছাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এ ধরনের মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। সহীহ হাদীস বাছাই করে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ যুগের মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ণনাকারীগণের

অবস্থা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র ও কথা-কাজ সম্বলিত জীবনীকে "আসমাউর রিজাল" বা রিজাল শাস্ত্র বলা হয়।

রিজাল শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, কথা-কাজ কোনো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। যে সকল হাদীস আসমাউর রিজাল শাস্ত্রবিদদের নির্ধারিত মূলনীতি বিরোধী সেগুলোকে নিঃসঙ্কোচ বাতিল করা হয়েছে। যে সকল বর্ণনাকারী জীবনে কখনও মিথ্যাচার করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের বিবেকের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছে, যারা এতটুকু অতিরঞ্জন প্রবণ মনে করা হয়েছে, যারা রাজশক্তি বা অন্য কোনো পার্থিব শক্তি কর্তৃক প্রভাবিত হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়েছে, তাদের বর্ণনাতে হাদীস নির্দ্বিধায় বাতিল করা হয়েছে। রিজাল শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তাদের লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্য, তাঁদের শিক্ষকমণ্ডলীর বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁদের শিষ্যবর্গের অবস্থা, জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও সফর, তাঁদের নৈতিক চরিত্র, তাঁদের সততার ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদি বহু বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এ যুগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক নির্ভেজাল সহীহ সব যাচাই- বাছাই করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হয়েছিল শত শত মুহাদ্দিস যারা নিজেদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁরা হাজার হাজার মাইল সফর করতেন। তারা শত শত উস্তাদগণের নিকট হতে পাঠ গ্রহণ করতেন। তাঁরা বর্ণনাকারীদের অবস্থা জানার জন্যও অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতেন। এভাবে তারা নিজেদের মান অনুযায়ী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তবে বাস্তবতা হলো, আমাদের মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যা করেছেন, অন্য কোনো জাতি তাদের আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব রক্ষার জন্য তার এক শতাংশ পর্যন্ত করতে পারেনি। প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ ডক্টর মার্গেলিউ সত্য বলেছেন- "হাদীসের জন্য মুসলিম জনতা যত ইচ্ছা গর্ব করতে পারে; এটা তাদের পক্ষেই শোভা পায়।"

এ যুগের হাদীসে সংকলক মণ্ডলীর মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী, ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী, ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী, ইমাম আহমদ বিন শুআইব নাসায়ী এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মাযাহ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীনগণ রাহেমাহুমুল্লাহু তায়ালা আজমাঈন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী এবং আরও অনেকে হাদীস যাচাই ও বাছাইয়ের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবন এ মহৎ কাজে ব্যয় করেন। নির্ভুল ও শক্তিশালী সূত্রের দিক দিয়ে বিচার করলে মুহাদ্দিসগণের সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলির মধ্যে মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করা যায়।

হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

১. حَدِيْثٌ (হাদীস) : হাদীস আভিধানিক অর্থ হাদীস অর্থ কথা, প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। পরিভাষায় মহানবী ﷺ যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। এ হিসেবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত: কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ, যে সব হাদীসে তাঁর কোনো কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী হাদীস বলে।

দ্বিতীয়ত: যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে।

তৃতীয়ত: সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ-এর অনুমোদন ও মৌন সম্মতিপ্রাপ্ত তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

২. خَبَرٌ (খবর) : 'খবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, এর তিনটি পরিভাষা রয়েছে।

ক. এটি হাদীসের সমার্থবোধক অর্থাৎ খবরও হাদীসের পরিভাষা একই।

খ. হাদীস বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ থেকে এসেছে আর যা অন্যদের থেকে এসেছে তাকে খবর বলে।

গ. যা নবী ﷺ থেকে এসেছে তাকে হাদীসে বলে আর খবর বলা হয় যা নবী ﷺ থেকে এবং অন্যদের থেকে এসেছে।

৩. أَثَرٌ (আসার) : আসারের শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে।

ক. এটা হাদীসের সমার্থবোধক অর্থাৎ হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই।

খ. সাহাবা ও তাবিঈনদের কথা এবং কার্যাবলিকে আসার বলা হয়।

৪. صَحَابِيٌّ (সাহাবী) : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে সশরীরে স্বচক্ষে জীবনে একবার দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবেয়ী বলে।

৫. تَابِعِيٌّ (তাবেঈ) : যিনি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন বা তাঁকে জীবনে একবার দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবেঈ বলে।

৬. سَنَدٌ (সনদ) : যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

৭. مَتْنٌ (মতন) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

৮. مُحَدِّثٌ (মুহাদ্দিস) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাত, তাকে মুহাদ্দিস বলে।

৯. شَيْخٌ (শাইখ) : হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে শাইখ বলে।

১০. شَيْخَيْنِ (শাইখান) : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর ﷺ-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়; কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)-কে একত্রে শাইখাইন বলা হয়।

১১. رَاوِيٌّ (রাবী) : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে।

১২. رِجَالٌ (রিজাল) : হাদীসের রাবী বর্ণনাকারী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রিজাল' বলে।

১৩. رِوَايَتٌ (রিওয়ায়াত) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে।

১৪. مُتَوَاتِرٌ (মুতাওয়াতির) : যে হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যাদের প্রতি মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব। এরূপ বর্ণিত হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

১৫. اٰحَادٌ (আহাদ) : হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয় এবং যার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্ত একত্রিতভাবে পাওয়া যায় না তাকে আহাদ বা খবরে ওয়াহিদ বলে। খবরে ওয়াহিদ তিন প্রকার :

ক. مَشْهُوْرٌ (মাশহুর) : যে হাদীস প্রতিটি যুগে তিনজন বা তার অধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীসকে মুস্তাফীযও বলা হয়।

খ. عَزِيْزٌ (আযীয) : যে হাদীস প্রতি যুগে দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলে।

গ. غَرِيْبٌ (গরীব) : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো যুগ বা স্থানে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করলে তাকে গরীব বলে।

১৬. اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ (হাদীসে কুদসী) : যে হাদীস নবী ﷺ সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

১৭. مَرْفُوْعٌ (মারফু) : যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু হাদীস বলে।

১৮. مَشْهُوْرٌ عَزِيْزٌ وَغَرِيْبٌ (মাশহুর আযীয ও গরীব) : এ সকল হাদীস গ্রহণ ও বর্জন দু'প্রকার : ক. মাকবূল খ. মারদূদ।

مَقْبُوْلٌ (মাকবূল) হাদীস চার প্রকার

ক. صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ (সহীহ লিযাতিহি) : যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্ব শক্তি ও হিফযের গুণাবলি সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে ত্রুটিবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ লিযাতিহি'ও বলা হয়।

খ. حَسَنٌ لِذَاتِهٖ (হাসান লিযাতিহি) : যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আয়ত্ব শক্তি ও হিফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লিযাতিহি'ও বলা হয়।

গ. صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ **(সহীহ লিগাইরিহি) : অন্যের কারণে সহীহ** : এটি মূলত হাসান লিযাতিহি; কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'সহীহ লিযাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

ঘ. حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ **(হাসান লিগাইরিহি) অন্যের কারণে সহীহ : এটি মূলত দুর্বল** হাদীস; কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাসিক বা মিথ্যার কথা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'হাসান লিযাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১৯. مَوْقُوْفٌ **(মাওকূফ)** : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোনো সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার।

২০. مَقْطُوْعٌ **(মাকতূ)** : যে হাদীসের সনদ কোনো তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ হাদীস বলে।

২১. ضَعِيْفٌ **(যঈফ)** : যে সনদে হাসান হাদীসের গুণাবলি একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনোটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীসটিকে 'যঈফ' বলা হয়। বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা কম বেশি হবার কারণে এই 'যঈফ'-এর স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীসের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকারগুলোর মধ্যে রয়েছে– যঈফ, যঈফ জিদ্দান (নিতান্তই দুর্বল), ওয়াহান, মুনকার, মুযতারিব, মু'দাল, মুরসাল ও মু'য়াল্লাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকার হচ্ছে মাওযু (জাল)।

২২. تَعْلِيْقٌ **(তালীক)** : কোনো কোনো গ্রন্থকার কোনো হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (রহ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক রয়েছে'; কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীক অপর সংকলনকারীগণ মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

২৩. مُنْقَطِعٌ **(মুনকাতি)** : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোনো এক স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। আর এই বাদে পড়াকে বলে ইনকিতা।

২৪. مُدَلَّسٌ **(মুদাল্লাস)** : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শাইখ (উস্তাদ) এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেননি, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে।

২৫. مُضْطَرِبٌ **(মুদতারাব)** : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকার গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুদতারাব বলে।

২৬. مُدْرَجٌ (মুদরাজ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে গ্রহণ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ বলে এবং এরূপ করাকে ইদরাজ বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এর দ্বারা কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং এতে মুদরাজ করলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দোষণীয় নয়।

২৭. مُتَّصِلٌ (মুত্তাসিল) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোনো স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল বলে।

২৮. مُعْضَلٌ (মু'দাল) : যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মু'দাল' বলা হয়।

২৯. مُسْنَدٌ (মুসনাদ) : যে হাদীসের সনদ (কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা ব্যতীতই রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মুসনাদ বলা হয়। আমাদের নিকট পৌঁছার দিক দিয়ে হাদীস দু'প্রকার মুতাওয়াতির ও আহাদ।

৩০. مُرْسَلٌ (মুরসাল) : যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

৩১. مُتَابِعٌ (মুতাবি ও শাহিদ) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোনো হাদীস পাওয়া যায়। তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এমনরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রমাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৩২. مُنْكَرٌ (মুনকার) : দুর্বল রাবী কর্তৃক নির্ভরশীল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীস। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীসকে যার এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশি ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

৩৩. شَاذٌّ (শায) : যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতোই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছে সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৪. مَجْهُوْلٌ (মাজহূল) : যে বর্ণনাকারীর সত্তা বা গুণাবলি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহূল'। এরূপবর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৫. مُعْضَلٌ (মু'দাল) : যে সনদের দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী পর্যাক্রমে উল্লেখিত হয়নি সেই সনদের হাদীসকে বলা হয় 'মু'দাল'। এরূপ হাদীস দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত তাই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৬. مَوْضُوْعٌ (মাওদূ) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বা জাল হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৭. مَتْرُوْكٌ **(মাতরূক)** : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

৩৮. مُبْهَمٌ **(মুবহাম)** : যে হাদীসের রাবীর উত্তম রূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯. مُعَلَّلٌ **(মুআল্লাল)** : যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ ধরনের হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। 'ইল্লত' হাদীসের জন্য মারাত্মক দোষ, এমনকি 'ইল্লাত' যুক্ত হাদীস সহীহ হতে পারে না।

ইমাম বুখারী (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ইমাম বুখারী (রহ.) ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুমু'আর নামাযের পর ইসলামী সংস্কৃতির লীলাভূমি বর্তমান উজবেকিস্তানের বুখারা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী।

বাল্যজীবন : ইমাম বুখারী শৈশবেই বাবাকে হারান। পিতৃহারা সন্তান মায়ের কাছে লালিত-পালিত হন। অতি অল্প বয়সেই তিনি অন্ধ হয়ে যান, এতে তাঁর মাতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, ফলে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন। হঠাৎ তিনি এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন ইবরাহীম ﷺ এসে তাঁর মাকে বলছেন, তোমার শিশুপুত্রের চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সত্যিই তিনি সকালে দেখলেন ইমাম বুখারী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা জীবন : অতি অল্প বয়সেই ইমাম বুখারী (রহ.) পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। দশ বছর বয়সে তাঁর মাঝে হাদীস মুখস্থ করার প্রবল স্পৃহা দেখা যায়। দরসে অপরাপর ছাত্ররা শিক্ষকের মুখ থেকে হাদীস শোনার পর লিখে নিতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) লিখতেন না। অন্য ছাত্ররা বলতো আপনি খাতা কলম ছাড়া বসে থাকেন কেন? এতে কি কোনো উপকারিতা আছে? প্রথমে তিনি কোনো উত্তর দেননি। অতঃপর যখন অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্যাপারে খুব বেশি বলতে লাগল, তখন ইমাম বুখারী বলে উঠেন যে, ঠিক আছে আপনাদের সমস্ত হাদীস নিয়ে আসুন। তাঁরা হাদীসসমূহ নিয়ে আসলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাদের সেই হাদীসসমূহ মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মরণশক্তি সেদিন সকলকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল।

হাদীস চর্চা : ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্র কুফা, বসরাহ, বাগদাদ, মদীনা ও অন্যান্য নগরী সফর করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো সহীহুল বুখারী। পূর্ণ নাম হলো–

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ

ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু হাদীসের হাফিযই ছিলেন না; বরং তিনি ফকীহ ও মুজতাহিদের সাথে সাথে عِلَلْ حَدِيْث (হাদীসের ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে) এক মর্যাদাকর স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে তাঁকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী বলেন : "ইরাক ও খোরাসানের হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এবং হাদীসের সনদ সম্পর্কে পরিচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল এর মতো কাউকে দেখিনি"।

অনুরূপ আবূ মুসআব তাঁর সম্পর্কে বলেন : "আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী এবং উল্লেখযোগ্য ফকীহ ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে"।

হাদীস সংকলনের নিয়ম : ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সংকলনের পূর্বে গোসল করতেন। দু'রাকআত সালাত আদায় করে ইস্তিখারাহ করার পর এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

হাদীসের সংখ্যা : আল মু'জামুল মুফাহরাসের হিসাব অনুযায়ী সহীহুল বুখারীতে সর্বমোট ৭৫৬৩টি হাদীস রয়েছে। আর তাকরার বা পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে ৪০০০টি হাদীস আছে। এতে মোট ৯৮টি অধ্যায় রয়েছে। ৬ লক্ষ হাদীস হতে যাচাই বাছাই করে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। সকল মুহাদ্দিসের সর্বসম্মত মতে সমস্ত হাদীস গ্রন্থের মধ্য হতে এর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কুরআন মাজীদের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। যেমন বলা হয়ে থাকে–

أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَابُ الْبُخَارِيْ

"কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের পরে আসমানের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বুখারী"। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব সহীহুল বুখারী সংকলনের ব্যাপারে দু'টি শর্তারোপ করেছেন–

১. বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।
২. উসতায ও ছাত্রের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া।

সহীহুল বুখারী সংকলনের বিভিন্ন কারণ : এর মধ্যে তিনটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহলো–

১. ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদ ইসহাক বিন রাহওয়াই একদা তাঁর ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ শুধুমাত্র সহীহ হাদীসসমূহ একত্র করে একটি গ্রন্থ রচনা করত তাহলে খুব ভালো হতো। এ থেকেই তাঁর মাঝে এ গ্রন্থ রচনা করার প্রেরণা জাগে।
২. কেউ কেউ বলেন : ইমাম বুখারী (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসসমূহ যঈফ হাদীস থেকে আলাদা করা হবে। তারপর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছরের তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন।
৩. সহীহ বুখারী সঙ্কলনের পূর্বে সহীহ এবং যঈফ হাদীসগুলো আলাদা করে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে উভয় প্রকারের হাদীসই লিপিবদ্ধ ছিল। তাই মুসলিম সমাজে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদ সংখ্যা : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওস্তাদগণের নাম হলেন–

১. মক্কী ইবনে ইবরাহীম,
২. ইবরাহীম ইবনে মুনজির,
৩. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ,
৪. আল হুমাইদী,
৫. ইদদাম বিন আবী আয়াস,
৬. আহমাদ ইবনে হাম্বাল,
৭. আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.),
৮. মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা অসংখ্য, কোনো বর্ণনা মতে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা ৯০ হাজার। তাঁর মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় শিষ্য হলেন–

১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ,
২. আবূ ঈসা তিরমিযী,
৩. আবদুর রহমান আন-নাসাঈ,
৪. আবূ হাতিম,
৫. ইবনে নাসর যারওয়ারী
৬. ইমাম দারিমী
৭. ইমাম খুযাইমা প্রভৃতি।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর গ্রন্থসমূহ :

১. জামেউস সগীর,
২. জুযউর রফউল ইয়াদাঈন,
৩. জুযউল কিরাআত,
৪. আদাবুল মুফরাদ,
৫. তারীখুল কাবীর,
৬. তারীখুল সগীর,
৭. তারীখুল আওসাত,
৮. বিররুল ওয়ালিদাঈন,
৯. কিতাবুল ইলাল,
১০. কিতাবুয যুআফা।

তিরোধান : হাদীসের জগতে অন্যতম দিক পাল জীবনের শেষ প্রান্তে সীমাহীন জালা যন্ত্রণা দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে খারতাঙ্গ নামক পল্লবীতে ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দিনে নিজের ভক্তবৃন্দদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

ইমাম মুসলিম (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

যারা হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাঁরা শত শত মাইল পথ পদব্রজে গমণ করেছিলেন, নির্ভুল হাদীসমূহকে কষ্টিপাথরে যাঁচাই-বাছাই করে গ্রন্থাকারে একত্র করার মতো অসাধ্য কাজ যাঁরা সাধন করেছিলেন, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বিনিময়ের মুসলিম জাতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্ভুল হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে পেয়ে সত্যের সন্ধান লাভ করতে পেরেছে ইমাম মুসলিম (রহ) তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ইমাম মুসলিম (রহ)-এর পূর্ণনাম **মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন-নিশাপুরী**। তার উপনাম আবুল হুসাইন এবং উপাধি ছিল আসাকিরুদ্দীন।

আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু কুশাইর বংশে খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিশাপুরে ২০০ বা ২০৪ বা ২০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সঠিক সাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। তবে ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ৩০৬ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম মুসলিম (রহ) স্বীয় পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে পালিত হন এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শায়খ আল-হাজ্জাজ। ইমাম মুসলিম ছোট থেকেই তাকওয়া, পরহেজগারী ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও কারও গীবত করেননি। নিশাপুরেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অসাধারণ মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী ইমাম মুসলিম মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি তৎকালীন হাদীস বিশারদগণের নিকট ইলমে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তাদের মধ্যে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামিমী, আল-কানাবী মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরী, আহমদ বিন ইউনুস, ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অল্পদিনেই ইমাম মুসলিম (রহ) হাদীস শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে ইমামের পর্যায়ের উন্নীত হন।

ইমাম মুসলিম (রহ) ইলমে হাদীস শিক্ষা করার উদ্দেশে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সকল কেন্দ্রেই গমন করেন। হিজাজ, সিরিয়া, মিশর, ইয়ামেন, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানে গমন করে সে স্থানে অবস্থানকারী প্রসিদ্ধ ইলমে হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। ইলমে হাদীসের উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জনের পর তিনি শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিকট হতে অসংখ্য শিষ্য হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। অধিকন্তু সেই যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ)-ও তার নিকট হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান হলো তাঁর সংকলিত মুসলিম শরীফ। তিনি বিভিন্ন মুসলিম জ্ঞানকেন্দ্র সফর করে সুদীর্ঘ পনের বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবিশ্রান্ত সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে চার লক্ষ হাদীস সংকলন করেন এবং সেগুলো থেকে পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে তিন লক্ষ হাদীস সংকলন করেছেন। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ২/৫৮৯)

আবার এই তিন লক্ষ হাদীস হতে যাঁচাই-বাছাই করে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সহীহ মুসলিম শরীফে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহ বাদে প্রায় চার হাজার হাদীস সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে।

(তাদরীব আররাবী ৩০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাদীসের উপর সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে সহীহাইন বা বুখারী ও মুসলিম হচ্ছে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে পবিত্র কুরআনের পরই এই হাদীস গ্রন্থ'দ্বয়ের স্থান। আর মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী শরীয়তের বিশেষজ্ঞগণের ঐক্যমতে, হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহ)-এর সংকলিত সহীহ আল-বুখারী। আর এরপরই মুসলিম শরীফের স্থান। তবে কেউ কেউ আবার মুসলিম শরীফকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। কেননা, ইমাম মুসলিম কোনো বিষয়ের উপর বর্ণিত সকল মতন যা বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে একই স্থানে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেননি। হাদীসের শিরোনামগুলোতে খণ্ড খণ্ডভাবে লিখেননি যা সহীহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসের শব্দ হুবহু রেখেছেন সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা করেননি। প্রত্যেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত শব্দ স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসের সাথে সাহাবাগণের কথা, তাবিঈন এবং অন্যদের কথা অধ্যায় ও শিরোনামেও মিশ্রণ করেননি।

সহীহ বুখারীর ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে কোনটির অগ্রাধিকার বেশি এ ব্যাপারে বলা যায়। কোনো কোনো দিক দিয়ে সহীহ মুসলিম শরীফের স্থান উর্ধ্বে। যেমন বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বুখারী উত্তম এবং সাজানোর দিক দিয়ে সহীহ মুসলিম অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। তবে সার্বিক বিচারে বুখারীর পর সহীহ মুসলিম-এর স্থান।

ইমাম মুসলিম (রহ) শুধুমাত্র নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিবেচনার উপর ভিত্তি করে কোনো হাদীসকে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেননি এবং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য হাদীস বিশারদগণের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এবং তারা যে সকল হাদীস সম্পর্কে পূর্ণ একমত পোষণ করেছেন। কেবল সে সব হাদীসগুলোকে তিনি সহীহ মুসলিমে সংকলন করেছেন। (শারহিন নাবাবী ১/১৭৪)

এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, কেবলমাত্র আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি এই কিতাবে সন্নিবেশিত করিনি, বরং কিতাবে কেবল সেই সকল হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ একমত। তিনি তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থে বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দাবি করে বলেছেন, পৃথিবীর মুহাদ্দিসগণ যদি দু'শত বছর পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, তথাপি তাদেরকে অবশ্যই এই সনদযুক্ত বিশুদ্ধ কিতাবের উপর নির্ভর করতে হবে। তার এই দাবি মিথ্যা নয়; বরং এক বাস্তব সত্যরূপেই পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসও এর যথার্থতা প্রমাণিত করেছে যে, আজ প্রায় এগারশত বছরের অধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পরও সমপর্যায়ের গ্রন্থ রচিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা ইমাম মুসলিম (রহ)-এর সহীহ মুসলিম-কে কবুল করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এক কৌতুহলী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার জনৈক ব্যক্তি ইমাম মুসলিম (রহ)-এর নিকট হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উক্ত হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহ)-এর তাৎক্ষণিক কোনো ধারণা ছিল না। এজন্য তিনি তাঁর উত্তর না দিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং স্বীয় পাণ্ডুলিপিসমূহ খুঁজতে থাকেন। এ সময়ে তার নিকট খুরমা খেজুরের টুকরি রাখা ছিল। তিনি হাদীস অনুসন্ধানের প্রতি এতই মগ্ন ছিলেন যে, একটা করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর খুঁজছিলেন। এভাবে খেজুরের ঝুড়ি খালি হয়ে যায় এবং তিনি হাদীসটিও খুঁজে পান। অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই রোগেই ২৬১ হিজরী সালে ২৪ রজব রবিবার সন্ধ্যায় কমবেশি ৫৫ বছর বয়সে তিনি ইহকাল ত্যাগ করে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে গমন করেন। নিশাপুরে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

ইমাম মুসলিম (রহ) হাদীস শাস্ত্রে তিনি যে সুবিশাল গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম' লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে তিনি মুসলিম বিশ্বের চিরভাস্বর হয়ে আছেন ও থাকবেন। আল্লাহ তাঁর এই মহান খিদমতকে কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন– আমীন।

তথ্য সূত্রে : বুখারী ১ম খণ্ড, দারুসসালাম সৌদি

اَلْمُقَدَّمَةُ – ভূমিকা

١. بَابُ تَغْلِيْظِ الْكَذِبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

১. মিথ্যারোপকারীদের প্রতি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কঠোর হুঁশিয়ারী

١. حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

১. আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ কর না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামী হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১০৬; মুসলিম, মুকাদ্দামাহ, হাদীস ২)

٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

২. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ কথাটি তোমাদের কাছে বহু হাদীস বর্ণনা করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তৈরি করে নেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১০৮; মুসলিম, মুকাদ্দামাহ, হাদীস ৩)

٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল তৈরি করে নেয়।'

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১১০; মুসলিম, মুকাদ্দামাহ, হাদীস ৪)

٤. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلٰى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪. মুগীরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১২৯১; মুসলিম, মুকাদ্দামাহ, হাদীস ৯৩৩)

প্রথম অধ্যায়

كِتَابُ الْاِيْمَانِ - ঈমান পর্ব

١. بَابُ الايْمَانِ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

১. ঈমান কী এবং তার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

٥. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْاِيمَانُ قَالَ الْاِيمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْاِسْلاَمُ قَالَ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمُ فِى الْبُنْيَانِ فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللهُ ثُمَّ تَلاَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْاٰيَةَ ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ.

৫. আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো একদিন আল্লাহর নবী ﷺ জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানতে চাইলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেন : 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থান দিবসের প্রতি।' তিনি নবী ﷺ-কে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বললেন : 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর 'ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সিয়াম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?'

তিনি বললেন : 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে সচোক্ষে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে?' তিনি বললেন: 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি : বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালগণ যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' অতঃপর আল্লাহর নবী ﷺ এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন : 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট ....।' (সূরা লুক্বমান : আয়াত-৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন : 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরাঈল ؑ মানুষদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।' (সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪৭৭৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১, হাদীস ৯)

٢. بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِىْ هِىَ اَحَدُ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ
২. ইসলামের অন্যতম রুকন সালাতের বর্ণনা

٦. حَدِيْثُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ.

৬. তালহা ইবনে 'উবায়দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নাজদবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তাঁর মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তাঁর কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী কথা বলছিল, আমরা তা অনুধাবন করতে পারছিলাম না। এভাবে সে নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'। সে বলল, 'আমার উপর এ ব্যতীত আরো সালাত আছে কি?' তিনি বললেন : 'না, তবে নফল আদায় করতে পার।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'আর রমযানের সওম তথা রোযা।' সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সওম আছে কি?' তিনি বললেন : 'না, তবে নফল আদায় করতে পার।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, 'আমার ওপর এছাড়া আরো কিছু আছে কি?' তিনি বললেন : 'না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার।' বর্ণনাকারী বলেন, 'সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশিও করব না এবং কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'সে কৃতকার্য হবে যদি সে সত্য বলে থাকে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৪৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২, হাদীস ১১)

٣. بَابُ بَيَانِ الْاِيْمَانِ الَّذِىْ يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ
৩. ঈমানের বর্ণনা যার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে

٧. حَدِيْثُ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَاَنَّهُ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ.

৭. আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি 'আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। উপস্থিত লোকজন বলল : তাঁর কী হয়েছে? তাঁর কী হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁর একটি বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এরপর নবী ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করবে না, সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে ত্যাগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি ঐ সময় তার সওয়ারীর উপর ছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫৯৮৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৩)

٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا .

৮. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যদি আমি তা আমল করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর 'ইবাদত করবে আর তার সাথে অন্য কোনো কিছু অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করব না। যখন সে ফিরে গেল, নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৩৯৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৪)

٤. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ

৪. নবী ﷺ-এর উক্তি ; ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত

٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

৯. আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান। ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ পালন করা এবং ৫. রমযানের সাওম তথা রোযা পালন করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ২, হাদীস ৮ মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬)

٥. بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالٰى وَرَسُوْلِهٖ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّيْنِ وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ

৫. আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ, দ্বীনের শরীয়াত এবং তার প্রতি আহ্বান

١٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهٖ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَاَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهٗ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهٗ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

১০. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আবদুল কায়েস-এর একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর কাছে আসলেন তখন তিনি বললেন : তোমরা কোনো গোত্রের? কিংবা বললেন, কোনো প্রতিনিধি দলের? তাঁরা বলল, 'রাবী'আহ্ গোত্রের।' তিনি বললেন : স্বাগতম সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে। তাঁরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! হারাম মাস ব্যতীত অন্য কোনো সময় আমরা আপনার কাছে আগমন করতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফেরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা পিছনে যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের অবগত করাতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তাঁরা পানীয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বলেন : 'এক আল্লাহর প্রতি কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তা কি তোমরা অবগত আছ?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।' তিনি বললেন : 'তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানের সওম পালন করা; আর তোমরা গানীমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বললেন। আর তা হচ্ছে– সবুজ কলস, শুকনো কদুর খোল, খেজুর বৃক্ষের গুড়ি থেকে তৈরি বাসন এবং আলকাতরা দ্বারা রাঙানো পাত্র। রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (মুযাফ্ফাত-এর স্থলে) কখনও আন্নাক্বীর উল্লেখ করেছেন (দুটি শব্দের অর্থ একইরূপ) তিনি আরো বলেন, তোমরা এ বিষয়গুলো ভালো করে জেনে নাও এবং অন্যদেরও এগুলো অবগত কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৫৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৭)

١١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا (رضي الله عنه) عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

১১. আব্দুল্লাহ ইব্নে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন মু'আয (ইবনে জাবাল) (রাঃ)-কে শাসনকর্তা হিসেবে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করেন, তখন বলেছিলেন : যেহেতু তুমি আহলে কিতাব লোকদের নিকট যাচ্ছো তাই প্রথমে তাদেরকে আল্লাহর 'ইবাদতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, তখন তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা তা পালন করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধন-সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বিতরণ করে দেয়া হবে। যখন তারা এটিও অনুসরণ করবে তখন তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মালামাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৪৫৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৯)

١٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

১২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মু'আয ﷺ-কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাযলূমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (বুখারী, অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, হাদীস ২৪৪৮; মুসলিম, ঈমান, হাদীস ১৯)

٦. بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

৬. যে পর্যন্ত লোকেরা "আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল" না বলবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাওয়ার নির্দেশ

١٣. حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ ﷺ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

১৩. আবূ বকর ও 'উমর رضي الله عنهما-এর হাদীস। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইনতেকাল করলেন এবং আবূ বকর ﷺ খিলাফত অর্জন করেন। আরবদের মধ্যে থেকে যারা কাফির হওয়ার হলো তখন 'উমর ﷺ বললেন, কেমন করে তুমি মানুষদের সাথে সংগ্রাম করবে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ পেয়েছি। যে ব্যক্তি এ কথা বলবে সে আমার হাত থেকে তাঁর নিজের জান এবং মালকে রক্ষা করল। কিন্তু ইসলামের অধিকারে (অর্থাৎ ইসলাম যদি তার জান ও মাল উৎসর্গ করতে চায় তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়) তাকে হত্যা বা তাঁর মাল কুরবান করতে পারেন। আবূ বকর ﷺ বললেন : আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি লড়াই করব যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তাঁরা একটি উটের রশি যাকাত দিতেও অস্বীকার করে যা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই লড়াই করব। 'উমর ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর ﷺ-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : যাকাত : কিতাবুয যাকাত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৪০০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮, হাদীস ২০)

١٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

১৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকেদের সঙ্গে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নিল। অবশ্য ইসলামের কর্তব্যাদি আলাদা, আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১০২, হাদীস ২৯৪৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ২১)

١٥. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ

১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর অর্পিত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮, হাদীস ২২)

٧. بَابُ اَوَّلِ الْاِيْمَانِ قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৭. 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা ঈমানের প্রথম অংশ

١٦. حَدِيْثُ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ ﷺ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْاٰيَةَ.

১৬. মুসায়্যিব ইবনে হাযন ﷺ বলেন, যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হলেন এবং তার কাছে আবূ জাহল বিন হিশাম ও 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়াহ ইবনে মুগীরাকে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালিবকে বললেন, হে চাচা! কালিমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' বলুন, আমি আপনার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট এর সাক্ষ্য দিব। 'আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়াহ বলল, হে আবূ তালিব! তুমি 'আব্দুল মুত্তালিব এর দ্বীন থেকে বিমুখ হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সামনে কালিমা বার বার উপস্থাপন করতে থাকেন এবং তারা দু'জন বার বার ঐ কথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এবং আবূ তালিবের সর্বশেষ কথা ছিল সে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরে (মৃত্যুবরণ করল) এবং সে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকব। যতক্ষণ না আমাকে এ থেকে নিষেধ করা হয়। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা অধ্যায় ৮১, হাদীস ১৩৬০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ২৪)

٨. بَابُ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِالْإِيْمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

৮. যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ঈমানসহ আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম তাঁর জন্য হারাম করে দেয়া হবে

١٧. حَدِيْثُ عُبَادَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيِّهَا شَاءَ.

১৭. 'উবাদাহ ﷺ সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর নিশ্চয়ই 'ঈসা ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমাহ্ যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে একটি রূহ মাত্র, তার জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার 'আমল যাই হোক না কেন। ওয়ালীদ (রহ.) .... জুনাদাহ (রহ) থেকে বর্ণিত হাদীসে জুনাদাহ অতিরিক্ত বলেছেন যে, জান্নাতের আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাইবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৩৪৩৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৮)

١٨. حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلَّا أٰخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

১৮. মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর পশ্চাতে ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে লাগামের রশির প্রান্তদেশ ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তিনি বললেন : মু'আয! আমি বললাম : উপস্থিত আছি, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর কিছুক্ষণ চললেন। পুনরায় বললেন : হে মু'আয! আমি বললাম : উপস্থিত রয়েছি, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর আরও কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন : হে মু'আয ইবনে জাবাল! আমি বললাম : উপস্থিত আছি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর কি হক রয়েছে। আমি বললাম আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, তারা কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করবে, অন্য কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। এরপর কিছু সময় চললেন। অতঃপর বললেন : হে মু'আয ইবনে জাবাল! আমি বললাম : হাযির আছি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : বান্দারা যখন তাদের দায়িত্ব পালন করে, তখন আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার কী, তা কি জান? আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হলো, তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭: পোশাক, অধ্যায় ১০১, হাদীস ৫৯৬৭ মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩০)

١٩. حَدِيْثُ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

১৯. মু'আয ইবনে জাবাল বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর 'উফাইর নামক গাধার পিছনে সওয়ারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কী হক্ব এবং আল্লাহর উপর বান্দার কী হক্ব : আমি বললাম : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হচ্ছে সে তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং তাতে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হচ্ছে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে তাকে শাস্তি প্রদান না করা। মু'আয রাঃ বললেন, আমি কি মানুষদেরকে এর সুসংবাদ দেব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদেরকে এই সুসংবাদ দিও না। কেননা তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে (তারা বেশি করে ভালো কাজ করবে না।) (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, হাদীস ২৮৫৬; মুসলিম, হাদীস ৩০)

٢٠. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا وَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاَثُّمًا

২০. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। একদা মু'আয রাঃ নবী ﷺ-এর পশ্চাতে সওয়ারীতে ছিলেন, তখন তিনি তাকে আহ্বান করলেন, হে মু'আয ইবনু জাবাল! মু'আয রাঃ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সার্বিক সহযোগিতা ও খিদমাতে উপস্থিত আছি। তিনি ডাকলেন, মু'আয! মু'আয রাঃ উত্তর দিলেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ এবং প্রস্তুত।' এরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর বললেন : যে কোনো বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল'- তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। মু'আয রাঃ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এ সংবাদ দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে? তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপরই ভরসা করবে।' মু'আয রাঃ (জীবন ভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইলম গোপন রাখার) গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১২৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২)

٩. بَابُ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

৯. ঈমানের শাখা-প্রশাখা

٢١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ.

২১. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি অন্যতম শাখা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩, হাদীস ৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩৫)

٢٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

২২. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল ﷺ এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহত করছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩৬)

٢٣. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَيَاءُ لَا يَاْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ.

২৩. 'ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, লজ্জাশীলতা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু আনে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ৬১১৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩৭)

١٠. بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْاِسْلَامِ وَاَىُّ اُمُوْرِهٖ اَفْضَلُ

১০. ইসলামের ফযীলাতের বর্ণনা এবং তার কোন কাজটি সর্বোত্তম

٢٤. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

২৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৬, হাদীস ১২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৪২)

٢٥. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

২৫. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের কোনো জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন : যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৫, হাদীস ১১; মুসলিম, হাদীস ৪২)

١١. بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ

১১. সকল গুণাবলি যেগুলো দ্বারা গুণান্বিত হলে যে কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে

٢٦. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

২৬. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে : ১. কোনো ব্যক্তির কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অপেক্ষা অন্য সকল কিছু অধিক প্রিয় না হওয়া। ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা; ৩. কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৪৩)

١٢. بَابُ وُجُوْبِ مَحَبَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

১২. কোনো ব্যক্তির তার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি পিতা-মাতা এবং সকল লোকের চেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসা আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা

٢٧. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

২৭. আনাস রضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৫: মুসলিম, ঈমান, হাদীস ৪৪)

١٣. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ مِنَ الْخَيْرِ

১৩. কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা ভালোবাসবে সেটা তাঁর ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসা ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রমাণ

٢٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ.

২৮. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪৫)

١٤. بَابُ الْحَثِّ عَلٰى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُوْمِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ وَكَوْنِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ مِنَ الْإِيْمَانِ

১৪. প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকার আবশ্যকতা আর এগুলোর প্রতিটি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٢٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

২৯. আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তাঁর মেহমানের সম্মান করে। যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা চুপ থাকে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬০১৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৪৭)

٣٠. حَدِيْثُ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ جَائِزَتَهٗ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

৩০. আবূ শুরায়হ 'আদাবী ﷺ বলেন, নবী ﷺ যখন ইরশাদ করেছেন, তখন আমার দু'চোখ দেখেছে এবং দু'কান শুনেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে তার জায়িযাহ্ স্বরূপ সম্মান করে। আবূ শুরায়াহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ! জায়িযাহ কী? তিনি বললেন, একদিন একরাত। মেহমানদারী তিন দিন, এরপরে (অর্থাৎ তিন দিনের অতিরিক্ত দিনগুলো) তার জন্য সদকাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, হাদীস ৬০১৯; মুসলিম, ঈমান, হাদীস ৪৮)

١٥. بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ فِيْهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيْهِ

১৫. ঈমানদারগণের একে অপরের উপর মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে ইয়েমেনবাসীদের প্রাধান্য

٣١. حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِيْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ.

৩১. 'উকবাহ ইবনে 'উমার ও আবূ মাস'উদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত দিয়ে ইয়েমেনের দিকে ইশারা করে বলেন, "ইশারা তো ওদিকে ইয়েমেনের মধ্যে। কঠোরতা ও মনের কাঠিন্য এমন সব বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উট নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় না, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি বেরোয় রাবী'আহ ও মুযার দুই গোত্রের মাঝে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৩০২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাদীস ৫১)

٣٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوْبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

৩২. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়েমেনবাসীরা তোমাদের কাছে আগমন করেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ফিকহ্ হল ইয়েমেনীদের আর হিকমাত হল ইয়েমেনীদের।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ৪৩৯০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাদীস ৫২)

٣٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِيْ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ أَهْلِ الْغَنَمِ.

৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর শান্তি বকরির পালের মালিকদের মধ্যে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৩০১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাদীস ৫২)

٣٤. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِى أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

৩৪. আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, গর্ব ও অহমিকা রয়েছে চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে এবং স্বস্তি ও শান্তি বকরী পালকদের মধ্যে, ঈমান ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে বেশি রয়েছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৪৯৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২১, হাদীস ৫২)

١٦. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ

১৬. দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ প্রার্থনা করা

٣٥. حَدِيْثُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِىْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

৩৫. জারীর ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যানুযায়ী বিষয়ে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৭২০৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫৬)

١٧. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيْمَانِ بِالْعَاصِىْ، وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

১৭. পাপাচারিতার মাধ্যমে ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তি, পাপী থেকে ঈমানের বিচ্ছিন্নতা এবং পাপকার্য সম্পাদনকালে ঈমানের পূর্ণতার ঘাটতি

٣٦. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَزَادَ فِى رِوَايَةٍ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় যেনায় লিপ্ত থাকতে পারে না এবং কোনো ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় মদ্যপানে আসক্ত হতে পারে না। আর কোনো ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় এটাও বৃদ্ধি করা হয়েছে : ছিনতাইকারী এমন মূল্যবান জিনিস– যার দিকে লোকজন চোখ উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকে– ছিনতাই করার সময়ে মু'মিন থাকে না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৫৭৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫৭)

١٨. بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ

১৮. মুনাফিকের স্বভাবের বর্ণনা

٣٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

৩৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সে হবে প্রকৃতভাবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। আর সেগুলা হলো– ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. কথায় কথায় মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৮)

٣٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানাত করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ৫৯)

١٩. بَابُ بَيَانِ حَالِ اِيْمَانِ مَنْ قَالَ لِاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

১৯. যে তার মুসলিম ভাইকে বলল, হে কাফির! তার ঈমানের অবস্থার বর্ণনা

٣٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا.

৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোনো লোক তার কোনো ভাইকে 'হে কাফির'! বলে সম্বোধন করলে তখন তাদের একজন কুফরীর শিকার হল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ৬১০৩)

٢٠. بَابُ بَيَانِ حَالِ اِيْمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

২০. জেনে শুনে স্বীয় পিতাকে বর্জনকারীর ঈমানের অবস্থা

٤٠. حَدِيْثُ اَبِىْ ذَرٍّ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ اِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৪০. আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কোনো ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে দাবি করলে সে কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি অন্য বংশের দিকে নিজেকে সম্বোধন করল যে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৫০৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৬১)

٤١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ.

৪১. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কেননা, যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (পিতাকে অস্বীকার করে) সেটি কুফরী।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৬৭৬৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৬২)

٤٢. حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৪২. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ও আবূ বকরা রাঃ থেকে বর্ণিত, সা'দ বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে পিতা হিসেবে দাবি করল তার জন্য জান্নাত হারাম। যখন আমি এই হাদীস আবূ বকরের কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার দু'কান দ্বারা শুনেছি এবং আমার অন্তরের মধ্যে সংরক্ষণ করে রেখেছি। (বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৬৭৬৭; মুসলিম, ঈমান, হাদীস ৬৩)

٢١. بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

২১. নবী ﷺ-এর উক্তি : কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া পাপাচার আর তাকে হত্যা করা কুফরী

٤٣. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকি এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৬৪)

٢٢. بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

২২. আমার পর তোমরা একে অপরের গলা কেটে কুফরীতে ফিরে যেও না

٤٤. حَدِيثُ جَرِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৪. জারীর রাঃ থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন : 'আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান কাটাকাটি করে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১২১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৬৫)

٤٥. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : 'ওয়াইলাকুম' (অমঙ্গল) 'ওয়াইহাকুম' (ধ্বংস) আমার পরে তোমরা আবার কাফির হয়ে যেয়ো না যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান কাটবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ৬১৬৬)

٢٣. بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

২৩. ঐ ব্যক্তি কুফরী করল যে বলল অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে

٤٦. حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

৪৬. যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদেরকে দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন : তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কী বলেছেন? তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (প্রতিপালক) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহর করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবের দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৬, হাদীস ৮৪৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৭১)

٢٤. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ حُبَّ الْاَنْصَارِ ﷺ مِنَ الْاِيْمَانِ

২৪. আনসারগণকে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٤٧. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ.

৪৭. আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেন : ঈমানের আলামত হল আনসারকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : ঈমান, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৭৪)

٤٨. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللهُ.

৪৮. বারা ﷺ বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, মু'মিনগণ ব্যতীত আনসারগণকে আর কেউ ভালোবাসে না এবং মুনাফিক ছাড়া তাদের সাথে আর কেউ শত্রুতা-পোষণ করে না। যারা আনসারগণকে ভালোবাসেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা-পোষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে শত্রুতা করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩৭৮৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৭৫)

٢٥. بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْاِيْمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ

২৫. আনুগত্যে অবহেলার মাধ্যমে ঈমানের হ্রাসপ্রাপ্তির বর্ণনা

٤٩. حَدِيْثُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّيْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

৪৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ ঈদগাহে মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন : হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকা করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি

জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই সংখ্যায় অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন : কী কারণে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : তোমরা অধিক পরিমাণ অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ক্রটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন : আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ক্রটি কোথায়, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : একজন মহিলার সাক্ষী কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ক্রটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ক্রটি।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩০৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৭৯-৮০)

٢٦. بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ

২৬. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন সর্বোত্তম কাজ

٥٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

৫০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোনো 'আমলটি উত্তম? তিনি বললেন : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন : 'আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।' প্রশ্ন করা হল, 'অতঃপর কোনোটি? তিনি বললেন : 'মাকবুল হজ্জ সম্পাদন করা।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৮৩)

٥١. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ.

৫১. আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো 'আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে সংগ্রাম করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যে ক্রীতদাসের মূল্য অধিক এবং যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ যদি আমি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে অথবা বেকারকে কাজ দিবে। আমি (আবারও) বললাম, এও যদি না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাদকাহ।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ২, হাদীস ২৫১৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৮৪)

٥٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ.

৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম সবচেয়ে কোনো 'আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়, তিনি বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনো 'আমল, তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনো 'আমল তিনি বললেন, আল্লাহ পথে লড়াই করা। তিনি বলেন, এতটুকু তিনি আমাকে বলেছেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তিনি আমাকে আরো বলতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫২৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৮৪)

٢٧. بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوْبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

২৭. শির্ক সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহ এবং তার পরবর্তী বড় গুনাহের বর্ণনা

٥٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, অতঃপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি নিবেদন করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৮৫)

٢٨. بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

২৮. কবীরা গুনাহের বর্ণনা

٥٤. حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

৫৪. আবু বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দেব না? এ কথাটি তিন বার বললেন। সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে সাবধান থাক। এ কথা তিনি (নবী ﷺ) বার বার বলতে থাকেন। আমরা তখন বলতে থাকি, আফসোস! তিনি যদি চুপ করতেন (তাহলে আমাদের জন্যে মঙ্গল হত)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৬৫৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৮৬)

٥٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

৫৫. আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে কবীরাহ গুনাহ (বড় পাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোনো মানুষকে বিনা অপরাধে হত্যা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৮৭)

٥٦. حَدِيْثُ اَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

৫৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে সর্বদা সাবধান থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করা, যাদু-টোনা করা, অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল (অন্যায়ভাবে) ভক্ষণ করা, রণাঙ্গণ থেকে পলায়ন করা, নির্দোষ ও সতীসাধ্বী মু'মিনা মহিলাকে অপবাদ দেয়া।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ২৩, হাদীস ২৭৬৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৮৯)

٥٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ.

৫৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোনো লোক কিভাবে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন– সে অন্য কোনো লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অতঃপর সে তার মাকে গালি দেয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৯৭৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৯০)

٢٩. بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর 'ইবাদতে কোনো কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

٥٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫৮. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে আল্লাহর সাথে শির্ক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আমি বললাম, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শির্ক না করা অবস্থায় মারা যায়, তিনি বললেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ১, হাদীস ১২৩৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৯২)

٥٩. حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَانِى اٰتٍ مِنْ رَبِّى فَاَخْبَرَنِى اَوْ قَالَ بَشَّرَنِى اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ.

৫৯. আবূ যর (গিফারী) ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একজন আগন্তুক (জিবরাঈল) আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এসে আমাকে সংবাদ দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন- যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে তারপরও সে জান্নাতে যাবে।

নোট : কৃত কর্মের শাস্তি ভোগ অথবা ক্ষমা লাভের পরই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হলেই মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। হাদীসটি মুসলিম নামধারী চরমপন্থী দল খারিজীদের আকীদার প্রতিবাদে একটি অকাট্য দলীল। তাদের ধারণা মানুষ কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হলেই কাফির হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৭, হাদীস ১২৩৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ৯৪)

٦٠. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ وَكَانَ أَبُوْ ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِيْ ذَرٍّ.

৬০. আবূ যর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তাঁর পরিধানে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম, তখন তিনি জাগ্রত হয়েছেন। তিনি বললেন : যে কোনো বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ অবস্থার উপরে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম : সে যদি যেনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন : যদি সে যেনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞেস করলাম : সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সে যদি যেনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও। আমি বললাম : যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? তিনি বললেন : যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যরের নাসিকা ধূলায় ধূসরিত হলেও। আবূ যর ﷺ যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন আবূ যরের নাসিকা ধূলায় ধূসরিত হলেও বাক্যটি বলতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : এ কথা প্রযোজ্য হয় মৃত্যুর সময় বা তার পূর্বে যখন সে তাওবাহ করে ও লজ্জিত হয় এবং বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭: পোশাক, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫৮২৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৯৪)

٣٠. بَابُ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

৩০. 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলছে এমন কাফিরকে হত্যা করা হারাম

٦١. حَدِيْثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ﷺ (هُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدٰى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ.

৬১. মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ ﷺ (তিনি হলেন মিক্বদাদ ইবনে 'আমর আলকিন্দী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে বলুন, কোনো কাফিরের সাথে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ ঘটে যায় এবং আমি যদি তার সাথে সংগ্রাম করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কর্তন করে ফেলে এবং অতঃপর আমার থেকে আত্মরক্ষার জন্য গাছের আড়ালে গিয়ে বলে "আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম" এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে তো আমার একখানা হাত কাটার পর এ কথা বলছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ পুনরায় বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই স্তরে উপনীত হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১২, হাদীস ৪০১৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৯৫)

٦٢. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

৬২. উসামাহ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুরকাহ নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে প্রভাত করলাম এবং তাদের উপর আক্রমণ করলাম। আমি এবং একজন আনসার তাদের মধ্য থেকে একজনকে আক্রমণ করলাম। যখন তাকে আমরা দুর্বল করলাম তখন সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, আনসার সাহাবী তাকে ছেড়ে দেয়। আমি তাকে আমার বল্লম দ্বারা আঘাত করলাম শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলি। যখন আমরা ফিরে আসলাম আমাদের এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উসামা! তুমি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পর হত্যা করলে! আমি বললাম, সে আত্মরক্ষার জন্য (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটা বার বার বলতে থাকেন। আমি আশা করলাম (আফসোস করে) যদি আমি এ দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম। (সেটাই আমার জন্য মঙ্গলজনক হতে)। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৪২৬৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৯৬)

٣١. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

৩১. নবী ﷺ-এর উক্তি : যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়

٦٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৭০৭০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৯৮)

٦٤. حَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৪. আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৭০৭১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১০০)

٣٢. بَابُ تَحْرِيْمِ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

৩২. গালে আঘাত করা, কাপড় চোপড় ছেঁড়া এবং জাহিলী যুগের (রীতি-প্রথার প্রতি) আহ্বান জানানো হারাম

٦٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যারা শোকে গালে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১২৯৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৯৬)

٦٦. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَى وَجَعًا شَدِيْدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِيْ حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

৬৬. আবূ বুরদাহ ইব্‌নে আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারভুক্ত কোনো এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোনো জবাব দিতে পারছিলেন না। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সাথে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ব্যক্ত করেছেন যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুণ্ডন করে এবং যারা জামা কাপড় ছিন্ন করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১২৯৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১০৪)

٣٣. بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ

৩৩. চোগলখোরী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা

٦٧. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

৬৭. হুযাইফা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, চোগলখোর ব্যক্তি (যে পরনিন্দা করে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৫০, হাদীস ৬০৫৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১০৫)

٣٤. بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيْمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيْقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

৩৪. কাপড় ঝুলিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেয়া, ব্যবসায়ে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি– এ সব বিষয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা

٦٨. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ

اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ اَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِى لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ اَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا).

৬৮. আবূ হুরায়রাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– শেষ বিচারের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি– যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে, অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে। একজন সে ব্যক্তি, যে ইমামের হাতে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে বায়'আত হয়। যদি ইমাম তাকে কিছু দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধা দান করেন, তাহলে সে খুশী হয়, আর যদি না দেন তবে সে অসন্তুষ্ট হয়।

একজন ঐ ব্যক্তি, যে আসরের সালাত আদায়ের পর তার জিনিসপত্র (বিক্রয়ের উদ্দেশে) তুলে ধরে আর বলে যে, আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহা নেই, আমার এই দ্রব্যের মূল্য এত এত দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। (কিন্তু আমি বিক্রি করিনি) এতে এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে (তা ক্রয় করে নেয়)। এরপর নবী ﷺ এই আয়াতটি পাঠ করেন : "যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে"।
(সূরা আলে ইমরান ৭৭) (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৩৫৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১০৮)

٣٥. بَابُ غِلَظِ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْاِنْسَانِ نَفْسَهُ وَاَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِى النَّارِ وَاَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

৩৫. আত্মহত্যা কঠোরভাবে হারাম হওয়ার বর্ণনা : যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে তা দ্বারা জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

٦٩. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِىْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهِ يَجَاُ بِهَا فِىْ بَطْنِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا.

৬৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রজ্জলিত হবে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে অনবরত লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, অনন্তকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। (বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৫৭৭৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১০৯)

٧٠. حَدِيْثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

৭০. সাবিত ইবনে যাহ্হাক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের নিচে (বাইয়াতে রিদওয়ান) বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের উপর কসম খাবে, সে ঐ ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের মান্নত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামাতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। কোনো ব্যক্তি কোনো মু'মিনের উপর অভিশাপ দিলে, তা হত্যা করারই শামিল বলে গণ্য হবে। আর কোনো মু'মিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে, তাও তাকে হত্যা করারই মত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৬০৪৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১১০)

٧١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيْدًا فَاَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الَّذِيْ قُلْتَ لَهُ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَاُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا فَنَادٰى بِالنَّاسِ اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

৭১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে হাজির হলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন সে লোকটি জাহান্নামী, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মৃত্যুবরণ করছে। নবী ﷺ বলেছেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, এ কথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় মত্ত রয়েছেন, এ সময় সংবাদ এল যে, লোকটি মারা যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং পরিশেষে সে আত্মহত্যা করল। তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহর তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর নবী ﷺ বিলাল ﷺ-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে নিকৃষ্ট লোকের দ্বারাও সাহায্য করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮২, হাদীস ৩০৬২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১১১)

٧٢. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْتَقٰى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً اِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا اَجْزَاَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَاَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ

نَصْلَ سَيْفِهٖ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهٗ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلٰى سَيْفِهٖ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اَنَّهٗ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهٖ فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهٖ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ فِى الْاَرْضِ وَذُبَابَهٗ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

৭২. সাহ্ল ইবনে সা'দ আস্-সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুশ্‌রিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সৈন্যদলের নিকট ফিরে এলেন, মুশ্‌রিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে কোনো মুশরিককে একাকী দেখলেই তার পিছনপানে ছুটত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী [সাহল ইবনে সা'দ ﷺ] বলেন, আজ আমাদের কেউ অমুকের মতো যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, সে তো জাহান্নামের অধিবাসী হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। অতঃপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল।

এক সময় তালোয়ারের বাঁট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী ব্যক্তিটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল ﷺ বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে ব্যক্তিটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে, তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি ঐ ব্যক্তিটির সম্পর্কে খবর তোমাদের অবগত করব। অতঃপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম। এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে শীঘ্র মৃত্যু কামনা করতে থাকে। অতঃপর তার তলোয়ারের বাঁট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোনো ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মতো 'আমল করতে থাকে, আসলে সে জাহান্নামী হয় এবং তেমনি মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ২৮৯৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১১২)

٧٣. حَدِيْثُ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهٖ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهٗ فَمَا رَقَاَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

৭৩. জুনদুব ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছিল, তাতে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। অত:পর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল

না। শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করল। আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার থেকে অগ্রগামী হল। কাজেই, আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ৩৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১১৩)

٣٦. بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُوْلِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ

৩৬. গনীমতের মাল আত্মসাৎ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা আর মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

٧٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذٰلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هٰذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

৭৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি; কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা স্বর্ণ, রৌপ্য কিছুই পাইনি। আমরা গনীমত হিসেবে পেয়েছিলাম গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষে) আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা পর্যন্ত ফিরে এলাম। তাঁর [নবী ﷺ] সাথে ছিল মিদআম নামে তাঁর একটি গোলাম। বনী যিবাব –এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাওদা নামোনোর কাজে ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে বিঁধল। তাতে গোলামটি মৃত্যুবরণ করল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, কী আনন্দদায়ক তার এ শাহাদাত! তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আচ্ছা? সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, বণ্টনের আগে খাইবারের গনীমাত থেকে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সে চাদর খানা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী ﷺ-এর এ কথা শুনে আরেক লোক একটি কিংবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, এ জিনিসটি আমি বণ্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও হয়ে যেত আগুনের (ফিতা)। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৪২৩৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১১৫)

٣٧. بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

৩৭. জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ডের কারণে কি মানুষকে পাকড়াও করা হবে

٧٥. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

৭৫. আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য ধৃত হব? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য ধৃতও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে। (বুখারী, পর্ব ৮৮ : অধ্যায় ১, হাদীস ৬৯২১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১২০)

٣٨. بَابُ كَوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ

৩৮. ইসলাম তার পূর্বের মন্দ কর্মকাণ্ডকে বিনষ্ট করে, অনুরূপ হিজরত ও হজ্জ

. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَأَكْثَرُوْا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوْا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْا إِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ (وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا أٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ) وَنَزَلَتْ قُلْ (يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).

৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কতিপয় লোক অধিক হত্যা করে এবং অত্যাধিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আগমন করল এবং বলল, আপনি যা বলেন এবং আপনি যেদিকে আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি জানিয়ে দিতেন যে, আমরা যা করেছি, তার কাফ্ফারা কী? এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।" (সূরাহ আল-ফুরকান : আয়াত-৬৮) আরো অবতীর্ণ হল : "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।"

(সূরাহ আয্-যুমার : ৫৩) (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪৮১০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১২২)

٣٩. بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

৩৯. কাফিরের ভালো 'আমলের বিধান যখন সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে

٧٧. حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৭৭. হাকীম ইব্‌নে হিযাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) আমি সদকাহ দান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ন্যায় যত কাজ করেছি সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি যে সব ভালো কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব অবশ্যই পাবে)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১২৩)

٤٠. بَابُ صِدْقِ الْإِيْمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

৪০. ঈমানের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা

٧٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الأنعام :) بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ).

৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে অবতীর্ণ হল : যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি" (সূরা আনআম : আয়াত-৮২) তখন তা মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি আছে যে নিজের উপর জুল্‌ম করেনি? তখন নবী ﷺ বললেন, এখানে অর্থ তা নয়; বরং এখানে জুল্‌মের অর্থ হলো শিরক। তোমরা কি কুরআনে শুননি লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দেওয়ার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক কর না। কেননা, নিশ্চয়ই শির্‌ক এক মহাজুল্‌ম।"

(সূরা লুক্বমান : ১৩) (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়েয, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৪২৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১২৪)

٤١. بَابُ تَجَاوُزِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

৪১. আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরের ঐ কথা ও মনস্কামনাকে এড়িয়ে যান যা কার্যে পরিণত বা উচ্চারণ করা না হয়

٧٩. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

৭৯. আবূ হুরায়রা ﷺ-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে জাগ্রত ধারণাসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা ব্যক্ত করে। (বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ১১, হাদীস ৫২৬৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১২৭)

٤١. بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ.

৪২. বান্দা যখন কোনো ভালো চিন্তা করে তার জন্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় আর যখন কোনো মন্দ চিন্তা করে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না

٨٠. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

৮০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমলে সালেহ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লিপিবদ্ধ করা হয়। আর সে যে পাপ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১২৯)

٨١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (হাদীসে কুদ্সী স্বরূপ) তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও মন্দ আমলসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা প্রদান করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎ কাজের ইচ্ছে প্রকাশ করল, কিন্তু তা বাস্তবে রূপদান করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে ইচ্ছে প্রকাশ করল ভালো কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অসৎ কাজের ইচ্ছে করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তার কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করেন আর যদি ঐ মন্দ কাজ সে বাস্তবে করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিপিবদ্ধ করেন। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬৪৯১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৩১)

٤٣. بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِى الْاِيْمَانِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ وَجَدَهَا

৪৩. ঈমানের ব্যাপারে সংশয় এবং কেউ যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন সে কী বলবে

٨٢. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

৮২. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তুটি কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করে এবং এ থেকে বিরত হয়ে যায়।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৭৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬০, হাদীস ১৩৪)

٨٣. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوا هٰذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ.

৮৩. আনাস ইবনে মালিক ﵁ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ্) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলেন?
(বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, হাদীস ৭২৯৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৩৬)

٤٤. بَابُ وَعِيْدِ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

৪৪. যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিম ব্যক্তির অধিকার ছিনিয়ে নিবে তার ব্যাপারে (শাস্তির) হুমকি প্রদান

٨٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولٰئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَتْ لِىْ بِئْرٌ فِىْ اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ اِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

৮৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যে ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর যখন রাগান্বিত থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৭৭)

বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশ'আস ইবনে কাইস (র) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবূ 'আবদুর রহমান ﷺ তোমাদের নিকট কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছেন। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। (এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে) নবী ﷺ বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ উপস্থিত করবে কিংবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশে ঠাণ্ডা মাথায় অবরোধ করে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহর তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৫৪৯-৪৫৫০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬১, হাদীস ১৩৮)

٤٥ . بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهٖ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِيْ حَقِّهٖ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ

৪৫. যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়ার ইচ্ছে করে তার রক্ত বিপদে পতিত তার প্রমাণ, এতে যদি সে নিহত হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে তার সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ

٨٥ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ২৪৮০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬২, হাদীস ১৪)

٤٦ . بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

৪৬. প্রজাবৃন্দকে প্রবঞ্চনাকারী শাসকের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত

٨٦ . حَدِيْثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهٗ مَعْقِلٌ إِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

৮৬. উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইব্‌নে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করে, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ৭১৫০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ১৪২)

٤٧. بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوْبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوْبِ

৪৭. কতিপয় ব্যক্তির অন্তর থেকে আমানাত ও ঈমান উঠিয়ে নেয়া আর অন্তরে ফিতনা গেঁথে যাওয়া

٨٧. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِيْ أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

৮৭. হুযাইফা ﷺ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে দু'টি হাদীস পেশ করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। নবী ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে অধোগামী হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে তিনি (নবী ﷺ) বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি ঘুমাবে অতঃপর এক পর্যায়ে তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মতো চিহ্ন তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফুলে যাওয়া মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকবে না।

(বর্ণনাকারী বলেন) আমার উপর এমন এক যমানা অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করলাম, সেদিকে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। আর সে খ্রিস্টান হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় করি না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৬৪৯৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ১৪৩)

٤٨. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

৪৮. ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায় এবং তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে আর সেটি দু'মসজিদের মাঝে ফিরে যাবে

٨٨. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيْءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَوَلَدِهٖ وَجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ وَلٰكِنَ الْفِتْنَةُ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ اَيُكْسَرُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ اِذًا لَا يُغْلَقُ اَبَدًا قُلْنَا اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ اِنِّىْ حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَ حُذَيْفَةَ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ.

৮৮. হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা 'উমর ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে মনে রেখেছ? হুযাইফাহ ﷺ বললেন, 'যেমনভাবে বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি।' 'উমর ﷺ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী মনে রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবিশীদের সম্পর্কে যে ফিতনায় পতিত হয়, সালাত, সিয়াম, সদকাহ, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূর করে দেয়। 'উমর ﷺ বললেন, তা আমার উদ্দেশ্যে নয়; বরং আমি সেই ফিতনার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের মতো ভয়াল রূপধারণ করবে। হুযাইফাহ ﷺ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযাইফা (রহ.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর ﷺ বললেন, তাহলে তো আর কোনো দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফা ﷺ-এর ছাত্র শাকীক (রহ.) বলেন], আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'উমর ﷺ কি সে দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? হুযাইফাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ত্রুটিযুক্ত নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফা ﷺ-এর কাছে জানতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরূক ﷺ-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি উমর ﷺ নিজেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫২৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ১৪৪)

٨٩. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَارِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا

৮৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৮৭৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ১৪৭)

٤٩. بَابُ الْاِسْتِسْرَارِ بِالْاِيْمَانِ لِلْخَائِفِ

৪৯. ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ঈমান লুকানো

٩٠. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبُوْا لِىْ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْاِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ اَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُنَا ابْتُلِيْنَا حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

৯০. হুযাইফাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করেছে, আমাকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে দাও। হুযাইফাহ

ﷺ বলেন, তখন আমরা এক হাজার পাঁচশ' লোকের নাম লিখে তাঁর নিকট উপস্থাপন করি। (ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে অথবা খন্দক খননের সময়ের) তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা এক হাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফা ﷺ বলেন, পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছি যাতে লোকেরা ভীত-শংকিত অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮১, হাদীস ৩০৬০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১৪৯)

٥٠. بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ قَاطِعٍ

৫০. দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করা এবং নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে ঈমানদার বলা নিষিদ্ধ

٩١. حَدِيْثُ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ وَعَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ.

৯১. সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ ﷺ সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। সা'দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পছন্দের ছিল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন– 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা ব্যক্ত করার প্রবল ইচ্ছে হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য পুনরায় বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বিরত রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা ব্যক্ত করার প্রবল ইচ্ছে হলো। তাই আমি আবারও বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বিরত রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছে হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন : 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্যলোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে) পরিণামে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ১৫০)

٥١. بَابُ زِيَادَةِ طُمَانِيْنَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْاَدِلَّةِ

৫১. দলীল প্রমাণাদি দেখার দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়

٩٢. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ (البقرة : ٢٦٠) وَيَرْحَمُ اللهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ (هود : ٨٠) وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

৯২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম ﷺ তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, (সন্দেহবশত নয়) যদি "সন্দেহ" বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ "সন্দেহ" এর ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম ﷺ-এর চেয়ে অধিক উপযোগী। যখন ইবরাহীম ﷺ বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তা সত্ত্বেও যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে– (সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৬০)। অত:পর [নবী ﷺ লুত ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।] আল্লাহ লুত ﷺ-এর প্রতি রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন (সূরা লূত : আয়াত-৮০)। আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ ﷺ কারাগারে ছিলেন (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫০) তবে তার (বাদশাহর) ডাকে সাড়া দিতাম। (রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ কথার দ্বারা ইফসুফ ﷺ এর অসীম ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৩৭২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ১৫১)

٥٢. بَابُ وُجُوْبِ الْاِيْمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ اِلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

৫২. সকল লোকদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা এবং ইসলামের মাধ্যমে অন্য সব ধর্ম রহিতকরণ

٩٣. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مَا مِثْلَهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللهُ اِلَيَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৯৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন :, প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের চাহিদা অনুযায়ী কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওহী– যা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি নাযিল করেছেন। কাজেই আমি আশা করি, শেষ বিচারের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অধিক হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল কুরআনের ফযীলতসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৯৮১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭০, হাদীস ১৫২)

٩٤. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَادِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ.

৯৪. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি পুণ্য রয়েছে–

১. আহলে কিতাব যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরও ঈমান এনেছে।
২. যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)।
৩. ঐ ব্যক্তি যার কাছে একটি বাদী ছিল। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছে, অত:পর তাকে আযাদ করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অধ্যায় ৩১, হাদীস ৯৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭০, হাদীস ১৫৪)

٥٣. بَابُ نُزُوْلِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

৫৩. নবী ﷺ-এর শারী'আত অনুযায়ী মানুষদের ফয়সালা দেয়ার জন্য ঈসা ইবনে মারইয়াম ﷺ-এর অবতরণ

٩٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

৯৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারকরূপে মারইয়ামের পুত্র [ঈসা ﷺ] অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়াহ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০২, হাদীস ২২২২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭১, হাদীস ১৫৫)

٩٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

৯৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র ঈসা ﷺ অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। (অর্থাৎ তোমরা যেমন কুরআন ও সুন্নাহর অনুযারী তেমনি তোমাদের নেতা ঈসা ﷺও এ দু'য়ের অনুসরণে সব কিছু পরিচালনা করবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ৩৪৪৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৫৫)

٥٤. بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِيْ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ الْإِيْمَانُ

৫৪. ঐ সময়ের বর্ণনা যখন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়

٩٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ وَذٰلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ.

৯৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা পর্যবেক্ষণ করবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই ঐ সময় যখন কোনো ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ বয়ে আনবে না। অত:পর তিনি আয়াতটি পাঠ করলেন। (সূরা আনআম : আয়াত-১৫৮)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাদীস ৪৬৩৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭২, হাদীস ১৫৭)

٩٨. حَدِيثُ اَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهٖ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَاْذِنُ فِى السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ثُمَّ قَرَاَ ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا.

৯৮. আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সেখানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হলো, তিনি বললেন : হে আবূ যার! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবূ যার ﷺ বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজ্দার জন্য। অত:পর সিজ্দার জন্য তাকে অনুমতি দান করা হয়। একদিন তাকে হুকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন, "এটিই তার অবস্থান স্থল"। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩৮) (বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২২ হাদীস ৭৪২৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৫৯)

٥٥. بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

৫৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহী অবতরণের সূচনা

٩٩. حَدِيثُ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِىَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِىْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَاْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّىَ الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اقْرَاْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّىَ الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اقْرَاْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ.

فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ

فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى ابْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَاً قَدْ تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِىْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاٰى فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ نَزَّلَ اللهُ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ

يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

৯৯. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমন্ত অবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত হত। অত:পর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সাথে নিয়ে যাওয়া– এভাবে সেখানে তিনি একাদিক্রমে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্য খাবার নিয়ে যেতেন। এভাবে একদিন 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বলল, 'পাঠ করুন।' আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : ["আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।] রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : [অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট অনুভব হলো। অত:পর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'পাঠ করুন।' আমি বললাম : আমি তো পড়তে জানি না।' সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল : 'পাঠ করুন।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক অতিশয় দয়ালু।" [সূরা 'আলাক্ব : আয়াত-১-৩]

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্‌তে খুওয়াইলিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।' তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা ﷺ-এর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি নিজেকে নিয়ে শংকাবোধ করছি। খাদীজা ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনে নাওফাল ইবনে 'আবদুল আসাদ ইবনে 'আবদুল 'উযযার নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষা লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ আর তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা ﷺ তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, তা সম্পূর্ণ হুবহু বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার গোত্র তোমাকে বহিষ্কার করবে।' আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ['তারা কি আমাকে বের করে দেবে?"] তিনি বললেন,

'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ অনুরূপ (ওহী) যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সাথে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করব।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৩, হাদীস ৩; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ১৬০)

١٠٠. حَدِيْثُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ.

১০০. জাবির ইব্‌নু 'আব্‌দুল্লাহ্ আনসারী ﷺ ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : একদা আমি হেঁটে চলছি, এমনি সময় হঠাৎ আসমান থেকে একটি বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে আমি আমার দৃষ্টি ওপরের দিকে নিবদ্ধ করলাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট। এতে আমি শংকিত হলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাবৃত রাসূল! উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন; এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন; এবং অপবিত্রতা থেকে দূর থাকুন।" (সূরা : মুদ্‌দাসসির : আয়াাত-১-৫) অত:পর ওহী পুরোদমে ধারাবাহিক নাযিল হতে লাগল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৬১)

١٠١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِيْ قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ أَمَامِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثَّرُوْنِيْ وَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

১০১. ইয়াহ্‌ইয়াহ ইবনে কাসীর (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাহ ইবনে 'আবদুর রহমান (রহ)-কে কুরআন মাজীদের কোন আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্ছিরু প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আবূ সালামাহ বললেন, আমি এ বিষয়ে জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বলেছ আমিও তাকে হুবহু তাই বলেছিলাম। জবাবে জাবির ﷺ বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও হুবহু তাই বলব। তিনি বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ই'তিকাফ করতে শুরু করলাম। আমার ই'তিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করলাম। তখন আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি ডানে তাকালাম; কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, বামে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর আমার সামনে তাকালাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পেছনে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও আমি কিছু দেখলাম না।

অবশেষে আমি উপরের দিকে তাকালাম, এবার একটা বস্তু দেখতে পেলাম। এরপর আমি খাদীজা ﵂-এর কাছে এলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডাপানি ঢাল। তিনি বললেন, অতঃপর তারা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এরপর নাযিল হল : 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।'

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫: তাফসীর, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ৪৯২২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ১৬০)

٥٦. بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

৫৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উর্ধ্ব আসমানে উর্ধ্বাগমন এবং সালাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা

١٠٢. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيْ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ ﷺ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَعُرِجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا آدَمُ وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عُرِجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ

قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمٰوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَإِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِدْرِيْسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عِيْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوْسٰى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسٰى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ

أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ حَتّٰى انْتَهٰى بِيْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِيْ مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

১০২. আনাস ইবনে মালিক ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ যার ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি মক্কায় থাকা অবস্থায় আমার গৃহের ছাদ উন্মুক্ত করা হল। অতঃপর জিবরাঈল ؑ অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর হিকমাত ও ঈমানে ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন। পরে যখন দুনিয়ার আকাশে আসলাম জিব্‌রাঈল ؑ আসমানের রক্ষককে বললেন : দরজা খোল : আসমানের রক্ষক বললেন : কে আপনি? জিবরাঈল ؑ বললেন : আমি জিবরাঈল ؑ (আকাশের রক্ষক) বললেন : আপনার সঙ্গে কেউ রয়েছেন কি? জিবরাঈল বললেন : হ্যাঁ মুহাম্মদ ﷺ রয়েছেন।

অতঃপর রক্ষক বললেন : তাকে কি ডাকা হয়েছে? জিবরাঈল বললেন : হ্যাঁ। অতঃপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমানকে উন্মুক্ত করে দেয়া হল আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম তখন দেখি সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রয়েছেন যার ডান পাশে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি রয়েছে। আর বাম পাশে রয়েছে অনেকগুলা মানুষের আকৃতি। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন আর হেসে উঠছেন, আর যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন, কাঁদছেন। অতঃপর তিনি বললেন : স্বাগতম হে সৎ নবী ও সৎ সন্তান। আমি (রাসূলুল্লাহ) জিবরাঈলকে বললাম : কে এই ব্যক্তি? তিনি জবাব দিলেন : ইনি হলেন আদম ؑ। আর তাঁর ডানে বামে রয়েছে তাঁর সন্তানদের অসংখ্য রূহ। তাদের মধ্যে ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী। ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন তার যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর জিবরাঈল ؑ আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন।

অত:পর তার রক্ষককে বললেন : দরজা খোল। তখন এর রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতোই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেয়া হল। আনাস ؓ বলেন : আবূ যার ؓ উল্লেখ করেন যে, তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] আসমানসমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আলাইহিমুস সালাম)কে দেখতে পান। কিন্তু আবূ যার ؓ তাদের স্থানসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তবে এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম ؑ-কে দুনিয়ার আকাশে এবং ইবরাহীম ؑ-কে ষষ্ঠ আসমানে পান।

আনাস ؓ বলেন : জিবরাঈল ؑ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে ইদরীস ؑ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদরীস ؑ বলেন : মারহাবা হে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নবী। আমি (রাসূলুল্লাহ) বললাম : ইনি কে? জিবরাঈল বললেন : ইনি হলেন ইদরীস ؑ। অত:পর আমি মূসা ؑ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে তিনি বলেন : মারহাবা হে সৎ নবী ও পুণ্যবান ভাই! আমি বললাম : ইনি কে? জিবরাঈল বললেন : ইনি মূসা ؑ। অত:পর আমি ঈসা ؑ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করা কালে তিনি বলেন : মারহাবা হে সৎ নবী ও

পুণ্যবান ভাই! আমি বললাম : ইনি কে? জিবরাঈল عليه السلام বললেন : ইনি হচ্ছেন ঈসা عليه السلام। অত:পর আমি ইবরাহীম عليه السلام-এর নিকট দিয়ে অতক্রিম করলে তিনি বলেন : মারহাবা হে পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান। আমি বললাম ইনি কে? জিবরাঈল عليه السلام বললেন : ইনি হলেন ইবরাহীম عليه السلام।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অত:পর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল অত:পর এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই সেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : অত:পর আল্লাহ আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন। অত:পর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মূসা عليه السلام-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম : পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেন : আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন।

আমি মূসা عليه السلام-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললাম : কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন : আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি পুনরায় ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হলো। আবারও মূসা عليه السلام-এর নিকট গেলাম, এবারও তিনি বললেন : আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন : এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোনো রদবদল হয় না। আমি পুনরায় মূসা عليه السلام-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন : আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আমি বললাম পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অত:পর জিব্রাঈল عليه السلام আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য আমি জানতাম না। অত:পর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তারমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী। (বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত,, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৪৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৬৩)

١٠٣. حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا وَاُتِيْتُ بِدَابَّةٍ اَبْيَضَ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتّٰى اُتِيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلٰى عِيْسٰى وَيَحْيٰى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ

مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلٰى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلٰى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى فَقِيْلَ مَا اَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِيْ بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهٖ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِيْ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّيْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ اِذَا خَرَجُوْا لَمْ يَعُوْدُوْا اِلَيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا كَاَنَّهٗ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَاَنَّهٗ اٰذَانُ الْفُيُوْلِ فِيْ اَصْلِهَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جِئْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهٗ فَجَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهٗ ثُمَّ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهٗ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهٗ فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهٗ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَأَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهٗ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُوْدِيَ اِنِّيْ قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ وَاَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا.

১০৩. মালিক ইবনে সা'সা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কা'বা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগ্রত- এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর তিনি দু'ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার কাছে সোনার একটি পেয়ালা নিয়ে আসা হল- যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। অতঃপর আমার বুক থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত চিরে ফেলা হল। অত:পর আমার পেট যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করা হল। অত:পর তা হিকমত ও ঈমানে পূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা রঙের চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর থেকে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বোরাক। অত:পর তাতে চড়ে আমি জিবরাঈল (আ)সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম।

জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? উত্তরে বলা হল, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে আছে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা, তাঁর আগমন কতই না

উত্তম! অত:পর আমি আদম ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি মারহাবা। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অত:পর আমি 'ঈসা ও ইয়াহইয়া ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি মারহাবা।

অত:পর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? উত্তরে বলা হল, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অত:পর আমি ইউসুফ ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। তাঁকে আমি সালাম প্রদান করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী। আপনাকে মারহাবা। অত:পর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম!

অত:পর আমি ইদ্‌রীস ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে মারহাবা। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? বলা হল আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অত:পর আমরা হারুন ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে মারহাবা। অত:পর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? বলা হল, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সাথে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম।

অতঃপর আমি মূসা ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী আপনাকে মারহাবা। অত:পর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত হয়েছে, তাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে। অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, আপনি কে? বলা হল, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বলা হলো, মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে মারহাবা। তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অত:পর আমি ইবরাহীম ﷺ-এর নিকট দিয়ে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে মারহাবা। অত:পর বায়তুল মা'মুরকে আমার সামনে উপস্থাপন করা হল। আমি জিব্‌রাঈল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মূর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বাহির হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ।

অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' দেখানো হলো। দেখলাম, এর ফল যেন হাজারা নামক জায়গার মটকার মতো। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার উৎসমূলে চারটি ঝরণা ধারা প্রবাহিত। দু'টি ভিতরে আর দুটি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ভিতরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল– ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। অত:পর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কী করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক অবহিত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের রোগ সারানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। আপনার উম্মত এত ওয়াক্ত সালাত আদায়ে সমর্থ হবে না।

সুতরাং আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমনি ঘটল। সালাত ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হল। আবার তেমন ঘটলে তিনি সলাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। তিনি সালাতকে কমিয়ে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। অত:পর আমি মূসা-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আগের মতো বললেন, এবার আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, কী করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি আগের মত বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের থেকে হালকা করেও দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকির বদলে দশগুণ সওয়াব দান করব।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২০৭; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ১৬৪)

١٠٤. حَدِيثُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسٰى رَجُلًا اٰدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسٰى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي اٰيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ.

১০৪. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেন, মিরাজের রাত্রে আমি মূসাকে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন, দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। যেন তিনি শানুআ গোত্রের এক ব্যক্তি। আমি 'ঈসা-কে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠন প্রকৃতির লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক এবং দাজ্জালকেও আমি দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন তার মধ্যে এগুলোও ছিল। অতএব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২৩৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ১৬৫)

١٠٥. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسٰى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.

১০৫. মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে 'আব্বাস ﵄-এর নিকটে ছিলাম, লোকেরা দাজ্জালের আলোচনা করে বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাঁর দু'চোখের মাঝে (কপালে) কাফির লেখা থাকবে। রাবী বলেন, ইবনে 'আব্বাস ﵄ বললেন, এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। অবশ্য তিনি বলেছেন : আমি যেন দেখছি মূসা নিম্নভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫: হাজ্জ, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৫৫৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ১৬৬)

١٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رَأَيْتُ مُوْسٰى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ عِيْسٰى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ ﵇ بِهٖ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِيْ أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

১০৬. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসাকে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহের অধিকারী ব্যক্তি, তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের এক ব্যক্তি, আর আমি 'ঈসা ﵇-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এক্ষুণি গোসলখানা থেকে বের হলেন। আর ইবরাহীম ﵇-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি। অত:পর আমার সম্মুখে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিবরাঈল বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি স্বভাব প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﵫ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ১৬৮)

٥٧. بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيْحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

৫৭. ঈসা মাসীহ ও মাসীহ দাজ্জালের বর্ণনা

١٠٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ﵁ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

১০৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ট্যারা নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু ট্যারা। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﵫ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৩৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ১৬৯)

١٠٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرٰى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ.

১০৮. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার নিকট দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে তার থেকেও অধিক সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল তাঁর দু'স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি মসীহ ইবনে মারইয়াম। অতঃপর তাঁর পেছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু ছিল টেরা, আকৃতিতে সে আমার দেখা মতো ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'স্কন্ধে ভর দিয়ে কা'বার চারদিকে ঘুরাফিরা করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হচ্ছে মাসীহ দাজ্জাল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৩৪৪০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ১৬৯)

١٠٩. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَتْنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَا اللهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ.

১০৯. জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যখন কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা'বার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তা'আলা তখন আমার সামনে বায়তুল মুকাদ্দাস তুলে ধরলেন, যার কারণে আমি দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করছিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৩৮৮৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ১৭০)

٥٨. بَابٌ فِىْ ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

৫৮. সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা

١١٠. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَاَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

১১০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ ﷺ আবূ ইসহাক শায়বানী (রহ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যির ইবনে হুবাইশ ﷺ-কে মহান আল্লাহর এ বাণী– "অবশেষে তাদের মধ্যে দু ধনুকের দূরত্ব বজায় রইল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিল, তা ওহী করলেন"– (সূরা আন-নাজম ৯-১০)। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জিবরাঈলকে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯: সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২৩২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৬, হাদীস ১৭৪)

٥٩. بَابُ مَعْنٰى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى) وَهَلْ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ

৫৯. আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থ : অবশ্যই তিনি [মুহাম্মদ ﷺ তাকে [জিবরাঈল-কে] আরেকবার নাযিল অবস্থায় দেখেছেন আর নবী ﷺ কি মি'রাজের রজনীতে তার পালনকর্তাকে দেখেছেন

١١١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا يَا اُمَّتَاهْ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِىْ مِمَّا قُلْتَ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ

حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى رَبَّهٗ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهٗ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهٗ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَاَتْ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْاٰيَةَ وَلٰكِنَّهٗ رَاٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ صُوْرَتِهٖ مَرَّتَيْنِ.

১১১. মাসরূক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম আম্মা! মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুকে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। অত:পর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতীত কিংবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে"। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কী হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। অত:পর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে।" এবং তোমাকে যে বলবে যে, মুহাম্মদ ﷺ কোনো কথা গোপন রেখেছেন, তাহলে সেও মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা প্রচার কর। হ্যাঁ, তবে রাসূল জিবরাঈল ﷺ-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫: তাফসীর, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৪৮৫৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ১৭৭)

١١٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهٗ فَقَدْ اَعْظَمَ وَلٰكِنْ قَدْ رَاٰى جِبْرِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَخَلْقُهٗ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْاُفُقِ.

১১২. 'আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি মহা ভুল করবে বরং তিনি জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকার ও চেহারায় দেখেছেন। তিনি আকাশের দিকচক্রবাল জুড়ে অবস্থান করছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২৩৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ১৭৭)

٦٠. بَابُ اِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى

৬০. কিয়ামাত দিবসে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখবেন তার প্রমাণ

١١٣. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَّنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ.

১১৩. আবদুল্লাহ ইবনে কায়স ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, (জান্নাতের মধ্যে) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দুটির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দুটির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু সোনার তৈরি হবে। জান্নাতী 'আদন এর মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের জড়ানো তাঁর বড়ত্বের চাদর ব্যতীত আর কোনো আড় থাকবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ৪৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮০, হাদীস ১৮০)

٦١. بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيْقِ الرُّؤْيَةِ

৬১. প্রতিপালকের দেখার পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান

١١٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأٰى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا أَكُوْنُ أَشْقٰى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيْتَ ذٰلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأٰى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ أُعْطِيْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِيْ أَشْقٰى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتّٰى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالٰى لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

১১৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি শেষ বিচারের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন : মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ রয়েছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন : নি:সন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে।

আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন : "আমি তোমাদের প্রতিপালক।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রতিপালকের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা তাদের আহ্বান করবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) তৈরি করা হবে।

রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে : (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে, সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবহিত নন। সে কাঁটা লোকের 'আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অত:পর মুক্তি পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত করতে ইচ্ছে করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর 'ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফিরিশতাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে ফলে তারা স্রোতে ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

অত:পর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন : কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেহারা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমার বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছে সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ অবলোকন করতে পারবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করবেন, সে চুপ করে থাকবে।

অত:পর সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! কী আশ্চার্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। অত:পর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন : এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন।

অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন : এ সবই তোমার, এর সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ আবূ হুরায়রা ﵁-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেয়া হল) আবু হুরায়রা ﵁ বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। (আবু সাঈদ ﵁ বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমরা এবং এর সাথে আরও দশগুণ) (বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৯, হাদীস ৮০৬; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৮২)

١١٥. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لَا قَالَ فَاِنَّكُمْ لَا تُضَارُوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا كَمَا تُضَارُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ يُنَادِيْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ اِلٰى مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ اَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ وَاَصْحَابُ الْاَوْثَانِ مَعَ اَوْثَانِهِمْ وَاَصْحَابُ كُلِّ اٰلِهَةٍ مَعَ اٰلِهَتِهِمْ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَاَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا

فَيَتَسَاقَطُوْنَ قَالَ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِيْ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُوْلُوْنَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ اَحْوَجُ مِنَّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَاِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِيْهِمُ الْجَبَّارُ فِيْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ رَاَوْهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ اِلَّا الْاَنْبِيَاءُ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اٰيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدُ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَاَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَمُرَّ اٰخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِيْ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ وَاِذَا رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِيْ اِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ وَيُحَرِّمُ اللّٰهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَاْتُوْنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ اِلٰى قَدَمِهِ وَاِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِيْ فَاقْرَءُوْا (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِيْ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ اَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرٍ بِاَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْ حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَاَيْتُمُوْهَا اِلٰى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَاِلٰى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ اِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ كَانَ اَبْيَضَ فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِيْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَاَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

১১৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা শেষ বিচারের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবো কি? তিনি বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন : সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের 'ইবাদত করতো, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির

সঙ্গে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে সঙ্গী হবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাতকারীরা। নেককার ও গুনাহ্‌গার সবাই এবং আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে।

অত:পর জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মতো। ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদাত করতে? তারা উত্তরে বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র 'উযায়র-এর 'ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। কারণ আল্লাহর কোনো স্ত্রীও নেই এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের 'ইবাদাতে লিপ্ত ছিলে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের 'ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কোনো স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কী চাও? তরা বলবে, আমাদের ইচ্ছে আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাতকারীগণ। তাদের নেক্‌কার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোনো জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গেছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, সেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের অধিক প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের 'ইবাদত করতো তারা যেন ওদের সঙ্গে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন : আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোনো আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজদাহ করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর।

সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, সে সেতুটি কি ধরনের হবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজদ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মতো হবে। সে সেতুর উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলির মতো, কেউ বা বাতাসের মতো, আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তি, সে হেঁচড়িয়ে কোনো রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক কঠোর নও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি দেখতে পারবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করত, সওম পালন করতো, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করে আনবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড় : "আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন"। (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪০)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, ফেরেশতা ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবে, তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, এখন একমাত্র আমার সুপারিশই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো গোত্রকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পাশে এমনভাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় বীজ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মতো বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো নেক 'আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেয়া হবে : তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ দেয়া হলো তোমাদেরকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৭৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮১, হাদীস ১৮৩)

٦٢. بَابُ اِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَاِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ

৬২. সুপারিশ ও একত্ববাদীগণের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রমাণ

١١٦. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً.

১১৬. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থাকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরশেতাদের) বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ) শব্দ দু'টির কোনোটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২২; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮২, হাদীস ১৮৪)

٦٣. بَابُ اٰخِرِ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا

৬৩. সর্বশেষে যে জাহান্নাম থেকে বের হবে তার বর্ণনা

١١٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُوْلُ اللهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ تَسْخَرُ مِنِّىْ اَوْ تَضْحَكُ مِنِّىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

১১৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। কোনো এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জাহান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে এবং বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী ﷺ ইরশাদ করেন : পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি-তামাশা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৭১; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৩, হাদীস ১৮৬)

٦٤. بَابُ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيْهَا

৬৪. জান্নাতবাসীর সর্বনিম্ন স্তর।

١١٨. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ

لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُوْلُ ائْتُوا نُوْحًا اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا مُوْسَى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا عِيْسَى فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِىْ فَاَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ لِىْ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِىْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا ثُمَّ اُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ حَتّٰى مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ.

১১৮. আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে যদি কেউ সুপারিশ করতো, যেন এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করে। তখন তারা সকলেই আদম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন, তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। অত:পর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে একটু সুপারিশ করুন। তখন তিনি বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ-এর কাছে চলে যাও যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তখন তাঁরা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই।

তোমরা ইবরাহীমের কাছে চলে যাও, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অত:পর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা ﷺ-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা তিনিও উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন : তোমরা ঈসা ﷺ-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব।

আল্লাহ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপাশি করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অত:পর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুন:

তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী অনুযায়ী যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৬৫; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ১৯৩)

١١٩. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللهِ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنٰى أَدْنٰى أَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

১১৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। আমাদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, শেষ বিচারের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা আদাম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : এ কাজের জন্য আমি নই; বরং তোমরা ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহর খলীল তথা বন্ধু। তখন তারা ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা ﷺ-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন। তখন তারা মূসা ﷺ-এর কাছে আসবে, তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং 'ঈসা ﷺ-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর রূহ ও বাণী। তারা তখন 'ঈসা ﷺ-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য।

আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইল্হাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং

সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। যা চাও, তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।

তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। আমার উম্মত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর, আমি গিয়ে তাই করব। অত:পর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। যা চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। আমার উম্মত। অত:পর বলা হবে, যাও, যাদের এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। অত:পর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাবে। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। যা চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার রব! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফা'আত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রম, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্তের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৭৫১০; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান অধ্যায় ৮৪, হাদীস ১৯৩)

١٢٠. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ اَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ اَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِاٰدَمَ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ اٰدَمُ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى نُوْحٍ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنِّيْ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ اَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى

فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ اُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا عِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَاَنْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهٖ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِيْ فَاَقُوْلُ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلْ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ اَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى.

১২০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে গোশত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব ক্বিয়ামাতের দিন মানবকুলের সরদার। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? ক্বিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ এমন এক ময়দানে একত্রিত হবে যেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সবাই শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য তখন নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর অবস্থায় পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাও না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন?

কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি আবুল বাশার। (আবুল বাশার' অর্থ মানব জাতির পিতা) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন আপনাকে সিজ্‌দা করতে। আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে অবস্থান করছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদম (আ) বলবেন, আজ আমার প্রভূ এত রাগান্বিত হয়েছেন যার পূর্বেও কোনোদিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না।

তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তা অমান্য করে অপরাধ করেছি, নফ্‌সী, নফ্‌সী, নফ্‌সী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ!

নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রাসূল। (যেহেতু তিনি শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রথম নবী অথবা সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী নূহ ﷺ বিধায় তাকে প্রথম নবী' বলা হয়। তাঁর সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দেয়ার দু'আর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ এতো ভীষণ রাগান্বিত যে, পূর্বেও এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দু'আ ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও তোমরা ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে যাও। তখন তারা ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে ইবরাহীম ﷺ! আপনি আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহর বন্ধু। ('খলীলুল্লাহ' উপাধি একমাত্র আপনার) আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কোন অবস্থায় আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার প্রভু আজ ভীষণ রাগান্বিত, তার আগেও কোনো দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনো দিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবূ হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন– (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, তোমরা অন্যের কাছে যাও তোমরা মূসার কাছে যাও। তারা মূসার কাছে এসে বলবে, হে মূসা ﷺ! আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ আপনাকে রিসালাতের সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কোন অবস্থায় আছি? তিনি বললেন, আজ আমার প্রভু অত্যন্ত রাগান্বিত, এরূপ রাগান্বিত পূর্বেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফ্সী নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও তোমরা ঈসা ﷺ-এর কাছে যাও। তখন তারা ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং কালেমা ['কালিমাহ'-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, রূহ শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সাথে সাথে ঈসা ﷺ আল্লাহর কুদরতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে 'তার কালিমা' (আল্লাহর কালিমা) বলা হয়], যা তিনি মারইয়াম এর উপর অর্পন করেছিলেন। আপনি 'রূহ'। ('রূহ' দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা জিবরাঈল ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু তিনি এসে মারইয়ামকে তাঁর পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাই বলা হয় 'তার রূহ') আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন।

আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন ঈসা বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এত রাগন্বিত যে, এর পূর্বে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোনো গুনাহের কথা বলবেন না। নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী তোমরা অন্য কারও কাছে যাও– যাও মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে। তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বের, পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার পালনকর্তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত। হে আমার প্রভু! আমার উম্মত। হে আমার প্রভু! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সাথে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। অত:পর তিনি বলবেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! জান্নাতের এক দরজার দু'পাশের মধ্যবর্তী প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বসরার মাঝখানে দূরত্ব।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪৭১২; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ১৯৪)

٦٥. بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

৬৫. নবী ﷺ-এর গোপনীয় বিশেষ প্রার্থনা যা তাঁর উম্মতের জন্য শাফা'আতের কামনা

١٢١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأُرِيْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১২১. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দোয়া রয়েছে। আমার সে দোয়াটি শেষ বিচারের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য গোপন রাখার ইচ্ছা করছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৭৪৭৪; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৬, হাদীস ১৯৮)

١٢٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤْلًا أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيْبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১২২. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক নবীই যা চাওয়ার তা তিনি চেয়ে নিয়েছেন। অথবা নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবীকে যে দু'আর অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি সে দু'আ করে নিয়েছেন এবং তা কবূলও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি আমার দোয়াকে ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য রেখে দিয়েছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৩০৫; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৬, হাদীস ২০০)

٦٦. بَابٌ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ

৬৬. আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রসঙ্গে : তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর

١٢٣. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا

بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

১২৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, "আপনি আপনার নিকটাত্মীদের সতর্ক করে দিন।" (সূরা শু'আরা : আয়াত-২১৪)। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। হে বনু আদে মানাফ! আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনো প্রকার উপকার করতে পারব না। হে 'আব্বাস ইবনে 'আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! আল্লাহর রাসূলের ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছে চেয়ে নাও। আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৭৫৩; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ২০৩)

١٢٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهْ فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ.

১২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তুমি তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও।" আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে সাফা পাহাড়ে আহরণ করলেন এবং يَا صَبَاحَاهْ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, ইনি কে? অত:পর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে একত্রিত হল। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এ পাহাড়ের পেছনে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। অত:পর অবতীর্ণ হল : تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ 'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু' হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।"

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১১১, হাদীস ৪৯৭১; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ২০৮)

٦٧. بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

৬৭. আবূ ত্বালিবের জন্য নবী ﷺ-এর সুপারিশ ও তার জন্য শাস্তি লঘুকরণ

١٢٥. حَدِيْثُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

১২৫. 'আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﷺ বলেন, আমি একদিন নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার চাচা আবূ ত্বালিবের কী উপকার করলেন অথচ তিনি আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তাহলে সে জাহান্নামের একেবারে নিম্নস্তরে থাকত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৩৮৮৩; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯০, হাদীস ২০৯)

١٢٦. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ.

১২৬. আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হল, তিনি বললেন, আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে রাখা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে আর এতে তার মগয ফুটতে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৩৮৮৫; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯০, হাদীস ২১০)

٦٨. بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

৬৮. জাহান্নামীদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে লঘু শাস্তি পাবে

١٢٧. حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِيْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِيْ مِنْهَا دِمَاغُهُ.

১২৭. নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে লঘু শাস্তি -হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে প্রজ্জলিত অঙ্গার, তাতে তার মগয উথ্‌লাতে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৬১; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯১, হাদীস ২১৩)

٦٩. بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

৬৯. মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, অন্যদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আর তাদের দায়-দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি

١٢٨. حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ إِنَّ آلَ أَبِيْ قَالَ عَمْرٌو فِيْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوْا بِأَوْلِيَائِيْ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا يَعْنِيْ أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا.

১২৮. আমর ইবনে 'আস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উচ্চ:স্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে নয়। তিনি বলেছেন : অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। 'আমর বলেন :

মুহাম্মদ ইবনে জাফরের কিতাবে বংশের পরে জায়গা খালি রয়েছে। (কোনো বংশের নাম উল্লেখ নেই)। আমার বন্ধু বরং আল্লাহ ও নেককার মু'মিনগণ। 'আনবাসাহ ভিন্ন সূত্রে 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি : বরং তাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার হক রয়েছে, আমি সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্জীবিত রাখি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫৯৯০; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৩, হাদীস ২১৫)

٧٠. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى دُخُوْلِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

৭০. কিছু সংখ্যক মুমিনের বিনা হিসেবে এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশের বর্ণনা

١٢٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا تُضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

১২৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, এতদশ্রবণে উক্কাশা ইবনে মিহসান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী ﷺ বললেন : 'উক্কাশাহ তো উক্ত দু'আর ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫০, হাদীস ৬৫৪২; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৪, হাদীস ২১৬)

١٣٠. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِيْ أَبُوْ حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

১৩০. সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবূ হাযিম জানেন না যে, নবী ﷺ উক্ত দুটি সংখ্যা থেকে কোনটি বলেছেন। তারা একে অপরের হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫৪; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, হাদীস ২১৯)

١٣١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُوْنَ أُمَّتِيْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيْلَ لِيْ انْظُرْ فَرَأَيْتُ

سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ لِىْ اُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا اَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِى الشِّرْكِ وَلٰكِنَّا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ اَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

১৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করেন এবং বলেন : আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছে, তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নবী যাঁর সাথে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মত হতো। বলা হল : এটা মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়। এরপর আমাকে বলা হয় : দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামাআত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হল : এ দিকে দেখুন। ও দিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হল : ঐ সবই আপনার উম্মত এবং তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা পরিচিত হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল।

নবী ﷺ আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেননি। নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি করলেন : আমরা তো শিরকের মধ্যে জন্মলাভ করেছি, পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানেরাই হবে। নবী ﷺ-এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন : তাঁরা (হবে) ঐ সব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাঁদের একমাত্র প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। তখন 'উক্কাশা ইবনে মিহসান ﷺ দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন : এ ব্যাপারে 'উক্কাশাহ তোমাকে অতিক্রম করে গেছে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৫৭৫২; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৪, হাদীস ২২০)

١٣٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ فِىْ قُبَّةٍ فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِىْ اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ.

১৩২. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোনো এক তাঁবুতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : তোমরা

জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন : শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে জান্নাতে কেবলমাত্র মুসলমানগণ প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কালো ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম। অথবা লাল ষাড়ের চামড়ার উপর কালো পশম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬৫২৮; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ২২১)

٧١. بَابُ قَوْلِهِ يَقُوْلُ اللهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ

৭১. আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, জাহান্নামীদের থেকে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন

١٣٣. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

১৩৩. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি আপনার খিদমতে হাযির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামীদের (জাহান্নামে দেয়ার জন্য) বের কর। আদম ﷺ নিবেদন করবেন, কী পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুত এটা হবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) বাচ্চাবৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) : আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (সূরা হাজ্জ ২২/২)

এটা সহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে থেকে লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন : তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াযুয ও মাযূয থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন : শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ। আমি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন : শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হয়ে যাও। অন্য সব উম্মাতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কালো ষাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ। অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬৫৩০; মুসলিম পর্ব ১ : ঈমান, অধ্যায় ৯৬, হাদীস ২২২)

দ্বিতীয় অধ্যায়

كِتَابُ الطَّهَارَةِ – পবিত্রতা অধ্যায়

١. بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

১. সালাতের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক

١٣٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

১৩৪. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু নির্গত হবার পর ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের কারো সালাত কবুল করবেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯০ : কুটচাল অবলম্বন, অধ্যায় ২, হাদীস ৬৯৫৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১, হাদীস ২২৫)

٢. بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ وَكَمَالِهِ

২. ওযুর বিবরণ এবং তার পরিপূর্ণতা

١٣٥. حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْوَضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৩৫. উসমান ইবনু আফফানে (রা) এর মুক্ত করা দাস হুমরান (রহ) হতে বর্ণিত তিনি উসমান (রা) কে ওযুর পানি আনতে দেখলেন। অত:পর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত পানিতে প্রবেশ করালেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন। অতঃপর উভয় পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন : আমি নবী ﷺ-কে আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি এবং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে অন্য কোন চিন্তা মনে আনবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১৬৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩, হাদীস ২২৬)

٣. بَابُ فِيْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ

৩. নবী ﷺ-এর ওযূ প্রসঙ্গে।

١٣٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

১৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ﷺ-কে নবী ﷺ-এর ওযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী ﷺ-এর মত ওযূ করে দেখলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন খাবল পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত প্রবেশ করালেন। তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধৌত করলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাত্র মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১৮৬; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৩৫)

٤. بَابُ الْإِيتَارِ فِي الْاِسْتِنْثَارِ وَالْاِسْتِجْمَارِ

৪. নাকে পানি দেয়া ও ঝাড়া এবং ইস্তিনজায় বেজোড় ঢিলা-পাথর ব্যবহার করা

١٣٧. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

১৩৭. আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ওযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে শৌচকার্য করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৬১; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৩৭)

١٣٨. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ.

১৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠল এবং ওযু করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে। (বুখারী, পর্ব ৫৯ : কুটচাল অবলম্বন, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৯৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৩৮)

٥. بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

৫. পদদ্বয় পরিপূর্ণভাবে ধৌত করার আবশ্যকতা

١٣٩. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

১৩৯. "আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে রাসূল ﷺ আমাদের পিছনে পড়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা ('আসরের) সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা ওযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনো মতে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চঃস্বরে বললেন : পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুকনো থাকার) জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন। (বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), হাদীস ৯৬; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, হাদীস ২৪১)

١٤٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

১৪০. মুহাম্মদ ইব্‌নে যিয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা ﷺ আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। লোকেরা সে সময় পাত্র থেকে ওযূ করছিল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উযূ কর। কারণ আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের 'আযাব রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১৬৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৪২)

٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ فِي الْوُضُوْءِ

৬. ওযূর ভেতর চমকানোর স্থানগুলো বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব এবং ওযূর অঙ্গগুলো ঠিকভাবে ধৌত করা

١٤١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

১৪১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ বিচারের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, ওযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৩৬; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৪৬)

٧. بَابُ السِّوَاكِ

৭. মিসওয়াক

١٤٢. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

১৪২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকেদের জন্য যদি কঠিন মনে'না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৮৮৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৫২)

١٤٣. حَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُوْلُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيْهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

১৪৩. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ' উ' শব্দ করছেন যেন তিনি বমি করছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ২৪৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৫৪)

١٤٤. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

১৪৪. হুযায়ফাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ২৪৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭১)

٨. بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

৮. ফিতরাতের স্বভাব

١٤٥ . حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

১৪৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব) পাঁচটি : খাত্না করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নীচে), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ৫৮৮৯; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, হাদীস ২৫৭)

١٤٦ . حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ.

১৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে : দাঁড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ৫৮৯২; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৫৯)

١٤٧ . حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى.

১৪৭. ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৫৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৫৯)

٩. بَابُ الْاِسْتِطَابَةِ

৯. (পেশাব-পায়খানা করার সময় কা'বার দিকে মুখ বা পিঠ না করার ব্যাপারে) সতর্কতা অবলম্বন করা

١٤٨ . حَدِيْثُ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالٰى.

১৪৮. আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না অথবা পিঠও দিবে না; বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ বলেন : আমরা যখন সিরিয়ায় গমন করলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো অবস্থায় পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা ইসতেগফার আদায় করতাম। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৬৪)

١٤٩ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِذَا قَعَدْتَ عَلٰى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

১৪৯. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'লোকে বলে পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না।' 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'আমি একদা আমাদের ঘরের ছাদে উঠলাম। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইটের উপর স্বীয় প্রয়োজনে বসেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৪৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, হাদীস ২৬৬)

١٥٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

১৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসা ﷺ-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৪৮; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৬৬)

١٠. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

১০. ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্জা (শৌচকার্য) করা নিষিদ্ধ

١٥١. حَدِيْثُ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

১৫১. আবূ কাতাদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন শৌচকার্য না করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৬৭)

١١. بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُوْرِ وَغَيْرِهِ

১১. পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা

١٥٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

১৫২. 'আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৬৮; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৬৮)

١٢. بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

১২. পেশাব-পায়খানায় পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা

١٥٣. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ.

১৫৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং 'আনাযাহ' নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৫২; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২১, হাদীস ২৭১)

١٥٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

১৫৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচাকার্য আদায় করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ২১৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২১, হাদীস ২৭১)

١٣. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

১৩. দু'মোজার উপর মাসেহ্ করা

١٥٥. حَدِيْثُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا.

১৫৫. জারীর ইব্‌নে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি পেশাব করলেন। অত:পর ওযূ করলেন আর উভয় মোজার উপরে মাসেহ্ করলেন। অত:পর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কেও এরূপ করতে দেখেছি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৮৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৭২)

١٥٦. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

১৫৬. হুযায়ফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার স্মরণ আছে যে, একদা আমি ও নবী ﷺ এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পিছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। অত:পর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সেভাবে দাড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬১, হাদীস ২২৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৭৩)

١٥٧. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

১৫৭. মুগীরাহ ইব্‌নে শু'বা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :একদা রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে তিনি (মুগীরাহ) পানিসহ একটি পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। অত:পর রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে আসলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর রাসূল ﷺ ওযূ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ্ করলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ২০৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৭৪)

١٥٨. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّيْ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

১৫৮. মুগীরাহ ইব্‌নে শু'বা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি কোনো এক সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন: হে মুগীরাহ বদনাটি নাও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে প্রয়োজন সারলেন। তখন তাঁর শরীরে ছিল শামী জুব্বা। তিনি জুব্বার আস্তিন হতে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ হবার ফলে তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সালাতের ওযূ ন্যায় ওযূ করলেন। আর তাঁর উভয় চামড়ার মোজার উপর মাসহি করলেন ও তারপর সালাত আদায় করলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৬৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৭৪)

١٥٩ . حَدِيْثُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

১৫৯. মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (তাবুক) সফরে এক রাত্রে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন: তোমার সাথে পানি আছে কি? আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি বাহন থেকে অবতরণ করলে এবং হেঁটে যেতে লাগলেন। তিনি এতদূর গেলেন যে, রাতের আঁধারে আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। অত:পর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি পাত্র থেকে তাঁর (অযুর) পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধৌত করলেন। তাঁর পরিধানে ছিল পশমের জামা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে পারলেন না, তাই জামার নিচ দিয়ে বের করলেন এবং দু'হাত ধৌত করলেন। অত:পর মাথা মাসেহ করলেন। অত:পর আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলে ফেলতে ইচ্ছে করলাম। তিনি বললেন: ছেড়ে দাও। কেননা : আমি পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করেছি। অত:পর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৭৯৯; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৭৪)

١٤ . بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ

১৪. কুকুর জিহ্বা দ্বারা কোন কিছু চাটলে তার হুকুম।

١٦٠ . حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

১৬০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল করীম ﷺ বলেছেন তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা যেন সাতবার ধৌত করে নেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১৭২; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৮২)

١٥ . بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

১৫. বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ

١٦١ . حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

১৬১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির– যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সম্ভবত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ২৩৯; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৮২)

١٦. بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

১৬. মসজিদে পেশাব ও অন্যান্য অপবিত্র দ্রব্যাদি ধৌত করার অপরিহার্যতা এবং মাটি না খুঁড়ে পানির সাহায্যে পরিষ্কার হয়

١٦٢. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

১৬২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। কোনো একদিন এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) উদ্যত হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : তার পেশাব করা বন্ধ করো না। অত:পর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং পানি প্রস্রাবের উপর ঢেলে দেয়া হলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৬০২৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩০, হাদীস ২৮৪)

١٧. بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

১৭. দুধপানকারী শিশুর পেশাবের বিধান এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি

١٦٣. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

১৬৩. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর খিদমতে শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। একবার একটি শিশুকে আনা হলো। শিশুটি তাঁর কাপড়ের উপর পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন আর তিনি কাপড় ধৌত করলেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দোআসমূহ, অধ্যায় ৩, হাদীস ৬৩৫৫; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩১, হাদীস ২৮৬)

١٦٤. حَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

১৬৪. উম্মু কায়স বিনতে মিহসান رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর এমন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এলেন যে, তখনো সে খাবার খেতে শিখেনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করলেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ২২৩; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩১, হাদীস ২৮৭)

١٨. بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ وَفَرْكِهِ

১৮. কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা এবং তা রগড়ানো

١٦٥. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

১৬৫. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ২৩০; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৮৮)

١٧. بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِ

১৯. রক্তের অপবিত্রতা এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি

١٦٦. حَدِيثُ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ.

১৬৬. আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন: (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে সে কী করবে? তিনি বললেন : সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভালো করে ধুয়ে ফেলবে। অত:পর সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ২২৭; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ২৯১)

٢٠. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

২০. পেশাব অপবিত্র হওয়ার দলীল, আর তার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার অপরিহার্যতা

١٦٧. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

১৬৭. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে'আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন :এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে, কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কেন?' তিনি বললেন: আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ২১৮; মুসলিম, পর্ব ২ : পবিত্রতা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৯২)

তৃতীয় অধ্যায়

كِتَابُ الْحَيْضِ - হায়িয (ঋতুস্রাব)

١. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
১. কাপড়ের উপর হায়িযওয়ালী নারীর সাথে শরীর মেশানো

١٦٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

১৬৮. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমাদের কেউ হায়েয অবস্থায় থাকলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাথে মেলা-মেশা করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়েযে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মেলা-মেশা করতেন। তিনি ['আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] বলেন: তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ-এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে?
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩০২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১, হাদীস ২৯৩)

١٦٩. حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.

১৬৯. মায়মূনাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় মেলা-মেশা করতে চাইলে তাকে কাপড় ইযার পরতে বলতেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩০৩; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১, হাদীস ২৯৪)

٢. بَابُ الْاِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِيْ لِحَافٍ وَاحِدٍ
২. একই লেপের নিচে হাযিওয়ালী নারীর সাথে শয়ন

١٧٠. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِيْ خَمِيْصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ قَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِيْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ.

১৭০. উম্মে সালামাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়েয দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়েযের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন : তোমার কি হায়েয দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সাথে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৯৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২, হাদীস ২৯৬)

١٧١. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ..... وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

১৭১. উম্মে সালামাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসল করতাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩২২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, হাদীস ২৯৬)

٣. بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ

৩. হায়েযওয়ালী নারী তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দিতে এবং মাথার চুল আঁচড়ে দিতে পারবে

١٧٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

১৭২. নবী সহধর্মিনী 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সাওম, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৪৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩১৬)

١٧٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

১৭৩. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ আমার হায়েয অবস্থায় আমার সাথে মেলা-মেশা করতেন। আর তিনি ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি ঋতুবর্তী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৩ : হায়য, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩০১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৩, হাদীস ৩১৬)

١٧٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

১৭৪. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি ঋতুবর্তী ছিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৯৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৩, হাদীস ৩০১)

٤. بَابُ الْمَذْيِ

৪. মযী প্রসঙ্গে

١٧٥. حَدِيْثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

১৭৫. 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার অধিক পরিমাণে মযী বের হতো। কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইব্‌নে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন । তিনি বলেন : এতে শুধু ওযূ করতে হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩০৩)

٥. بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوْءِ لَهُ

৫. জুনুবী ব্যক্তির ঘুমিয়ে থাকা বৈধ তবে তার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব

١٧٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.

১৭৬. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানাবাত অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে সালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৭, হাদীস ২৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩০৫)

١٧٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ.

১৭৭. উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের কেউ জানাবাতের তথা অপবিত্রতা অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, ওযু করে জানাবাতের অবস্থায়ও ঘুমাতে পারে। (বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৮৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, হাদীস ৩০৬)

١٧٨. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

১৭৮. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উমর উবনুল খাত্তাব ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললেন, রাতে কোনো সময় তাঁর গোসল ফরয হয় (তখন কী করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, উযূ করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে, তারপর ঘুমাবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৭, হাদীস ২৯০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩৪৭)

١٧٩. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

১৭৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৮৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩০৯)

٦. بَابُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوْجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

৬. মনী নির্গত হওয়ার দরুণ নারীর উপর গোসল করা ওয়াজিব।

١٨٠. حَدِيْثُ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِىْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

১৮০. উম্মে সালামাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট উম্মে সুলায়ম ﷺ এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী ﷺ বললেন: ‘হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।’ তখন উম্মে সালমা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক! (তা না হলে) তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কিভাবে?
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-’ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৫০, হাদীস ১৩০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩১৩)

٧. بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

৭. ফরয গোসলের বর্ণনা

١٨١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَاْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

১৮১. 'আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দুটো ধৌত করে নিতেন। অত:পর ওযূর মত ওযূ করতেন। অত:পর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খেলাল করতেন। অত:পর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১, হাদীস ২৪৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩১৬)

١٨٢. حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

১৮২. মায়মূনাহ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধৌত করলেন। অত:পর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন। পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৯; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩১৭)

١٨٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

১৮৩. 'আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন হিলাবের অনুরূপ পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে প্রথম মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলতেন। দু'হাতে মাথায় পানি ঢালতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩১৮)

٨. بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِيْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

৮. ফরয গোসলে যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব

١٨٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

১৮৪. 'আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র (কাদাহ) থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২, হাদীস ২৫০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩১৯)

١٨٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَأَلَهَا أَخُوْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ).

১৮৫. 'আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তাঁর ভাই তাঁকে রাসূল করীম ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি প্রায় এক সা'আ এর সমপরিমাণ এক পাত্র আনালেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং স্বীয় মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৫১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২০)

١٨٦. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

১৮৬. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সা' (৪ মুদ) থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং ওযু করতেন এক মুদ দিয়ে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ২০১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৫)

٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

৯. মাথায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে তিনবার পানি বইয়ে দেয়া মুস্তাহাব

١٨٧. حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَأُفِيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

১৮৭. জুবায়ের ইব্‌নে মুত'ইম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি তিনবার আমার মাথায় পানি ঢালি। এই বলে তিনি উভয় হাতের দ্বারা ইঙ্গিত করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৭)

١٨٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ هُوَ وَأَبُوْهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيْكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيْنِيْ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِيْ مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِيْ ثَوْبٍ.

১৮৮. আবূ জা'ফর (রহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা, জাবির ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এক সা'আ তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল: আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির ﷺ বললেন : তোমার চেয়ে অধিক চুল যাঁর মাথায় ছিল এবং তোমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন [আল্লাহর রাসূল ﷺ] তাঁর জন্য তো এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামত করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৫২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৯)

١٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِيْ مَوْضِعِ الدَّمِ

১০. হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনকারিণী নারীর জন্য রক্ত মাখা গুপ্তাঙ্গে কস্তুরী মিশ্রিত নেকড়া দ্বারা মুছে ফেলা মুস্তাহাব

١٨٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِيْ فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

১৮৯. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ-কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে গোসলের পদ্ধতি বলে দিলেন যে, এক টুকরো কস্তুরী লাগানো কাপড় নিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর। মহিলা বললেন: কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন : কিভাবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা অর্জন কর। 'আয়েশা ﷺ বলেন: তখন আমি তাকে টেনে আমার নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম: তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৩১৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৩৩২)

١١. بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلاَتِهَا

১১. ইস্তিহাযা পীড়িত নারীর গোসল ও সালাত

١٩٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ فَاَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ قَالَ وَقَالَ اَبِيْ ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتّٰى يَجِيْءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ.

১৯০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমাহ বিনতে আবূ হুবায়শ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্ত-প্রদর রোগগ্রস্তা (ইস্তিহাযাহ) মহিলা। আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত পরিত্যাগ করবো? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : না, এতো শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ২২৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩৩৩)

١٩١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَاَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هٰذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

১৯১. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযা আক্রান্ত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : এটা শিরা থেকে নির্গত রক্ত। অত:পর উম্মে হাবীবা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : গোসল, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৩২৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩৩৪)

١٢. بَابُ وُجُوْبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُوْنَ الصَّلاَةِ

১২. সালাত ছাড়া হায়েযওয়ালী নারীর উপর রোযা কাযা করা ওয়াজিব

١٩٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لَهَا اَتَجْزِيْ اِحْدَانَا صَلاَتَهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَاْمُرُنَا بِهِ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ.

১৯২. জনৈকা মহিলা 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে বললেন : হায়েয অবস্থায় কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে আমাদের জন্য যথেষ্ট কি-না? 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন : তুমি কি হারূরিয়্যাহ? (খারিজীদের একদল) (খারেজি : যারা ঋতুবতী নারীদের সালাত কাযা করা ওয়াজিব মনে করে।) আমরা নবী ﷺ-এর সময়ে ঋতুবর্তী হতাম কিন্তু তিনি আমাদের সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] বলেন : আমরা তা কাযা করতাম না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : গোসল, অধ্যায় ২০, হাদীস ৩২১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৩৫)

١٣. بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ
১৩. গোসলকারী কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পর্দা করবে

١٩٣. حَدِيْثُ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى.

১৯৩. উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর: রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন : আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জানতে চাইলেন : এ কে? আমি বললাম : আমি উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব। তিনি বললেন : মারহাবা, হে উম্মে হানী! গোসল শেষ করে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত সমাধা করলে তাঁকে আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার সহোদর ভাই ['আলী ইবনে আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এক ব্যক্তি হত্যা করতে চায়, অথচ আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। সে ব্যক্তিটি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : হে উম্মু হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছে, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মু হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: এ সময় ছিল চাশতের ওয়াক্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩৫৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৩৬)

١٤. بَابُ جَوَازِ الْاِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ
১৪. নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয

١٩٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوْسَى فِيْ إِثْرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى مُوْسَى فَقَالُوْا وَاللهِ مَا بِمُوْسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

১৯৪. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মূসা (আ) 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আ.) পাথর! আমার কাপড় দাও,"পাথর! আমার কাপড় দাও" বলে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং পাথরটাকে আঘাত করতে লাগলেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা আঘাতের দাগ পড়ে গেল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২০, হাদীস ২৭৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩৩৯)

١٥. بَابُ الْاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ
১৫. ভালোভাবে সতর ঢাকার ব্যাপারে সতর্কতা

١٩٥. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ اَخِيْ لَوْ حَلَلْتَ اِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلٰى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ عُرْيَانًا ﷺ.

১৯৫. জাবির ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ (নবুয়তের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কা'বার (মেরামতের) জন্য পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা 'আব্বাস ﷺ তাঁকে বললেন : ভাতিজা! তুমি লুঙ্গি খুলে কাঁধে পাথরের নিচে রাখলে ভালো হতো। জাবির ﷺ বলেন : তিনি লুঙ্গি খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে কখনো নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়নি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩৪০)

١٦. بَابُ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
১৬. বীর্য নির্গত হলে গোসল অপরিহার্য (যা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে)

١٩٦. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ.

১৯৬. আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। তিনি আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরছিল। নবী ﷺ বললেন : 'সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করেছি।' তিনি বললেন, 'জী।' রাসূল ﷺ বললেন : যখন তাড়াহুড়ার কারণে বীর্য বের না হবে (অথবা বললেন), বীর্য অভাবজনিত কারণে তা বের না হবে তখন ওযূ করে নিবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৮০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩৪৫)

١٩٧. حَدِيْثُ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْاَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْاَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وَيُصَلِّيْ.

১৯৭. উবাই ইব্‌নে কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হলে যদি বীর্য বের না হয় (তা হুকুম কী?) তিনি বললেন : স্ত্রী থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে ওযূ করবে ও সালাত আদায় করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩৪৬)

١٩٨. حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ اَرَاَيْتَ اِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّاُ كَمَا يَتَوَضَّاُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৯৮. যায়দ ইবনে খালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইব্‌নে'আফফান ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন: 'কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) বের না হয় (তবে তার হুকুম কী)? 'উসমান ﷺ বললেন : 'সে সালাতের ন্যায় ওযূ করে নেবে এবং তার লজ্জাস্থান ধৌত করে নিবে। উসমান ﷺ বলেন, আমি এ কথা আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৭৯; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩৪৭)

١٧. بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

১৭. (বীর্য নির্গত হলে গোসল ফরয) এটি রহিত দু'যৌনাঙ্গের মিলনের দ্বারা গোসল ওয়াজিব

١٩٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

১৯৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলে, তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৯১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২২, হাদীস ৩৪৮)

١٨. بَابُ نَسْخِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

১৮. আগুনে রান্না করা খাবার খেলে পুনরায় ওযূ করতে হবে না

٢٠٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

২০০. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূল ﷺ বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। অত:পর সালাত আদায় করলেন, কিন্তু ওযূ করলেন না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ২০৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৫৪)

٢٠١. حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

২০১. আমার ইবনে উমাইয়াহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে একটি বকরীর কাঁধের গোশত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সালাতের আহ্বান হলো। তিনি ছুরিটি ফেলে দিলেন, অত:পর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু ওযূ করলেন না। (বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ২০৮; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, হাদীস ৩৫৫)

٢٠٢. حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

২০২. উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। একদিন নবী ﷺ তাঁর নিকট (বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, অত:পর সালাত আদায় করলেন কিন্তু অযূ করলেন না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫১, হাদীস ২১০; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৫৬)

٢٠٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

২০৩. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূল ﷺ দুধ পান করলেন। অত:পর কুলি করলেন এবং বললেন:'এতে তৈলাক্ত বস্তু রয়েছে।'
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৫২, হাদীস ২১১; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৫৮)

١٩. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ

১৯. যে ব্যক্তি ওযূ আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী অতঃপর সে হাদাসের দ্বারা ওযূ ভেঙে গেছে বলে সন্দেহে পতিত হয় সে পুনরায় ওযূ না করেই সালাত আদায় করে তার প্রমাণ

٢٠٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

২০৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আসিম আল-আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন : সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৩৬১)

٢٠. بَابُ طَهَارَةِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

২০. দাবাগাতের (পরিশোধন) মাধ্যমে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্রকরণ

٢٠٥. حَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

২০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা ﷺ কর্তৃক আযাদকৃত জনৈকা দাসীকে সদকাহ স্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবী ﷺ বললেন : তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বললেন : এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা কেবল ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬১, হাদীস ১৪৯২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৬৩)

٢١. بَابُ التَّيَمُّمِ

২১. তায়াম্মুম

٢٠٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

২০৬. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোনো সফরে সফর সঙ্গী হয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়যা' অথবা যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবূ বকর ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: 'আয়েশা কী করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবূ বকর ﷺ আমার নিকট আসলেন, তখন রাসুলে করীম ﷺ আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবূ বকর ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশে পাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আবূ বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর, আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূল ﷺ ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। অত:পর সবাই

তায়াম্মুম আদায় করে নিলেন। উসায়দ ইবনু হুযায়র ﷺ বললেন : হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন : তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নিচে পড়ে রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭ : তায়াম্মুম, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৩৪; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৬৭)

٢٠٧. حَدِيْثُ عَمَّارٍ عَنْ شَقِيْقٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوْسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّيْ فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِيْ هٰذَا لَأَوْشَكُوْا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيْدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

২০৭. শাক্বীক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ (ইবনে মাসঊদ) ও আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ-এর সঙ্গে একত্রে বসা ছিলাম। আবূ মূসা ﷺ 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : কোনো ব্যক্তি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তাহলে কি সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে না? শাক্বীক (রহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ﷺ বললেন : একমাস পানি না পেলেও সে তায়াম্মুম করবে না। তখন তাঁকে আবূ মূসা ﷺ বললেন : তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত সম্পর্কে কী করবেন যে, "পানি না পেলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে"– (আল-মায়িদাহ) 'আবদুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই লোকেরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। আমি বললাম : আপনারা এ জন্যেই কি তা অপছন্দ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আবূ মূসা ﷺ বললেন : আপনি কি 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর সম্মুখে 'আম্মার ﷺ-এর এ কথা শোনেননি যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ একটা প্রয়োজনে বাইরে প্রেরণ করেছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন: তোমার জন্য তোমার এটুকুই যথেষ্ট ছিল–এই বলে তিনি দু'হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতে ডান হাতের পিঠ মাসেহ করলেন অথবা রাবী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মাসেহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। 'আবদুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনি দেখেননি যে, 'উমর ﷺ আম্মার ﷺ-এর কথায় সন্তুষ্ট হননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭, তায়াম্মুম, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৭৩, হায়জ, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৩৮)

٢٠٨. حَدِيْثُ عَمَّارٍ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

২০৮. 'আম্মার ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমর ইব্নুল খাত্তাব ﷺ-এর নিকট এসে জানতে চাইল : একবার আমার গোসলের দরকার হল অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আম্মার ইব্নে ইয়াসার ﷺ 'উমর ইব্নুল খাত্তাব ﷺ-কে বললেন : আপনার কি সেই ঘটনা স্মরণ আছে যে, একদা আমরা দু'জন সফররত অবস্থায় ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল এ বলে নবী ﷺ দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসেহ করলেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭ : গোসল, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৬৮)

নোট : অত্র হাদীস দ্বারা একবার পবিত্র মাটিতে হাত মারার কথা প্রমাণিত হয়। অথচ হানাফী ফেকাহবিদগণ তায়াম্মুমের জন্য দু'বার মাটিতে হাত মারার কথা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এমন কোন মারফু' হাদীস নেই যদদ্বারা দু'বার হাত মারা প্রমাণিত হতে পারে। রাবী বিন বদর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দ্বারাই হানাফী ফেকাবিদগণ দু'বার হাত মারা ও কনু পর্যন্ত মাসাহ করার কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ইমাম বায়হাকী এ রাবীকে দুর্বল বলেছেন, ইমাম নাসায়ী ও দারাকুতনী তাকে মাতরুকুল হাদীস বলেছেন। এছাড়াও শরহে বিকায়ার ১ম খণ্ডে দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার যে সুন্দর পদ্ধতি বর্ণিত তাও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কোন কোন কিতাবে আংটি কিংবা চুড়ি থাকলে নড়িয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, যদি এক গাছি লোম পরিমাণ স্থানও হাতে কিংবা মুখে মুছা না যায় তবে তায়াম্মুম হবে না। এ সকল কথা প্রমাণহীন ও নবাবিষ্কৃত।

٢٠٩. حَدِيْثُ أَبِي الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ عن عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

২০৯. আবূ জুহাইম আল-আনসারী ﷺ 'উমাইর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ-এর গোলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ মদীনার কাছে অবস্থিত 'বি'রে জামাল' থেকে এসেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে সালাম প্রদান করল। নবী ﷺ জবাব না দিয়ে দেয়ালের নিকট অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজের চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসেহ করে নিলেন, তারপর সালামের জবাব দিলেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭ : তায়াম্মুম, অধ্যায় ৩, হাদীস ৩৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৬৯)

٢٢. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ
২২. মুসলিম অপবিত্র হয় না এর দলীল

٢١٠. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

২১০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি জুনুবী অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সাথে পথ চললাম। এক স্থানে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি সরে পড়ে বাসস্থানে এসে গোসল করে নিলাম। আবার তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আবূ হুরায়রা! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন : 'সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না।'

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২৪, হাদীস ২৮৫; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৩৭১)

٢٣. بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلَاءِ

২৩. যখন পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন কী বলবে

٢١١. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

২১১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪২; মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৩৭৫)

٢٤. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ

২৪. উপবিষ্ট অবস্থায় ঘুমালে ওযূ ভঙ্গ হয় না তার প্রমাণ

٢١٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيْ رَجُلًا فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

২১২. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতের ইক্বামাত হয়ে গেছে তখনও নবী ﷺ মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে নিরিবিলি কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি সালাতে দাড়িয়ে পড়লেন।

নোট : ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পরও প্রয়োজনে ইমাম কথা বলতে পারেন। এতে নতুন করে ইক্বামাত দিতে হবে না। অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইক্বামাত হয়ে যাবার পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে ইমাম মুসল্লীদেরকে কাতার সোজা করার জন্য কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিবে, অতঃপর ইমাম সালাত আরম্ভ করবেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ সুন্নাতের বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়, যা বিদ'আত।

(সহীহ বুখারী ৬৭৬ নং হাদীস) (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৬৪২ মুসলিম, পর্ব ৩ : হায়য, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৩৭৬)

চতুর্থ অধ্যায়

كِتَابُ الصَّلَاةِ – সালাত

١. بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

১. আযানের সূচনা

٢١٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

২১৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন যে, মুসলিমগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে একত্রিত হতো। এর জন্য কোনো ঘোষণা দেয়া হতো না। কোনো একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের মতো নাকূস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহুদীদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা ফোঁকানোর ব্যবস্থা করা হোক। 'উমর ﷺ বললেন, সালাতের ঘোষণা দেয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না? তখন রাসূল ﷺ বললেন: হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১, হাদীস ৬০৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : হায়য, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৭৭)

٢. بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيْتَارِ الْإِقَامَةِ

২. আযানের শব্দগুলো দু'বার এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার উচ্চারণ করার নির্দেশ

٢١٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ.

২১৪. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য) সাহাবায় কিরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ আগুন জ্বালানো কিংবা নাকূস বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। অত:পর বিলাল ﷺ-কে আযানের বাক্য দু'বার করে ও ইকামাতের বাক্য বেজোড় করে বলার নির্দেশ প্রদান করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১, হাদীস ৬০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৩৭৮)

নোট : [বুখারী ছাড়াও মুসলিম ও আবূ দাউদে ইক্বামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলার সহীহ হাদীস বিদ্যমান। তথাপিও আধুনিক প্রকাশনীর টীকায় লেখা "হানাফীগণ অন্য এক হাদীসের ভিত্তিতে ইক্বামাতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলেন।" এ কথার জবাবে সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসীনদের কতিপয় মতামত পেশ করা হলো :

হাফিয আবূ 'উমার বিন 'আবদুর বর বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহি, দাউদ বিন আলী, মোহাম্মদ বিন জরীর প্রভৃতি ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার বা দু'বার করে বলার উভয়বিধ অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে উভয় নিয়মই বিশুদ্ধ, বৈধ ও গ্রহণযোগ্য এবং ঐচ্ছিক ব্যাপার– যে ইচ্ছা করবে একবারও বলতে পারবে এবং অপরপক্ষে যে ইচ্ছা করবে দু'বার করেও বলতে পারবে।

(তুহফাসহ তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৭৪ প.)

হাফিয আবূ আওয়ানাহ্ তদীয় মসনদ গ্রন্থে ১ম খণ্ড ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, বিলালের আযানের ইক্বামাত একবার করে বলার নিয়ম মনসূখ হয়নি। আবূ মাহযূরাহর হাদীস হতে ইক্বামাত দু'বার করে বলা প্রমাণিত হলেও তা হতে অধিক সহীহ্ আনাসের হাদীসে একবার করে বলা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং উসূলে হাদীস শাস্ত্রের বিধান ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিরোধক্ষেত্রে যা অধিক সহীহ্ তা-ই গ্রহণ করা উত্তম ও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী হানাফী 'কাশফুল গুম্মা' ১ম খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ বিন যায়েদের আযানের সাথে উল্লেখিত ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলার নিয়মের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে ১২৯ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে আযানের শব্দগুলো দু'বার করে এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ) তদীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গুনিয়াতুত তালেবীন'-এর ৮ পৃষ্ঠায় ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলার স্বপক্ষে তাঁর নিজের মন্তব্য পেশ করেছেন।

মোটের উপর আমরা ইমাম আহমাদ, ইসহাক বিন রাহওয়াইহি এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের ন্যায় ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে অথবা দু'বার করে বলার উভয়বিধ অভিমতের বৈধতা ও প্রামাণিকতা স্বীকার করি; অধিকন্তু আমরা উভয়বিধ 'আমলকে জায়েয বলে মনে করি। কিন্তু যেহেতু ইকামাতের শব্দগুলো দু'বার করে বলার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস হতে একবার করে বলার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস অধিক প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ এবং তা বহু সূত্রে বর্ণিত এমনকি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয় কর্তৃক গৃহীত, কাজেই আমরা ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা সর্বোত্তম মনে করি।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১, হাদীস ৬০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৩৭৮)

٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ لَهُ الْوَسِيْلَةَ

৩. মুয়াযযিনের অনুরূপ শব্দ বলা যে তা শ্রবণ করে, অতঃপর নবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করা তারপর অসীলার দুআ করা প্রসঙ্গে

٢١٥. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

২১৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুআয্যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭, হাদীস ৬১১; মুসলিম, পর্ব ৪ : হায়য, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৮৩)

٤. بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

৪. আযানের ফযিলত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন

٢١٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى.

২১৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার প্রত্যাবর্তন করে। আবার যখন সালাতের জন্য ইক্বামত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকেরা মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা

স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে এক এক করে স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা ভুলে যায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬০৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৮৯)

٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوْعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ

৫. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব এবং সিজদা থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে হবে না

٢١٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ.

২১৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাক্‌বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং বলতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৭৩৬)

٢١٨. حَدِيْثُ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ﷺ إِذَا صَلّٰى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا.

২১৮. আবূ কিলাবাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস ﷺ-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন, আবার যখন রূকু থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম ﷺ এরূপ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৭৩৭, মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৯১)

নোট : হানাফী মাযহাবে তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া কোথাও রাফ'উল ইয়াদাঈন তথা হাত উত্তোলন করা হয় না অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন সালাতে তাহরীমা ছাড়াও রাফ'উল ইয়াদাঈন বা হাত উত্তোলন করেছেন। নিম্নের হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণ :

রফ'উল ইয়াদাইন ও খোলাফায়ে রাশিদীন এবং আশার মুবাশ্‌শারীন : ইমাম যায়লাঈ হানাফী (রহ) আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহ.), আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী হানাফী (রহ) এবং হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ). সবাই ইমাম হাকেম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন :

قَالَ الْحَاكِمُ : لَا نَعْلَمُ سُنَّةً اِتَّفَقَ عَلٰى رِوَايَتِهَا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ ، الْمُبَشِّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ عَلٰى تَفَرُّقِهِمْ فِى الْبِلَادِ الشَّاسِعَةِ غَيْرَ هٰذِهِ السُّنَّةِ

ইমাম হাকিম (রহ:) বলেছেন : "রফয়ে য়াদাইন ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন, আশারা মোবাশ্‌শারা (জান্নাতের শুভসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সহাবা) এবং বড় বড় সাহাবীগণ (তাদের দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরেও) একত্রিত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

(নাসবুর রায়াহ ১/৪১৮ পৃষ্ঠা, নাইলুল ফারকাদাইন পৃষ্ঠা ২৬, তালখীছ আলহাবীর ১/৮২)

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী ও রফ'উল ইয়াদাইন : শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ) সালাতের সুন্নাতসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوْعِ الرَّفْعُ مِنْهُ

"ছলাত শুরু করার সময়, রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত।" (গুনইয়াতুত ত্বালিবীন পৃষ্ঠ ১০)

হানাফী 'আলিমগণের রফ'উল ইয়াদাইন : শায়খ আবু ত্বলিব মাক্কী হানাফী (রহ) তার কুতুল কুলুব নামক গ্রন্থে ছলাতের সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ وَالتَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ سُنَّةٌ ثُمَّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ يَقُوْلِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سُنَّةٌ

"রুকু'তে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করা এবং তাকবীর বলা সুন্নাত। তারপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত।" (কূতুল কুলূব ৩/১৩৯)

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহ) বলেন : "বর্তমান সময়ে অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাত। **অধিকাংশ ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণ একে প্রমাণ করে থাকেন।" (মালা বুদ্ধা মিনহু পৃষ্ঠা ৪২,৪৪)**

ইমাম আবু ইউসুফ-এর শিষ্য ইছাম ও রফউল ইয়াদাইন : আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী বলেন : "এবং এছাম ইবনে ইউসুফ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর শাগরিদ ছিলেন এবং হানাফী ছিলেন।

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسِ مِنْهُ

তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় দুহাত উঠাতেন।"

(আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাহ ১১৬ নূর মোহাম্মদ প্রেস)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক, সুফিয়ান ছাওরী এবং শু'বাহ বলেন : এছাম ইবনে ইউসুফ মুহাদ্দিস ছিলেন তাই তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (রহ) বলেন : "নবী ﷺ থেকে রফয়ে ইয়াদাইন এর প্রমাণ বেশি এবং অগ্রাধিকার যোগ্য।" (আতত্তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ৯১ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন :

وَالْحَقُّ اَنَّهُ لَا شَكَّ فِيْ ثُبُوْتِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ وَكَثِيْرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ بِالطَّرِيْقِ الْقَوِيَّةِ وَالْاَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ

"সত্য কথা হলো রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় 'রফ'উল ইয়াদাইন' করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অনেক সাহাবী (রা) থেকে শক্তিশালী সানাদ এবং ছহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (আসসিয়ায়াহ ১/২১৩)

রুকু'তে যাওয়া ও রুকু হতে উঠার সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে চার খলীফাহসহ প্রায় ২৫ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস বিদ্যমান। **একটি হিসাব মতে রফ'উল ইয়াদাইন-এর হাদীসের রাবী সংখ্যা আশারায়ে মুবাশ্শরাহ সহ অন্যূন ৫০ জন সাহাবী-** (ফিক্হুস সুন্নাহ ১/১০৭, ফাতহুল বারী ২/২৫৮) এবং **সর্বমোট সহীহ হাদীস আসরের সংখ্যা অন্যূন ৪০০ শত।** ইমাম সুয়ূতী রফ'উল ইয়াদাইন এর হাদীসকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।

কতিপয় নির্বোধ লোকের কথা আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় যারা নতুন ঈমান এনেছিলেন তারা নাকি তাদের পুরাতন আচরণের বশবর্তী হয়ে বগলে পুতুল রাখতেন এবং এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলে তিনি রফ'উল ইয়াদাঈনের নির্দেশ দেন। পরে তাদের ঈমান মজবুত হয়ে গেলে রফ'উল ইয়াদাঈন করার নির্দেশ মানসূখ হয়ে যায়। এ কথাটি নিতান্তই আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ। কারণ তাদের আমাদের ঈমান অপেক্ষা অনেক দৃঢ় মজবুত ছিল। তাছাড়া এ কথাটি সাহাবীদের উপর মিথ্যা অপবাদেরই নামান্তর।

রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় রফ'উল ইয়াদাইন করা যাবে না। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, তাঁর শেষ বয়সে

বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতি ভ্রম ঘটে, ফলে হতে পারে এ হাদীসটিও সে সবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি কয়েকটি বিষয়ে সকল সাহাবীগণের বিপরীতে কথা বলেছেন। যেমন–

১. মুয়াব্বিযাতাইন- সূরা নাস ও ফালাক সূরাদ্বয় কুরআনের অংশ নয় মনে করতেন।
২. তাক্বীক- রুকু'তে তাত্বীক বা দু'হাতকে বা দু'হাতকে জোর করে হাঁটু দ্বারা চেপে রাখতে বলতেন।
৩. দু'জন সালাতে দাঁড়ালে কীভাবে দাঁড়াবে।
৪. আরাফার ময়দানে কীভাবে তিনি (সা) দু'ওয়াক্ত একসঙ্গে আদায় করেছেন।
৫. হাত বিছিয়ে সাজদাহ করা।
৬. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى কীভাবে পড়েছেন।
৭. রফউল ইয়াদাইন একবার করেছেন। [নাসবুর রাইয়াহ (ইমাম যাইলায়ী) ৩৯৭-৪০১ পৃষ্ঠা, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৩৪]

٦. بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

৬. সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু ও উঁচু হওয়ার সময় তাকবীর বলা শুধু রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় ব্যতীত

٢١٩. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

২১৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং প্রতিবার ওঠা বসার সময় তাক্বীর বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার সালাতই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৫, হাদীস ৭৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৯২)

٢٢٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

২২০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ সালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্বীর বলতেন। অত:পর রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন, আবার যখন রুকু থেকে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন: বলতেন, অত:পর দাঁড়িয়ে বলতেন। অত:পর সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতে তাকবীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। এভাবেই তিনি সম্পূর্ণ সালাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৭, হাদীস ৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৯২)

٢٢١. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

২২১. মুতাররিফ ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ আলী ইব্‌নে তালিব ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজদায় গেলেন তখন তাকবীর বললেন, সিজদাহ থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাক্‌বীর বললেন, আবার দু'রাকাআতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাকবীর বললেন। তিনি যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন ইমরান ইব্‌নে হুসাইন ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (আলী রা.) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৬, হাদীস ৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৯৩)

٧. بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَاَنَّهُ اِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَ لَا اَمْكَنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَاَمَا تَيَسَّرَلَهُ مِنْ غَيْرِهَا

৭. প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা সুন্দর করে পড়তে পারে না এবং তা শেখাও সম্ভব না হলে অন্য যা সহজ তা পড়া

٢٢٢. حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

২২২. 'উবাদাহ ইব্‌নে সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সালাতে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করল না তার সালাত হলো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ৭৫৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৯৪)

٢٢٣. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى عَنَّا اَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَاِنْ لَمْ تَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ اَجْزَاَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

২২৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত পড়া হয়। তবে যে সব সালাত রাসূল ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যে সব সালাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা)-এর চেয়ে অধিক না পড়, সালাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি অধিক পড় তবে তা উত্তম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৪, হাদীস ৭৭২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৯৬)

٢٢٤. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّيْ كَمَا صَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

২২৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। অত:পর তিনি নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমিতো সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সালাত আদায় করলেন। অত:পর এসে নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন : ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা,

তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্‌বীর বলবে। অত:পর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অত:পর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ আদায় করবে। অত:পর সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই সম্পূর্ণ সালাত আদায় করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২২, হাদীস ৭৫৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৯৭)

٨. بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُهْجَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

৮. যে ব্যক্তি বলে উচ্চঃস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে না' তার দলীল

٢٢٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

২২৫. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবূ বকর এবং উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا সূরা ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৭৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৩৯৯)

٩. بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

৯. সালাতে তাশাহুদ পড়া

٢٢٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّلَامُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ.

২২৬. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম, তখন (আসা অবস্থায়) আমরা আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَامُ প্রতি সালাম, মীকাঈল عَلَيْهِ السَّلَامُ-এর প্রতি সালাম এবং অমুকের প্রতি সালাম দিলাম। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন : আল্লাহ তা'আলা নিজেই 'সালাম'। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাতের মধ্যে বসবে, তখন বলবে : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ মুসল্লী যখন এ কথাটা বলবে, তখনই আসমান যমীনে সব নেক বান্দাদের নিকট এ সালাম পৌঁছে যাবে। অত:পর বলবে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ অত:পর সে তার পছন্দমত দোয়া নির্বাচন করে নেবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৩, হাদীস ৬২৩০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৪০২)

١٠. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

১০. তাশাহুদ পড়ার পর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া

٢٢٧. حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى ﷺ قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

২২৭. কা'ব ইব্‌নে 'উজরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা (রহ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কা'ব ইবনে উজরাহ ﷺ আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দেব না যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের ওপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার ওপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। যেরূপ আপনি ইবরাহীম ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম ﷺ এবং ইবরাহীম ﷺ-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৩৭০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪০৬)

٢٢٨. حَدِيْثُ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

২২৮. আবূ হুমাইদ আস্-সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর স্ত্রীগণের ওপর এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন, যেরূপ আপনি রহমত অবতীর্ণ করেছেন ইবরাহীম ﷺ-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং বংশধরগণের ওপর এমনিভাবে বরকত অবতীর্ণ করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ﷺ-এর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের হাদীসসমূহ অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৩৬৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪০৭)

١١. بَابُ التَّسْبِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّامِيْنِ

১১. সালাতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানালাকাল হাম্‌দ' এবং আমীন বলা

٢٢٩. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২২৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ইমাম যখন : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে। তখন তোমরা বলবে اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ কেননা, যার এ উক্তি ফেরেশতাগণের উক্তির সাথে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৫, হাদীস ৭৮১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৪১০)

٢٣٠. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২৩০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) 'আমীন' বলে, আর আসমানে ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলেন এবং উভয়ের 'আমীন' একই সময় হলে, তার পূর্ববর্তী সব পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১২, হাদীস ৭৮১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৪১০)

নোট : উবাদাহ ইবনে সামিত ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ আল-ফাতিহা পড়ল না, তার সালাত হলো না।

(বুখারী ৭৫৬, [মুসলিম ৩৯৪, তিরমিযী ২৪৭, নাসায়ী ৯১০, ৯১১; আবূ দাউদ ৮২২, ইবনে মাজাহ ৮৩৭, আহমাদ ২২১৬৩, ২২১৮৬, ২২২৩৭]

আবূ সাঈদ ইবনে মু'আল্লা ﷺ হতে বর্ণিত। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ রাসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন" (সূরা আনফাল : আয়াত-২৪)

তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের এক অতি মহান সূরা শিক্ষা দিব। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান সূরা শিক্ষা দিবেন? তিনি বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে।

(বুখারী ৪৪৭৪ [৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬; নাসায়ী ৯১৩, আবূ দাউদ ১৪৫৮, ইবনে মাজাহ ৩৭৮৫, আহমাদ ১৫৩০৩, ১৭৯৩৫; দারিমী ১৪৯২, ৩৩৭১])

٢٣١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২৩১. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন: ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পড়লে তোমরা 'আমীন' বল। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফেরেশতাদের (আমীন) বলার সাথে সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১১৩, হাদীস ৭৮২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৪১০)

١٢. بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُوْمِ بِالْإِمَامِ

১২. মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে

٢٣٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ سَقَطَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا .

২৩২. আনাস ইব্‌নে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আঘাত প্রাপ্ত হয়। আমরা তাঁর শুশ্রূষা করার জন্য সেখানে উপস্থিত হলাম। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আমরাও বসেই সালাত আদায় করলাম। সালাতের পর নবী ﷺ বললেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে ইক্‌তিদা করার জন্য। তিনি যখন তাক্‌বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ করবে। তিনি যখন রূকূ থেকে উঠেন তখন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন: বলেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদা তখন তোমরা রাব্বান লাকাল হামদ বলবে। তিনি যখন সিজদাহ করেন, তখন তোমরাও সিজদা করবে। (বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৮, হাদীস ৮০৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৪১১)

٢٣٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

২৩৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন অসুস্থতার দরুণ আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ গৃহে সালাত আদায় করেন এবং বসে সালাত আদায় করছিলেন, একদল সাহাবী নবী ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় শুরু করলেন। তিনি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে, বসে যাও। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইক্‌তিদা করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে, এবং সে যখন রুকূ থেকে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যদি বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৪১২)

٢٣٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ .

২৩৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তার সাথে তাক্‌বীর বলবে, যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রূকূ করবে। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে আর তিনি যখন সিজদা করেন তখন তোমরাও সিজদা করবে। যখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮২, হাদীস ৭৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৪১৪)

١٣. بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ

১৩. অসুস্থতা অথবা মুসাফির অথবা অন্য কোনো ওজরের কারণে সালাতে অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করা

٢٣٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلَا تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِيْ إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

২৩৫. 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে উতবাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা رضي الله عنها-এর খিদমতে হাজির হয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শুনাবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। নবী ﷺ মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষারত। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। 'আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অত:পর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু জ্ঞান ফিরে পেলে আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! তাঁরা আপনার আপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। 'আয়েশা رضي الله عنها বলেন, তিনি বসলেন। অতঃপর তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। অত:পর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। ওদিকে সাহাবীগণ 'ইশার সালাতের জন্য নবী ﷺ-এর অপেক্ষায় মসজিদে বসেছিলেন। নবী ﷺ আবু বকর رضي الله عنه-এর কাছে এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবূ বক্‌র رضي الله عنه-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বকর رضي الله عنه অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি 'উমর رضي الله عنه-কে বললেন, হে 'উমর! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করে নিন। 'উমর رضي الله عنه বললেন, আপনিই এর অধিক যোগ্য। তাই আবূ বক্‌র رضي الله عنه-সে কয়দিন সালাত আদায় করলেন। অত:পর নবী ﷺ একটু নিজে হালকাবোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সালাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন 'আব্বাস رضي الله عنه।

আবূ বক্‌র رضي الله عنه তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবূ বকর رضي الله عنه-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর আবু বক্‌র رضي الله عنه নবী ﷺ-এর সালাতের ইক্‌তিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বক্‌র رضي الله عنه-এর সালাতের ইক্‌তিদা করতে লাগলেন। নবী ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নবী ﷺ-এর অন্তিম কালের অসুস্থতা সম্পর্কে 'আয়েশা رضي الله عنها আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আব্বাস رضي الله عنه-এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, 'আয়েশা رضي الله عنها কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, 'আলী ইবনে আবূ তালিব رضي الله عنه।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৮৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪১৮)

٢٣٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ.

২৩৬. 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ভারী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বৃদ্ধি পেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আমার ঘরে শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি প্রদান করলেন। অত:পর একদা দু'ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয় পা মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি আব্বাস رضي الله عنه ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ (রহ) বলেন, 'আয়েশা رضي الله عنها যা বললেন,

তা আমি ইবনে 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট নিবেদন করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, 'আয়েশা যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে, তা জান কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন 'আলী ইবনে আবূ তালিব ﷺ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৪১৮)

٢٣٧. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلاَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

২৩৭. 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, আমি আবূ বক্‌র ﷺ-এর ইমামতির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বার বার আপত্তি করেছি। আর তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এ, আমার অন্তরে এ কথা আসেনি যে, নবী ﷺ-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে, কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছে করলাম, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দায়িত্ব আবূ বকর ﷺ-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী অধ্যায় ৮৩, হাদীস ৪৪৪৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪১৮)

٢٣٨. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوْا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.

২৩৮. 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সালাতের সময় হল এবং আযান দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন, আবূ বক্‌রকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবু বক্‌র ﷺ অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবার সে কথা বললেন এবং তাঁরা আবার তাই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি এবং বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথীদের ন্যায়। আবূ বক্‌রকে নির্দেশ দাও যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আবূ বকর ﷺ গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী ﷺ নিজেকে একটু হালকাবোধ মনে করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবূ বকর ﷺ পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-কে আনা হলো, তিনি আবূ বকর্ ﷺ-এর পাশে বসলেন। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-কে বলা হলো এমতাবস্থায় নবী ﷺ নামায পড়তে ছিলেন লোকেরা আবু বকরের ইমামতিতে নামায পড়তে ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৬৬৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪১৮)

٢٣٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

২৩৯. 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ বৃদ্ধি পেলো, বিলাল رضي الله عنه-এসে সালাতের কথা বললেন। নবী ﷺ বললেন, আবূ বক্রকে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বক্র رضي الله عنه অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। যদি আপনি 'উমর رضي الله عنه-কে এ আদেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি আবার বললেন : লোকদের নিয়ে আবূ বকর رضي الله عنه-কে সালাত আদায় করতে বল। আমি হাফসা رضي الله عنها-কে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বল যে, আবূ বকর رضي الله عنه অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি 'উমর رضي الله عنه-কে এ নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)। এ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা ইউসুফের সাথী রমণীদেরই মতো।

আবূ বকর رضي الله عنه-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আবূ বক্র رضي الله عنه লোকদের নিয়ে সালাত শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে মসজিদে গমন করলেন। তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবূ বক্র رضي الله عنه যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন (পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য) অত:পর তিনি এসে আবূ বকর رضي الله عنه-এর বাম পাশে বসে গেলেন, অবশেষে আবূ বক্র رضي الله عنه দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বকর رضي الله عنه-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ৭১৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪১৮)

٢٤٠. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيِّ رضي الله عنه وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّيْ لَهُمْ فِيْ وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَاَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا اَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَشَارَ اِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ وَاَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ.

২৪০. আনাস ইব্‌নে মালিক আনসারী ﷺ যিনি নবী ﷺ-এর অনুসারী, খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবূ বক্‌র ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এলো এবং লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন নবী ﷺ হুজরার পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনুল কারীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় ঝলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবু বকর ﷺ কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী ﷺ হয়তো সালাতে আসবেন। নবী ﷺ আমাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। অত:পর তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন। সে দিনই তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬৮০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪১৯)

٢٤١. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

২৪১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোগশয্যায় থাকার কারণে) তিনদিন পর্যন্ত নবী ﷺ বাইরে আসতে পারেননি। এ সময় সালাতের ইক্বামাত দেয়া হল। আবূ বকর ﷺ ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা উঠালেন। নবী ﷺ-এর চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তাঁর চেহারার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কখনো দেখিনি। যখন তাঁর চেহরা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নবী ﷺ হাতের ইঙ্গিতে আবূ বকর ﷺ-কে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন: এবং পর্দা ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬৮১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪১৯)

٢٤٢. حَدِيْثُ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

২৪২. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমান্বয়ে তাঁর অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি বললেন, আবূ বক্‌রকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। 'আয়েশা ﷺ বললেন, তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। 'আয়েশা ﷺ আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবু বক্‌রকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফের সাথী রমণীদেরই মতো। অত:পর একজন সংবাদদাতা আবূ বক্‌র ﷺ-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬৭৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৪২০)

١٤. بَابُ تَقْدِيْمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّيْ بِهِمْ اِذَا تَأَخَّرَ الْاِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوْا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيْمِ

১৪. জামা'আতের পক্ষ থেকে কাউকে সালাত পড়ানোর জন্য সামনে পাঠানো যখন ইমাম বিলম্ব করবে এবং সামনে পাঠানোতে বিশৃংখলার ভয় না করব

٢٤٣. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ اِلٰى بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّيْ لِلنَّاسِ فَاُقِيْمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَاٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ ﷺ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لِيْ رَاَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ اِلَيْهِ وَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

২৪৩. সাহ্ল ইব্নে সা'দ সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আমর ইব্নে আওফ গোত্রের এক বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। ইতোমধ্যে (আসরের) সালাতের সময় হয়ে গেলে, মুয়ায্যিন আবু বক্র ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনি কি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেবেন? তা হলে ইক্বামাত দেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবূ বকর ﷺ সালাত আরম্ভ করলেন। লোকেরা সালাতে থাকতে থাকতেই আল্লাহর রাসূল ﷺ আগমন করলেন এবং তিনি সারিগুলো ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন সাহাবীগণ হাতে তালি দিতে লাগলেন। আবু বক্র ﷺ সালাতে আর কোনো দিকে তাকাতেন না। কিন্তু সাহাবীগণ যখন অধিক করে হাতে তালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি তাকালেন এবং রাসূলে করীম ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেন– নিজের জায়গায় থাক। তখন আবূ বক্র ﷺ দু'হাত উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে পিছিয়ে গেলেন এবং কাতারের বরাবর দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবু বকর! আমি তোমাকে নির্দেশ দেয়ার পর কিসে তোমাকে বাধা প্রদান করলো? আবূ বকর (রা.) বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শোভা পায় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের এক হাতে তালি দিতে দেখলাম। ব্যাপার কী? শোন! সালাতে কারো কিছু ঘটলে সুবহানাল্লাহ বলবে। সুবহানাল্লাহ বললেই তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। আর হাতে তালি দেয়া তো নারীদের জন্য। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৬৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৪২১)

١٥. بَابُ تَسْبِيْحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيْقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

১৫. সালাতে কোনো কিছু হলে পুরুষদের 'সুবহানাল্লাহ' বলা ও মহিলাদের (হাত দিয়ে রানের উপর) তালি দেয়া।

٢٤٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

২৪৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাসবীহ-সুবহানাল্লাহ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক' (এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে মারা)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : সারাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১২০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৪২২)

١٦. بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِيْنِ الصَّلَاةِ وَإِمَامِهَا وَالْخُشُوْعِ فِيْهَا

১৬. সালাত সুন্দরভাবে আদায় করা এবং সালাতে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ

٢٤٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَا هُنَا فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلَا رُكُوْعُكُمْ إِنِّيْ لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.

২৪৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার নিকট তোমাদের খুশু (বিনয়) ও রুকূ' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : অধ্যায় ৪০, হাদীস ৪১৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৪২৪)

٢٤٦. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِيْ وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيْ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

২৪৬. আনাস ইব্‌নে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমরা রুকূ ও সিজদাগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পিছনে থেকে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছন থেকে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকূ ও সিজদা আদায় কর। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৮, হাদীস ৭৪২; মুসলিম, সালাত, হাদীস ৪২৫)

١٧. بَابُ تَحْرِيْمِ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوْعٍ أَوْ سُجُوْدٍ وَنَحْوِهِمَا

১৭. রুকূ' সিজদা বা অনুরূপ কাজ মুক্তাদী ইমামের আগে করা হারাম

٢٤٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

২৪৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি কর দেবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৯১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৪২৭)

١٨. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَإِقَامَتِهَا
১৮. সালাতে কাতার সোজা ও ঠিক করা

٢٤٨. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

২৪৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ৭২৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৪৩৩)

٢٤٩. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.

২৪৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : : তোমরা কাতার সোজা করে নিবে। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭১, হাদীস ৭১৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৪৩৪, ১২৩৫৩)

٢٥٠. حَدِيْثُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

২৫০. নু'মান ইব্‌নে বশীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন: তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৭১, হাদীস ৭১৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৪৩৬)

٢٥١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

২৫১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে অবশ্যই তারা লটারী মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করত। আর 'ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯, হাদীস ৬১৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৪৩৭)

١٩. بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوْسَهُنَّ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ
১৯. পুরুষদের পিছনে সালাতরত মহিলাদের প্রতি নির্দেশ, যেন তারা পুরুষদের সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে মাথা না উঠায়

٢٥٢. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِيْ أُزْرِهِمْ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

২৫২. সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা শিশুদের মতো নিজেদের লুঙ্গি কাঁধে বেঁধে সালাত আদায় করতেন। আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সিজদা থেকে মাথা না উঠায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৬২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৪৪১)

٢٠. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً

২০. ফিতনার ভয় থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন এবং মহিলারা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাবে না

٢٥٣. حَدِيْثُ إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا.

২৫৩. ইব্‌নে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাবার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ১১৬, হাদীস ৫২৩৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪৪২)

٢٥٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِيْ قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

২৫৪. ইব্‌নে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমর ﷺ-এর স্ত্রী (আতিকাহ্ বিনতে যায়েদ) ফজর ও 'ইশার সালাতের জামা'আতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, 'উমর ﷺ তা অপছন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, 'উমর ﷺ স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না? বলা হয়, তাঁকে বাধা দেয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাণী : আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৯০০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪৪২)

٢٥٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

২৫৫. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, নারীরা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬৩, হাদীস ৮৬৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪৪৫)

٢١. بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

২১. উচ্চঃস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট সালাতে উঁচু ও নিচুর মধ্যম অবস্থা অবলম্বন করা (যদি উচ্চ আওয়াজে পড়লে ফাসাদের ভয় থাকে)

٢٥٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ أُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتّٰى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتّٰى يَأْخُذُوْا عَنْكَ الْقُرْاٰنَ.

২৫৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত : "তুমি সালাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না ...." (সূরা ইসরা : আয়াত-১১০)। এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ

ﷺ মক্কায় আত্মগোপন করেছিলেন। অতএব যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিকরা শুনে গালমন্দ করত কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন : (হে নবী) তুমি সালাতে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিকরা শুনতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনতে না পায়। এ দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে তোমার মতো পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৭৪৯০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪৪৬)

٢٢. بَابُ الْاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

২২. মনোযোগ সহকারে কিরাআত শ্রবণ করা

٢٥٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ (لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهٖ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِيْ فِيْ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

২৫৭. ইব্‌নে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী : لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে , জিবরীল যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য কষ্টকর হতো এবং তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ "তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তোমরা জিহ্বা সঞ্চালন করবে না; এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই" নাযিল করলেন। এতে আল্লাহর ইরশাদ করেছেন : এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। কাজেই আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমি যখন ওহী অবতীর্ণ করি তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ তোমার মুখে তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রীল চলে গেলে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তা পাঠ করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ৪৯২৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪৪৮)

٢٥٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ فِيْ صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ اِسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

২৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওহী নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা নাড়বেন না।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-১৬) এর ব্যাখ্যায় ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ওহী অবতরণের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ চেষ্টা করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট নড়াতেন।' ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোঁট দু'টি নাড়ছি যেভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ তা নড়াতেন।' সা'ঈদ (রহ) (তাঁর শিষ্যদের) বলেন, 'আমি ইবনে 'আব্বাস ﷺ-কে যেরূপে তাঁর ঠোঁট দুটি নড়াতে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোঁট দু'টি নাড়াচাড়া করছি।' এই বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নড়ালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন: "ওয়াহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওহী নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা নড়াবেন না।"(সূরাহ ক্বিয়ামাহ : আয়াত-১৬) ইব্‌নে 'আব্বাস ﷺ বলেন, "এর অর্থ হলে: তোমার কলবে তা হেফাযত করা এবং তোমার দ্বারা তা পাঠ করানো। "সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।"(সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-১৮)। ইব্‌নে 'আব্বাস ﷺ বলেন, অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুন এবং চুপ থাক। "তারপর এর বিশদ বর্ণনার দায়িত্ব তো আমারই।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-১৯)।' অর্থাৎ তুমি তা পাঠ করবে, এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল আগমন করতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল চলে গেলে তিনি যেমন পাঠ করেছিলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও অদ্রুপ পাঠ করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪৪৮)

٢٣. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

২৩. ফজ্‌রের সালাতে উচ্চঃস্বরে কিরআত পড়া এবং জ্বিনদের উপর কিরাআত পাঠ করা

٢٥٩. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

১৫৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আর দুষ্ট জ্বীনদের উর্ধ্বলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসে। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিণ্ড ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটেছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ

সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? তাই তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিলো, তারা নবী ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন 'উকায বাজারের পথে নাখলা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করলো। অতঃপর তারা বলে উঠলো, আল্লাহর শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে অংশীদার স্থির করব না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি সূরা অবতীর্ণ করেন। মূলত : তাঁর নিকট জ্বীনদের বক্তব্যই ওহীরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৫, হাদীস ৭৭৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৪৯)

٢٤. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

২৪. যুহরের ও 'আসরের সালাতের কিরাআত

٢٦٠. حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

২৬০. আবু কাতাদাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে আরও দু'টি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোনো আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। আসরের সালাতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দুটি সূরা পড়তেন। প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ করতেন। ফজরের প্রথম রাক'আতে তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সংক্ষেপ করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ আযান, অধ্যায় ৯৬, হাদীস ৭৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৪৫১)

٢٦١. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ

بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.

২৬১. জাবির ইব্‌নে সামুরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সা'দ ﷺ-এর বিরুদ্ধে 'উমর ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আম্মার ﷺ-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এও বলে যে, তিনি ভালোরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। 'উমর ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবূ ইসহাক! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালোরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সালাতের অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোনো ত্রুটি করি না। আমি 'ইশার সালাত আদায় করতে প্রথম দু'রাকা'আতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু'রাকা'আতে সংক্ষেপ করতাম। 'উমর ﷺ বললেন, হে আবূ ইসহাক! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। অতঃপর 'উমর ﷺ কূফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ ﷺ-এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনু আব্‌স গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইব্‌নে কাতাদাহ্ নামে এক ব্যক্তি যাকে আবূ সা'দাহ্ বলে ডাকা হতো দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছ, সা'দ ﷺ কখনো সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে যান না, গণীমতের মাল সমভাবে বণ্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ ﷺ বললেন, মনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি : হে আল্লাহ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে–১. তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, ২. তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং ৩. তাকে ফিত্‌নার সম্মুখীন করুন। পরবর্তীকালে লোকটিকে (তার অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হলে সে বলতো, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিত্‌নায় লিপ্ত। সা'দ ﷺ-এর দোয়া আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (রহ) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ৭৫৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৪০৫)

٢٥. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

২৫. ফজ্‌রের ও মাগরিবের সালাতে কিরাআত

٢٦٢. حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

২৬২. আবূ বারযাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারতো। আর এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং যুহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত। তিনি 'আসরের সালাত আদায় করতেন এমন

সময় যে, আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারত, তখনও সূর্য সতেজ থাকতো। রাবী বলেন মাগরিব সম্পর্কে তিনি (আবূ বারযা ﷺ কী বলেছিলেন, আমি তা স্মরণ করতে পারছিনা। আর 'ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে তিনি কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৪১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৪৬১)

٢٦٣. حَدِيْثُ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

২৬৩. ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফায্ল ﷺ তাকে ওয়াল মুরসালাত সূরাটি পাঠ করতে শুনে বললেন, বেটা! তুমি এ সূরা পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে রাসূল ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে এ সূরাটি পড়তে শেষবারের মত শুনেছিলাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৮, হাদীস ৭৬৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৪৬২)

٢٦٤. حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

২৬৪. জুবাইর ইব্নে মুত'ইম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৯, হাদীস ৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৪৬৩৪)

٢٦. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

২৬. 'ইশার সালাতে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পাঠ

٢٦٥. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

২৬৫. 'আদী (ইবনে সাবিত) ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ ﷺ থেকে শুনেছি যে, নবী ﷺ এক সফরে 'ইশার সালাতের প্রথম দু' রাকা'আতের এক রাকা'আতে সূরা 'ওয়াত্তীন ওয়াযযায়তুন' পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০০, হাদীস ৭৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৪৬৪)

٢٦٦. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّيْ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيْفَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا وَنَسْقِيْ بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّيْ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا.

২৬৬. জাবির ইব্নে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। পুনরায় তিনি নিজ গোত্রের নিকট এসে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সালাতে সূরা আল-বাক্বারাহ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি সালাত সংক্ষেপ করতে চাইল। সুতরাং সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সালাত আদায় করলো। এ খবর মু'আয ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : সে মুনাফিক। লোকটার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে নবী ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন এক গোত্রের লোক, আমরা নিজের হাতে কাজ করি, আর নিজের উট দিয়ে সেচের কাজ করি। মু'আয

ﷺ গত রাতে সূরা আল-বাকারা দিয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন; তখন আমি সংক্ষেপে সালাত আদায় করে নিলাম। এতে মু'আয ﷺ বললেন যে, আমি মুনাফিক। তখন নবী ﷺ বললেন : হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) দ্বীনের প্রতি বিরক্তবোধের সৃষ্টি করতে চাও? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। পরে তিনি তাকে বললেন : তুমি 'ওয়াশ-শামসি অদুহাহা' আর সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আলা' এবং এর অনুরূপ ছোট সূরা পড়বে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ৬১০৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪৬৫)

٢٧. بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ

২৭. ইমামদের প্রতি সালাত সংক্ষিপ্ত করত : পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান

٢٦٧. حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

২৬৭. আবূ মাসউদ আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জাম'আতে হাজির হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ সালাত আদায় করেন। আবূ মাস'উদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কোনো ওয়াযে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন: হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউে কেউ বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম অধ্যায় ১৩, হাদীস ৭১৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪৬৬)

٢٦٨. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

২৬৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছেমত দীর্ঘ করতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬২, হাদীস ৭০৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪৬৭)

٢٦٩. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.

২৬৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ৬৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪৬৯)

٢٧٠. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

২৭০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। আমি নবী ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোনো ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এজন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিতনায় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৭০৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪৭)

٢٧١ . حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنِّي لَاَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

২৭১. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছে নিয়ে সালাত আরম্ভ করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৭০৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪৬৯)

٢٨ . بَابُ اعْتِدَالِ اَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيْفِهَا فِيْ تَمَامٍ

২৮. সালাতের রুকনগুলো মধ্যম পন্থায় আদায় করা এবং তা সংক্ষিপ্ত করা ও পূর্ণ করা

٢٧٢ . حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

২৭২. বারাআ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত নবী ﷺ-এর রুকূ', সিজদা এবং দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকু' থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২১, হাদীস ৭৯২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৪৭১)

٢٧٣ . حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ اِنِّي لَا اٰلُو اَنْ اُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا قَالَ ثَابِتٌ (رَاوِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ) كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

২৭৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যেভাবে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, কমবেশি না করে আমি তোমাদের সেভাবেই সালাত আদায় করে দেখাব। সাবিত (রহ) বলেন, আনাস ইবনে মালিক ﷺ এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিনা। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজদার কথা) ভুলে গেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪০, হাদীস ৮২১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৪৭২)

٢٩ . بَابُ مُتَابَعَةِ الْاِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

২৯. ইমামের অনুসরণ করা এবং প্রতিটি কাজ ইমামের পরে আদায় করা

٢٧٤ . حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ.

২৭৪. বারাআ ইব্‌নে 'আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম। তিনি : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সিজদার জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩৩, হাদীস ৮১১; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪৭৪)

٣٠. بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৩০. রুকূ ও সিজদায় যা বলবে

٢٧٥. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

২৭৫. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর রুকূ' ও সিজদা এর মধ্যে অধিক পরিমাণে "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।" পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, ১৩৯, হাদীস ৮১৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, ৪২, হাদীস ৪৮৪)

নোট : এর দ্বারা নাসর-এর ৩ নং আয়াত إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) (আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবাকবুলকারী)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩৯, হাঃ ৮১৭ : মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত অধ্যায় ৪২, হাঃ ৪৮৪)

٣١. بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

৩১. সিজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং চুল ও কাপড় গুটিয়ে না রাখা ও সালাতে চুল বেনী করা

٢٧٦. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

২৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা আদায় করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩৩, হাদীস ৮০৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৪৯০)

٣٢. بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

৩২. সালাতের বৈশিষ্ট্য এবং যা দ্বারা সালাত শুরু ও শেষ করা হয়

٢٧٧. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

২৭৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাতের সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৯০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৪৯৫)

٣٣. بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

৩৩. সালাত আদায়কারীর সুতরা (আড়াল) প্রসঙ্গে

٢٧٨. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

২৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন তাঁর সম্মুখে ছোট নেযা (বল্লম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি

সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যেত। সফরেও তিনি সে রকম করতেন। এ থেকে শাসকগণও এ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯০, হাদীস ৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৫০১)

٢٧٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا.

২৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। (বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৮, হাদীস ৫০৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৫০২)

٢٨٠. حَدِيْثُ أَبِيْ جُحَيْفَةَ ﷺ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالْأَذَانِ.

২৮০. আবূ জুহায়ফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বিলাল ﷺ-কে আযান দিতে দেখেছেন। (এরপর তিনি বলেন) তাই আমি তাঁর (বিলালের) মতো আযানের মাঝে মুখ এদিক সেদিক (ডানে বামে) ফিরাতাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৬৩৪; মুসলিম, সালাত, হাদীস ৫০৩)

٢٨١. حَدِيْثُ أَبِيْ جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلّٰى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

২৮১. আবূ জুহায়ফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য ওযূর পানি নিয়ে বিলাল ﷺ-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর ওযূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে। অতঃপর বিলাল ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি লৌহ ফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। নবী ﷺ একটা লাল ডোরাযুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিৎ উঁচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্তু জানোয়ার ঐ ছড়িটির বাইরে চলাফেরা করছিল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩৭৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৫০৩)

٢٨٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِمِنًى إِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ.

২৮২. আবদুল্লাহ ইব্‌নে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাবালক হবার নিকটবর্তী বয়সে একদিন একটি গাধির উপর আরোহিত অবস্থায় এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিনায় সালাত আদায় করছিলেন তার সামনে কোনো দেয়াল না রেখেই। তখন আমি কোনো এক কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং গাধিটিকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভেতর ঢুকে পড়লাম কিন্তু এতে কেউ আমাকে বারণ করেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম অধ্যায় ১৮, হাদীস ৭৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৫০৪)

٣٤. بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

৩৪. সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম নিষিদ্ধ

٢٨٣. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّيْ إِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِيْ أَبِيْ مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فِيْ صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُوْلٰى فَنَالَ مِنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَدَخَلَ أَبُوْ سَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيْكَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ إِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

২৮৩. আবূ সালেহ্ আস্-সাম্মান (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ-কে দেখেছি। তিনি জুমু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসেবে কোনো কিছু সামনে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। আবু মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলো। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ্য করে দেখল যে, তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এজন্যে সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইলো। এবার আবু সা'ঈদ খুদরী ﷺ প্রথম বারের চেয়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবূ সাঈদ ﷺ-কে তিরস্কার করে সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবূ সাঈদ ﷺ-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। এদিকে তার পরপরই আবূ সাঈদ ﷺও মারওয়ানের নিকট গেলেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন : হে আবূ সাঈদ! তোমার এই ভাতিজার কী ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরাহ রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লি) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০০, হাদীস ৫০৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৫০৫)

٢٨٤. حَدِيْثُ أَبِيْ جُهَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ﷺ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلٰى أَبِيْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ فَقَالَ أَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

২৮৪. বুসর ইবনে সা'ঈদ (রহ) থেকে বর্ণিত। যায়দ ইবনে খালিদ ﷺ তাঁকে আবু জুহায়ম ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করলেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন। তখন আবূ জুহায়ম ﷺ বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেয় মনে করত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০১, হাদীস ৫১০; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৭৫০৭)

٣٥. بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّيْ مِنَ السُّتْرَةِ

৩৫. সালাত আদায়কারীর সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ানো

٢٨٥. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

২৮৫. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান ও দেয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মতো ব্যবধান ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯১, হাদীস ৪৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ৫০৮)

٢٨٦. حَدِيْثُ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوْزُهَا.

২৮৬. সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: মসজিদের দেয়াল ছিল মিম্বারের এত সন্নিকটে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীরও চলাচল কঠিন ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯১, হাদীস ৪৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ৫০৯)

٢٨٧. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِيْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

২৮৭. ইয়াযীদ ইবনে আবূ 'উবায়দ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ-এর নিকট গমন করতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর সেই স্তম্ভের নিকট সালাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম: হে আবূ মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কী?) তিনি বললেন: আমি নবী ﷺ-কে খুঁজে বের করে এর নিকট সালাত আদায় করতে দেখেছি। (বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ৫০২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৫০৯)

٣٦. بَابُ الْإِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

৩৬. সালাত আদায়কারীর সামনে আড়াআড়িভাবে শোয়া

٢٨٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰى فِرَاشِ أَهْلِهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ.

২৮৮. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে তিনি 'উরওয়া ﷺ-কে বলেন যে, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি ['আয়েশা ﷺ] আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর কিবলার মধ্যে নিজেদের বিছানার উপর জানাযার মতো আড়া আড়িভাবে শুয়ে থাকতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২২, হাদীস ৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫১২)

٢٨٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلٰى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِيْ فَأَوْتَرْتُ.

২৮৯. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। বিতর পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিতর আদায় করতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৩, হাদীস ৫১২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫১২)

٢٩٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ وَإِنِّيْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُوْ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوْذِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

২৯০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী কুকুর, গাধা ও নারী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন : তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ? আল্লাহর শপথ! আমি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি তার সামনে বসা অপছন্দ মনে করতাম। তাতে নবী ﷺ-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপিসারে বের হয়ে যেতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৫, হাদীস ৫১৪; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫১২)

٢٩١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي.

২৯১. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলছ! আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর শুয়ে থাকতাম আর নবী ﷺ এসে চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পছন্দ করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৯, হাদীস ৫০৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫১২)

٢٩٢. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

২৯২. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন। তখন আমি পা দু'খানা গুটিয়ে নিতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৪, হাদীস ৩৮২; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫১২)

٢٩٣. حَدِيثُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

২৯৩. মায়মূনা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগত। আর তিনি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫১৩)

٣٧. بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لُبْسِهِ

৩৭. একটি মাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম

٢٩٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

২৯৪. আবূ হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি কাপড়ে সালাত আদায়ের মাসআলা জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে? (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩৫৮; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, হাদীস ৫১৫)

٢٩٥. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّىْ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ.

২৯৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পড়ে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৫১৬)

٢٩٦. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهٖ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ.

২৯৬. 'উমর ইবনে আবূ সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি মাত্র পোশাক জড়িয়ে উম্মু সালামা ﷺ-এর গৃহে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যার প্রান্তদ্বয় তাঁর দু'ই কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩৫৬; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৫১৭)

٢٩٧. حَدِيْثُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ.

২৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩, হাদীস ৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ৪ : সালাত, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৫১৮)

পঞ্চম অধ্যায়

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা

٢٩٨. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ.

২৯৮. আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরির) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অত:পর তোমার যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফযীলত নিহিত রয়েছে।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (সা) হাদীসসমূহ, হাদীস ৩৬৬৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২০)

٢٩٩. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.

২৯৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি।

১. আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়।
২. সমস্ত যমীন আমার জন্যে সালাত আদায়ের জায়গা ও পবিত্রতা অর্জনের উপযোগী করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়।
৩. আমার জন্যে গনীমত বৈধ করা হয়েছে।
৪. অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।
৫. আমাকে সার্বজনীন সুপারিশের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২১)

٣٠٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا.

৩০০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তিসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের

মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, তখন পৃথিবীর ধনভাণ্ডারসমূহের চাবি আমার হাতে প্রদান করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা এগুলো বের করছ।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, হাদীস ২৯৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২৩)

١. بَابُ اِبْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

১. মসজিদে নববী নির্মাণ

٣٠١. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى بَنِيْ النَّجَّارِ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِيْ السُّيُوْفِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهٗ وَمَلَا بَنِيْ النَّجَّارِ حَوْلَهٗ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاَنَّهٗ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى مَلَاٍ مِنْ بَنِيْ النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِيْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهٗ اِلَّا اِلَى اللهِ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ.

৩০১. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মদীনার উচু এলাকায় অবস্থিত বনূ আমর ইবনে 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সাথে নবী ﷺ চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চব্বিশ দিন) অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বনূ নাজ্জারকে ডেকে পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাই যে, নবী ﷺ ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবূ বকর ﷺ সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানূ নাজ্জারের দল তাঁর আশেপাশে ছিল। অবশেষে তিনি আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ-এর ঘরের সাহানে অবতরণ করলেন। নবী ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়েও সালাত আদায় করতেন এবং তিনি মসজিদ তৈরি করার নির্দেশ দেন। তিনি বনূ নাজ্জারকে ডেকে বললেন : হে বনূ নাজ্জার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বলল : না, আল্লাহর শপথ, আমরা এর মূল্য গ্রহণ করবো না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রত্যাশা করি। আনাস ﷺ বলেন : আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো, অতঃপর মসজিদের কিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হলো এবং তার দু' পাশে পাথর বসানো হলো। সাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী ﷺ ও তাঁদের সাথে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন ইরশাদ করেন : হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া (প্রকৃত) আর কোন কল্যাণ নেই। তুমি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৪২৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২৪)

٢. بَابُ تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

২. বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ক্বিবলা পরিবর্তন

٣٠٢. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ (قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا (قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ) فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتّٰى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

৩০২. বারা 'ইবনে 'আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাস মুখী হয়ে ষোল বা সতের মাস সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে কিবলা করা পছন্দ করতেন। মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন : "আকাশের দিকে আপনার বারবার দৃষ্টি ফেরানো আমি অবশ্য অবলোকন করছি।"– (আল-বাক্বারা : আয়াত-১৪৪)। অতঃপর তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরান। আর নির্বোধ লোকেরা– তারা ইয়াহুদী, বলতো, "তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বলুন : (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন"– (আল-বাক্বারা : আয়াত-১৪২)। তখন নবী ﷺ-এর সাথে এক ব্যক্তি সালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সালাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন : (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৩৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২৫)

٣٠٣. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

৩০৩. বারা (ইবনে 'আযিব) ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ষোল কিংবা সতের মাস ব্যাপী (মাদীনা থেকে) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫: তাফসীর, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৪৪৯২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২৫)

٣٠٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ.

৩০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে কা'বামুখী হওয়ার নির্দেশ

প্রদান করা হয়েছে। কাজেই তোমরা কা'বার দিকে মুখ ফিরাও। তখন তাঁদের চেহারা ছিল শামের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে। একথা শুনে তাঁরা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪০৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২৬)

٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ
৩. ক্ববরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ

٣٠٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَاَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَاُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩০৫. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হাবশায় তাঁদের দেখা একটা গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত। আর তার ভিতরে ঐ ব্যক্তির মূর্তি তৈরি করে রাখত। কিয়ামত দিবসে তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব বলে পরিগণিত হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৪২৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাদীস ৫২৮)

٣٠٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَاَبْرَزُوْا قَبْرَهُ غَيْرَ اَنِّيْ اَخْشٰى اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

৩০৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যে রোগে মৃত্যু হয়েছিল, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন : ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, সে আশঙ্কা না থাকলে তাঁর (নবী-ﷺ এর) ক্ববরকে উন্মুক্ত রাখা হতো, কিন্তু আমি আশঙ্কা করি যে, (উন্মুক্ত রাখা হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬২, হাদীস ১৩৩০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫২৯)

٣٠٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

৩০৭. আবূ হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৫, হা : ৪৩৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৩০)

٣٠٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَاِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهٖ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا.

৩০৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ও 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেছেন ঃ নবী ﷺ-এর মৃত্যুপীড়া শুরু হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন : ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩, হাদীস ৫৩১)

٤. بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

৪. মসজিদ নির্মাণের ফযীলত ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

٣٠٩. حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

৩০৯. উবায়দুল্লাহ খাওলানী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইবনে 'আফ্‌ফান ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক অতিরঞ্জিত করছ অথচ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (রহ) বলেন: আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (রহ) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ আবাস তৈরি করে দেবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৩৩)

٥. بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِيْ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوْعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيْقِ

৫. রুকু'তে দু' হাত হাঁটুতে রাখার নির্দেশ এবং তাত্‌বীক (দু'হাত মিলিয়ে দু'হাঁটুর মধ্যে রাখা) মানসুখ হওয়া

٣١٠. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِيْ أَبِيْ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

৩১০. সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। মুস'আব ইবনে সাদ ﷺ তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। এবং (রুকু'র সময়) দু'হাত জোড় করে উভয় উরুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে বারণ করলেন এবং বললেন, পূর্বে আমরা এরূপ করতাম; পরে আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাত হাঁটুর উপর রাখার আদেশ করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব১০ : আযান, অধ্যায় ১১৮, হাদীস ৭৯০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৩৫)

٦. بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ

৬. সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ এবং তা বৈধতা রহিত হওয়া

٣١١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

৩১১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-কে তাঁর সালাতের অবস্থায় সালাম করতাম; তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাত আদায়রত অবস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জবাব প্রদান করলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন : সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

(বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, হাদীস ১১৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৩৮)

٣١٢. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ.

৩১২. যায়েদ ইবনে আরকাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলতো। অবশেষে এ আয়াত অবতীর্ণ হল– "তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের হেফাযত কর ও নিয়মানুমবর্তিতা রক্ষা কর; বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসর) সালাতে, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হও।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৩৮) তারপর থেকে আমরা সালাতে নীরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।

(বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১২০০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৫৩৯)

٣١٣. حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

৩১৩. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর একটি কাজে প্রেরণ করলেন, আমি তথায় গেলাম এবং কাজটি করে ফিরে এলাম। অতঃপর নবী ﷺ কে সালাম দিলাম। তিনি উত্তর দিলেন না। এতে আমার মনে এমন রহস্য লাগল যা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নবী ﷺ আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম দিলাম; তিনি উত্তর দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথম বারের চেয়েও অধিক রহস্য লাগল। (সালাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম দিলাম। এবার তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন : সালাতে ছিলাম বলে তোমার সালামের উত্তর দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিব্‌লা থেকে ভিন্নমুখী ছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১২১৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৫৪০)

٧. بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

৭. সালাতের মধ্যে শয়তানকে অভিসম্পাত করা জায়েয

٣١٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

৩১৪. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : গত রাতে একটা অবাধ্য জ্বীন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যাতে সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোর বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান এর এ উক্তি আমার মনে হলো, "হে প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়"– (সূরা সোয়াদ ৩৫) (বর্ণনাকারী) রাওহ্ (রহ), বলেন নবী ﷺ সে শয়তানটিকে অপমানিত করে ছেড়ে দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ৪৬১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫৪১)

٨. بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ
৮. সালাত আদায়কালে শিশুদেরকে বহন করা বৈধ

٣١٥. حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৩১৫. আবূ কাতাদা আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবী'আ ইবনে 'আবদ শামস (রহ)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামা ﷺ-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১০৬, হাদীস ৫১৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৪৩)

٩. بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
৯. সালাতরত অবস্থায় দু'এক পা আগ পিছ হওয়া বৈধ

٣١٦. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ إِنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي.

৩১৬. সাহ্ল ইবনে সা'দ আস সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হাযিম ইবনে দীনার ﷺ বলেছেন যে, (একদিন) কিছু লোক সাহ্ল ইবনে সা'দ সাঈদীর কাছে আসল এবং মিম্বরটি কোন কাঠের তৈরি ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল? প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যেদিন এর ওপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আসীন হন তা আমি দেখেছি। আল্লাহর রাসূল ﷺ আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহল ﷺ তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমরা কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দ্বারা এমন জিনিস তৈরি করার আদেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। অতঃপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা'র ঝাউ কাঠ দ্বারা তা তৈরি করে নিয়ে এলেন। মহিলাটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট তা পাঠিয়েছিলে। নবী ﷺ-এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। অতঃপর আমি দেখেছি, এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকূ আদায় করেছেন। অতঃপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিম্বরের গোড়ায় সিজদা করেছেন এবং (এ সিজদার) পুনরায় করেছেন, অতঃপর সালাত শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন : হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার অনুসরণ করতে এবং আমার সালাত শিখে নিতে সক্ষম হও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৯১৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫৪৪)

١٠. بَابُ كَرَاهَةِ الْاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
১০. সালাতাবস্থায় কোমরে হাত রাখা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)

٣١٧. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

৩১৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২১: সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১২২০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৪৫)

١١. بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
১১. সালাতে কঙ্কর স্পর্শ করা এবং মাটি সমান করা অপছন্দনীয়

٣١٨. حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

৩১৮. মু'আইকিব ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে সিজদার স্থান থেকে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তবে একবার। (বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১২০৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৪৬)

١٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا
১২. সালাতে বা সালাতের বাইরে মসজিদে থু থু ফেলা নিষিদ্ধ

٣١٩. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

৩১৯. আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। কেননা, সে যখন সালাত আদায় করে তখন তার সামনের আল্লাহ তা'আলা অবস্থান করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪০৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৪৭)

٣٢٠. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

৩২০. আবূ সা'ঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা মসজিদের কিবলার দিকের দেয়ালে কফ দেখতে পেলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন। অতঃপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নিচে ফেলতে বললেন। (বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪১৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৪৮)

٣٢١. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

৩২১. আবূ হুরায়রা ও আবূ সা'ঈদ (খুদরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেয়ালে কফ দেখে কাঁকর দিয়ে তা মুছে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন :

তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বামদিকে কিংবা তার বাম পায়ের নীচে ফেলে।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৪০৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৪৮)

٣٢٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

৩২২. উম্মুল 'মুমিনীন 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেয়ালে নাকের শ্লেষ্মা, থুথু কিংবা কফ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৪০৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৪৯)

٣٢٣. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

৩২৩. আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ মুমিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিভৃতে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাম দিকে অথবা (বাম) পায়ের নিচে ফেলে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪১৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৫১)

সালাতের মধ্যে কথা বলা পূর্বে বৈধ ছিল, পরে নিষিদ্ধ করা হয়। থুথু ফেলা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٢٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

৩২৪. আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা (প্রতিকার) হচ্ছে তা দাবিয়ে দেয়া (মুছে ফেলা)।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪১৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৫২)

١٣. بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

১৩. জুতো পরে সালাত আদায় করা বৈধ।

٣٢٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ الْأَزْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ.

৩২৫. সা'ঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আয্দী (রহ) বলেন : আমি আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী ﷺ কি তাঁর না'লাইন (জুতো) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৮৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৫৫)

١٤. بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

১৪. নকশা বিশিষ্ট কাপড় পরে সালাত আদায় অপছন্দনীয়

٣٢٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِيْ أَعْلَامُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةٍ.

৩২৬. 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ একটি নক্শা করা চাদর পরে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে তিনি বললেন : এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে

খুবই নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি 'আম্বজানিয়্যাহ' (নকশাবিহীন মোটা কাপড়) নিয়ে এসো।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৯৩, হাদীস ৭৫২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৫৫৬)

١٥. بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

১৫. খাবার উপস্থিত হলে সালাত অপছন্দনীয়

٣٢٧. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.

৩২৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি খাবার সামনে এসে যায় আর সালাতের ইকামাত দেয়া হয়, তাহলে প্রথমে রাতের খাবার খাবে।

(বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়াদ-খাদ্য, অধ্যায় ৫৮, হাদীস ৫৪৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৫৭)

٣٢٨. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ.

৩২৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিকেলের খাবার পরিবেশন করা হলে মাগরিবের সালাতের আগে তা খেয়ে নিবে, খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৭২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৫৭)

٣٢٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.

৩২৯. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন রাতের খাবার সামনে হাজির করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইক্বামাত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৬০)

٣٣٠. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ.

৩৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সালাতের ইক্বামাত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবে না।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৫৯)

١٦. بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا

১৬. রসুন, পিঁয়াজ কিংবা ঐ জাতীয় জিনিস খেয়ে মাসজিদে গমন নিষিদ্ধ

٣٣١. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّوْمَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

৩৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬০, হাদীস ৮৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৫৬১)

٣٣٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

৩৩২. আবদুল 'আযীয ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইবনে মালিক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নবী ﷺ-কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন? তখন আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ থেকে খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকট না আসে এবং আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬০, হাদীস ৮৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৫৬৩)

٣٣٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهٖ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلٰى بَعْضِ اَصْحَابِهٖ كَانَ مَعَهٗ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَاِنِّيْ اُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ.

৩৩৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে) নবী ﷺ-এর নিকট একটি পাত্রে শাক-সবজী আনা হলো। নবী ﷺ-এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সব্জী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবূ আইয়ুব ﷺ-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তাঁর নিকট এগুলো পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপছন্দ মনে করবেন, এ দেখে নবী ﷺ ইরশাদ করেন : তুমি খাও। আমি যাঁর সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফেরেশতার সাথে আমার আলাপ হয়, তাঁরা দুর্গন্ধকে অপছন্দ করেন)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬০, হাদীস ৮৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৫৬৪)

١٧. بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُوْدِ لَهٗ

১৭. সালাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া এবং তার জন্য সিজদা

٣٣٤. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ الْاَذَانَ فَاِذَا قُضِيَ الْاَذَانُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

৩৩৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু সশব্দে বের হতে থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সালাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হলে সে পশ্চাত ফিরিয়ে পালায়। ইক্বামাত শেষ হয়ে গেলে আবার প্রত্যাবর্তন করে। এমনকি সে সালাত আদায়রত ব্যক্তির মনে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তাঁর স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা ভুলিয়ে দেয় যা সে স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাক'আত বা চার রাক'আত সালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২২ : সাহ্উ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১২৩১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩৮৯)

٣٣٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

৩৩৫. 'আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়নাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকা'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানের অপেক্ষায় ছিলাম। তখন তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে তাক্‌বীর বলে বসে বসেই দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন।

(বুখারী, পর্ব ২২ : সাহ্উ, অধ্যায় ১, হাদীস ১২২৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৫৭০)

٣٣٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ (قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَ اَدْرِيْ زَادَ اَوْ نَقَصَ) فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

৩৩৬. 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। (রাবী ইবরাহীম (রহ) বলেন : আমার জানা নেই, তিনি বেশি করেছেন বা কম করেছেন।) সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু ঘটেছে কি? তিনি বললেন : তা কী? তাঁরা বললেন : আপনি তো এরূপ এরূপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন। আর দুটি সাজদা আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন : যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাকো, আমিও তোমাদের মতো ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪০১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৫৭২)

٣٣٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ قَالُوْا بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ.

৩৩৭. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের নিয়ে জুহরের সালাত দু'রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর সিজদার জায়গার সামনে রাখা একটা কাঠের দিকে অগ্রসর হয়ে তার উপর তাঁর এক হাত রাখলেন। সেদিন লোকেদের মাঝে

আবু বকর ও 'উমর ﵄ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। কিন্তু তাড়াহুড়া করে (কিছু) লোক বেরিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো : সালাত খাট করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিল, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'যুল ইয়াদাইন' (দু হাতাওয়ালা অর্থাৎ লম্বা হাতাওয়ালা) বলে ডাকতেন, সে বলল : হে আল্লাহর নবী! আপনি কি ভুল করেছেন, না সালাত ছোট করা হয়েছে? তিনি বললেন : আমি ভুলে যাইনি এবং (সালাত) ছোটও করা হয়নি। তারা বললেন : বরং আপনিই ভুলে গেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন : 'যুল ইয়াদাইন' ঠিকই বলেছে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর 'তাকবীর' বলে আগের সিজদার মতো অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর আবার মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন এবং আগের সিজদার ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন।

(বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব আচার, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬০৫১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৫৭৩)

١٨. بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

১৮. কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা

٣٣٨. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

৩৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﵄ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার আমাদের সামনে এমন এক সূরা তিলাওয়াত করলেন, যাতে সিজদার আয়াত রয়েছে। তাই তিনি সিজদা করলেন এবং আমরাও সিজদা করলাম। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার স্থান পান নি। (বুখারী, কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা, হাদীস ১০৭৫; মুসলিম, হাদীস ৫৭৫)

٣٣٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ قَرَاَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا فَرَاَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

৩৩৯. 'আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় সূরা আন্-নাজম পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং একজন বৃদ্ধ লোক ব্যতীত তাঁর সাথে সবাই সিজদা করেন। বৃদ্ধ লোকটি এক মুঠো কঙ্কর বা মাটি হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, আমার জন্য এ যথেষ্ট। আমি পরবর্তী জমানায় দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

(বুখারী, পর্ব ১৭ : তিলাওয়াতের সিজদা, অধ্যায় ১, হাদীস ১০৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৭৬)

٣٤٠. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَاَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ فَزَعَمَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

৩৪০. যায়েদ ইবনে সাবিত ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আতা ইবনে ইয়াসার যায়দ ইবনে সাবিত ﵁-কে জিজ্ঞেস করলেন, তার ধারণা নবী ﷺ-এর নিকট সূরা (ওয়ান নাজম) পাঠ করা হল অথচ তিনি সিজদা করেননি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১৭ : কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা, অধ্যায়, হাদীস ১০৭২; মুসলিম, হাদীস ৫৭৭)

٣٤١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَاَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا اَزَالُ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ.

৩৪১. আবু রাফি ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা ﷺ-এর সাথে 'এশার সালাত আদায় করলাম। তিনি (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) সূরাটি পাঠ করে সাজদা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সিজদা কেন করলেন তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ -এর পিছনে এ সূরায় সিজদা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এতে সিজদা করব।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০১, হাদীস ৭৬৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২০, হাদীস ৫৭৮)

١٩. بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

১৯. সালাতের পর জিকির

٣٤٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ.

৩৪২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকবীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সালাত শেষ হয়েছে। (বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৫, হাদীস ৮৪২; মুসলিম, মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৮৪)

٢٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

২০. ক্ববরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বৈধ

٣٤٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا لِيْ إِنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَجُوْزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِيْ صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৩৪৩. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট মদীনার দু'জন ইয়াহুদী বৃদ্ধা মহিলা এলেন। তারা আমাকে বললেন যে, করববাসীদের তাদের কবরের 'শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের এ কথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম। আমার বিবেক তাঁদের কথাটিকে সত্য বলে মানতে চাইল না। তারা দু'জন বেরিয়ে গেলেন। আর নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট দু'জন বৃদ্ধা এসেছিলেন। অতঃপর আমি তাঁকে তাদের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তারা দু'জন সত্যই বলেছেন। নিশ্চয়ই ক্ববরবাসীদের এমন 'শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে, যা সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু শ্রবণ করে থাকে। এরপর থেকে আমি তাঁকে সর্বদা প্রত্যেক সালাতে কবরের 'আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দোয়াসমূহ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৬৩৬৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৮৬)

٢١. بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

২১. সালাতে যে সকল জিনিস থেকে আশ্রয় চাই

٣٤٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِيْ صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

৩৪৪. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সালাতে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪৯, হাদীস ৮৩৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৮৭)

٣٤٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

৩৪৫. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে এ বলে দু'আ করতেন : "কবরের 'আযাব থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ থেকে হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।" তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি (আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪৯, হাদীস ৮৩২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৮৯)

٣٤٦. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُو وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

৩৪৬. আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনাহ থেকে এবং মাসীহ দাজ্জাল এর ফিতনাহ থেকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৮, হাদীস ১৩৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৮৮)

٢٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ

২২. সালাত আদায়ের পর দোয়া পাঠ করা মুস্তাহাব এবং তার পদ্ধতি

٣٤٧. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩৪৭. মুগীরাহ ইবনে শু'বা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর কাতিব ওয়াররাদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুরই উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৫, হাদীস ৮৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৫৯৩)

٣٤٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الْاَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ اِنْ اَخَذْتُمْ اَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ اَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ اَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ اِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ.

৩৪৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্রলোকেরা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মতো সালাত আদায় করছেন, আমাদের মতো সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সদকা করার মর্যাদাও লাভ করেছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব, তেত্রিশ বার তাহমীদ আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বললেন : বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৫, হাদীস ৮৪৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৫৯৫)

٢٣. بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

২৩. তাকবীরে তাহরীমা ও সূরা ফাতিহা পাঠের মধ্যে কী বলবে

٣٤٩. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

৩৪৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, তাকবীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি ইরশাদ করেন : এ সময় আমি বলি।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ্ আমার পাপসমূহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। (বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৭৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫৯৮)

٢٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ اتْيَانِهَا سَعْيًا

২৪. সালাতের জন্য ধীরস্থির ও শান্তভাবে আসা মুস্তাহাব এবং দৌড়ে আসা অপছন্দনীয়

٣٥٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

৩৫০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন সালাত আরম্ভ হয়, তখন দৌড়ে গিয়ে সালাতে অংশগ্রহণ করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে সালাতে অংশগ্রহণ করবে। সালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত যতটুকু পাওয়া যাবে আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে করে নিবে।

(বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৯০৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৬০২)

٣٥١. حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

৩৫১. আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়াজ শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের কী হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : এরূপ করবে না। যখন সালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করে নিবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ২০, হাদীস ৬৩৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৬০৩)

٢٥. بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

২৫. মানুষ সালাতের জন্য কখন দাঁড়াবে

٣٥٢. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

৩৫২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার সালাতের ইক্বামাত দেয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি জায়নামাযে দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত (অপবিত্র) অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেন : নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকো। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম।

(বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৭৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৬০৫)

٢٦. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

২৬. যে ব্যক্তি কোনো সালাতের এক রাক'আত পেল সে যেন সে সালাতই পেল

٣٥٣. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

৩৫৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোনো সালাতের এক রাক'আত পেলো, সে সালাত পেলো।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৫৮০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬০৭)

٢٧. بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

২৭. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়

٣٥٤. حَدِيثُ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

৩৫৪. বশীর ইবনে আবু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একবার জিবরীল (আ) আসলেন, অতঃপর তিনি আমার ইমামত করলেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। অতঃপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। অতঃপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুনছিলেন।

(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২২১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬১০)

٣٥٥. حَدِيثُ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا مُغِيْرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ هٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ أَوَ أَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِي مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ.

৩৫৫. আবু মাসউদ আল আনরীর ﷺ তিনি। ইবনে শিহাব (রহ) থেকে বর্ণনা করেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) একদিন সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন 'উরওয়া ইবনে যুবাইর ﷺ তাঁর নিকট গেলেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরাহ ইবনে শু'বা ﷺ একদিন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবূ মাসউদ আনসারী ﷺ তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরাহ! এ কী? তুমি কি জানো না যে, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন, আর আল্লাহর রাসূল ﷺও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। অতঃপর জিবরাঈল

(আ) বললেন, আমি এজন্য আদিষ্ট হয়েছি। 'উমর (ইবনে 'আবদুল আযীয) (রহ) 'উরওয়াহ (রহ)-কে বললেন, "তুমি যা রিওয়ায়াত করছ তা একটু ভেবে দেখ। জিবরাঈলই কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন?" উরওয়াহ (রহ) বললেন, বাশীর ইবনে আবূ মাসউদ (রহ) তার পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৫২১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬১০)

٣٥٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ.

৩৫৬. 'আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন মুহূর্তে 'আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর হুজরার মধ্যে থাকত। তবে তা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই। (বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৫২২; মুসলিম, পর্ব ৫ : হাদীস ৬১০, ৬১১)

٢٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِيْ اِلٰى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِيْ طَرِيْقِهِ

২৮. জুহরের সালাত প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে পড়া মুস্তাহাব ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি জামাআতে যায় এবং রাস্তায় তার রৌদ্রের তাপ লাগে

٣٥٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

৩৫৭. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন তোমরা তা কমে এলে (যুহরের) সালাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬১৬)

٣٥٨. حَدِيْثُ اَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ اَبْرِدْ اَبْرِدْ اَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى رَاَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ.

৩৫৮. আবূ যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন যুহরের আযান দিলে তিনি বললেন : ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বৃদ্ধি পায় তখন গরম কমলেই সালাত আদায় করবে। এমনকি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬১৬)

٣٥٩. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

৩৫৯. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট এ অভিযোগ করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচণ্ডতার) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুটি শ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দুটি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর তাই।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ৫৩৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬১৫, ৬১৭)

٢٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ الظُّهْرِ فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِيْ غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

২৯. গরমের তীব্রতা না থাকলে জুহরের সালাত সময়ের শুরুতে পড়া মুস্তাহাব

٣٦٠. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

৩৬০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করত।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১২০৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬২০)

٣٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالْعَصْرِ

৩০. 'আসরের সালাত প্রথম সময়ে পড়া উত্তম

٣٦١. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.

৩৬১. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট উপরের উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকত। সালাতের পর কোনো গমনকারী 'আওয়ালী'র দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে যেতো, আর তখনও সূর্য উপরে অবস্থান করত। আওয়ালীর কোন কোন অংশ ছিল মাদীনা থেকে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বে।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৫০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬২১)

٣٦٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِيْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَهُ.

৩৬২. আবূ উমামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ)-এর সাথে যুহরের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে আনাস ইবনে মালিক ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমরা গিয়ে তাঁকে 'আসরের সালাত আদায় করতে দেখলাম। আমি তাঁকে বললাম: চাচা! এ কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন? তিনি বললেন, 'আসরের সালাত আর এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত, যা আমরা তাঁর সাথে আদায় করতাম।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬২৩)

٣٦٣. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

৩৬৩. রাফি' ইবনে খাদীজ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করে উট যবেহ করতাম। তারপর সে গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হতো এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না করা গোশত আহার করতাম।
(বুখারী, পর্ব ৪৭ অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ১, হাদীস ২৪৮৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬২৫)

٣١. بَابُ التَّغْلِيظِ فِيْ تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

৩১. আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার পরিণাম

٣٦٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ.

৩৬৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কোন ব্যক্তির 'আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। (বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬২৬)

٣٢. بَابُ الدَّلِيْلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

৩২. ঐ ব্যক্তির দলীল, যিনি বলেন- সালাতুল উসত্বা হচ্ছে আসরের সালাত

٣٦٥. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَلَا اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ.

৩৬৫. 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেন, 'আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা মধ্যম সালাত (তথা 'আসরের সালাত) থেকে আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।
(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৮, হাদীস ২৯৩১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬২৭)

٣٦٦. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ اُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّاَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّاْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৩৬৬. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এখনও 'আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য অস্ত যায় যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন আল্লাহর শপথ! আমিও তা আদায় করিনি। অতঃপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য ওযু করলেন এবং আমরাও ওযু করলাম; অতঃপর সূর্য ডুবে গেলে 'আসরের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন। (বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৫৯৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৩১)

٣٣. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ فِي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

৩৩. ফজর ও 'আসরের সালাতের মর্যাদা এবং এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া

٣٦٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

৩৬৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ফেরেশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। 'আসর ও ফজরের সলাতে উভয় দল একত্রিত হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাতে যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেন : আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৩২)

٣٦٨. حَدِيْثُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

৩৬৮. জরীর ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী ﷺ-এর কাছে হাজির হলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বের সালাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "অতএব তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" (সূরা ক্বাফ : ৩৯) ইসমাঈল (রহ) বলেন, এর অর্থ হলো : এমনভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে যেন কখনো ছুটে না যায়।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৫৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৩৩)

٣٦٩. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৬৯. আবূ বকর আবূ মূসা ﷺ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও 'আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৫৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৩৫)

٣٤. بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

৩৪. সূর্যাস্তের সময় মাগরিবের সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হওয়ার বর্ণনা

٣٧٠. حَدِيْثُ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

৩৭০. সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৫৬১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৩৬)

٣٧١. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

৩৭১. রাফি' ইবনে খাদীজ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার স্থান দেখতে পেতো।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৫৫৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৩৭)

٣٥. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

৩৫. ইশার সালাতের সময় এবং তা বিলম্ব করা

٣٧٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ.

৩৭২. 'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ 'ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এ ঘটনা হলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসারের পূর্বের কথা। (সালাতের জন্য) তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি 'উমর (রাঃ) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মসজিদের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন : "তোমরা ব্যতীত যমীনের অধিবাসীদের কেউ 'এশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২২, হাদীস ৫৬৬; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৩৮)

٣٧٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ.

৩৭৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক রাতে কর্মব্যস্থাতার কারণে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'এশার সালাত আদায়ে দেরী করলেন, এমন কি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর জেগে উঠে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর পুনরায় জেগে উঠলাম। তখন আল্লাহর রাসূল আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ এ সালাতের অপেক্ষা করছে না।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫৭০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৩৯)

٣٧٤. حَدِيْثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حُمَيْدٌ سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوْا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا.

৩৭৪. হুমাইদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয় যে, নবী ﷺ আংটি পরেছেন কিনা? তিনি বললেন : নবী ﷺএশার সালাত আদায়ে অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করেন। এরপর তিনি আমাদের মাঝে আসেন। আমি যেন তাঁর আংটির চমক দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন : লোকজন সালাত আদায় করে শুয়ে পড়েছে। আর যতক্ষণ থেকে তোমরা সালাতের অপেক্ষায় রয়েছে, ততক্ষণ তোমরা সালাতের মধ্যেই রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ৪৮, হাদীস ৫৮৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৬৪০)

٣٧٥. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِيْ فِي السَّفِيْنَةِ نُزُوْلًا فِيْ بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِيْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلٰى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوْا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّيْ هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلّٰى هٰذِهِ

السَّاعَةَ اَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَىَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৩৭৫. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথিরা-যারা (আবিসিনিয়া থেকে) জাহাজ মারফরত আমার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, বাকীয়ে বুতহানের এ মুক্ত এলাকায় বসবাসরত ছিলাম। তখন নবী ﷺ থাকতেন মদীনায়। বুতহানের অধিবাসীরা পালাক্রমে একদল করে প্রতি রাতে 'এশার সালাতের সময় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসতেন। পালাক্রমে 'এশার সালাতের সময় আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী নবী ﷺ-এর কাছে হাজির হলাম। তখন তিনি কোনো কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, ফলে সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। এমন কি রাত অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে যাও। তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এটি এক নি'য়ামত যে, তোমরা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ এ মুহূর্তে সালাত আদায় করছে না। কিংবা তিনি বলেছিলেন : তোমরা ব্যতীত কোনো উম্মত এ সময় সালাত আদায় করেনি। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বাক্যটি বলেছিলেন বর্ণনাকারী তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মনে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলাম।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২২, হাদীস ৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৪১)

٣٧٦. حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتّٰى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَةَ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاٰنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْهَا هٰكَذَا (قَالَ بْنَ جُرَيْجٍ الرَّاوِىْ عَنْ عَطَاءٍ الرَّاوِىْ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ) فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا اَنْبَاَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِىْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ عَلٰى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتّٰى مَسَّتْ اِبْهَامُهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِى الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ اِلاَّ كَذٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا هٰكَذَا.

৩৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করে, এমন কি লোকজন একবার ঘুমিয়ে জেগে উঠল, আবার ঘুমিয়ে পড়ে জাগ্রত হলো। তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'আস-সালাত'। অতঃপর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন– যেন এখনো আমি তাঁকে দেখছি, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর হাত মাথার উপর ছিল। তিনি এসে বললেন : যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) 'ইশার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম। ইবনে জুরাইজ (রহ) (অত্র হাদীসের এক রাবী) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মাথায় হাত রেখেছিলেন তা কিভাবে রেখেছিলেন, বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য আতা (রহ)-কে বললাম। আতা (রহ) তাঁর আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁক করলেন, অতঃপর সেগুলোর অগ্রভাগ সম্মুখ দিক থেকে (চুলের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করালেন। অতঃপর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে মাথার উপর দিয়ে এভাবে টেনে নিলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুল কানের

সে পার্শ্বকে স্পর্শ করে গেল যা মুখমণ্ডল সংলগ্ন চোয়ালের হাড্ডির উপর শ্মশ্রুর পাশে অবস্থিত। তিনি (নবী ﷺ) চুলের পানি ঝরাতে অথবা চুল চাপড়াতে এরূপই করতেন। এবং তিনি বলেছিলেন : যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবেই (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করার আদেশ করতাম।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৩৯)

٣٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالصُّبْحِ فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيْسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيْهَا

৩৬. ফজ্‌রের সালাত প্রথম ওয়াক্তে অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব এবং তাতে কিরাআতের পরিমাণের বর্ণনা

٣٧٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

৩৭৭. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের জামা'আতে উপস্থিত হতেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তারা যার সাথে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারত না।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৫৭৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৪৫)

নোট : এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ মসজিদে যে সময় ফজরের সালাত আদায় করা হয় তা আদৌ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হয় না। কারণ ফজরের সালাত এমন সময় শেষ করা হয় যে, নিকট হতে তো দূরের কথা, অনেক দূর থেকেও একে অন্যকে চিনতে পারে। শুধু তা-ই নয়; লক্ষ্য করলে দেখা যায় রমযানের দিনগুলোতে যে সময় ফজরের আযান দেয়া হয় তার থেকে রমযান শুরুর পূর্বদিন ও ঈদের দিন থেকে তার অনেক পরে আযান দেয়া হয়। অথচ একদিনে সময়ের ব্যবধান এত হতে পারে না। যদি কেউ নফল সওমের জন্য রমযানের সময়ের বাইরে দেয়া আযান পর্যন্ত সাহারী খেতে থাকেন তাহলে তার সাওম আদৌ হবে কি? কারণ উক্ত আযানের সময় সাহারীর শেষ সময়ও পার হয়ে যায়। দলিলহীনভাবে এ রকম না করে উচিত ছিল সর্বদা রমাযানের ন্যায়ই অন্য সময়ও আযান দেয়া যেন আযানের পূর্ব পর্যন্ত সাহারী খেলে সাহারীর সময় থাকে। শুধু তাই নয় বরং শুধুমাত্র রমযান মাসেই তারা প্রথম ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করে থাকেন।

٣٧٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اَحْيَانًا وَاَحْيَانًا اِذَا رَاٰهُمُ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ اَبْطَوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوْا اَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ.

৩৭৮. জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর 'আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আর 'ইশার সালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন, সকলেই একত্রিত হয়েছেন, তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরী করছে, তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন। আর ফজরের সালাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৫৬০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের, হাদীস ৬৪৬)

٣٧٩. حَدِيْثُ اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (قَالَ الرَّاوِيْ) وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِيْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا

الْحَدِيْثُ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

৩৭৯. আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ থেকে বর্ণিত। তাকে সালাতসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়লেই আদায় করতেন। আর 'আসর (এমন সময় যে, সালাতের শেষে) কোনো ব্যক্তি সূর্য সজীব থাকতে থাকতেই মদীনার প্রান্ত সীমায় ফিরে আসতে পারত। (রাবী বলেন) মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি 'এশা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন দ্বিধা করতেন না এবং 'এশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। আর তিনি ফজর আদায় করতেন এমন সময় যে, সালাত শেষে ফিরে যেতে লোকেরা তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এর দু' রাক'আতে অথবা রাবী বলেছেন, এক রাক'আতে তিনি ষাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৪, হাদীস ৭৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৪৭)

٣٧. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيْدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

৩৭. জামা'আতে সালাতের ফযীলত এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকার পরিণামের বর্ণনা

٣٨٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيْعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

৩৮০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, জামা'আতের সালাত তোমাদের কারো একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুণ অধিক সাওয়াব রাখে। আর ফজরের সালাতে রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়। অতঃপর আবূ হুরায়রা ﷺ বলতেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ)' "ফজরের সালাতে (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হয়" পাঠ কর।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৫০)

٣٨١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

৩৮১. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৬৪৫: মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৫০)

٣٨٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

৩৮২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছে হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেই, অতঃপর সালাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং যারা সালাতে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি তাদের কেউ জানতো যে, একটি গোশতহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে 'এশা সালাতের জামা'আতেও উপস্থিত হতো।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৬৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৫১)

٣٨٣. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلٰى مَنْ لاَ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ.

৩৮৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ মুনাফিকদের জন্য ফজর ও 'এশার সালাত অপেক্ষা অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের ফযীলত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তারা জামায়াতে উপস্থিত হতো। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়াযযিনকে ইকামাত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামত করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৬৫৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৫১)

٣٨. بَابُ الرُّخْصَةِ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

৩৮. ওজরের কারণে জামা'আত থেকে পিছিয়ে থাকার অনুমতি

٣٨٤. حَدِيْثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِى الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّىَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَّكَ تَأْتِيْنِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ اَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ.

৩৮৪. মাহমুদ ইবনে রাবী' আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। 'ইতবান ইবনে মালিক ﷺ, যিনি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম,

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মাসজিদে পৌছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম হতে পারি না। আর হে আল্লাহর রাসূল! আমার একান্ত ইচ্ছে যে, আপনি আমার ঘরে এসে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন : তাঁকে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। 'ইতবান রাঃ বলেন : পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাঃ আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। রাসূলল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞেস করলেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করতে পছন্দ কর? তিনি বলেন : আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তিনি ('ইতবান) বলেন : আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরি 'খাযীরাহ' নামক খাদ্য তাঁর সামনে পরিবেশন করলাম। রাবী বলেন : এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইবনে দুখাইশির' কোথায়? অথবা বললেন ঃ 'ইবনে দুখশুন' কোথায়? তখন তাদের একজন উত্তর দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন : এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছো না যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে? তখন সে ব্যক্তি বললেন : আল্লাহ তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমরা তো তার সম্পর্ক ও নসীহত কামনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৮৩৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৩৩)

٣٨٥. حَدِيْثُ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ ﷺ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عِتْبَانَ حَدِيْثَهُ السَّابِقَ.

৪৮৫. মাহমুদ ইবনে রাবী' রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়িতে রাখা একটি বালতির পানি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুলি করেছেন।

(বুখারী, পর্ব ১০, : আযান, অধ্যায় ১৫৪, হাদীস ৮৩৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৩৩)

٣٩. بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيْرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

৩৯. নফল সালাত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা এবং মাদুর, কাপড় ইত্যাদি পবিত্র জিনিসের উপর সালাত আদায় করার বৈধতা

٣٨٦. حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ.

৩৮৬. মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগত। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন। (বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৫১৩)

٤٠. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ
৪০. জামা'আতে সালাত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা

٣٨٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّيْ يَعْنِيْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

৩৮৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভালো করে ওযূ সম্পন্ন করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতোবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। আর মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের প্রতীক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয়। আর সালাত শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্যে এ বলে প্রার্থনা করেন : হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্ তাকে রহম করুন, যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে ওযূ ভঙ্গের কাজ না করে।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত অধ্যায় ৮৭, হাদীস ৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৪৯)

٤١. بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ
৪১. দূর থেকে মসজিদে আসার ফযীলত

٣٨٨. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ.

৩৮৮. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : (মসজিদ থেকে) যে যতো অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে উপস্থিত হয় তার ততো অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬৫১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৬২)

٤٢. بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ
৪২. সালাতের জন্য হেঁটে যাওয়া পাপ মোচন করে ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে

٣٨٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لَا يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

৩৮৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সম্মুখে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার

গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকি থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ অধ্যায় ৬, হাদীস ৫২৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৬৭)

٣٩٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

৩৯০. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন। (বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, , অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৬৯)

٤٣. بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৪৩. ইমামতের জন্য যে বেশি উপযুক্ত

٣٩١. حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِيْ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِيْنَا قَالَ ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَصَلُّوْا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

৩৯১. মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু সুলভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন : তোমরা পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দ্বীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৬২৮; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৭৪)

٤٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوْتِ فِيْ جَمِيْعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ

৪৪. মুসলমানগণ কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে প্রত্যেক সালাতে কুনূতে নাযিলাহ পড়া মুস্তাহাব

٣٩٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُوْ لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ.

৩৯২. আবূ হুরায়রা রাঃ ইরশাদ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখন : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। আর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। দোয়ায় তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়্যাশ ইবনে আবূ রাবী'আ রাঃ এবং অপরাপর

দুর্বল মুসলিমদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আ)-এর যমানায় যেমন খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল তাদের জন্যও অনুরূপ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। (রাবী বলেন) এ যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ-এর বিরোধী ছিল।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২৮, হাদীস ৮০৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৭৫)

٣٩٣. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ.

৩৯৩. আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মাস ব্যাপী নবী ﷺ রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে কুনূতে পাঠ করেছিলেন।

)সহীহ বুখারী, পর্ব ১৪ : বিতর অধ্যায় ৭, হাদীস ১০০৩; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৬৭৭(

٣٩٤. حَدِيْثُ أَنَسٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا رضي الله عنه عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ اِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَمَا رَاَيْتُهُ وَجَدَ عَلٰى اَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

৩৯৪. 'আসিম (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস رضي الله عنه-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রুকুর আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকুর পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানূ সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকের কাছে প্রেরণ করলেন। তখন বানূ সুলাইমের লোকেরা তাঁদের হামলা করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ক্বারীদের জন্য যতটা ব্যথিত দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত দেখিনি।

(বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযিয়া কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩১৭০; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের, হাদীস ৬৭৭)

٣٩٥. حَدِيْثُ اَنَسٍ رضي الله عنه بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيْبُوْا فَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلٰى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُوْلُ اِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

৩৯৫. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটা সারীয়্যাহ (ক্ষুদ্র বাহিনী) প্রেরণ করেন। তাদের কুররা বলা হতো। তাদের হত্যা করা হলো। আমি নবী ﷺ-কে এদের ব্যাপারে যেরূপ রাগান্বিত দেখেছি অন্য কোনো কারণে সেরূপ রাগান্বিত হতে দেখিনি। এজন্য তিনি ফজরের সালাতে মাসব্যাপী কুনূত পাঠ করলেন। তিনি বলতেন : উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দোয়াসমূহ, অধ্যায় ৫৮, হাদীস ৬৩৯৪; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৭৭)

٤٥. بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ قَضَائِهَا

৪৫. ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করা এবং তা তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব

٣٩٦. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ مَسِيْرٍ فَاَدْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوْا فَغَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ

مَنَامِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ لاَ يُوْقَظُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ رَكُوْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَاَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ اِنَّهُ لاَ مَاءَ فَقُلْنَا كَمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا انْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا حَتّٰى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَتْنَا غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتّٰى رَوِيْنَا فَمَلاَْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتّٰى اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ النَّاسِ اَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا.

৩৯৬. 'ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত। এক সফরে তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। সারা রাত পথ চলার পর যখন ভোর ঘনিয়ে আসল, তখন বিশ্রাম নেয়ার জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদয় হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল, (ইমরান ﷺ বলেন) যিনি সর্বপ্রথম ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তিনি হলেন আবূ বক্‌র ﷺ। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জাগ্রত না হলে তাঁকে জাগানো হতো না। অতঃপর উমর ﷺ জাগ্রত হলেন। আবূ বক্‌র ﷺ তাঁর শিয়রের নিকট বসে উচ্চেঃস্বরে 'আল্লাহ আকবার' বলতে লাগলেন। শেষে নবী ﷺ জাগ্রত হলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। নবী ﷺ সালাত শেষ করে বললেন, হে অমুক! আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। নবী ﷺ তাকে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর সে সালাত আদায় করল। (ইমরান ﷺ বলেন), নবী ﷺ আমাকে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে প্রেরণ করলেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ উষ্ট্রে আরোহী এক মহিলা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মাঝখানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি পাওয়া যাবে কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথাও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গায় মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল একদিন ও এক রাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চল। সে বলল, আল্লাহর রাসূল কী? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম। নবী ﷺ-এর নিকট এসেও ঐ রকম কথাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বললো, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মা। নবী ﷺ তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি মশক দু'টির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণার্ত চল্লিশ জন মানুষ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। অতঃপর আমাদের সকল মশক ও বাসনপত্র পানি ভর্তি করে

নিলাম। তবে উটগুলোকে পানি পান করান হয়নি। এত সবের পরও মহিলার মশকগুলো এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর ও রুটির টুকরা জমা করে তাঁকে দেয়া হল। এ নিয়ে নারীটি আনন্দের সাথে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সকলের নিকট সে বলল, আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এক মহা যাদুকরের সঙ্গে অথবা মানুষ যাকে নবী বলে ধারণা করে তার সঙ্গে। আল্লাহ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হিদায়াত দান করলেন। মহিলাটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৫৭১; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৮২)

٣٩٧. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ قَالَ مُوسٰى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرٰى.

৩৯৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কেউ কোনো সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সালাতের অন্য কোনো কাফফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) "আমাকে স্মরণের উদ্দেশে সালাত কায়েম কর") (সূরা ত্ব-হা : আয়াত-১৪)

(বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৫৯৭; মুসলিম, পর্ব ৫ : মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহের বর্ণনা, হাদীস ৬৮৪)

ষষ্ঠ অধ্যায়

كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা

١. بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

১. মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা

٣٩٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

৩৯৮. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুকীম অবস্থায় ও সফরে দু'রাক'আত করে সালাত ফরয করেছিলেন। পরে সফরের সালাত আগের মতো রাখা হয় আর মুকীম অবস্থায় সালাত বাড়িয়ে দেয়া হয়।

(বুখারী, পর্ব ৮ ঃ সালাত, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৫০; মুসলিম, পর্ব ঃ মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৮৫)

٣٩٩. حَدِيْثُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৩৯৯. হাফস ইবনে আসিম রাঃ থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর রাঃ বলেন, কোন এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ঃ ২১) (সহীহ বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ১১, হাদীস ১১০১)

٤٠٠. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

৪০০. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় যুহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় 'আসরের সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছি।

(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ৫, হাদীস ১০৮৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৬৯০)

٤٠١. حَدِيْثُ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ (رَوَى يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ) قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

৪০১. আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাক'আত, দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি আনাস রাঃ-কে বললাম, আপনারা মক্কায় কত দিন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।

(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ১, হাদীস ১০৮১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৬৯৩)

٢. بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

২. মিনায় সালাত কসর করা

٤٠٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

৪০২. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ আবূ বক্‌র এবং উমর ﷺ-এর সাথে মিনায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছি। 'উসমান ﷺ-এর সাথেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু'রাক'আত আদায় করেছি। অতঃপর তিনি পূর্ণ সালাত আদায় করতে লাগলেন।

(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ২, হাদীস ১০৮২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৬৯৪)

٤٠٣. حَدِيْثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

৪০৩. হারিসা ইবনে ওয়াহব খুযা'য়ী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনাতে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশি ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।

(বুখারী, পর্ব ২৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ১৬৫৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৬৯৬)

٣. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ

৩. বৃষ্টির কারণে আবাসস্থলে সালাত আদায়ের বর্ণনা

٤٠٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.

৪০৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বর্ণিত, তিনি একদা তীব্র শীত ও প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহের রাতে সালাতের আযান দিলেন। অতঃপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসস্থলে সালাত আদায় করে নাও, অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুআযযিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন– "প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থলে সালাত আদায় করে নাও।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৬৬৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৬৯৭)

٤٠٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ.

৪০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মুয়াজ্জিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলূল্লাহ বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলবে না, বলবে, "সাললু ফী বুয়ুতিকুম" তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সালাত আদায় করো। তা লোকেরা অপছন্দ করল। তখন তিনি বললেন : আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরি। আমি অপছন্দ করি, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে।

(বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৯০১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৬৯৯)

٤. بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

৪. সফরে যানবাহনের উপর নফল সালাত যে দিকে মুখ দিয়ে থাকে সেদিকে বৈধ

٤٠٦. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

৪০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে ফরয সালাত ব্যতীত তাঁর সওয়ারী থেকেই ইঙ্গিতে রাতের সালাত আদায় করতেন। সওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন, আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন।
(বুখারী, পর্ব ১৪ : বিতর, অধ্যায় ৬, হাদীস ১০০০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭০০)

٤٠٧. حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

৪০৭. 'আমির ইবনে রাবী'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের বেলা সফরের বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন।
(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ১২, হাদীস ১১০৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭০০)

٤٠٨. حَدِيثُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ رضي الله عنه قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

৪০৮. আনাস ইবনে সীরীন (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) যখন শাম (সিরিয়া) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুত তামর (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন। অর্থাৎ কিবলার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, যদি আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা অনুসরণ করতাম না।
(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ৬, হাদীস ১০৯১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭০৩)

٥. بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

৫. সফরে দু'সালাত একত্রে আদায় বৈধ

٤٠٩. حَدِيثُ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ.

৪০৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি সফরে ব্যস্ততার কারণে তিনি মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেছেন, এমনকি মাগরিব ও 'ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। (বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ৬, হাদীস ১০৯২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭০৩)

٤١٠. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

৪১০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত জুহরের সালাত বিলম্বিত করতেন। অতঃপর অবতরণ করে দু'সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে জুহরের সালাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর সওয়ারীতে চড়তেন।

(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১১১২; মুসলিম, পর্ব ৬; মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭০২)

٦. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

৬. বাড়িতে অবস্থানকালে দু'সালাত একত্রে আদায় করা

٤١١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا.

৪১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আট রাক'আত একত্রে (জুহর ও আসরের) এবং সাত রাক'আত একত্রে (মাগরিব-'ইশার) সালাত আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহর ও মাগরিবের পর সুন্নাত আদায় করা হয়নি।)

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১১৭৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭০৫)

٧. بَابُ جَوَازِ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ

৭. সালাত শেষে ডান ও বাম উভয় দিক দিয়েই মুখ ফিরিয়ে বসা বৈধ

٤١٢. حَدِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

৪১২. আসওয়াদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজ সালাতের কোন কিছু শয়তানের জন্য না করে। তা হল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফেরা আবশ্যক মনে করা। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৫৯, হাদীস ৮৫২; মুসলিম, পর্ব ৬; মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনায়, হাদীস ৭০৭)

٨. بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوْعِ فِيْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ

৮. ইক্বামাত শুরু হওয়ার পর নফল সালাত আরম্ভ করা অপছন্দনীয়

٤١٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصُّبْحَ أَرْبَعًا اَلصُّبْحَ أَرْبَعًا.

৪১৩. 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন। অন্য সূত্রে ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, 'আব্দুর রহমান (রহ) হাফস ইবনে আসিম (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মালিক ইবনে বুহাইনা নামক আযদ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইক্বামাত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন। লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন : ফজর কি চার রাক'আত? ফজর কি চার রাক'আত?

নোট : ইকামাত হয়ে গেলে কোন নফল সালাত আদায় করা যাবে না। এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় অনেকে ইকামাত হয়ে যাবার পরও নফল সালাত আদায় করতে থাকেন। বিশেষ করে ফজরের সালাত চলাকালীন অনেককেই দেখা যায় সুন্নাত দু'রাকআত সালাত আদায় করতে। ফজরের

জামা'আত চলতে থাকলে ঐ জামা'আতে শামিল না হয়ে ব্যতীব্যস্ত করে সুন্নাত পড়ে জামা'আতে শামিল হওয়া হাদীসের বিরোধিতা করার শামিল।

প্রমাণ নিম্নের হাদীসগুলো 'আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস ﵁ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তিনি তখন ফজরের সালাতে ছিলেন। ফলে লোকটি দু'রাক'আত আদায় করে জামা'আতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে তাকে বললেন, হে অমুক! সালাত কোনটি! যেটি আমাদের সঙ্গে আদায় করলে সেটি না যেটি তুমি একা আদায় করলে? (নাসায়ী, মাবসূত ১ম খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা লাহোরী ছাপা) নবী ﷺ বলেছেন, যখন ফরয সালাতে তাকবীর দেয়া হয়ে যায় তখন ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোন (নাফল বা সুন্নাত) সালাত হবে না। (মুসলিম, মিশকাত ৯৬)

হানাফী ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সুন্নাত না আদায় করে জামা'আতেই শামিল হবে। (মাবসূত ১ম খণ্ড ১৬৭) ফজরের সুন্নাত সালাত ছুটে গেলে ফরয সালাত আদায়ের পর পরই পড়ে নিবে অথবা কোন জরুরি প্রয়োজন থাকলে এ দু'রাক'আত সালাত সূর্যোদয়ের পরেও পড়তে পারবে। (তিরমিযী ১ম খণ্ড)

٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ

৯. দুখুলুল মসজিদ দু'রাক'আত আদায় করা বাঞ্ছনীয় এবং তা আদায়ের পূর্বে বসা অপছন্দীয় এবং যে কোন সময় তা পড়া জায়েয

٤١٤. حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

৪১৪. আবূ কাতাদা সালামী ﵁ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।
(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬০, হাদীস ৪৪৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭১৪)

١٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُوْمِهِ

১০. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

٤١٥. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ آلْآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ.

৪১৫. জাবের ইবনে 'আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবের? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি অবস্থা? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। আমি পরের দিন মসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করে ; দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম।
(বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২০৯৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭১৫)

١١. بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتٍّ وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

১১. চাশতের সালাত মুস্তাহাব এবং তার সর্বনিম্ন পরিমাণ দু'রাক'আত, সর্বোচ্চ পরিমাণ আট রাক'আত, মধ্যম পরিমাণ চার বা ছয় রাক'আত এবং এই সালাত সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤١٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

৪১৬. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে 'আমল করা পছন্দ করতেন, সে 'আমল কোন কোন সময় এ আশঙ্কায় ছেড়েও দিতেন যে, সে 'আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের সালাত আদায় করেননি। আমি সে সালাত আদায় করি।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১১২৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭১৮)

٤١٧. حَدِيْثُ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ﷺ قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

৪১৭. ইবনে আবূ লায়লা ﷺ থেকে বর্ণিত। উম্মু হানী ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতুয যুহা (পূর্বাহ্নের সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি [উম্মে হানী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর থেকে সংক্ষিপ্ত কোন সালাত আদায় করতে কখনো দেখিনি, তবে তিনি রুকূ' ও সিজাদা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৩৫৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৩৩৬)

٤١٨. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

৪১৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করবো না। (তা হল) ১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম (পালন করা), ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর সালাত আদায় করা) এবং ৩. বিতর (সালাত) আদায় করে শয়ন করা।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১১৭৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭২১)

١٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا

১২. ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সালাত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤١٩. حَدِيْثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

৪১৯. হাফসা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুআযযিন সুবহে সাদিকের অপেক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতো– জামা'আত দাঁড়ানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

(বুখারী, পর্ব ১০- : আযান, অধ্যায় ১২, হাদীস ৬১৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭২৩)

٤٢٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

৪২০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু'রাক'আত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১২, হাদীস ৬১৯; মুসলিম, পর্ব ৬, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৭২৪)

٤٢١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى إِنِّيْ لَأَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

৪২১. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু'রাক'আত সালাত এতো সংক্ষেপে আদায় করতেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, তিনি কি সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন?

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৮, হাদীস ১১৬৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭২৪)

٤٢٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

৪২২. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১১৬৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৬২৪)

١٣. بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

১৩. ফরজ সালাতের আগে ও পরে সুন্নাতে রাতেবা বা নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত ও তার সংখ্যা

٤٢٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهِ.

৪২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুহরের পূর্বে দু'রাক'আত, জুহরের পর দু'রাক'আত, মাগরিবের পর দু'রাক'আত, ইশার পর দু'রাক'আত এবং জুমু'আর পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও 'ইশার পরের সালাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১১৭২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭২৯)

নোট : এ হাদীস দ্বারা জোহরের পূর্বে ২ রাকাত সুন্নাত প্রমাণিত হয়।

١٤. بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا

১৪. নফল সালাত দাঁড়িয়ে, বসে এবং একই সালাতের কিছু দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া বৈধ

٤٢٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

৪২৪. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের কোন সালাতে আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে কিরা'আত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্ধ্যক্য উপনীত হলে তিনি বসে কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরা ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতো, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করার পর রুকূ' আদায় করতেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১১৪৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৩১)

٤٢٥ . حَدِيْثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَإِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظٰى تَحَدَّثَ مَعِيْ وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ.

৪২৫. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন। বসেই তিনি 'কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন তাঁর কিরা'আতের প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে তা পাঠ করতেন, অতঃপর রুকূ' করতেন; পরে সিজদা করতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও অনুরূপ করতেন। সালাত শেষ করে তিনি লক্ষ্য করতেন, আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন আর ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।

(বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা, অধ্যায় ২০, হাদীস ১১১৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৩১)

١٥ . بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيْحَةٌ

১৫. রাতের সালাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাতের সংখ্যা এবং বিতরের সালাত এক রাক'আত ও এক রাক'আত সালাত সহীহ

٤٢٦ . حَدِيْثُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ.

৪২৬. আবূ সালামাহ ইবনে 'আবদুর রহমান رَحِمَهُ اللَّهُ থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করেন, রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, (একদা) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি ইরশাদ করলেন : আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১১৪৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৩৮)

٤٢٧ . حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

৪২৭. 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন, বিতর এবং ফজরের দু রাক'আত (সুন্নাত) ও এর অন্তর্ভুক্ত।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০, হাদীস ১১৪০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৩৮)

٤٢٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّيْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ بِهٖ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَاِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

৪২৮. আসওয়াদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে প্রশ্ন করলাম, রাতে নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষ অংশে জেগে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তাঁর শয্যায় পুনরায় ফিরে যেতেন, মুআযযিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় ওযূ করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১১৪৬, মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৩৯)

٤٢٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتٰى كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

৪২৯. মাসরুক্ব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন, নিয়মিত 'আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৩২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৪১)

٤٣٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ اِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

৪৩০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই সাহরীর সময় হতো। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলছেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৪২)

٤٣١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

৪৩১. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) বিতর আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহরীর সময় তিনি বিতর আদায় করতেন। (বুখারী, পর্ব ১৪ : বিতর, অধ্যায় ২, হাদীস ৯৯৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৪৫)

١٦. بَابُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ

১৬. রাতের সালাত দু' রাক'আত এবং বিতর শেষ রাতে এক রাক'আত

٤٣٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهٗ مَا قَدْ صَلّٰى.

৪৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : রাতের সালাত দু' দু' (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হবার আশঙ্কা করে, সে যেন এক রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করল, তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে।

(বুখারী, পর্ব ১৪ : বিতর, অধ্যায় ১, হাদীস ৯৯১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৪৯)

٤٣٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

৪৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত করবে।

(বুখারী, পর্ব ১৪ : বিতর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৯৯৮; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৫১)

١٧. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي اٰخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيْهِ

১৭. শেষ রাতে দোয়া ও যিকির করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সে সময় কবূল হওয়া

٤٣٤. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

৪৩৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকা কালে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন : কে আছে, যে আমাকে ডাকবে? আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা প্রদান করবো। কে আছে এমন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১১৪৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৫৮)

١٨. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ

১৮. রমযানের রাতের কিয়ামের প্রতি উৎসাহ প্রদান আর তা হচ্ছে (কিয়ামু রমযান) তারাবীহ

٤٣٥. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৩৫. আবূ হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৭৬০)

٤٣٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ اَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لٰكِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

৪৩৬. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একরাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। পরবর্তী দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসুল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং

ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে বসলেন। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। অতঃপর বললেন : আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিত আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়।
(বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৯২৪; মুসলিম পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৬১)

١٩. بَابُ الدُّعَاءِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

১৯. রাতের সালাতে দোয়া এবং রাতে সালাতে দণ্ডায়মান হওয়া

٤٣٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا بَيْنَ وُضُوْءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّيْ كُنْتُ أَتَّقِيْهِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ فَأَدَارَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَأَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ (الرَّاوِيْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ) وَسَبْعٌ فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

৪৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে রাত অতিবাহিত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে তাঁর প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্ষণিক পরে আবার জেগে উঠে পানির মশকের কাছে গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন ওযূ করলেন যে, তাতে অধিক পানি ব্যবহার করলেন না। অথচ সম্পূর্ণরূপেই 'ওযূই করলেন। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু বিলম্ব করে উঠলাম। এজন্য যে আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক আমি অযু করলাম। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। অতএব আমি গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। এরপর তাঁর তেরো রাক'আত সালাত পূর্ণ হলো। অতঃপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকতেও লাগলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন। এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তাঁকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন ওযূ না করেই সালাত আদায় করলেন। তাঁর দু'আর মধ্যে এ দোয়া ছিল "হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে-বামে, আমার উপর-নিচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর প্রদান করুন। কুরায়ব (রহ) বলেন, এ সাতটি আমার তাবূতের মতো। এরপর আমি 'আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দুটির কথা উল্লেখ করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দোয়াসমূহ, অধ্যায় ১০; হাদীস ৬৩১৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৬; হাদীস ৭৬৩)

٤٣٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِيْ وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪৩৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর ঘরে রাত যাপন করেন। তিনি ছিলেন ইবনে 'আব্বাস ﷺ-এর খালা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন : অতঃপর আমি বিছানার প্রশস্ত দিকে শুয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুলেন; আর আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক অতিবাহিত হলো তার কিছু পূর্বে কিংবা কিছু পরে রাসূল ﷺ জাগ্রত হলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের আবেশ দূর করতে লাগলেন। অতঃপর সূরা আল-'ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশক থেকে উত্তমরূপে ওযূ করলেন। অতঃপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন, আমিও উঠে তিনি যেরূপ করেছেন তদ্রূপ করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিয়ে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাকআত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাকআত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়াজ্জিন এলে তিনি দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। (বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১৮৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৬৩)

٤٣٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِيْ بِاللَّيْلِ.

৪৩৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সালাত ছিল তের রাক'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিতরসহ)।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০, হাদীস ১১৩৮, মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৬৪)

٤٤٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

৪৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন, তখন বলতেন : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! সকল প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য, আসমান ও যমীনের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর একমাত্র আপনিই। আপনি হক, আপনার বাণী সত্য, আপনার ওয়াদা সঠিক, আপনার সাক্ষাৎ সত্যি, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনারই উদ্দেশ্যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কাছে ফায়সালা প্রার্থনা করেছি। তাই আপনি আমার পূর্বের ও পরের গোপন ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত তা সবই ক্ষমা করে দিন। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন প্রভু, উপাস্য নেই।

(বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৭৪৪২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৬৯)

٢٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

২০. রাতের সালাতে কিরাআত লম্বা করা মুস্তাহাব

٤٤١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ.

৪৪১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একত্রে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছে করে ফেলেছিলাম। (আবূ ওয়াইল (রহ) বলেন) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ইচ্ছে করেছিলেন? তিনি বললেন, ইচ্ছে করেছিলাম, বসে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইকতিদা ছেড়ে দিই। (বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১১৩৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৭৩)

٢١. بَابُ مَا رُوِيَ فِيْمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ حَتَّى أَصْبَحَ

২১. যে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত ঘুমালো তার আলোচনা

٤٤٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِيْ أُذُنِهِ.

৪৪২. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন লোক যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে। (বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৭০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৭৪)

٤٤٣. حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْنَا ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

৪৪৩. 'আলী ইবনে আবূ তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতেমা ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : তোমরা কি সালাত আদায় করছো না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ তা'আলার হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগ্রত করতে মর্জি করবেন, জাগ্রত করে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করছিলেন : "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়"।

(সূরা আল-কাহাফ : আয়াত-৫৪) (বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১১২৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৭৫)

٤٤٤. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

৪৪৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, কাজেই তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, পরে ওযু করলে আর একটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঁট খুলে যায়। তখন প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে তার প্রভাত হয়। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।

(বুখারী, পর্ব ১৯ তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১২, হাদীস ১১৪২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৭৬)

٢٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِيْ بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

২২. নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব এবং তা মসজিদেও জায়েয

٤٤٥. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

৪৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর তৈরি করে নিয়ো না।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৪৩২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৭৭)

٤٤٦. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

৪৪৬. আবূ মুসা (আ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে, আর যে ব্যক্তি যিকির করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৬৪০৮৭; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৭৯)

٤٤٧. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِيْ رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

৪৪৭. যায়দ ইবনে সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে একটি ছোট কামরা তৈরি করলেন। তিনি {বুসর ইবনে সা'ঈদ (রহ)} বলেন, মনে হয়, {যায়দ ইবনে সাবিত ﷺ} কামরাটি চাটাই দিয়ে তৈরি ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে দেখে আমি অনুভব করতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় করো। কেননা, ফরয সালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তাই উত্তম।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৮১, হাদীস ৭৩১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ২৯, ৭৮১)

٢٣. بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِيْ صَلَاتِهِ أَوْ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوْ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذٰلِكَ

২৩. কারো সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন আমলে অথবা কুরআন পাঠ ও যিকির আযকার এলোমেলো হলে তার প্রতি শুয়ে যাওয়া অথবা বসে যাওয়ার নির্দেশ যে পর্যন্ত না অবস্থা কেটে যায়

٤٤٨. حَدِيْثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

৪৪৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙ্গানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটি কী দরকারী? লোকেরা বললো, এটি যয়নাবের রশি, তিনি ('ইবাদাত করতে করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : না, এটি খুলে ফেলো। তোমাদের মধ্যে কারো প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে যেনো বসে পড়ে।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১১৫০; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৮৪)

٤٤٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوْا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৪৪৯. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর কাছে এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : 'ইনি কে?' আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সালাতের কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : 'থামো, তোমরা যতোটুকু সামর্থ্য রাখো, ততোটুকুই তোমাদের সালাত আদায় করা উচিত। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়। আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় আমল হলো সেটাই, যা আমলকারী প্রতিনিয়ত করে থাকে।

(বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৮৫)

٤٥٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

৪৫০. 'আয়েশা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সালাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন ঘুমের আমেজ চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, যে তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় করে সে জানে না যে, সে কি ইসতিগফার করছে নাকি নিজেকে গালি দিচ্ছে।

(বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ২১২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৮৬)

٢٤. بَابُ الْاَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْاٰنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا وَجَوَازِ قَوْلِ اُنْسِيْتُهَا

২৪. কুরআন বার বার পাঠ করার নির্দেশ আর এ কথা বলা অপছন্দনীয় যে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি কিন্তু এ কথা বলা জায়েয যে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে

٤٥١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

৪৫১. 'আয়েশা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا বলেন, নবী ﷺ রাতে এক কারীকে মসজিদে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে শুনলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম বর্ষিত করুন । সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরা থেকে আমি ভুলতে ছিলাম।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৫০৪২; মুসলিম, পর্ব ৬; মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৮৮)

٤٥٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

৪৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মালিকের অনুরূপ, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয়, তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যা।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫০৩১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৮৯)

٤٥٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِئْسَ مَا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّىَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ.

৪৫৩. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কুরআন পাঠ করতে থাকো, কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে চলে যায়।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫০৩২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৯০)

٤٥٤. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا.

৪৫৪. আবূ মূসা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুরাআনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহর শপথ! যার কজায় আমার জীবন! কুরআন বন্ধনমুক্ত উটের চেয়েও দ্রুত বেগে দৌড়ে যায়।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫০৩৩; মুসলিম পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৯১)

٢٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

২৫. সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা বাঞ্ছনীয়

٤٥٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُ بِهِ.

৪৫৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ কোন নবীকে এমন অনুমতি প্রদান করেননি, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে, আর তা কুরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করো।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৫০২৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৯৬)

٤٥٦. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوْسَى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ.

৪৫৬. আবূ মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মূসা! তোমাকে দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৫০৪৮; মুসলিম, হাদীস ৭৯৩)

٢٦. بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

২৬. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূরা ফাতাহ পড়ার বর্ণনা

٤٥٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِيْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

৪৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী ﷺ-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরা ফাতাহ পাঠ করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইবনে কুরবা (রহ) বলেন, যদি আমার চারপাশে লোকজন জমায়েত হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো, তা হলে 'উবাইদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।

(বুখারী, পর্ব ৬৪ : কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৪২৮১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৯৪)

٢٧. بَابُ نُزُوْلِ السَّكِيْنَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

২৭. কুরআন পাঠের সময় প্রশান্তি নাযিল হওয়ার বর্ণনা

٤٥٨. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ.

৪৫৮. বারা'আ ইবনে 'আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফালাফি শুরু করল। তখন ঐ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। তখন তিনি দেখলেন, একখণ্ড মেঘ এসে তাকে ছায়া দিয়েছে। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করবে। এটা তো প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৬১, হাদীস ৩৬১৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হা ৭৯৫)

٤٥٩. حَدِيْثُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتِ فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيٰى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجَتْ حَتّٰى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِيْ مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارٰى مِنْهُمْ.

৪৫৯. উসাইদ ইবনে হুযাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা রাতে তিনি সূরা আল বাকারা তেলাওয়াত করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠলো এবং ছুটাছুটি শুরু করলো। যখন পাঠ বন্ধ করলেন তখন ই ঘোড়াটি শান্ত হলো। আবার পাঠ শুরু করলেন। ঘোড়াটি আগের মতো করতে লাগলো। এ সময় তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল। তখন তাঁর ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তাঁর পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অবলোকন করলেন। পরদিন সকালে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে ইবনে হুযাইর ﷺ! তুমি যদি পাঠ করতে, হে ইবনে হুযাইর ﷺ! তুমি যদি পাঠ করতে। ইবনে হুযাইর নিবেদন করলেন, আমার ছেলেটি ঘোড়ার কাছে থাকায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম হয়তো বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, অতএব আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মতো কিছু দেখলাম, যা আলোর মতো ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম তখন আর কিছু দেখলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি জানো, ওটা কী ছিল? বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা ছিল মালাইকা তথা ফেরেশতারা। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তারাও ততক্ষণ এখানে অবস্থান করতো এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেতো।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৫০১৮; মুসলিম, পর্ব : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৭৯৬)

٢٨. بَابُ فَضِيْلَةِ حَافِظِ الْقُرْاٰنِ

২৮. কুরআনের হাফেজে এর মর্যাদা

٤٦٠. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

৪৬০. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কুরআন পাঠকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো কমলা লেবুর ন্যায়, যার ঘ্রাণও উত্তম স্বাদও উত্তম। যে মু'মিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত রায়হানার ন্যায়, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত হলো হানজালাহ ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নেই, স্বাদও তিক্ত।

(বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৫৪২৭; মুসলিম, পর্ব : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৯৭)

٢٩. بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ

২৯. কুরআন শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং যে প্রতিনিয়ত শিক্ষার জন্য লেগে থাকে তার মর্যাদা

٤٦١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ.

৪৬১. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হিফাজতকারী, তেলাওয়াতকারী, লিপিকার সম্মানিত ফেরেশতার মতো। অতি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

(বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৮০, হাদীস ৪৯৩৭; মুসলিম, পর্ব : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৭৯৮)

٣٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ

৩০. নৈপুণ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াত উত্তম যদিও শ্রোতার চেয়ে পাঠক উত্তম

٤٦٢. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيٍّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى.

৪৬২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ﷺ-কে বললেন, আল্লাহ "সূরা لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইবনে কা'ব ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন।

(বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৮০৯; মুসলিম, পর্ব-৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত হাদীস ৭৯৯)

٣١. بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ

৩১. কুরআন তেলাওয়াত শোনা এবং হাফিযদের কাছে থেকে পড়া শুনতে চাওয়া এবং তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা ও গবেষণা করার মর্যাদা

٤٦٣. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ.

৪৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করো। আমি উত্তরে বললাম, আমি আপনার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করবো অথচ আপনারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শোনা পছন্দ করি। আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করলাম, এমনি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম : "অতঃপর চিন্তা কারো, আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং এ সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবো তখন তারা কী করবে।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "থামো!" আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৫০৫৫; মুসলিম, হাদীস ৮০০)

٤٦٤ . حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هٰكَذَا اُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَجْمَعُ اَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

৪৬৪. আলক্বামা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিম্‌স শহরে ছিলাম। এ সময় ইবনে মাস'উদ ﷺ সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ সূরা এভাবে অবতীর্ণ হয়নি। এ কথা শুনে ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এ সূরা তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করেছ। এ সময় তিনি ঐ লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা এবং মদ পান করার মতো জঘন্যতম অপরাধ একত্রে করছ? এরপর তিনি তার ওপর হদ (অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করলেন।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫০০১; মুসলিম, পর্ব : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮০১)

٣٢. بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثِّ عَلٰى قِرَاءَةِ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ الْبَقَرَةِ

৩২. সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষ অংশের ফযীলত এবং সূরা আল-বাক্বারার শেষ দু' আয়াত পড়ার প্রতি উৎসাহ দান

٤٦٥ . حَدِيثُ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ نِ الْبَدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

৪৬৫. বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করবে তাঁর জন্য এ আয়াত দুটোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাতে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট।

(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১২, হাদীস ৪০০৮; মুসলিম, পর্ব : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৮০৭)

٣٣. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُوْمُ بِالْقُرْاٰنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ اَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

৩৩. কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীর এবং যে কুরআনের হেকমত তথা ফিকাহ্ ইত্যাদি শিখে ও তদানুযায়ী আমল করে তার মর্যাদা

٤٦٦ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

৪৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তার থেকে গভীর রাতে তিলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাতে ব্যয় করতে থাকেন।

(বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৫০২৫ মুসলিম, পর্ব ৬ মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও কসর করার বর্ণনা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৮১৫)

٤٦٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

৪৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ রয়েছে; ১. ঐ ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় স্বেচ্ছায় ব্যয় করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন; ২. ঐ ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দান করে।

(বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ১৫, হাদীস ৭৩; মুসলিম, পর্ব ৬ মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৮১৬)

٣٤. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقُرْاٰنَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

৩৪. কুরআন সাত রকম পঠনে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর অর্থের বর্ণনা

٤٦٨. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهٖ فَإِذَا هُوَ يَقْرَاُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهٖ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَاُ قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ اَقْرَاَنِيْهَا عَلٰى غَيْرِ مَا قَرَاْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهٖ اَقُوْدُهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَاُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَرْسِلْهُ اِقْرَاْ يَا هِشَامُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَاُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِقْرَاْ يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ اَقْرَاَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৪৬৮. 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিশাম ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরক্বান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তাঁর কিরাআত শ্রবণ করছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত তেলাওয়াত করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। অতঃপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যেভাবে তেলাওয়াত করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করছো, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। অতঃপর সে সেভাবেই তেলাওয়াত করে শুনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর বললেন,

হে 'উমর! তুমিও পড়। অতএব আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। কাজেই তোমাদের জন্য যা সহজতর সে পদ্ধতিতেই তোমরা তেলাওয়াত কর।

(বুখারী, পর্ব ৪৪ : ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৪৯৯২; মুসলিম, পর্ব ৬ মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮১৮)

٤٦٩ . حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهٗ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ.

৪৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'জিবরীল (আ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সব সময় তাঁর কাছে বেশি ভাষায় পাঠ শুনতে চাইতাম। শেষ পর্যন্ত তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়। সাতটি আঞ্চলিক ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ হলেও কুরআন লিপিবদ্ধ করার সময় কুরাইশ ভাষাকেই নির্ধারণ করা হয়। (লামহাত ফী উলূমিল কুরআন, ড. মুহাম্মাদ বিন লুতফী সাব্বাক, পৃষ্ঠা ২৭২)

(বুখারী, পর্ব ৫৯; সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২১৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮১৯)

٣٥ . بَابُ تَرْتِيْلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الْاِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَاِبَاحَةِ سُوْرَتَيْنِ فَاَكْثَرَ فِيْ رَكْعَةٍ

৩৫. কুরআন তারতিলসহ (ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে) পাঠ করা এবং 'হাযযা' থেকে বিরত থাকা, 'হাযযা' হলো চটজলদি করে পড়া এবং এক রাক'আতে একাধিক সূরা পড়া বৈধ

٤٧٠ . حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ فَقَالَ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ.

৪৭০. আবূ ওয়াইল (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, গতরাতে আমি মুফাস্সাল সূরাগুলো এক রাক'আতেই পাঠ করেছি। তিনি বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতার মতো দ্রুত পড়েছো। নবী ﷺ পরস্পর সমতুল্য যে সব সূরা মিলিয়ে পড়তেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। এ বলে তিনি মুফাস্সাল সূরাসমূহের বিশটি সূরার কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী ﷺ প্রতি রাক'আতে এর দুটি করে সূরা পাঠ করতেন।

(বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১০৬, হাদীস ৭৭৫; মুসলিম, পর্ব ৬ ; মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হা : ৮২২)

٣٦ . بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

৩৬. কিরাআত সম্পর্কিত বিষয়

٤٧١ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَقْرَاُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

৪৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তেন।

(বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৪৮৭০; মুসলিম, পূর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৮২৩)

٤٧٢ . حَدِيْثُ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَدِمَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلٰى اَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَقْرَاُ عَلٰى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَاَيُّكُمْ اَحْفَظُ فَاَشَارُوْا اِلٰى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهٗ يَقْرَاُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ هٰكَذَا وَهٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنِيْ عَلٰى اَنْ اَقْرَاَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى وَاللهِ لَا اُتَابِعُهُمْ.

৪৭২. ইবরাহীম (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ-এর কতিপয় সাথী আবু দারদা ﷺ-এর নিকট গমন করলেন। তিনিও তাদেরকে সন্ধান করে পেয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ-এর কিরাআত অনুযায়ী কে কুরআন পাঠ করতে পারে। আলকামাহ (রহ) বললেন, আমরা সকলেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হাফিয কে? সকলেই আলকামার প্রতি ইঙ্গিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى কীভাবে পড়তে শুনেছেন? আলমকামাহ (রহ) বললেন, আমি তাকে وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (ব্যতীত) পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবু দারদা ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও নবী করীম ﷺ-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ এসব (সিরিয়াবাসী) লোকেরা চায়, আমি যেনো আয়াতটি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى পড়ি। আল্লাহর শপথ! আমি তাদের কথা মানবো না।

(বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৯২, হাদীস ৪৯৪৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮২৪)

٣٧. بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

৩৭. যে সকল সময়ে সালাত আদায় নিষিদ্ধ

٤٧٣. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

৪৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি– আমার কাছে যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন 'উমর ﷺ তিনি আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং 'আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে বারণ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৫৮১; মুসলিম, পূর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮২৬)

٤٧٤. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

৪৭৪. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং 'আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৫৮৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮২৭)

٤٧٥. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

৪৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৫৮৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮২৮)

٤٧٦. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

৪৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া

পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বন্ধ রাখ।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : মাগাযী, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৭২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮২৮)

٣٨. بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩৮. ঐ দু' রাকা'আতের পরিচয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর আদায় করতেন

٤٧٧ . حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوْهُ إِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوْا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوْنِيْ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ إِلٰى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوْنِيْ بِهِ إِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ فَقُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِيْ أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

৪৭৭. কুরাইব (রহ) থেকে বর্ণিত। ইবনে 'আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আযহার ﷺ তাঁকে 'আয়েশা رضي الله عنها-এর কাছে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দু'রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, আপনি সে দু'রাক'আত আদায় করেন, অথচ আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, নবী ﷺ যে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে 'আব্বাস ﷺ সংবাদে আরও বললেন যে, আমি 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর সাথে এ সালাতের কারণে লোকদের মারধর করতাম। কুরাইব (রহ) বলেন, আমি 'আয়েশা رضي الله عنها-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, উম্মে সালামা رضي الله عنها-কে জিজ্ঞেস কর। [কুরাইব (রহ) বলেন] আমি সেখান হতে বের হয়ে তাঁদের নিকট গেলাম এবং তাঁদেরকে 'আয়েশা رضي الله عنها-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আয়েশা رضي الله عنها-এর কাছে যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মে সালামা رضي الله عنها-এর কাছে প্রেরণ করলেন। উম্মু সালামা ﷺ বললেন, আমিও নবী ﷺ-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি।

অথচ তাঁকে 'আসরের সালাতের পর তা আদায় করতেও দেখেছি। একদা তিনি আসরের সালাতের পর আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমার কাছে বনু হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর কাছে প্রেরণ করলাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মু সালামা رضي الله عنها আপনার কাছে জানতে

চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর সালাতের) দু'রাক'আত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন? যদি তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইঙ্গিত করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ উমায়্যাইর কন্যা! আসরের পরের দু'রাক'আত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের কারণে জুহরের পরের দু'রাক'আত আদায় করা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু'রাক'আত সে দু'রাক'আত। (ঘটনাটি একবারের হলেও নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যের কারণে তা নিয়মিত সালাতে পরিণত হয়। কারণ, নবী ﷺ কোন আমল একবার শুরু করলে তা নিয়মিত করতেন।) (সহীহ বুখারী, পর্ব ২২ : সাহউ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১২৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৩৪)

٤٧٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

৪৭৮. 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'রাক'আত সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করতেন না। তা হলো ফজরের সালাতের পূর্বের দু'রাকাত ও 'আসরের পরের দু'রাক'আত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৫৯২; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৩৫)

٣٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

৩৯. মাগরিবের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সালাত মুস্তাহাব

٤٧٩. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.

৪৭৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআযযিন যখন আযান দিতো, তখন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী ﷺ-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের পূর্বে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইকামাতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকতো না। (উসমান ইবনে জাবালাহ ও আবূ দাউদ (রহ) শু'বা (রহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ দুয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই সামান্য হত।)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৬২৫; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৩৭)

٤٠. بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

৪০. প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মধ্যে সালাত।

٤٨٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ.

৪৮০. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে সালাত রয়েছে। একথা তিনি তিন বার বলেন, (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৬২৪; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৩৮)

٤١. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

৪১. সালাতুল খওফ বা ভীতির সালাত

٤٨١. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولٰئِكَ فَجَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদলকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। অন্যদেরকে রেখেছেন শত্রুর মোকাবিলায়। তারপর সালাতরত দলটি এক রাক'আত আদায় করে শত্রুর মোকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অতঃপর অন্য দলটি আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকি আরেক রাক'আত আদায় করলেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার আগের দলটি এসে তাদের বাকি রাক'আতটি পূর্ণ করলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪১৩৩; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৩৯)

٤٨٢. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ ﷺ قَالَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّيْ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ فِيْ مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ.

৪৮২. সাহল ইবনে আবু হাসমাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সালাতুল খাওফে) ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। একদল থাকবেন তাঁর সাথে এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনের একদল নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করবেন। এরপর সালাতরত দলটি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রুকূ ও দুই সেজদাসহ আরো এক রাক'আত সালাত আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এলে ইমাম তাদের নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাক'আত সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর পিছনের লোকেরা রুকূ' সিজদাসহ আরো এক রাক'আত সালাত আদায় করবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪১৩১; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৪১)

٤٨٣. حَدِيْثُ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ ﷺ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

৪৮৩. সালেহ ইবনে খাওয়াত ﷺ এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি থাকলেন শত্রুর মোকাবিলায়। এরপর তিনি তার সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুক্তাদীগণ তাদের সালাত পূর্ণ করে ফিরে গেলেন এবং

শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে স্থির হয়ে বসে থাকলেন। এরপর মুক্তাদীগণ তাদের নিজেদের সালাত সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, হাদীস ৪১২৯; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত ও তা কসর করার বর্ণনা, হাদীস ৮৪২)

٤٨٤. حَدِيثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِي قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

৪৮৪. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াদার বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে নবী ﷺ-এর জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো নবী ﷺ-এর তরবারীখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বললো, তুমি এখন আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন, না। এরপর সে বললো, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ। এরপর নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর সালাত শুরু হলে তিনি সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারা এখান থেকে সরে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এভাবে নবী ﷺ এর হলো চার রাক'আত এবং সাহাবীদের হল দু'রাক'আত সালাত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪১৩৬; মুসলিম, পর্ব ৬ : মুসাফির ব্যক্তির সালাত, হাদীস ৮৪৩)

সপ্তম অধ্যায়

كِتَابُ الْجُمُعَةِ – জুমু'আর বর্ণনা

٤٨٥ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

৪৮৫. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর সালাতে আসলে (তার পূর্বে) সে যেনো গোসল করে নেয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২, হাদীস ৮৭৭; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা :, হাদীস ৮৪৪)

٤٨٦ . حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

৪৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করছিলেন, এ সময় নবী ﷺ-এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। উমর ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে ওযূ করে নিলাম। উমর ﷺ বললেন, কেবল ওযূই? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের আদেশ দিতেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২, হাদীস ৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা :, হাদীস ৮৪৫)

١ . بَابُ وُجُوْبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوْا بِهِ

১. জুম'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর গোসল ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা

٤٨٧ . حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৪৮৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুম'আর দিন প্রত্যেক সাবালকের (মুসলিমের) গোসল করা ওয়াজিব।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৬১, হাদীস ৮৫৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৮৪৬)

٤٨٨ . حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

৪৮৮. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ি ও উঁচু এলাকা থেকেও জুমু'আর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধুলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমন করতেন, তাই তারা ধুলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ থেকে ঘাম ঝরত। একদা তাদের একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। তখন নবী ﷺ আমার কাছে ছিলেন। তিনি তাকে বললেন : যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৯০২; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৮৪৭)

٤٨٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوْا إِذَا رَاحُوْا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِيْ هَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

৪৮৯. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ইরশাদ করেছেন যে, লোকজন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই সমাধা করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আর জন্য যেতেন তখন যে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাদের বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নিতে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ :আযান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৯০৩; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৮৪৭)

٢. بَابُ الطِّيْبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২ জুমু'আর দিন সুগন্ধি লাগানো ও মেসওয়াক করা

٤٩٠. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ.

৪৯০. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালেগের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। আর মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩, হাদীস ৮৮০; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৮৪৬)

٤٩١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيْبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ.

৪৯১. তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌নে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন জুমু'আর দিন গোসল প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর বাণীর উল্লেখ করেন তখন আমি ইব্‌নে 'আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ যখন পরিবার পরিজনের সঙ্গে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ৮৮৫; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৮৪৮)

٤٩٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

৪৯২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনে একবার সে যেন গোসল আদায় করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১২, হাদীস ৮৯৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাদীস ৮৪৯)

٤٩٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

৪৯৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত (অতিপবিত্রতার) গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেনো একটি গাভী কুরবানী করলো। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগি কুরবানী করল।

পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফেরেশতামণ্ডলী যিকির (খুতবা) শ্রবণের জন্য উপস্থিত হতে থাকে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ৮৮১: মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাদীস ৮৫০)

٣. بَابُ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ
৩. জুমু'আর দিন খুৎবা চলাকালীন নীরব থাকা

٤٩٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

৪৯৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জুমু'আর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি বেহুদা কথা বললে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, হাদীস ৯৩৪; মুসলিম, জুমু'আর বর্ণনা, হাদীস ৮৫১)

٤. بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
৪. জুমু'আর দিনে (দোয়া কবূল হওয়ার) নির্দিষ্ট একটি সময়

٤٩٥. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

৪৯৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা প্রদান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায়, ৩৭ হাদীস ৯৩৫; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৮৫২)

٥. بَابُ هِدَايَةِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ
৫. জুম'আর দিনে; এ উম্মতকে পথের নির্দেশ দান

٤٩٦. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.

৪৯৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, দুনিয়াতে আমাদের আগমন সবশেষে হলেও শেষ বিচার দিবসে আমরা অগ্রগামী। কিন্তু অন্যান্য উম্মতগণকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর এ দিন তারা মতবিরোধ করেছে। তাই ইয়াহুদীদের মনোনীত শনিবার, খ্রিস্টানদের মনোনীত রবিবার। (সহীহ বুখারী, নবীগণের ﷺ হাদীসমূহ, হাদীস ৩৪৮৬; মুসলিম, জুমু'আর বর্ণনা, হাদীস ৮৫৫)

٦. بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
৬. সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই জুমু'আর সালাতের সময়

٤٩٧. حَدِيثُ سَهْلٍ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৪৯৭. সাহ্ল ইব্‌নে সা'দ ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আ (সালাতের) পরই আমরা কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্‌কা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৯৩৯; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৮৫৯)

٤٩٨. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ﷺ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيْهِ.

৪৯৮. সালামা ইবনে আকওয়া (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী-ﷺ এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের ছায়া পড়ত না, যে ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৪১৬৮; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৮৬০)

٧. بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

৭. সালাতের পূর্বে দু' খুৎবার বর্ণনা এবং এ দু'য়ের মাঝে বসা

٤٩٩. حَدِيْثُ ابْنُ عُمَرَ ﷺ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْاٰنَ.

৪৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করতেন। অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৯২০; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৮৬১)

٨. بَابُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا

৮. আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যখন তারা দেখল ব্যবসা ও খেল তামাসা তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল।" (সূরা জুমু'আ ৬২/১১)

٥٠٠. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا.

৫০০. জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে (জুমু'আর) সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহনকারী একটি উটের কাফিলা উপস্থিত হলো এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এতো অধিক মনোযোগী হলেন যে, নবী ﷺ-এর সাথে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا "এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখতে পেলো। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেলো এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেলো"।

(সূরা জুম'আ : আয়াত-১১) (বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৯৩৬; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, হাদীস ৮৬৩)

٩. بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

৯. সালাত ও খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা

٥٠١. حَدِيْثُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ.

৫০১. ইয়া'লা ﷺ-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মিম্বরে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক!।" (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৭৭)

(সহীহ বুখারী, পর্ব : ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২৬৬; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা , অধ্যায় ১৩, হাদীস ৮৭১)

١٠. بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

১০. ইমামের খুৎবা চলাকালীন তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করা

٥٠٢. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

৫০২. জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুৎবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সালাত আদায় করেছো কি? সে বলল, না, তিনি বললেন : উঠ, দু'রাক'আত সালাত আদায় কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৯৩১; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৮৭৫)

٥٠٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

৫০৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ তাঁর খুৎবা প্রদানকালে ইরশাদ করলেন: তোমরা কেউ এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমু'আর) খুৎবা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (হুজরাহ থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু'রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৯ : জুমু'আহ, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১১৭০; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৮৭৫)

١١. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

১১. জুমু'আর দিন (সালাতে) যা পড়বে?

٥٠٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ.

৫০৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জুমু'আ'র দিন ফজরের সালাতে الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ এবং هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১ : জুমু'আহ, অধ্যায় ১০, হাদীস ৮৯১; মুসলিম, পর্ব ৭ : জুমু'আর বর্ণনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৮৮০)

অষ্টম অধ্যায়

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - দু'ঈদের সালাত

٥٠٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

৫০৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে 'আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বকর, 'উমর ও উসমান رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-এর সঙ্গে ঈদুল ফিতরে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন, পরে খুৎবা দিতেন। নবী ﷺ বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইঙ্গিতে (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। তখন নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : "হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার কাছে এ শর্তে বায়'আত করতে আসেন .... (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত-১২)। এ আয়াত শেষ করে নবী ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ বায়'আতের উপর আছো? তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, হ্যাঁ, সে ছাড়া আর কেউ এর উত্তর দিল না। হাসান (রহ) জানেন না, সে মহিলা কে? অতঃপর নবী ﷺ বললেন : তোমরা সদকা দান কর। সে সময় বিলাল ﷺ তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য উৎসর্গ হোক, আসুন আপনারা দান করুন। তখন নারীগণ তাঁদের ছোট-বড় আংটিগুলো বিলাল ﷺ-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৯৭৯; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত, হাদীস ৮৮৪)

٥٠٦. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

৫০৬. জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন, পরে খুৎবা দিলেন। খুৎবা শেষে নারীদের কাছে আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল ﷺ-এর হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন এবং বিলাল ﷺ তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। এতে নারীগণ দান সামগ্রী তার মধ্যে ফেলতে লাগলেন। (বুখারী, পর্ব ১৩ : দু 'ঈদ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৯৭৮; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত:, হাদীস ৮৮৫)

٥٠٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

৫০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার নামাজের জন্য আজান দেওয়া হতো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' ঈদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ৯৬০; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত, হাদীস ৮৮৪)

٥٠٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِىْ اَوَّلِ مَا بُوْيِعَ لَهُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

৫০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﷺ-এর নিকট তার খেলাফতের প্রথম জমানায় লোক মারফত চিঠি প্রেরণ করেন, যে ঈদুল ফিতরের নামাজে আজান দেওয়া হতো না। তবে নামাজের পরে খুৎবা রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' ঈদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ৯৫৯; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত, হাদীস ৮৮৪)

٥٠٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

৫০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ﷺ এবং উমর ﷺ খুৎবার পূর্বে উভয় ঈদের নামাজ পড়তেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু' ঈদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ৯৬৩; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত, হাদীস ৮৮৮)

٥١٠. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَاُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ فَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَاْمُرَ بِشَيْءٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فِيْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى اِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ فَاِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِيْ فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللهِ فَقَالَ اَبَا سَعِيْدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا اَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا اَعْلَمُ فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

৫১০. আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর সেখানে তিনি প্রথমে যে কাজ করতেন তা হলো সালাত। আর সালাত শেষে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন, এবং তারা তাদের কাতারে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকতেন। তিনি তাদের ওয়াজ করতেন। উপদেশ দিতেন, এবং নির্দেশ দান করতেন, তিনি যদি সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা কোনো বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারী করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, লোকেরা বরাবরই এ নিয়ম অনুসরণ করে আসছিলো অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার "আমীর" হলেন তখন ঈদুল আজহা বা ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্য আমি তার সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে মাঠে পৌঁছলাম তখন সেখানে একটি মিম্বর দেখতে পেলাম। সেটি কাসীর ইবনে সালত ﷺ তৈরি করেছিলেন। মারওয়ান সালাত আদায়ের পূর্বেই এর উপর আরোহন করতে উদ্যত হলেন আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুৎবা দিলেন। আমি তাকে বললাম আল্লাহর শপথ! তোমরা রাসূলের সুন্নত পরিবর্তন করে ফেলেছো। সে বললো হে আবু সাঈদ! তোমরা যা জানতে। তা গত হয়ে গেছে আমি বললাম আল্লাহর শপথ! আমি তার চেয়ে ভালো, যা আমি জানি না লোকজন সালাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না। তাই ওটা সালাতের আগেই করেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ অধ্যায় ৬, হাদীস ৯৫৬; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত, হাদীস ৮৮৯)

١. بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

১. দুই ঈদে মহিলাদের ঈদগাহে গমন এবং পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে খুৎবা শ্রবণের বর্ণনা

٥١١. حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

৫১১. উম্মু 'আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ঈদের দিবসে ঋতুবতী এবং পর্দানশীল নারীদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলিমদের জামা'আত ও দোয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ঋতুবতী নারীগণ সালাতের জায়গা থেকে দূরে অবস্থান করবে। এক মহিলা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন : তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না পরিয়ে দেয়া।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৩৫১; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সালাত, অধ্যায় ১, হাদীস ৮৯০)

٢. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

২. ঈদের দিনে শরীয়ত অপরাধবিহীন খেলাধুলার ছাড় দেয়া হয়েছে

٥١٢. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذٰلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهٰذَا عِيدُنَا.

৫১২. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন তখন আমার কাছে আনসারী দু'টি মেয়ে বুআস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে গান গাইছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাদারী গায়িকা ছিল না। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : হে আবূ বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর এ হলো আমাদের আনন্দ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ, অধ্যায় ৩, হাদীস ৯৫২; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সালাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৮৯২)

٥١٣. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي.

৫১৩. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন তখন আমার কাছে দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত গান গাইছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং

চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবূ বকর ﷺ এসে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজানো হচ্ছে (তাও আবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত দিলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের খেলা করতো। আমি নিজে (একবার) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিংবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে ইচ্ছে করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগানো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করছিলে তা করতে থাকো, হে বনু আরফিদা! পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি (দেখা) শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ, অধ্যায় ২, হাদীস ৯৪৯, ৯৫০; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু' ঈদের সালাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৮৯২)

٥١٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

৫১৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল হাবশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় 'উমর ﷺ সেখানে এলেন এবং হাতে কংকর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'উমর! তাদেরকে করতে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ২৯০১; মুসলিম, পর্ব ৮ : ঈদাইন বা দু'ঈদের সালাত, হাদীস ৮৯৩)

নবম অধ্যায়

كِتَابُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ – পানি প্রার্থনার সালাত

٥١٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقٰى فَقَلَبَ رِدَاءَهٗ.

৫১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে দেন। (বুখারী, পর্ব ১৫, পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪, হাদীস ১০১১; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সালত, হাদীস ৮৯৪)

١. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

১. ইসতিস্কা সালাতে দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করা

٥١٦. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهٖ اِلَّا فِى الْاِسْتِسْقَاءِ وَاِنَّهٗ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

৫১৬. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এস্তেস্কা ব্যতীত অন্য কোথাও দোয়ার মধ্যে হাত উত্তোলন করতেন না। তিনি তাঁর হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। (বুখারী, পর্ব ১৫, পানি প্রার্থনা, হাদীস ১০৩১; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সালাত, হাদীস ৮৯৫)

٢. بَابُ الدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

২. ইসতিস্কার সালাতে দোয়ার বর্ণনা

٥١٧. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ ﷺ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ حَتّٰى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهٗ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهٖ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِىْ قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

৫১৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় কোনো এক জুমুআ'র দিন নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন দাঁড়াল এবং নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন। তিনি দু'হাত তুললে সে সময় আমরা আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু'আ শেষে) তিনি দু'হাত (এখনও) নামাননি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খণ্ড আসল। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করেননি, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু'দিন

এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু'আর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ দাঁড়াল এবং নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ি ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তখন তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন : হে আল্লাহ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেলো এবং কানাত উপত্যকায় পানি একমাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগলো, তখন (মদীনার) চতুস্পার্শ্বের যে কোনো অঞ্চল থেকে যে কেউ এসেছে, সে এ প্রবলভাবে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১, জুমু'আহ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৯৩৩; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সালাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৮৯৭)

٣. بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

৩. ঝড়ো হাওয়া ও মেঘ দেখে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করা ও বৃষ্টি দেখে আনন্দিত হওয়া

٥١٨. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ الْآيَةَ.

৫১৮. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে এগুতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বেরিয়ে যেতেন। আর তাঁর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যেত। যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ হতো তখন তাঁর এ অবস্থা দূর হতো। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কারণ জানতে চাইলে নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আমি জানি না, এ মেঘ এমন মেঘও হতে পারে যা দেখে আদ জাতি বলেছিল : অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে উক্ত মেঘমালাকে এগুতে দেখল। (সূরা আল আহকাফ : আয়াত-২৪)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯, সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩২০৬; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সালাত, অধ্যায় ৩, হাদীস ৮৯৯)

٤. بَابُ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

৪. পূর্ব পশ্চিমের বায়ু প্রসঙ্গে

٥١٩. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

৫১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১৫, পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১০৩৫; মুসলিম, পর্ব ৯ : পানি প্রার্থনার সালাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৯০০)

দশম অধ্যায়

كِتَابُ الْكُسُوْفِ – সূর্য গ্রহণের পর্ব

١. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

১. সূর্য গ্রহণের সালাত

٥٢٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُوْلٰى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

৫২০. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। অতঃপর পুনরায় (সালাতে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকূ করেন এবং এ রুকূও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকূর চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদা দীর্ঘক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি প্রথম রাক'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন। যখন সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সালাত শেষ করেন। অতঃপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। অতপর তিনি বলেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সদকা প্রদান করবে। অতঃপর তিনি আরো বললেন : হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কসম; আল্লাহর কোনো বান্দা যিনা করলে অথবা কোনো নারী যিনা করলে, আল্লাহর চেয়ে অধিক অপছন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশি বেশি ক্রন্দন করতে। (বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ২, হাদীস ১০৪৪; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, হাদীস ৯০১)

٥٢١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ أَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا

وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنٰى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

৫২১. নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাকবীর বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কিরা'আত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর তাক্‌বীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। অতঃপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরা'আত তেলাওয়াত করলেন। তবে তা প্রথম কিরা'আতের চেয়ে অল্পস্থায়ী। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি বললেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অতঃপর সিজদায় গেলেন। তারপর তিনি পরবর্তী রাকা'আতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজদা সাথে চার রাক'আত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শণ মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা চন্দ্র গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে অগ্রসর হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১০৪৬; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ১, হাদীস ৯০১)

٢. بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

২. সূর্য গ্রহণের সালাতে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া

٥٢٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ أُخْرٰى ثُمَّ رَكَعَ حَتّٰى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِيْ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتّٰى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيْدُ أَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

৫২২. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। নবী ﷺ (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন, অতঃপর রুকু করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। অতঃপর রুকু থেকে মাথা তুলেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকু' সমাপ্ত করে সিজদা করলেন। দ্বিতীয় রাকাআতেও এরূপ করলেন। অতঃপর বললেন : এ দু'টি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমনকি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আঙ্গুর) গুচ্ছ নেয়ার ইচ্ছে করছি এবং জাহান্নামে দেখতে পেলাম যে, তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলছে। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে আমি দেখলাম সেখানে আমর ইবনে লুহাইকে যে সায়িবাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিল। اَلسَّائِبَةُ অর্থ বিমুক্ত,

পরিত্যক্ত, বাঁধনমুক্ত। জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে উট ছেড়ে দেয়ার কু-প্রথা ছিলো। এসব উটের দুধ পান করা এবং তাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করা হতো।

(বুখারী, পর্ব ২১ : সালাতের সংশ্লিষ্ট কাজ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১২১২, মুসলিম, পর্ব ২১ : সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ, হাদীস ৯০১)

٥٢٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৫২৩. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞেস করতে এলো। সে আয়েশা رضي الله عنها-কে বলল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। অতঃপর আয়েশা رضي الله عنها আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। পরে কোনো এক সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় ফিরে আসেন এবং কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে ইকতেদা করলো। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘ রুকূ করেন পরে মাথা তুলে দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম পূর্বের কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে এ রুকূ পূর্বের রুকুর চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং সিজদায় গেলেন। অতঃপর সালাত সমাপ্ত করলেন। আল্লাহর যা ইচ্ছে তিনি তা বললেন এবং কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য উপস্থিত লোকদের নির্দেশ দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১০৪৯-১০৫০; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৯০৩)

٣. بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ مِنْ اَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

৩. সূর্য গ্রহণের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা দেখানো হয়

٥٢٤. حَدِيْثُ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَاَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ قُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلٰى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ اَكُنْ اُرِيْتُهُ اِلَّا رَاَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَاُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبَ لَا اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لَا اَدْرِيْ بِاَيِّهِمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِيْ أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

৫২৪. আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর নিকট গমন করলাম, তিনি তখন সালাতরত ছিলেন। আমি বললাম, মানুষের কী হয়েছে? তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (সূর্য গ্রহণ লেগেছে) তখন সকল লোক (সালাতুল কুসূফের জন্য) দাঁড়িয়ে আছে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোনো নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, হ্যাঁ।' অতঃপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে) আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন : যা কিছু আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা কিংবা তার কাছাকাছি বিপদ দিয়ে তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে।'

ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (অনুরূপ) শব্দ বলেছিলেন, না (কাছাকাছি) শব্দ, তা ঠিক আমার স্মরণ নেই। (কবরের মধ্যে) বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মুমিন ব্যক্তি বা মুকিন (বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন] আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কোন শব্দটি বলেছিলেন আমি জানি না], বলবে, তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট মুজিযা ও হিদায়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।' তিনবার এরূপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমিয়ে থাকো, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর উপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ফাতিমা বলেন, আসমা কোনটি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না– বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) যা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩: আল-ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২৪, হাদীস ৮৬; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৯০৫)

٥٢٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ ﷺ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا

النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

৫২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যতো সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন। অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে তা প্রথম রুকূর চেয়ে অল্প স্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি সেজদাহ করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন তবে তা প্রথম কেয়ামের চেয়ে অস্থায়ী ফিল। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন তবে তা পূর্বের রুকুর চেয়ে অল্প স্থায়ী ছিল। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা প্রথম রুকু অপেক্ষা অল্পস্থীয় ছিল।

অত:পর তিনি সিজদা করেন এবং সালাত সমাপ্ত করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ দূর হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি অন্যতম নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দুটির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কী যেনো ধরছেন, আবার দেখলাম আপনি যেনো পিছনে সরে যাচ্ছেন। তিনি বললেন : আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়েম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে।

অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মতো ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে? তিনি বললেন : তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি উত্তর দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারাজীবন সদাচরণ করো, অতঃপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১০৫২; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ৩, হাদীস ৯০৭)

৫. بَابُ ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوْفِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

৫. সূর্য গ্রহণ সালাতের জন্য আহ্বান হচ্ছে : আস সালাতু জামি'আহ

٥٢٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُوْدِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

৫২৬. 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন আস্-সালাতু জামিআতুন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। নবী ﷺ তখন এক রাকা'আতে দু'বার রুকু করেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আতেও দু'বার রুকু

করেন অতঃপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা رضي الله عنها বলেছেন, এ সালাত ব্যতীত এত দীর্ঘ সিজদা আমি কখনও করিনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১০৫১; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯১০)

٥٢٧. حَدِيْثُ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.

৫২৭. আবূ মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোনো লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১, হাদীস ১০৪১; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯১১)

٥٢٨. حَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

৫২৮. আবূ মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল, তখন নবী ﷺ ভীতসন্ত্র অবস্থায় উঠলেন এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয় করছিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর পূর্বে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকু ও সিজদাসহকারে সালাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন : এগুলো হলো নিদর্শন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহ্বল অবস্থায় আল্লাহর যিক্র দোয়া এবং ইসতিগফারের দিকে ধাবিত হবে"।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১০৫৯; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯১২)

٥٢٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا.

৫২৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। সুতরাং তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে তখনই সালাত আদায় করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১, হাদীস ১০৪২; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯১৪)

٥٣٠. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللهَ.

৫৩০. মুগীরাহ্ ইবনে শু'বা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে দিন (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম رضي الله عنه ইন্তিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইবরাহীম رضي الله عنه-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৬ : সূর্য গ্রহণ, অধ্যায় ১, হাদীস ১০৪৩; মুসলিম, পর্ব ১০ : সূর্য গ্রহণের সালাত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯১৫)

একাদশ অধ্যায়
كِتَابُ الْجَنَائِزِ - জানাযা পর্ব

١. بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
১. মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা

٥٣١. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

৫৩১. উসামা ইবনে যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈকা কন্যা (যয়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় আছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে : আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সকল কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদাহ্ মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত ﵃ এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে তুলে দেয়া হল। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মতো (শব্দ হচ্ছিল)। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কী? তিনি ইরশাদ করেন : এ হলো রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়াবান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩২, : লাইলাতুল কদর-এর ফযীলত, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১২৮৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৯২৩)

٥٣٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

৫৩২. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, সা'দ ইবনে উবাদাহ্ ﵁ রোগাক্রান্ত হলেন। নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵃-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজনের মাঝে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মৃত্যু

হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন : শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে শাস্তি দিবেন না। তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ১৩০৪; মুসলিম, জানাযা, হাদীস ৯২৪)

٢. بَابُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

২. ধৈর্য ধারণ বিপদের প্রথম ধাক্কাতেই

٥٣٣. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

৫৩৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যিনি কবরের পার্শ্বে কান্না করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলাটি বললেন, আমার নিকট থেকে প্রস্থান করুন। আপনার উপর তো আমার মতো বিপদ উপস্থিত হয়নি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো নবী ﷺ। তখন তিনি নবী ﷺ- এর দরজায় উপস্থিত হলেন, তাঁর কাছে কোনো প্রহরী ছিল না। তিনি নিবেদন করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন : ধৈর্য তো বিপদের প্রাথমিক অবস্থাতেই (ধারণ করতে হয়)। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১২৮৩; মুসলিম, হাদীস ৯২৬)

নোট : হাদীসটি দ্বারা জানা যায়, সর্বাবস্থায় মানুষকে উপদেশ দিতে হবে। আরও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাসিধে চলতেন। সে সাথে আরও জানা গেল যে, না জানা ব্যক্তির ওযর গ্রহণযোগ্য।

٣. بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

৩. মৃতের ওপর পরিবার-পরিজনের ক্রন্দনের কারণে আযাব হয়ে থাকে

٥٣٤. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

৫৩৪. উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেয়া হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১২৮৬; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯২৭)

٥٣٥. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رضي الله عنه جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

৫৩৫. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমর ﷺ আহত হলেন, তখন সুহাইব ﷺ হায়! আমার ভাই! বলতে লাগলেন। উমর ﷺ বললেন, তুমি কি জানো না যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের আযাব দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১২৯০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯২৭)

٥٣٦. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَعَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ قَدْ كَانَ عُمَرُ ﷺ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ.

ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ﷺ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ شَيْئًا.

৫৩৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মালাইকা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উসমান ﷺ-এর জনৈকা কন্যার মৃত্যু হলো। আমরা সেখানে (জানাযায়) অংশগ্রহণ করার জন্য গেলাম। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস ﷺ-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন আগমন করে আমার পাশে বসলেন। (কান্নার শব্দ শুনে) ইবনে উমর ﷺ আমর ইবনে উসমানকে বললেন, তুমি কেন কান্না করতে নিষেধ করছো না? কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তাঁর পরিজনদের কান্নার কারণে 'আযাব দেয়া হয়।' তখন ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, উমর ﷺ ও এমন কিছু বলতেন।

অতঃপর ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করলেন, উমর ﷺ-এর সাথে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমরা বাইদা (নামক স্থানে) উপস্থিত হয়ে উমর ﷺ বাবলা বৃক্ষের ছায়ায় একটি কাফেলা দর্শন করে : আমাকে বললেন, গিয়ে দেখো এ কাফেলা কার? ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব ﷺ আছেন। আমি তাঁকে তা অবিহিত করলাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। আমি সুহাইব ﷺ-এর কাছে আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। অতঃপর যখন উমর ﷺ (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব ﷺ তাঁর কাছে আগমন করে: এ বলে কান্না করতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কান্না করছ? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: মৃত ব্যক্তির জন্য তাঁর আপন জনের কোনো কোনো কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১২৯০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯২৭)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, উমর ﷺ-এর মৃত্যুর পর আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর নিকট আমি উমর ﷺ-এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ উমর ﷺ-কে রহম করুন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে তাঁর পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আযাব

বৃদ্ধি করে দেন তাঁর পরিবারের কান্নার কারণে। অতঃপর আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, (এ ব্যাপারে) আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। (ইরশাদ হয়েছে) : বোঝা বহনকারী কোনো ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না'। (সূরা আন'আম : আয়াত-১৬৪)। তখন ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, আল্লাহই (বান্দাকে) হাসান এবং কাঁদান। রাবী ইবনে আবূ মুলাইকা (রহ.) বলেন, আল্লাহর শপথ! (এ কথা শুনে) ইবনে উমর ﷺ কোনো মন্তব্য করলেন না।

(বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১২৮৬, ১২৮৭, ১২৮৮; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, হাদীস ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯)

٥٣٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُرْوَةَ ﷺ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْآنَ قَالَتْ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ وَفِيْهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا أَقُوْلُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّءُوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

৫৩৭. হিশামের পিতা ওরওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তাঁর পরিজনদের কান্নাকাটির কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটি আয়েশা (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির অন্যায় ও পাপের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অথচ তখনও তার পরিবারের লোকেরা কান্নাকাটি করছে।

তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] বলেন : এ কথাটি ঐ কথাটিরই মতো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন, এখন তারা ভালোভাবে জানতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিল যথার্থ। এরপর আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا "তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না" (সূরা নামল : আয়াত-৮০) এবং তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে (সূরা ফাতির : আয়াত-২২) আয়াতাংশ দু'টি পাঠ করলেন। উরওয়াহ (রহ.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে জাহান্নামে যখন তারা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৯৭৬-৩৯৭৯; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯৩১)

٥٣٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِيْ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا.

৫৩৮. নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্না করছিল। তখন তিনি বললেন : তারা তো তার জন্য কান্না করছে অথচ তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১২৮৯; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯৩২)

٥٣٩. حَدِيْثُ مُغِيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

৫৩৯. মুগীরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের ওপর আযাব দেয়া হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১২৯১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯৩২)

٤. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِي النِّيَاحَةِ
৪.অধিক আর্তনাদ করা

٥٤٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِيْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللهُ اَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

৫৪০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (মুতার যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) নবী ﷺ-এর খিদমতে (যায়েদ) ইবনে হারিসা, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা ﷺ-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছলো, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখের রেখা ফুটে ওঠেছিল। আমি (আয়েশা) দরজার ফাঁক দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে হাজির হয়ে জাফর ﷺ-এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা জানালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেনো তাঁদেরকে (কান্নাকাটি করতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেলো এবং দ্বিতীয়বার এসে (বললো) তারা তার কথা অমান্য করেছে। তিনি ইরশাদ করলেন : তাদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের হার মানিয়েছে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমার মনে হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্তির সুরে বললেন : তাহলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দেন। তুমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করেছো। অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরক্ত করতেও দ্বিধা করোনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১২৯১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৯৩৩)

٥٤١. حَدِيْثُ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوْحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَاَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ اُمِّ سُلَيْمٍ وَاُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةِ اَبِيْ سَبْرَةَ امْرَاَةِ مُعَاذٍ وَامْرَاَتَيْنِ اَوْ ابْنَةِ اَبِيْ سَبْرَةَ وَامْرَاَةِ مُعَاذٍ وَامْرَاَةٍ اُخْرٰى.

৫৪১. উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বায়'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোনো মৃতের জন্য) বিলাপ করবো না। আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবু সাবরার কন্যা মু'আযের স্ত্রী, আরো দু'জন মহিলা বা মু'আযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোনো নারীই সে ওয়াদা রক্ষা করেনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১৩০৬; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৯৩৬)

٥٤٢. حَدِيْثُ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيْنَا اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَاَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ اَسْعَدَتْنِيْ فُلَانَةُ اُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.

৫৪২. উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। এরপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন, "তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না।" এরপর তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য

বিলাপ করে কাঁদতে বারণ করলেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বললো, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপ সহযোগিতা করেছে, আমি তাকে এর বিনিময় দিতে ইচ্ছে করেছি। নবী ﷺ তাকে কিছুই বলেননি। এরপর মহিলাটি চলে গেলো এবং পুনরায় ফিরে এলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বায়'আত করালেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫, তাফসীর, অধ্যায় ৬০, হাদীস ৪৮৯২; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৯৩৬)

٥. بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৫. জানাযার পিছনে নারীদের অনুগমন নিষিদ্ধ

٥٤٣. حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

৫৪৩. উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযার পশ্চাদানুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১২৭৮; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৯৩৮)

٦. بَابُ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

৬. মৃতের গোসলের বর্ণনা

٥٤٤. حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِيْ إِزَارَهُ.

৫৪৪. আনসারী নারী উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যয়নাব رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ইনতিকাল করলে তিনি (নবী ﷺ) আমাদের নিকট এসে বললেন : তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তাঁর চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে সংবাদ দাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদেরকে দিয়ে বললেন : এটি তাঁর শরীরের সাথে জড়িয়ে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮, হাদীস ১২৫৩; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১২, হাদীস ৯৩৯)

٥٤٥. حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوْبُ وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِيْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيْهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَءُوْا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

৫৪৫. উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কন্যা যয়নাব رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ইন্তিকাল করলে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন : তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে খবর দিও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে খবর দিলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদেরকে দিয়ে বললেন : এটি তাঁর

ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিয়ে দাও। আইয়ুব (রহ.) বলেছেন, হাফসা (রহ.) আমাকে মুহাম্মদ বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে আছে যে, তাকে বিজোড় সংখ্যায় গোসল দিবে। আরও আছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে; তাতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : "তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং তার ওযূর স্থানগুলো থেকে শুরু করবে।' তাতে এ কথাও আছে। (বর্ণনাকারী) উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেছেন, আমরা তার চুলগুলো আঁচড়ে তিনটি গোছা করে দিলাম। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, হাদীস ১২৫৪: মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, হাদীস ৯৩৯)

٥٤٦. حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

৫৪৬. উম্মে আতিয়া رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন : তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং ওযুর অঙ্গসমূহ থেকে শুরু করবে। (বুখারী, পর্ব ৩৩ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১২৫৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১২, হাদীস ৯৩৯)

٧. بَابٌ فِيْ كَفَنِ الْمَيِّتِ

৭. মৃতের কাফন

٥٤٧. حَدِيْثُ خَبَّابٍ ﷺ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ اِلَّا بُرْدَةً اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَاْسُهُ فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَاْسَهُ وَاَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ.

৫৪৭. খাব্বাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। অতঃপর আমাদের মধ্যে অনেকে শাহাদতবরণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বিনিময়ে কিছুই ভোগ করে যাননি। তাঁদেরই একজন মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ আর আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাঁদের প্রতিদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুসআব ﷺ উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য এমন একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করলে তাঁর দু'পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু'পা আবৃত করলে তাঁর মাথা বাইরে থাকে। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা আবৃত করতে এবং তাঁর দু'খানা পায়ের উপর ইযখির (ঘাস) দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ১২৭৬; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, হাদীস ৯৪০)

٥٤٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

৫৪৮. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি ইয়ামানী সাহুলী সাদা সূতী বস্ত্র দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১২৬৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১২, হাদীস ৯৪১)

٨. بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ
৮. মাইয়্যেতকে আবৃত করা

٥٤٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

৫৪৯. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন ইয়ামনী চাদর দ্বারা তাঁকে আবৃত করে রাখা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৫৮১৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৯৪২)

٩. بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ
৯. জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করার বর্ণনা

٥٥٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

৫৫০. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ, আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলছো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১৩১৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৯৪৪)

١٠. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا
১০. জানাযার সালাত ও তার পিছে অনুগমনের ফযীলত

٥٥١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

৫৫১. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তাঁর জন্য এক কীরাত, আর যে ব্যক্তি মৃতের সমাহিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তাঁর জন্য দু'কীরাত। জিজ্ঞেস করা হল দু' কীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সাওয়াব)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৩২৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৯৪৫)

٥٥٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِيْ عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ.

৫৫২. আবূ হুরায়রা ও আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বলতেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করল তাঁর জন্য এক কীরাত। তিনি অতিরিক্ত বলেছেন এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা رضي الله عنه-কে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমিও আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ হাদীস বলতে শুনেছি। ইবনে উমর رضي الله عنه বললেন, তা হলে তো আমরা অনেক কীরাত (সাওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫৮, হাদীস ১৩২৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৯৪৫)

١١. بَابُ فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

১১. যে মৃত সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে অথবা মন্দ বলা হয়েছে

٥٥٣. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

৫৫৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেলো। একটু পরে অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেলো। তখন উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) কী ওয়াজিব হয়ে গেলো? তিনি বললেন : এ (প্রথম) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৬, হাদীস ১৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৯৪৯)

١٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

১২. যারা নিস্কৃতি পেয়েছে অথবা নিস্কৃতি দিয়েছে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে

٥٥٤. حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

৫৫৪. কাতাদা ইবনে রিবঈ আনসারী ﷺ বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন : সে শান্তিপ্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মুস্তারিহ' ও মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কী? তিনি বললেন : মু'মিন বান্দা মরে যাবার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তিপ্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাবার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্ত হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৫১২; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২১, হাদীস ৯৫০)

١٣. بَابُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

১৩. জানাযার তাকবীর সংক্রান্ত

٥٥٥. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

৫৫৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করলো সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্দী করে চার তাকবীর আদায় করলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪, হাদীস ১২৪৫; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৯৫১)

٥٥٦. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.

৫৫৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবশার অধিপতি নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানান এবং ইরশাদ করেন : তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬১, হাদীস ১৩২৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৯৫১)

٥٥٧. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

৫৫৭. জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসহামা নাজাশীর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাকবীর দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ১৩৩৪; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৯৫২)

٥٥٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوْفٌ.

৫৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : আজ হাবাশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন পুণ্যবান লোকের মৃত্যু ঘটেছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তখন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে নবী ﷺ (জানাযার) সালাত আদায় করলেন। আর আমরা কয়েক কাতার ছিলাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, হাদীস ১৩২০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, হাদীস ৯৫২)

١٤. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

১৪. কবরের উপর (জানাযার) সালাত আদায়

٥٥٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

৫৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত সুলাইমান আশ-শাইবানী। তিনি বলেন, আমি শা'বী ﷺ- কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একটি পৃথক কবরের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে লোকদের ইমামতি করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস ﷺ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান,অধ্যায় ১৬১, হাদীস ৮৫৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৯৫৪)

٥٦٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُوْنِيْ فَقَالُوْا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوْا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

৫৬০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। কালো এক ব্যক্তি বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মৃত্যুবরণ করলো। কিন্তু নবী ﷺ তার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারেননি। একদা তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী হলো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে

তো মারা গেছে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? সে ছিলো এমন এমন বলে তাঁরা তার ঘটনা উল্লেখ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা তার মর্যাদাকে খাটো করে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তাঁর কবরের কাছে আসলেন এবং তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১৩৩৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৯৫৬)

١٥. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

১৫. জানাযা দেখলে দাঁড়ানো

٥٦١. حَدِيْثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ.

৫৬১. আমির ইবনে রাবীআ রাঃ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা জানাযা দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১৩০৭; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৯৫৮)

٥٦٢. حَدِيْثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

৫৬২. আমির ইবনে রাবীআ রাঃ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায় অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ১৩০৮; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৯৫৮)

٥٦٣. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.

৫৬৩. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী রাঃ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো জানাযা যেতে দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে, আর যদি সে তাঁর সহযাত্রী হয় তাহলে সে ততক্ষণ বসবে না যতক্ষণ তা নামিয়ে না রাখা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১৩১০; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৯৫৯)

٥٦٤. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

৫৬৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম এবং নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো ইহুদীর জানাযা। তিনি বললেন : তোমরা যে কোনো জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১৩১১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৯৬০)

٥٦٥. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوْا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

৫৬৫. আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়স ইবনে সা'দ ﷺ কাদিসিয়াতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন লোকেরা তাদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হলো, এটা তো এ দেশীয় জিম্মী ব্যক্তির (অমুসলিমের) জানাযা। তখন তাঁরা বললেন, (একদা) নবী ﷺ-এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইহুদীর জানাযা। তিনি ইরশাদ করলেন : সে কি মানুষ নয়?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১৩১২; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৯৬১)

١٦. بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

১৬. জানাযার সালাত আদায়কালে ইমাম মৃত ব্যক্তির যে অংশ বরাবর দাঁড়াবে

٥٦٦. حَدِيْثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

৫৬৬. সামুরা ইবনে জুনদাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পশ্চাতে আমি এমন এক স্ত্রীলোকের জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাসের অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তাঁর (স্ত্রী লোকটির) মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ১৩৩১; মুসলিম, পর্ব ১১ : জানাযা, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৯৬৪)

দ্বাদশ অধ্যায়

كِتَابُ الزَّكَاةِ – যাকাত পর্ব

٥٦٧. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

৫৬৭. আবূ সা'ঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : পাঁচ উকিয়ার কম সম্পদের উপর যাকাত (ফরয) নেই এবং পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই। "পাঁচ ওয়াসাক" (৯৯০ কেজি) (১ ওয়াসাক সমান ৬০ সা' ১৯৮ কেজি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪০৫; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায়, হাদীস ৯৭৯)

٢. بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَفَرَسِهٖ

১. মুসলিমের উপর গোলাম এবং ঘোড়ার যাকাত নেই

٥٦٨. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهٖ وَغُلَامِهٖ صَدَقَةٌ.

৫৬৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসলমানদের ওপর তার ঘোড়া ও গোলামের কোনো যাকাত নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৯৮২)

٣. بَابُ فِيْ تَقْدِيْمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

২. অগ্রিম যাকাত আদায় করা ও যাকাত না দেয়া

٥٦٩. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهٗ وَاَعْتُدَهٗ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

৫৬৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﷺ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইবনে জামীলের যাকাত না দেয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু নয় যে, সে দরিদ্র ছিলো, পরে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রাসূলের বরকতে তাকে সম্পদশালী করা হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ তো আল্লাহর রাসূলের চাচা। তাঁর যাকাত তাঁর জন্য সদকা এবং সমপরিমাণও তাঁর জন্য সদকা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪: যাকাত, অধ্যায় ৪৯ হাদীস ১৪৬৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২, হাদীস ৯৮৩)

٣. بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ

৩. মুসলমানদের ওপর যাকাত ফিতর হিসাবে খেজুর ও জব প্রদান করা

٥٧٠. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৫৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলমানদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক আযাদ, গোলাম পুরুষ ও নারীর পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিত্‌র হিসেবে খেজুর অথবা যব-এর এক সা'আ পরিমাণ* নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭১, হাদীস ১৫০৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৯৮৪)

নোট : সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য থেকে এক সা' পরিমাণ ফিতরা দিতে হবে। এটাই বিভিন্ন হাদীসের দাবি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ৪ খলিফার যুগের বাস্তব আমল। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে যখন গম আমদানী হতে হলো তখন তিনি বললেন, আমার মতে গমের এক মুদ (অন্য বস্তুর) দু'মুদের সমান। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে– فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ অর্থাৎ লোকেরা গমের অর্ধ সা' এর সাথে অন্য বস্তুর এক সা'–এর সমান হিসাব করলেন। সুতরাং বুঝা গেল এক সা' খেজুর, কিসমিস, পনির, যব এবং অন্য খাদ্য দ্রব্যের যে মূল্য ছিল সে পরিমাণ মূল ছিল অর্ধ সা' গমের। সে কারণে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধ সা' ফিতরা আদায়ের ফতওয়া দিলেন। কিন্তু সাহাবীদের অধিকাংশই তার প্রতিবাদ করেছেন। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবাদ করে বললেন : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ رواه مسلم আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন সর্বদা ঐভাবেই ফিতরা আদায় করবো যেভাবে আগে আদায় করতাম। (মুসলিম ১ম খণ্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম হাকিম ও ইবনে খুজাইমাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ : لَا تِلْكَ قِيْمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا.

আইয়ায ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর নিকট রমযানের সদকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় যে পরিমাণ সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম তা ব্যতীত অন্যভাবে বের করবো না। এক সা' খেজুর, এক সা' গম, এক সা' যব ও এক সা' পনির। কোনো এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, গমের দু'মুদ দ্বারা কি আদায় হবে না? তিনি বললেন, না। এটা মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনগড়া নির্ধারিত। আমি সেটা গ্রহণও করব না বাস্তবায়নও করবো না।

(ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, যারা মু'আবিয়ার কথা মতো গমের দু' মুদ আদায় করাকে গ্রহণ করেছে তাতে ক্রটি রয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবাগণ বিরোধিতা করেছেন যাঁরা দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের রায় দ্বারা মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে বলেননি। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে ইত্তিবাহ ও সুন্নাত গ্রহণের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৪৩৮ পৃষ্ঠা; মুসলিম শরহে নববী প্রথম খণ্ড ৩১৭-৩১৮ পৃষ্ঠা, শরহুল মুহাযযাব ইমাম নববী)

ইমাম শাফিয়ী, আহমাদ, ইসহাক এক সা' ফিতরায় হাদীস প্রমাণ পেশ করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকাতুল ফিতর খাদ্যদ্রব্যের এক সা' আদায় করা ফরয করেছেন। আর গম হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের একটি। অতএব এক সা' ব্যতীত ফিতরা আদায় বৈধ হবে না। আর আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবুল আলিয়া, আবুশ

শা'সআ, হাসান বসরী, জাবির ইবনে যায়েদ, ইমাম শাফিই, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক (রহ) প্রমুখ এ দলীল গ্রহণ করেছেন। নাইলুল আওতারে এভাবেই রয়েছে। তাতে আরো রয়েছে গম ও অন্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। আর যারা অর্ধ সা' গমের কথা যে হাদীসগুলোর দ্বারা বলে তা সম্পূর্ণ যঈফ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৩য় খণ্ড ২৮০-২৮১পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে সকল হাদীস পর্যালোচনা করে দেখা যায় মু'আবিয়া ﷺ যখন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, হজ্ব মৌসুমে হজ্ব করে যখন লোকদের সাথে কথা বললেন তখন জানতে পারলেন শাম বা সিরিয়ার এক মুদ গমের যে দাম হিজাযের দু'মুদ খেজুর, কিসমিস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের একই দাম অথবা যখন হিজাযে গম আমদানী হলো তখন দেখা গেলো এক সা' খেজুর বা কিসমিসের মূল্য অর্ধ সা'আ গমের মূল্যের সমান। তাই মু'আবিয়া ﷺ দামের দিক দিয়ে সমান করে দুই মুদ বা অর্ধ সা' গম আদায়ের কথা বলেন এবং সাহাবাদের প্রতিবাদের মুখে পড়েন।

বর্তমানে যদি কেউ মু'আবিয়া ﷺ এর কথা মানতে চায় তাহলে তার কথাকে বর্তমান সময়ের দ্রব্যমূল্যের সাথে তুলনা করে মানতে হবে। মক্কা মদীনার পরিমাণ হিসাবে এক সা-এর ওজন হয় বর্তমানে দুই কেজি একশত বাহাত্তর গ্রাম। যদি নিম্ন মানের খেজুরের দাম ধরা হয় তাহলে ৩০ টাকা দরে দুই কেজি একশত বাহাত্তর গ্রাম খেজুরের মূল্য আসে ৬৫ টাকা। যেহেতু মু'আবিয়া ﷺ এর সময় খেজুরের তুলনায় গমের দাম বেশি ছিল তাই অর্ধ সা'আ আদায় করার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে গমের দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হলে ৬৫ টাকার গম দিতে হবে। বর্তমানে প্রতি কেজি গমের মূল্য ১০ টাকা ধরলে মাথাপিছু সাড়ে ছয় কেজি গম দিতে ফিতরা আদায় করতে হবে। নচেৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে এক সা'র (২.১৭২ কেজির) কথা বলেছেন সেই পরিমাণ আপন খাদ্যদ্রব্যে দিয়ে আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যমানায় দীনার, দিরহাম ইত্যাদি মুদ্রা চালু ছিল। কিন্তু দীনার দিরহামের দ্বারা অর্থাৎ আমাদের যমানায় প্রচলিত টাকা পয়সার দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করার প্রমাণ কোনো হাদীসেই পাওয়া যায় না। তাঁরা তাঁদের খাদ্যবস্তু দিয়েই ফিতরা আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ কল্যাণ নিহিত আছে। দানকারী যখন ফিতরার খাদ্যবস্তু কিনে তখন বিক্রেতা উপকৃত হয়। ফিতরা গ্রহণকারী খাদ্যবস্তু বিক্রি করে দিলে ফিতরা গ্রহণ করে না এমন সব গরীব ক্রেতা উপকৃত হয়।

٥٧١. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

৫৭১. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ সদকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা'আ পরিমাণ খেজুর বা এক সা'আ পরিমাণ যব দিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু'মুদ (অর্ধ সা') গম আদায় করতে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭১, হাদীস ১৫০৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৯৮৪)

٥٧٢. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

৫৭২. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা'আ পরিমাণ যব অথবা এক সা'আ পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ পনির অথবা এক সা'আ পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ১৫০৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৯৮৫)

٥٧٣. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

৫৭৩. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ- এর যুগে এক সা'আ খাদ্যদ্রব্য বা এক সা'আ খেজুর বা এক সা'আ যব বা এক সা'আ কিসমিস দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মু'আবিয়া ﷺ-এর যুগে যখন গম আদমদানী হলো তখন তিনি বললেন, এক মুদ গম (পূর্বোক্তগুলোর) দু'মুদ-এর সমপরিমাণ বলে আমার মনে হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৭৫ : হাদীস ১৫০৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ৯৮৫)

٥. بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

৪. যাকাত অস্বীকারকারীর গুনাহ

٥٧٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ. وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৫৭৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার, একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় বেঁধে রাখে এবং রশি কোনো চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার পুণ্য রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপসমূহের বিনিময়ে তার জন্য পুণ্য রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোনো নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তাঁর মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছে করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য পুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু নাযিল হয়নি, ব্যাপক অর্থপূর্ণ এই একটি আয়াত ব্যতীত। (আল্লাহর বাণী :) কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করে থাকলে, সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে, সে তাও দেখতে পাবে।

(সূরা যিলযাল : ৭-৮) (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ২৮৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, হাদীস ৯৮৭)

٦. بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

৫. যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার শাস্তির ভয়াবহতা

٥٧٥. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قُلْتُ مَا شَأْنِيْ أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِيْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَغَشَّانِيْ مَا شَاءَ اللهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا.

৫৭৫. আবূ যর গিফারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে বলেছিলেন : কা'বাগৃহের রবের শপথ! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কী? আমার মাঝে কি কিছু (ক্রটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণের জন্য আল্লাহ চাইলেন আমি চিন্তায় বিভোর রইলাম। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। ঐ সমস্ত লোক কারা হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন : এরা হল ঐ সব লোক যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে হ্যাঁ, ঐ সমস্ত লোক স্বতন্ত্র যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩: অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৮, হাদীস ৬৬৩৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৮, হাদীস ৯৯০)

٥٧٦. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ.

৫৭৬. আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন : শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) শপথ সেই সত্তার, যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই, কিংবা অন্য কোনো শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করতে থাকবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটিকে ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ চলতে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১৪৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৮, হাদীস ৯৯০)

٧. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّدَقَةِ

৬. সদকা দেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া

٥٧٧. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِيْ ذَهَبًا يَأْتِيْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِيْ مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِيْ عِبَادِ اللهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْأَكْثَرُوْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ قَالَ لِيْ مَكَانَكَ

لَا تَبْرَحْ يَا اَبَا ذَرٍّ حَتّٰى اَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى غَابَ عَنِّىْ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَرَدْتُ اَنْ اَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَبْرَحْ فَمَكَثْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ.

৫৭৭. যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব ﷺ বলেন, কসম! আল্লাহর আবূ যর ﷺ রাবাযাহ নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী ﷺ-এর সাথে এশার সময় মদীনায় হাররা নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা উহুদ পাহাড়ের সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বললেন : হে আবূ যর! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতীত এক দীনার পরিমাণ সোনাও এক রাত কিংবা তিন রাত পর্যন্ত আমার হাতে থেকে যাক; বরং আমি পছন্দ করি যে, আমি এগুলো আল্লাহর বান্দাদের এভাবে বিলিয়ে দেই। (কিভাবে দেবেন) তা তাঁর হাত দিয়ে তিনি দেখালেন। অতঃপর তিনি বললেন : হে আবূ যর! আমি বললাম: লাব্বাইক ওয়া সাদাইক, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন : পৃথিবীতে যারা অধিক সম্পদশালী, আখিরাতে তারা হবেন অনেক কম সাওয়াবের অধিকারী। তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে, এভাবে বিলিয়ে দেবে। তারা হবেন এর ব্যতিক্রম।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, হে আবূ যর! তুমি এ স্থানেই থাক। এখান থেকে কোথাও যাবে না। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কিনা? তাই আমি সে দিকে অগ্রসর হতে চাইলাম। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা যে 'কোথায়ও যেয়ো না' মনে পড়ল এবং আমি থেমে গেলাম। এরপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটা শব্দ শুনে শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আপনি সেখানে গিয়ে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা। কিন্তু আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম। তখন নবী ﷺ বলেন : তিনি ছিলেন জিবরীল। তিনি আমার কাছে এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদিও সে ব্যক্তি চুরি করে? তিনি বললেন : সে যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে থাকে তবুও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি, অধ্যায় ৩, হাদীস ৬২৬৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯৯৪)

٥٧٨. حَدِيْثُ اَبِىْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِىْ فَاِذَا رَسُوْلُ اللهِ يَمْشِىْ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِىَ مَعَهُ اَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَمْشِىْ فِىْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَاٰنِىْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِىَ اللهُ فِدَاكَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَنْ اَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِىْ اجْلِسْ هَا هُنَا قَالَ فَاَجْلَسَنِىْ فِىْ

فِىْ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِىْ اِجْلِسْ هَا هُنَا حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى لاَ اَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّىْ فَاَطَالَ اللُّبْثَ ثُمَّ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللهِ جَعَلَنِى اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِىْ جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَرْجِعُ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرَضَ لِىْ فِىْ جَانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ وَاِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ .

৫৭৮. আবূ যর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাতে বের হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে কোনো লোক ছিলো না। আমি মনে করলাম, তাঁর সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপছন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তাঁর পেছনে পেছনে অনুসরণ করলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি আবূ যর। আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করেন। তিনি বললেন : ওহে আবূ যর! এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। অতঃপর তিনি বললেন : অধিকের অধিকারীরাই কেয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ সম্পদ দান করেন এবং তারা তা ডানে, বামে, আগে ও পেছনে খরচ করে আর কল্যাণকর কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যতীত।) অতঃপর আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন : তুমি এখানে বসে থাক। (একথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। এমন কি তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যেনা করে।

অতঃপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন। আপনি এই প্রান্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন : তিনি ছিলেন জিবরীল ﷺ। তিনি এই কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনার উম্মতদের সুসংবাদ দিন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওহে জিবরীল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যেনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম যদিও সে চুরি করে আর যেনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার আমি বললাম : যদিও সে চুরি করে আর যেনা করে? তিনি বললেন হ্যাঁ। যদি সে শরাবও পান করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৬৪৪৩; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯৯৬)

٨. بَابٌ فِى الْكَنَّازِيْنَ لِلْاَمْوَالِ وَالتَّغْلِيْظِ عَلَيْهِمْ

৭. যারা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে তাদের শাস্তির ভয়াবহতা

٥٧٩. حَدِيْثُ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى مَلَاٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْيِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهٖ وَيُوْضَعُ عَلٰى

نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

৫৭৯. আহনাফ ইবনে কায়স ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, এমন সময় রুক্ষ চুল, মোটা কাপড় ও খসখসে শরীর বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে সালাম দিয়ে বললো, যারা সম্পদ জমা করে রাখে তাদেরকে এমন গরম পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের চিকন হাড়ের ওপর সংস্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে। এরপর লোকটি গিয়ে একটি স্তম্ভের পাশে বসলো। আমিও তাঁর অনুগমন করলাম ও তাঁর কাছে বসলাম। অথচ আমি জানতাম না সে কে। আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় যে, আপনার কথা লোকেরা তেমন পছন্দ করেনি। তিনি বললেন, তারা কিছুই বুঝে না।

কথাটি আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার সেই বন্ধু কে? সে বলল, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ যর! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখেছ? তিনি বলেন, তখন আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দিনের কতটুকু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো প্রয়োজনে আমাকে প্রেরণ করবেন। আমি জবাবে বললাম, জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি পছন্দ করি না যে আমার জন্য উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ হোক আর তা সমুদয় আমি নিজের জন্য খরচ করি তিনটি দীনার ব্যতীত। [আবূ যর ﷺ বলেন] তারা তো বুঝে না, তারা শুধু ইহকালের সম্পদই একত্রিত করছে। আল্লাহর শপথ, না! না! আমি তাদের নিকট ইহকালের কোনো সম্পদ চাই না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত দীন সম্পর্কেও তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবো না। (বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪০৭-১৪০৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, হাদীস ৯৯২)

٩. بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

৮. দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও গোপনে দানকারীর জন্য সুসংবাদ

٥٨٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

৫৮০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি ব্যয় কর। আমি তোমাকে দান করবো এবং [আল্লাহর রাসূল ﷺ] ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে

না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখো না, যখন থেকে (আল্লাহ) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কী পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এতো খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদে কোনো কমতি হয়নি। আর আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে পাল্লা। তিনি ঝুঁকান, তিনি উপরে উঠান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১১, হাদীস ৪৬৮৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১১, হাদীস ৯৯৩)

١٠. بَابُ الْاِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ اَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

৯. প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করা, অতঃপর পরিবার-পরিজনের জন্য, অতঃপর নিকটাত্মীয়ের জন্য

٥٨١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِهِ اَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اَرْسَلَ بِثَمَنِهِ اِلَيْهِ.

৫৮১. জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, তাঁর সাহাবীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন অথচ তাঁর এছাড়া আর কোনো সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে গোলামটিকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৭১৮৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৯৯৭)

١١. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْاَقْرَبِيْنَ وَالزَّوْجِ وَالْاَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوْا مُشْرِكِيْنَ

১০. নিকটাত্মীয়, পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর খরচ করাও সদকা করার মর্যাদা যদিও তারা মুশরিক হয়

٥٨٢. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ـ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ.

৫৮২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা ﷺ সবচেয়ে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস ﷺ বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো : 'তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না"।

(আল ইমরান : আয়াত-৯২)

তখন আবূ তালহা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেন : "তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না"। (আল ইমরান : আয়াত-৯২)

আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর কাছে আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। অতএব আপনি যাকে দান করা ভালো মনে করেন তাকে দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছে তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও। আবূ তালহা رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করবো। অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১৪৬১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৯৯৮)

٥٨٣. حَدِيثُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.

৫৮৩. নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মুনা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাকে বললেন, তুমি যদি একে তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার অধিক পুণ্য হতো।
(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৫৯৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৯৯৯)

٥٨٤. حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

৫৮৪. 'আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) رضي الله عنه-এর স্ত্রী যয়নাব رضي الله عنها থেকে বর্ণিত : তিনি [যয়নাব رضي الله عنها] বলেন, আমি মসজিদে অবস্থানরত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি বলছেন : তোমরা সদকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। যয়নাব رضي الله عنها আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه ও তাঁর পোষ্য ইয়াতীমের প্রতি খরচ করতেন। তখন তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জেনে এসো যে, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি খরচ করলে আমার পক্ষ থেকে সদকা আদায় হবে কি? তিনি [ইবনে মাসউদ رضي الله عنه] বললেন, বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এসো। এরপর আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। তখন বিলাল رضي الله عنه-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, স্বামী ও আপন (পোষ্য) ইয়াতীমের প্রতি সদকা করলে কি আমার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে? এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তারা কে? বিলাল رضي الله عنه বললেন, যয়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোনো যয়নাব? তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তার জন্য দু'টি সওয়াব (কেউ নিজস্ব মাল থেকে অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দিলে অধিক পুণ্য লাভ করবে) রয়েছে, আত্মীয়কে দেয়ার সওয়াব আর সদকা দেয়ার সওয়াব। (বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ১৪৬৬; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, হাদীস ১০০০)

٥٨٥. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لِيْ مِنْ أَجْرٍ فِيْ بَنِيْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

৫৮৫. উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করলে তাতে আমার কোনো সওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তাঁরা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের জন্য খরচ করলে তুমি সওয়াব পাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫৩৬৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১০০১)

٥٨٦. حَدِيْثُ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

৫৮৬. আবূ মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : এ কি নবী ﷺ থেকে? তিনি বললেন, (হ্যাঁ) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম যখন তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, তা তার সদকায় পরিগণিত হয়।

(বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৩৫১; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১০০২)

٥٨٧. حَدِيْثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ.

৫৮৭. আসমা বিনতে আবূ বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট আসলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফতোওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সঙ্গে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করো।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৯: হাদীস ২৬২০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, হাদীস ১০০৩)

١١. بَابُ وُصُوْلِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

১১. মৃত ব্যক্তির নামে ব্যয় করলে তার নিকট সওয়াব পৌছায়

٥٨٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৫৮৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদকা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] ইরশাদ করেছেন, হ্যাঁ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ১৩৮৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১০০৪)

١٢. بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوْفِ

১২. প্রত্যেক সৎ কাজকে 'সদকা' নামে অভিহিত করার বর্ণনা

٥٨٩. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

৫৮৯. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক মুসলমানেরই সদকা করা আবশ্যক। উপস্থিত লোকজন বললো : যদি সে সদকা করার মতো কিছু না পায়। তিনি বললেন : তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদকা করবে। তারা বললো : যদি সে সক্ষম না হয় অথবা বলেছেন, যদি সে না করে? তিনি বললেন : তাহলে সে যেনো বিপদগ্রস্ত মাযলুমের সাহায্য করে। লোকেরা বলল: সে যদি তা না করে? তিনি বললেন : তা হলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অথবা বলেছেন, সাওয়াবের কাজের আদেশ দিবে। তারা বললো : তাও যদি সে না করে? তিনি বললেন : তা হলে সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, এটাই তার জন্য সদকা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৬০২২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১০০৮)

٥٩٠. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

৫৯০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদকা রয়েছে, প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয় দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সদকা, কাউকে সাহায্য করে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তাঁর উপরে তাঁর মালপত্র তুলে দেয়াও সদকা, ভালো কথাও সদকা, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সদকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদকা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২৮, হাদীস ২৯৮৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১০০৯)

١٣. بَابُ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ
১৩. দানকারী ও কৃপণতাকারী

٥٩١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

৫৯১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দান করুন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১৪৪২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১০১০)

١٤. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ لَا يُوْجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا
১৪. সদকা গ্রহীতা না পাওয়ার পূর্বে সদকার প্রতি উৎসাহের বর্ণনা

٥٩٢. حَدِيْثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهُ يَاْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا.

৫৯২. হারিসা ইবনে ওহাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সদকা করো, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ আপন সদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কাউকে পাবে না। (যাকে দেয়ার ইচ্ছে করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪১১; মুসলিম, পূর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১০১১)

٥٩٣. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

৫৯৩. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর অবশ্যই এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সদকার সোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু একজন গ্রহীতাও খুজে পাওয়া যাবে না। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪১৪; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১০১২)

٥٩٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِيْ.

৫৯৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে উপচে না পড়বে, এমনকি সম্পদের মালিকগণ তার সদকা কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যাকেই দান করতে চাইবে সে-ই বলবে, প্রয়োজন নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪১২; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৭)

١٥. بَابُ قَبُوْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

১৫. সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে সদকা গৃহীত হওয়া এবং তাঁর বৃদ্ধি সাধন

٥٩٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

৫৯৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সে সদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।

নোট : কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর হাত আছে, পা আছে। কিন্তু এই হাত পা কেমন সে সম্পর্কে আমরা কোনো ধারণাও করতে পারি না চিন্তাও করতে পারি না। সৃষ্টিজগতে তাঁর কোনো তুলনা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্পর্কে বলেছেন– "তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা শুরা- ১১)

কুদরতি হাত বা কুদরতি পা বা কুদরতি চক্ষু ইত্যাদি অর্থ করা আল্লাহর গুণাবলির বিকৃতি সাধন করার শামিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২৩, হাদীস ১৪১০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১০১৪)

١٧. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَاَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

১৬. সদকা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান যদিও তা খেজুরের একটু অংশ অথবা উত্তম কথা হয় এবং এটা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল

٥٩٦. حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

৫৯৬. আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪১৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২০, হাদীস ১০১৬)

٥٩٧. حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرٰى شَيْئًا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثَلَاثًا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

৫৯৭. আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ বিচারের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন। আর সেদিন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী ব্যবস্থা থাকবে না। এরপর বান্দা দৃষ্টি দিয়ে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় তার সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরাবে তখন তার সামনে দেখতে পাবে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করে। রাবী বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ কর। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। এমন কি আমরা ভাবছিলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম সরাসরি প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি আবার বললেন : তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ কর। আর যদি কেউ সেটাও না পাও তাহলে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর)। (সহীহ বুখারী, সদয় হওয়া, হাদীস ৬৫৩৯-৬৫৪০, (১৪১৩); মুসলিম, যাকাত, হাদীস ১০১৬)

١٨. بَابُ الْحَمْلِ بِاُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيْدِ عَنْ تَنْقِيْصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيْلٍ

১৭. মুটে মজুর সদকাহ করতে পারে এবং অল্প পরিমাণ সদকাকারীকে দোষারোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

٥٩٨. حَدِيْثُ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَمَّا اُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِاَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلَّا رِئَاءً فَنَزَلَتِ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ الْاٰيَةَ.

৫৯৮. আবূ মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হল, তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদা আবূ আকীল ﷺ অর্ধ সা'

খেজুর (দান করার উদ্দেশ্যে) নিয়ে এলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি (আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল (একই উদ্দেশ্যে) নিয়ে হাজির হলেন। (এগুলো দেখে) মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল, আল্লাহ এ ব্যক্তির সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি [আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ﷺ] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছে। এ সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়– "মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া ব্যয় করার কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

(সূরা বারাআত ৯/৭৯)। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৯, হাদীস ৪৬৬৮; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ১০১৮)

١٩. بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ

১৮. মানীহা এর ফযীলত (দুগ্ধপানের জন্য দুগ্ধবতী উট-ছাগল-ভেড়া সাময়িকভাবে দান)

৫৯৯. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاِنَاءٍ .

৫৯৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানীহা হিসেবে অধিক দুগ্ধবতী উটনী ও অধিক দুগ্ধবতী বকরী কতই না উত্তম, যা সকাল বিকাল পাত্র ভর্তি দুধ দেয়।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ২৬২৯; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২২, হাদীস ১০১৯)

٢٠. بَابُ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ

১৯. দানকারী ও কৃপণতাকারীর দৃষ্টান্ত

٦٠٠. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تَغْشَى اَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاِصْبَعِهِ هٰكَذَا فِيْ جَيْبِهِ فَلَوْ رَاَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ

৬০০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিকে এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুলনা করেন, যাদের পরিধানে লোহার দু'টি বর্ম আছে। তাদের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে আছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি এমনভাবে প্রশস্ত হয় যে, তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং (শরীরের চেয়ে লম্ব হওয়ার জন্য চলার সময়) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ লোকটি যখন দান করতে ইচ্ছে পোষণ করে, তখন তার বর্মটি শক্ত হয়ে যায় ও এক অংশ অন্য অংশর সাথে মিলে থাকে এবং প্রতিটি অংশ নিজ নিজ স্থানে থেকে যায়। আবু হুরায়রা ﷺ বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর আঙ্গুল এভাবে বুকের দিক দিয়ে খোলা অংশের মধ্যে রেখে বলতে দেখেছি, তুমি যদি তা দেখতে (তাহলে দেখতে) যে, তিনি তা প্রশস্ত করতে চাইলেন কিন্তু প্রশস্ত হল না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৯, হাদীস ৫৭৯৭; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ২৩, হাদীস ১০২১)

٢١. بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِيْ يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

২০. সদকা প্রদানকারীর সওয়াব বহাল থাকবে যদিও তা অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে যায়

٦٠١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

৬০১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : (পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বললো, আমি কিছু সদকা করব। সদকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা প্রদান করল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সদকাহ দেয়া হয়েছে। এতে সে বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সদকা করবো। সদকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদকা দেয়া হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সদকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছলো! আমি অবশ্যই সদকা করব। এরপর সে সদকা নিয়ে বের হয়ে কোনো এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগলো, ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেয়া হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সদকা) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল। পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সদকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে, তোমার সদকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে, সম্ভবত সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যক্তি তোমার সদকাহ পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে সদকা করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৪ : হাদীস ১৪২১; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১০২২)

٢٢. بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِيْنِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيْحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ

২১. বিশ্বস্ত খাজাঞ্চীর এবং ঐ মহিলা যে সৎ উদ্দেশ্যে তার স্বামীর গৃহ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অনুমতি সাপেক্ষ সদকা করে, বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়– তার প্রতিদান

٦٠٢. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِيْ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

৬০২. আবূ মূসা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী (আপন মালিক কর্তৃক) নির্দেশিত পরিমাণ সদকার সবটুকুই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সানন্দচিত্তে আদায় করে, কোনো কোনো সময় তিনি (বাস্তবায়িত করে) শব্দের স্থলে (আদায় করে) শব্দ বলেছেন, সে খাজাঞ্চীও নির্দেশদাতার ন্যায় সদকা দানকারী হিসেবে গণ্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৪৩৮; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১০২৩)

٦٠٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

৬০৩. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো স্ত্রী যদি তার ঘর থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য সদকা করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্যজনের সওয়াবে কোনো কমতি হবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৭ : হাদীস ১৪২৫; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১০২৪)

٦٠٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

৬০৪. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮৪ : হাদীস ৫১৯২; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১০২৬)

٦٠٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.

৬০৫. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কোনো মহিলা স্বামীর উপার্জন থেকে বিনা হুকুমে দান করে, তবে সে তার অর্ধেক সওয়াব পাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৩৬০; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১০২৬)

٢٢. بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

২২. যে ব্যক্তি এক সঙ্গে সদকা ও উত্তম আমলসমূহ করল

٦٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

৬০৬. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা। এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বক্‌র رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৮৯৭; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১০২৭)

٦٠٧. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَىْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَاكَ الَّذِىْ لاَ تَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

৬০৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দু'টি করে কোনো জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজায় প্রহরী তাকে ডাক দিবে। (তারা বলবে) হে অমুক! এদিকে আস। আবূ বকর ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! তাহলে তো তাঁর জন্য কোনো ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ২৮৪১; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১০২৭)

٢٣. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْاِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْاِحْصَاءِ

২৩. দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও (সম্পদ) গণনা করা অপছন্দনীয়

٦٠٨. حَدِيْثُ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللهُ عَلَيْكِ.

৬০৮. আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : খরচ করো, আর হিসাব করতে যেও না, তাহলে আল্লাহ্ তোমার বেলায় হিসাব করে দিবেন। লুকিয়ে রেখো না, নইলে আল্লাহও তোমার ব্যাপারে লুকিয়ে রাখবেন।
(বুখারী, পর্ব ৫১: হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৫৯১; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, হাদীস ১০২৯)

٢٥. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ وَلاَ تَمْتَنِعْ مِنَ الْقَلِيْلِ لِاحْتِقَارِهِ

২৪. সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান যদিও তা অল্প পরিমাণে হয় এবং অল্পকে তুচ্ছ মনে করে বিরত না থাকা

٦٠٩. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

৬০৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোনো মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫৬৬; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১০৩০)

٢٦. بَابُ فَضْلِ اِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

২৫. গোপনে সদকা করার ফযীলত

٦١٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالٰى فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

৬১০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেছে।

৩. যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে।

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর। আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের ওপর।

৫. এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৬. যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না।

৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১৪২৩; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১০৩১)

٢٧. بَابُ بَيَانِ اَنَّ اَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيْحِ الشَّحِيْحِ

২৬. সুস্থাবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালীন সদকাই উত্তম সদকা

٦١١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

৬১১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো সদকার সওয়াব বেশি পাওয়া যায়? তিনি বললেন : সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার সদকা করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সদকা করতে এ পর্যন্ত দেরী করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতোটুকু, অমুকের জন্য এতোটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১১, হাদীস১৪১৯; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১০৩২)

٢٨. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَاَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَاَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْاٰخِذَةُ

২৭. উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত হলো দানকারী এবং নিচের হাত যাঞ্চাকারী

٦١٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْاَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

৬১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা মিম্বারের উপর থাকা অবস্থায় সদকা করা ও ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকা এবং ভিক্ষা করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন : উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নিচের হাত হলো ভিক্ষুকের। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৪২৯; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১০৩৩)

٦١٣. حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.

৬১৩. হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সদকা করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪: যাকাত, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৪২৮; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১০৩৪)

٦١٤. حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ يَدْعُوْ حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ.

৬১৪. হাকিম ইবনে হিযাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন : হে হাকিম! এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তাঁর জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তাঁর জন্য তা বরকতময় হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মতো, যে খায় কিন্তু তাঁর ক্ষুধা মেটে না।

উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রহ) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করবো না। এরপর আবু বকর ﷺ হাকীম (রহ)-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর উমর ﷺ (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। উমর ﷺ বললেন, মুসলমানগণ! হাকিম (রহ)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর এই গনীমত থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যিই) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর হাকীম (রহ) মৃত্যু অবধি কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১৪৭২; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১০৩৫)

٢٨. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

২৮. ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়া

٦١٥. حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَإِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِىْ وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللهِ.

৬১৫. আমিরে মু'আবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন। তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দাতা। সর্বদাই এ উম্মত শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১৩, হাদীস ৭১; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১০৩৭)

٣٠. بَابُ الْمِسْكِيْنِ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

২৯. প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে প্রয়োজন মিটাতে পারে আর তার অবস্থা দেখে বোঝাও যায় না যে তাকে সদকা করা যাবে

٦١٦. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

৬১৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয় যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক 'দু' লোকমা অথবা এক দু'টি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাঞ্চা করে বেড়ায় না। (বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১৪৭৯; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, হাদীস ১০৩৯)

٣١. بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

৩০. মানুষের জন্য ভিক্ষা করা অপছন্দনীয়

٦١٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

৬১৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে হাজির হবে যে, তার মুখমণ্ডলে কোনো গোশত থাকবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১৪৭৫; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১০৪০)

٦١٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ.

৬১৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২০৭৪; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১০৪২)

٣١. بَابُ إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ
৩১. ভিক্ষা বা লোভ করা ব্যতীত যা দেয়া হয় তা গ্রহণ করা বৈধ

٦١٩. حَدِيثُ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

৬১৯. আব্দুল্লাহ উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত, তাকে দান করুন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন : তা গ্রহণ করো। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরে কোনরূপ লোভ-লালসা নেই এবং তার জন্য তুমি প্রার্থী নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫১, হাদীস ১৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১০৪৫)

٣٢. بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا
৩২. দুনিয়ার (সম্পদের) প্রতি লোভ-লালসা অপছন্দীয়

٦٢٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ.

৬২০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। এর একটি হল দুনিয়ার মুহাব্বত, আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫, হাদীস ৬৪২০; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১০৪৬)

٦٢١. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ.

৬২১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দু'টি জিনিসও বৃদ্ধি পায়; ধন-সম্পদের মহব্বত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫, হাদীস ৬৪২১; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১০৪৭)

٣٣. بَابُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا
৩৩. বনী আদমের যদি দু'টি উপত্যকা থাকে তাহলে সে তৃতীয়টি চাইবে

٦٢٢. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

৬২২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি আদম সন্তানের স্বর্ণ পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকার কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই ভরতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১০, হাদীস ৬৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১০৪৮)

٦٢٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا حَبَّ اَنَّ لَهُ اِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَا عَيْنَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ يَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

৬২৩. ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : বনী আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধন সম্পদ থাকে, 'তা'হলে সে আরও ধন সম্পদ অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের লোভী চোখ মাটি ব্যতীত আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তাওবা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১০, হাদীস ৬৪৩৭; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১০৪৯)

٣٥. بَابُ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ
৩৪. অধিক ধন-সম্পদ থাকলেই ধনী নয়

٦٢٤. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

৬২৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয়। বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৬৪৪৬; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১০৫১)

٣٦. بَابُ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا
৩৫. দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে যা বেরিয়ে আসবে সে ব্যাপারে ভয় করা

٦٢٥. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَكْثَرَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ قِيْلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْاَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِيْنِهٖ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَعَ ذٰلِكَ قَالَ لَا يَاْتِى الْخَيْرُ اِلَّا بِالْخَيْرِ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ كُلَّ مَا اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلَّا اٰكِلَةَ الْخَضِرَةِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاَكَلَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهٖ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهٖ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهٖ كَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

৬২৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞেস করা হলো, যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, ভালো কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবূ সা'ঈদ ﷺ বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভালো একমাত্র ভালোকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধন-দৌলত সবুজ শ্যামল ওহি। অবশ্য যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে প্রাণী পেট ভরে

খেয়ে সূর্যমুখী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং পুনঃ খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তদ্রূপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় না।

(সহীহ বুখারী পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৭, হাদীস ৬৪২৭, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১০৫২)

٦٢٦. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّيْ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬২৬. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন : আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। এক সহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী ﷺ নীরব হলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হয়েছে? তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে উত্তর দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহি নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন : প্রশ্নকারী কোথায়? যেনো তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়তো (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চলে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। কেয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

(সহীহ বুখারী পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১৪৬৫, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১০৫২)

٦٢٧. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

৬২৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী সহাবী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য্য দান করেন। ধৈর্য্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি।

(সহীহ বুখারী পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১৪৬৯, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১০৫৩)

٣٧. بَابُ فِي الْقَافِ وَالْقَنَاعَةِ

৩৬. অল্পে তুষ্ট থাকা

٦٢٨. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.

৬২৮. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ—এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৬৪৬০; মুসলিম, পর্ব ১২ : যাকাত, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১০৫৫)

٣٨. بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَالَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

৩৭. ঐ ব্যক্তিকে প্রদান যে চায় অশ্লীল ও কঠোরভাবে

٦٢٩. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ إِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

৬২৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে চলছিলাম। এ সময় তাঁর পরিধানে চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী ডোরাদার চাদর ছিল। একজন বেদুঈন তাঁর কাছে এলো। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। এমন সময় আমি দেখতে পেলাম আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর সে বলল : হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার নিকট আল্লাহ যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলুন। আল্লাহর রসূল ﷺ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

(সহীহ বুখারী পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাদীস ৫৮০৯, মুসলিম, পর্ব ১২ যাকাত, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১০৫৭)

٦٣٠. حَدِيْثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَا هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

৬৩০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার কিছু কবা' (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাহকে তা হতে একটিও দিলেন না। মাখরামা ﷺ তখন (ছেলেকে) বললেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে চল। [মিসওয়ার ﷺ বলেন] আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন,

যাও, ভেতরে গিয়ে তাঁকে আমার জন্য আহ্বান জানাও। [মিসওয়ার ﵁] বলেন, অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আহ্বান জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর নিকট একটি কবা ছিল। তিনি বললেন, এটা আমি তোমার জন্য হিফাযত করে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামা ﵁ সেটি তাকিয়ে দেখলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাখরামাহ খুশী হয়ে গেছে।

(বুখারী পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৫৯৯, মুসলিম, পর্ব ১২ যাকাত, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১০৫৮)

٣٨. بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ

৩৮. ঐ ব্যক্তিকে প্রদান যার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার ভয় রয়েছে

٦٣١. حَدِيْثُ سَعْدِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

৬৩১. সা'দ ইবনে আবূ ওক্কাস ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমি তাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না। অথচ সে ছিল আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আমি তো তাকে অবশ্য মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেনঃ বরং মুসলিম (বল)। সা'দ ﵁ বলেন, এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে ওঠলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন : বরং মুসলিম। এবারও কিছুক্ষণ নীরব রইলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে ওঠলে আমি বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনি করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অথবা মুসলিম! এভাবে তিনবার বললেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন : আমি একজনকে দিয়ে থাকি অথচ অন্য ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এই আশঙ্কায় যে, তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(সহীহ বুখারী পর্ব ৬৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ১৪৭৮, মুসলিম, পর্ব ১২ যাকাত, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ১৫০)

٦٣٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.

৬৩২. আনাস ﷺ হতে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দান করার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের হতে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগলো, আল্লাহ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছে না। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে। আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট তাদের কথা পৌছানো হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যতীত আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নিকট তোমাদের ব্যাপারে যে কথা পৌছেছে তা কী?' তাঁদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরা তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে বয়স্করা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণরা বলেছে : আল্লাহ্ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ক্ষমা করুন।

তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারি হতে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ মাত্র শেষ হয়েছে। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা দুনিয়াবী সম্পদ নিয়ে ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে নিয়ে বাড়ী ফিরবে আর আল্লাহর শপথ, তোমরা যা নিয়ে বাড়ী ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চেয়ে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এতেই সন্তুষ্ট।' অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার পরে তোমরা তোমাদের ওপর অন্যদের খুব প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে হাউযে কাওসারে মিলিত হবে।' আনাস ﷺ বলেন, কিন্তু আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারিনি। (বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩১৪৭, মুসলিম, পর্ব ১২ যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১০৫৯)

٦٣٣. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

৬৩৩. আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে অপর গোত্রের কেউ আছে কি? তারা বললেন না, অন্য কেউ নেই। তবে আমাদের এক ভাগিনা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন কোন গোত্রের ভাগ্নে সে গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।
(বুখারী পর্ব ৬১ ঃ মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩৫২৮, মুসলিম, পর্ব ১২ যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১০৫৯)

٦٣٤. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا الْأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَوَلَا

تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ.

৬৩৪. আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে গণিমতের দিলে কিছু সংখ্যক আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কুরাইশদের মাল দিলেন অথচ আমাদের তলোয়ার হতে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নবী ﷺ-এর নিকট এ কথা পৌছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের হতে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কী? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌছেছে তা সত্যই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরবে। যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলবো।

(বুখারী পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৭৭৮, মুসলিম, পর্ব ১২ যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১০৫৯)

٦٣٥. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ الْتَقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَةُ اٰلَافٍ وَالطُّلَقَاءُ فَاَدْبَرُوْا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوْا فَدَعَاهُمْ فَاَدْخَلَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ فَقَالَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ.

৬৩৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিন নবী ﷺ হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখী হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মাক্কার) নও-মুসলিম। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। এ মুহূর্তে তিনি [নবী ﷺ] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা হাযির, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। নবী ﷺ তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। মুশরিকরা পরাজিত হলো। তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনীমতে) বণ্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। (এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল।) তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর জমায়েত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন বকরী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। এরপর নবী ﷺ আরো বললেন, যদি লোকজন উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই বেছে নেব।

(সহীহ বুখারী পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪৩৩৩, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১০৫৯)

٦٣٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا فَكَاَنَّهُمْ وَجَدُوْا اِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا اَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَمْ اَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِيْ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِيْنَ فَاَلَّفَكُمُ اللهُ بِيْ وَعَالَةً فَاَغْنَاكُمُ اللهُ بِيْ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ قَالَ مَا

يَمْنَعُكُمْ اَنْ تُجِيْبُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَنُّ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا اَتَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ اِلٰى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

৬৩৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূল ﷺ-কে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের ওপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই দিলেন না। ফলে তাঁরা যেন অসুন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেন : তাঁরা যেনো দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি, অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন।

তোমরা ছিলে দরিদ্র, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের ওপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র রাসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে সাথে নিয়ে।

যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকতো তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হল (নববী) ভিতরের পোশাক আর অন্যান্য লোক হলো উপরের পোশাক। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দ্বীনের উপর টিকে থাকবে) যে পর্যন্ত না তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪৩৩০, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১০৬১)

٦٣٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِيُّ ﷺ اُنَاسًا فِى الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطٰى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ فَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللهِ اِنَّ هٰذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لَاُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ رَحِمَ اللهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ.

৬৩৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে নবী ﷺ কোন কোন লোককে বণ্টনে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দেন। তিনি আকরা' ইবনে হাবিছকে একশ' উট দিলেন। উযাইনাকেও এ পরিমাণ দেন। উচ্চবংশীয় আরব ব্যক্তিদের দিলেন

এবং বন্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বললো আল্লাহ্‌র শপথ! এতে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বললো, এতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবশ্যই এ কথা জানিয়ে দিবো। তখন আমি তাঁর নিকট এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল ﷺ যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা ﷺ-এর প্রতি রহম করুন, তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেছেন।'

(সহীহ বুখারী পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩১৫০, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১০৬৮)

٤٠. بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

৩৯. খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বৈশিষ্ট্য

٦٣٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اعْدِلْ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ شَقِيْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.

৬৩৮. জাবের ইবনে 'আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ জি'য়রানা নামক জায়গায় গনীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, ইনসাফ করুন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি যদি ইন্‌সাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগা।'

(সহীহ বুখারী পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩১৩৭, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১০৬৩)

٦٣٩. حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِيْ صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُوْنِيْ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِيْ عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

৬৩৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত। 'আলী ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ১. আল-আকরা' ইবনে হানযালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন। ২. 'উয়াইনা ইবনে বাদার ফাযারী। ৩. যায়েদ ত্বায়ী, যিনি পরে বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। ৪. 'আলকামা ইবনে উলাসা 'আমিরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে

কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছো না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। [আবু সাঈদ ؓ বলেন] আমি তাকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ؓ বলে ধারণা করছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেলো, তখন নবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম। (সহীহ বুখারী পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৩৪৪, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১০৬৪)

٦٤٠. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ؓ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِىْ اَدِيْمٍ مَقْرُوْظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَاَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ اِمَّا عَلْقَمَةُ وَاِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَلَا تَأْمَنُوْنِىْ وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِيْنِىْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْاِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اتَّقِ اللهَ قَالَ وَيْلَكَ اَوَلَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْاَرْضِ اَنْ يَتَّقِىَ اللهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ.

قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلَا اَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّىْ فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِىْ قَلْبِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اُوْمَرْ اَنْ اَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا اَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَاَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ.

৬৪০. আবূ সাঈদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী ইবনে আবূ তালিব ؓ ইয়ামান থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবূ সাঈদ খুদরী ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চার জনের মাঝে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হারিস, যাইদ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমের ইবনে তুফাইল ؓ।

তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এটা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নবী ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখো না অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের নিকট আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। রাবী বলেন, এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেনো বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপাল বিশিষ্ট, দাঁড়ি অতি ঘন, মাথাটি ন্যাড়া,

পরনের লুঙ্গী উপরে উত্থিত। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহ্কে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি অধিক হকদার নই? রাবী আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, লোকটি চলে গেলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেবো না?

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন : না, হতে পারে সে সালাত আদায় করে। খালিদ رضي الله عنه বললেন, অনেক সালাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করেও পেট ফেঁড়ে দেখার জন্য বলা হয়নি। অতঃপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দেহ ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে সামূদ জাতির মতো হত্যা করে দেবো।

(সহীহ বুখারী পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাদীস ৪৩৫১, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১০৬৪)

٦٤١. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَتَمَارٰى فِي الْفُوْقِ.

৬৪১. আবূ সা'ঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সলাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের 'আমালকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচের প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তা লোক দেখানো হবে)। এরা দ্বীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোন চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৫০৫৮, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১০৬৪)

٦٤٢. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِيْ فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلٰى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ

أَيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ نَعَتَهُ.

৬৪২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বানু তামীম গোত্রের জুলখোয়াইসিরা নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনসাফ করুন। তিনি বললেন তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে ইনসাফ করবে কে? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইন্সাফ না করি। 'উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সলাত এবং সিয়াম নগণ্য বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করে না।

তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস পার হয়ে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি সময় মানুষ যার একটি বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংস খণ্ডের মত নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্ম প্রকাশ করবে। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে এ কথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তখন 'আলী (রাঃ) ঐ লোককে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন। খোঁজ করে যখন আনা হল আমি মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে তাঁর মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬১০, মুসলিম, পর্ব ১২, যাকাত, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১০৬৪)

٤١. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

৪০. খারেজীদেরকে হত্যার ব্যাপারে উৎসাহিত করা

٦٤٣. حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৪৩. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর ওপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়

এবং আমরা নিজেরা যখন আলোচনা করি তখন কথা হলো এই যে, যুদ্ধ ছল-চাতুরী মাত্র। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভালো কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের দেখা মিলবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের হত্যা করবে তাদের এই হত্যার পুরস্কার রয়েছে কিয়ামতের দিন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬১১; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ১০৬৬)

٤١. بَابُ الْخَوَارِجِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ

৪১. খারিজীরা সৃষ্টি ও স্বভাবের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট

٦٤٤. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

৬৯৩৪. উসায়র ইবনে 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে হুনায়ফ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নবী ﷺ-কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

(বুখারী, পর্ব ৮৮ : আল্লাহদ্রোহী ও মুরতাদদের প্রতি তাওবাহ্ করার আহ্বান, অধ্যায় ৭, হাদীস ৬৯৩৪; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, হাদীস ১০৬৮)

٤٢. بَابُ تَحْرِيْمِ الزَّكَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ص وَعَلٰى اٰلِهِ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ

৪২. রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত (গ্রহণ) হারাম তারা হচ্ছে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব। এছাড়া অন্যরা নয়

٦٤٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيْءُ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتّٰى يَصِيْرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ﷺ يَلْعَبَانِ بِذٰلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ.

৬৪৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (সদকার) খেজুর আনা হতো। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খেজুর স্তূপ হয়ে গেল। হাসান ও হুসাইন ﷺ সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং তার মুখ থেকে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জানো না যে, মুহাম্মদের বংশধর (বনু হাশিম) সদকা ভক্ষণ করে না।?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৭, হাদীস ১৪৮৫; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১০৬৯)

٦٤٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَأَنْقَلِبُ إِلٰى أَهْلِيْ فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِيْ فَأَرْفَعُهَا لِاٰكُلَهَا ثُمَّ أَخْشٰى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيْهَا.

৬৪৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সদকার খেজুর হবে, তাই আমি তা রেখে দিই।
(বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ২৪৩২; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, হাদীস ১০৭১)

٦٤٧. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا.

৬৪৭. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) পথ অতিক্রমকালে নবী ﷺ পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, এটা যদি সদকার খেজুর বলে সংশয় না থাকতো, তবে আমি তা খেতাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাদীস ২০৫৫; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১০৭১)

٤٣. بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

৪৩. নবী ﷺ বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ, যদিও হাদিয়াদাতা সদকার মাধ্যমে ঐ মালের মালিক হয়ে থাকে এবং ঐ জিনিসের বর্ণনা যে, সদকা গ্রহীতা যখন তা গ্রহণ করে তখন সেটা সদকার হুকুম থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হালাল হয়ে যায় যাদের জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম

٦٤٨. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

৬৪৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। বারীরা ﷺ-কে সদকাকৃত গোশতের কিছু অংশ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেয়া হলো। তিনি বললেন, তা বারীরাহ'র জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ যাকাত, অধ্যায় ৬২ : হাদীস ১৪৯৫; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১০৭৪)

٦٤٩. حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

৬৪৯. উম্মু 'আতিয়া আনসারীয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কাছে গিয়ে বললেন : তোমাদের কাছে (খাবার) কিছু আছে কি? 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন : না, তবে আপনি সদকাস্বরূপ নুসাইবাকে বকরীর যে গোশত প্রেরণ করেছিলেন, সে তার কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল (তাছাড়া কিছু নেই) তখন নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : সদকা তার যথাস্থানে পৌঁছেছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬২, হাদীস ১৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১০৭৬)

٤٤. بَابُ قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

৪৪. নবী ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করতেন আর সদকাহ ফিরিয়ে দিতেন

٦٥٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

৬৫০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে কোনো খাবার আনা হলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া, না সদকা? যদি বলা হতো সদকা, তাহলে সাহাবীদের তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া, তাহলে তিনিও হাত বাড়াতেন এবং তাদের সঙ্গে খাওয়ায় অংশগ্রহণ করতেন।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৭৬; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ১০৭৭)

٣٨. بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

৪৫. সদকা দানকারীর জন্য দু'আ করা

٦٥١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

৬৫১. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর নিকট কোনো গোত্র থেকে সদকা আসতো তখন তিনি দোয়া করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর, আর যখন আমার পিতা সদকা নিয়ে আসতেন, তখন দোয়া করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আবূ আওফার বংশের ওপর রহমত বর্ষণ কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত অধ্যায় ৬৪, হাদীস ১৪৯৮; মুসলিম, পর্ব ১২: যাকাত, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ১০৭৮)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

كِتَابُ الصِّيَامِ - সাওম

١. بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. রমযান মাসের ফযীলত

٦٥٢. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ

৬৫২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৮৯৯; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১, হাদীস ১০৭৯)

٢. بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِيْ أَوَّلِهِ أَوْ اٰخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

২. চাঁদ দেখে রমযানের সওম রাখা এবং চাঁদ দেখে ছেড়ে দেয়া অপরিহার্য এবং যদি প্রথমে বা শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ করবে

٦٥٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

৬৫৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের কথা আলোচনা করে বলেছেন : চাঁদ না দেখে তোমরা সওম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার করবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তাঁর সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৯০৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২, হাদীস ১০৮০)

٦٥٤. حَدِيْثُ ابْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ.

৬৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মাস এতো, এতো এবং এতো দিনে হয়, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে। তিনি আবার বললেন : মাস এতো, এতো ও এতো দিনেও হয়। অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। তিনি বলতেন : কখনও ত্রিশ দিনে আবার কখনও উনত্রিশ দিনে মাস হয়ে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৩০২; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২, হাদীস ১০৮০)

٦٥٥. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ.

৬৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনও উনত্রিশ দিনের আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে। (বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৯১৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২, হাদীস ১০৮০)

٦٥٦. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُبِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.

৬৫৬. 'আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অথবা বলেন, আবুল কাসিম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শা'বানের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৯০৯; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২, হাদীস ১০৮১)

٣. بَابُ لَا تُقَدِّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

৩. রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সওম পালন করবে না

٦٥٧. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهٗ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

৬৫৭. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা কেউ রমযানের একদিন অথবা দু'দিন আগে থেকে সওম আরম্ভ করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৯১৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩, হাদীস ১০৮২)

٤. بَابُ الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

৪. মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়

٦٥٨. حَدِيْثُ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهٖ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهٗ يَا نَبِىَّ اللهِ حَلَفْتَ اَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

৬৫৮. উম্মে সালামা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ শপথ গ্রহণ করেন যে, এক মাসের মধ্যে তাঁর কয়েকজন স্ত্রীর নিকট তিনি গমন করবেন না; কিন্তু যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলো তখন তিনি সকালে অথবা বিকালে তাঁদের কাছে গেলেন। কোনো একজন তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোনো স্ত্রীর কাছে গমন করবেন না। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯২, হাদীস ৫২০২; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৪, হাদীস ১০৮৫)

٥. بَابُ بَيَانِ مَعْنٰى قَوْلِهٖ ﷺ شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ

৫. দু' ঈদের মাসই কম হয় না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তির সমার্থ

٦٥٩. حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ.

৬৫৯. আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দুটি মাস কম হয় না। তা হল ঈদের দু'মাস-রমযানের মাস ও যুলহজ্জের মাস।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৯১২; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৭, হাদীস ১০৮৯)

٦. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدُّخُوْلَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَنَّ لَهُ الْاَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِيْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْاَحْكَامُ مِنَ الدُّخُوْلِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُوْلِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

৬. ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে সাওম শুরু হয়, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য কাজ চলবে এবং ফজরের ব্যাখ্যা যা সাওমে প্রবেশের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত এবং ফজর সালাতের শুরু ইত্যাদির বর্ণনা

٦٦٠. حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ - حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ - عَمَدْتُ اِلٰى عِقَالٍ اَسْوَدَ وَاِلٰى عِقَالٍ اَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِيْ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِيْنُ لِيْ فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

৬৬০. 'আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো : حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর (রাত্রির) কালো রেখা থেকে (ভোরের) সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭) তখন আমি একটি কালো এবং একটি সাদা রশি নিলাম এবং উভয়টিকে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। রাতে আমি এগুলোর দিকে বারবার তাকিয়ে দেখি কিন্তু আমার নিকট পার্থক্য প্রকাশিত হলো না। তাই সকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয় বললাম। তিনি বললেন : এতো রাতের আঁধার এবং দিনের আলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৯১৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৮, হাদীস ১০৯০)

٦٦١. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنْهُ قَالَ اُنْزِلَتْ - وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ - لَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَاْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَاَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

৬৬১. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : "তোমরা পানাহার করো, যতক্ষণ কালো রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" কিন্তু তখনো مِنَ الْفَجْرِ কথাটি অবতীর্ণ হয়নি। তখন সওম পালন করতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দু' পায়ে একটি কালো এবং একটি সাদা সুতলি বেঁধে নিতেন এবং সাদা কালো এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তারা পানাহার করতে থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি অবতীর্ণ করলে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত (এর আঁধার) এবং দিন (এর আলো)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৯১৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৮, হাদীস ১০৯১)

٦٦٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ.

৬৬২. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিলাল ﷺ রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহরীর) পানাহার করতে পারো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ৬১৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৮, হাদীস ১০৯২)

٦٦٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

৬৬৩. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল ﷺ রাতে আযান দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফজর না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৯১৮, ১৯১৯; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৮, হাদীস ১০৯২)

٦٦٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا.

৬৬৪. 'আব্দুল্লাহর ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিলালের আযান যেনো তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয়– যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদে সালাতরত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়। অতঃপর তিনি বললেন : ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না– তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন– যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। পূর্ব দিকে প্রথমে খাড়া আলোক-রেখা দেখা যায় এই আলোক রেখা প্রকৃত ফজর নয়। পূর্ব দিকে আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত আলোক রেখাই প্রকৃত ফজরের সময়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৬২১; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৮, হাদীস ১০৯৩)

٧. بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَتَأْكِيْدِ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِهِ وَتَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

৭. সাহারীর ফযীলত এবং তা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সাহরী দেরি করে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

٦٦٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

৬৬৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৯২৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৯, হাদীস ১০৯৫)

٦٦٦. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ يَعْنِيْ آيَةً.

৬৬৬. যায়েদ ইবনে সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছেন, অতঃপর ফজরের সালাতে দাঁড়িয়েছেন। আনাস ﷺ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দুয়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত পাঠ করা যায়, এরূপ সময়ের ব্যবধান ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৫৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৯, হাদীস ১০৯৭)

٦٦٧. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

৬৬৭. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : লোকেরা যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততোদিন তারা কল্যাণের ওপরে থাকবে।

নোট : হাদীসে তাড়াতাড়ি ইফতার করার জন্য খুব তাগিদ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতে হবে। চোখে সূর্যাস্ত দেখে ইফতার করা যায়। সূর্যাস্ত দেখতে সূর্যাস্তের সময়সূচী বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়। রেডিও ও টেলিভিশনে সূর্যাস্তের সময় ঘোষণা করা হয়, খবরের কাগজেও সূর্যাস্তের সময় লেখা হয়।

আমাদের দেশে ইফতারের সময়সূচী প্রকাশ করা হয়– যেখানে সূর্যাস্তের সময়ের সাথে ১ মিনিট বা ২ মিনিট বা ৫ মিনিট যোগ করে ইফতারের সময় বলে লেখা হয়। কিন্তু হাদীসে উল্লেখিত কল্যাণ লাভ করতে চাইলে সূর্যাস্তের সময় জেনে নিয়ে সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও ইফতার না করে বসে বসে অন্ধকার করা ইহুদী ও নাসারাদের কাজ।

(আবূ দাউদ ২২৫৩, ইবনে মাজাহ ১৬৯৮) (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৯৫৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, হাদীস ১০৯৮)

٨. بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوْجِ النَّهَارِ

৮. সাওম ভঙ্গ করার সময় এবং দিবাভাগের অবসান

٦٦٨. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

৬৬৮. 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন রাত্র সে দিক থেকে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন রোযাদার ইফতার করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১৯৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১০, হাদীস ১১০০)

٦٦٩. حَدِيْثُ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

৬৬৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ 'আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে আমরা রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন সাওম অবস্থায়। যখন সূর্য ডুবে গেলো তখন তিনি দলের কাউকে বললেন : হে অমুক! উঠ। আমাদের জন্য ছাতুগুলে নিয়ে এসো। সে বলল, সন্ধ্যা হলে ভালো হতো। তিনি বললেন : নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতুগুলে নিয়ে এসো। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হলে ভালো হতো। তিনি বললেন : নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতুগুলে আনো। সে বললো, দিন তো এখনো রয়ে গেছে। তিনি বললেন : তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতুগুলে নিয়ে এসো। অতঃপর সে নামলো এবং তাঁদের জন্য ছাতু গুলে আনলো। নবী ﷺ তা পান করলেন, অতঃপর বললেন : যখন তোমরা দেখবে, রাত একদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে, তখন সওম পালনকারী ইফতার করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১৯৫৫; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১০, হাদীস ১১০১)

٩. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

৯. সাওমে বিসাল (বিরামহীন রোযা) এর নিষিদ্ধতা

٦٧٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

৬৭০. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বেসাল থেকে নিষেধ করলেন। লোকেরা বললো, আপনি যে সওমে বিসাল পালন করেন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ১৯৬২; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১১০২)

٦٧١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا.

৬৭১. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীনভাবে সওম (সওমে বিসাল) পালন করতে নিষেধ করলে মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বিরতিহীনভাবে (সওমে বিসাল) সওম পালন করেন? তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে আমার অনুরূপ কে আছে? আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। এরপর যখন লোকেরা সওমে বিসাল করা থেকে বিরত থাকলো না তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দিনের পর দিন (লাগাতার) সওমে বিসাল পালন করতেন। এরপর লোকেরা যখন চাঁদ দেখতে পেল তখন তিনি বললেন : যদি চাঁদ উঠতে আরো দেরী হতো তবে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরো বেশি দিন সওমে বিসাল করতাম। এ কথা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ বলেছিলেন, যখন তারা বিরত থাকতে অস্বীকার জানিয়েছিলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১৯৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১১০৩)

٦٧٢. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ.

৬৭২. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমরা সওম বিসাল পালন করা থেকে বিরত থাকো (বাক্যটি তিনি) দু'বার উচ্চারণ করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো সওমে বিসাল করেন। তিনি বললেন : আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১৯৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১১০৩)

٦٧٣. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ ﷺ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ.

৬৭৩. আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। (একটি) মাসের শেষাংশে নবী ﷺ বিরতিহীন রোযা রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও অনুরূপ বিরতিহীনভাবে রোযা পালন করতে লাগলো। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হতো,

তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন রোযা পালন করতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মতো নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করা এবং পান করা। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯৪ : কামনা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৭২৪১; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১১০৪)

٦٧٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِ.

৬৭৪. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে সওমে বিসাল থেকে নিষেধ করলে তারা বললো, আপনি যে সওমে বিসাল করে থাকেন! তিনি বললেন : আমি তোমাদের মতো নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ১৯৬৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১১০৫)

١٠. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلٰى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

১০. রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করা হারাম নয়, যদি কেউ কামাবেগে উত্তেজিত না হয়

٦٧٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهٖ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

৬৭৫. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হেসে দিলেন। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১৯২৮; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১২, হাদীস ১১০৬)

٦٧٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاِرْبِهٖ .

৬৭৬. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সাওমের অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের থেকে অধিক সক্ষম ছিলেন। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৩, হাদীস ১৯২৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১২, হাদীস ১১০৬)

١١. بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

১১. কোনো ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ফজর অতিবাহিত করলে তাঁর সাওম ভঙ্গ হবে না

٦٧٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَ مَرْوَانَ اَنَّ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ اَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكَ اَمْرًا وَلَوْلَا مَرْوَانُ اَقْسَمَ عَلَيَّ فِيْهِ لَمْ اَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذٰلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَعْلَمُ.

৬৭৭. আবূ বকর ইবনে 'আব্দুর রহমান ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এবং উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর নিকট গেলাম। (অপর বর্ণনায়) আবুল ইয়ামান (রহ) মারওয়ান (রহ) থেকে বর্ণিত। 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এবং উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত অবস্থায় অবস্থায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজরের সময় হয়ে যেতো। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সওম পালন করতেন। মারওয়ান (রহ) 'আব্দুর রহমান ইবনে হারিস (রহ)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলেছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবূ হুরায়রা ﷺ-কে শঙ্কিত করে দিবে। এ সময় মাওয়ান (রহ) মদীনার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আবূ বকর (রহ) বলেন, মারওয়ান (রহ)-এর কথা 'আব্দুর রাহমান (রহ) পছন্দ করেননি। রাবী বলেন, এরপর ভাগ্যক্রমে আমরা যুল-হুলাইফাতে সমবেত হই। সেখানে আবু হুরায়রা ﷺ-এর একখণ্ড জমি ছিলো। আবদুর রাহমান (রহ) আবূ হুরায়রা ﷺ-কে ইরশাদ করেছেন, আমি আপনার নিকট একটি কথা প্রকাশ্য করতে চাই, মারওয়ান যদি এ বিষয়টি আমাকে কসম দিয়ে না বলতেন, তা হলে আমি তা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতাম না। অতঃপর তিনি 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ও উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করলেন। ফযল ইবনে 'আব্বাস ﷺ অনুরূপ একটি হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি সর্বাধিক অবগত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২২, হাদীস ১৯২৫-১৯২৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১১০৯)

١٢. بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرٰى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِيْ ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِيْ ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتّٰى يَسْتَطِيعَ

১২. রমযান মাসে দিনের বেলায় সাওমকারীর সহবাস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে বড় কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা এবং এটা স্বচ্ছল ও অসচ্ছলের জন্য আদায় করা অপরিহার্য আর অসচ্ছল ব্যক্তি এটা আদায় না করা পর্যন্ত তার কাঁধে এর বোঝা চেপে থাকা

٦٧٨. حَدِيثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيْلُ قَالَ أَطْعِمْ هٰذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

৬৭৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমযানে। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন : তুমি কি ধারাবাহিক দু' মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন : তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে পারবে? সে বললো, না। এমতাবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট এক 'আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এলো। নবী ﷺ বললেন : এগুলো তোমার পক্ষ হতে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বললো, আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত কে? অথচ মদীনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তা হলে তুমি স্বীয় পরিবারকেই আহার করাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১৯৩৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১১১১)

٦٧٩. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ مِمَّ ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ

يَسُوْقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا اَدْرِيْ مَا هُوَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ فَقَالَ هَا اَنَا ذَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنِّيْ مَا لِاَهْلِيْ طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوْهُ.

৬৭৯. 'আয়েশা رضي الله عنها বর্ণিত হাদীস,এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে মসজিদে আসলো। তখন সে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তা কার সাথে? সে বললো, আমি রমযানের মধ্যে আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছি। তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি সদকা দান কর। সে বললো, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে নবী ﷺ এর কাছে আসলো। আর তার সাথে ছিলো খাদ্যদ্রব্য। 'আবদুর রহমান (রহ) বলেন, আমি অবহিত নই যে, নবী ﷺ-এর কাছে কী আসলো? অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কোথায়? সে বললো, এই তো আমি। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে সদাকা করে দাও। সে বললো, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহার্য্য নেই। তিনি বললেন : তাহলে তোমরাই খেয়ে নাও। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৬৮২২; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১১১১)

١٣. بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ

১৩. অন্যায় কাজে গমনের উদ্দেশ্য ছাড়া রমযান মাসে মুসাফিরের জন্য সাওম রাখা বা ভঙ্গ করা বৈধ হবে যদি তার সফরের দূরত্বের পরিমাণ দু' মারহালা বা তার অধিক হয়

٦٨٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ.

৬৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম অবস্থায় কোনো এক রমযানে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি সওম ভঙ্গ করে ফেললে লোকেরা সকলেই সওম ভঙ্গ করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৯৪৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১১১৩)

٦٨١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

৬৮১. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন : এ ব্যক্তির কী হয়েছে? লোকেরা বললো, সে সায়িম (সওম পালনকারী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সফরে সাওম পালনে কোনো সওয়াব নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১৯৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১১১৫)

٦٨٢. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

৬৮২. আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে যেতাম। রোযাদার ব্যক্তি বেরোযাদারকে (যে সাওম পালন করছে না) এবং বে বেরোযাদার ব্যক্তি রোযাদাকে দোষারোপ করতো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১৯৪৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১১১৮)

١٤. بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

১৪. সফরে যে ব্যক্তি সাওম পালন করছে না তার প্রতিদান যদি সে নিজের কাঁধে কাজের ভার তুলে নেয়

٦٨٣. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.

৬৮৩. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিলো। তাই যারা সিয়াম পালন করছিলো তারা কোনো কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়ামরত ছিলো না, তারা উটের দেখাশুনা করছিলো, খিদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিলো। তখন নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যারা সওম পালন করেনি তারাই আজ সাওয়াব নিয়ে গেলো।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৮৯০; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১১১৯)

١٥. بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

১৫. সফরে সাওম পালন করা এবং ভঙ্গ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা

٦٨٤. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

৬৮৪. নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। হামযাহ ইবনে 'আমর আসলামী ﷺ অধিক সাওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে ইরশাদ করেছেন, আমি সফরেও কি সাওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন : ইচ্ছে করলে তুমি সওম পালন করতে পারো, আবার ইচ্ছে করলে নাও করতে পারো। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১৯৪৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১১২১)

٦٨٥. حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ.

৬৮৫. আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিলো যে, প্রত্যেকেই আপন আপন হাত মাথার উপর তুলে ধরছিলেন। এ সময় নবী ﷺ এবং ইবনু রাওয়াহা ﷺ ব্যতীত আমাদের কেউই সিয়ামরত ছিলেন না। (বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১৯৪৫; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১১২২)

١٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

১৬. 'আরাফাহর দিনে আরাফার মাঠে হজ্জ পালনকারীর জন্য সাওম ভঙ্গ করা মুস্তাহাব

٦٨٦. حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ.

৬৮৬. উম্মুল ফযল বিনত হারিস رَضِيَ اللهُ عَنْهَا সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে তাঁর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের কেউ বললো, তিনি সাওম পালন করেছেন। আর কেউ বললো, না, তিনি করেননি। এতে উম্মুল ফযল رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এক পেয়ালা দুধ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি পান করে নিলেন। এ সময় তিনি উটের পিঠে ('আরাফায়) উকূফ অবস্থায় ছিলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮৮, হাদীস ১৯৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১১২৩)

٦٨٧. حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِىْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِى الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

৬৮৭. মায়মূনা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সওম পালন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি স্বল্প পরিমাণ দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন ও লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি (আরাফাতে) অবস্থানস্থলে ওকূফ করছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ১৯৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১১২৪)

١٧. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

১৭. আশুরা বা মাহররম মাসের দশ তারিখের সাওম

٦٨٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهٖ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

৬৮৮. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুরাইশগণ 'আশুরার দিন সাওম পালন করতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও পরে সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সিয়াম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার ইচ্ছে 'আশুরায় সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছে সে সাওম পালন থেকে বিরত থাকবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ১, হাদীস ১৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১২৫)

٦٨٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.

৬৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা আশুরায় সাওম পালন করতো। এরপর যখন রমাযানের সওমের বিধান নাযিল হয়, তখন নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার ইচ্ছে সে আশুরায় সাওম পালন করবে আর যার ইচ্ছে সে তার সাওম পালন করবে না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : তাফসীর, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৪৫০১; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১২৬)

٦٩٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ الْاَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُوْرَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ.

৬৯০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তার নিকট 'আশ'আস ﷺ আসেন। এ সময় ইবনে মাসউদ ﷺ পানাহার করছিলেন। তখন আশ'আস ﷺ বললেন, আজ তো 'আশুরা। তিনি বললেন, রমযানের (এর সাওমের বিধান) নাযিল হওয়ার পূর্বে 'আশুরায় সাওম পালন করা হতো। যখন রমযান (এর সাওমের বিধান) অবতীর্ণ হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এসো, তুমিও খাও। (বুখারী, পর্ব ৩০ : তাফসীর, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৪৫০৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১২৭)

٦٩١. حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ ﷺ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

৬৯১. হুমাইদ ইবনে 'আব্দুর রহমান (রহ) থেকে বর্ণিত। যে বছর মু'আবিয়া ﷺ হজ্জ করেন সে বছর 'আশুরার দিন (মসজিদে নববীর) মিম্বরে তিনি রাবী তাঁকে বলতে শুনেছেন যে হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আজকে 'আশুরার দিন, আল্লাহ তা'আলা এ সওম তোমাদের উপর ফরয করেননি বটে, তবে আমি (আজ) সাওম পালন করছি। যার ইচ্ছে সে সাওম পালন করুক, যার ইচ্ছে সে পালন থেকে বিরত থাকুক। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, হাদীস ২০০৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, হাদীস ১১২৯)

٦٩٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ.

৬৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, যে ইহুদীগণ 'আশুরার দিনে সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন করো কেন?) তারা বলল, এ এক অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে মুক্তি দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দান করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ২০০৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১৩০)

٦٩٣. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ.

৬৯৩. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আশূরার দিনকে ইয়াহুদীগণ 'ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত। নবী ﷺ সাহাবীগণকে বললেন : তোমরাও এ দিনের সওম পালন কর। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ২০০৫; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১৩১)

٦٩٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ.

৬৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আশুরার দিনের সওমের উপরে অন্য কোনো দিনের সাওমকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাস এর উপরও অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতে দেখিনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ২০০৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১৩২)

١٨. بَابُ مَنْ اَكَلَ فِيْ عَاشُوْرَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

১৮. যে ব্যক্তি আশুরার দিন আহার করল, তার উচিত সে দিনের অবশিষ্ট অংশে খাদ্য গ্রহণ না করা

٦٩٥. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ اَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ فَلَا يَاْكُلْ.

৬৯৫. সালমা ইবনে আকওয়া' ﷺ থেকে বর্ণিত। 'আশুরার দিন নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ করলেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেনো পূর্ণ করে নেয় কিংবা বলেছেন, সে যেনো সাওম আদায় করে নেয়। আর যে এখনো খায়নি সে যেনো আর না খায়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, হাদীস ১৯২৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, হাদীস ১১৩৫)

٦٩٦. حَدِيْثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

৬৯৬. রুবায়্যি' বিনতে মু'আব্বিয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আশুরার দিন সকালে সকালে নবী ﷺ আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন : যে ব্যক্তি সাওম পালন করেনি সে যেনো দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সাওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেনো সাওম পূর্ণ করে নেয়। তিনি (রুবায়্যি) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন সাওম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সাওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১৯৬০; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২১, হাদীস ১১৩৬)

١٨. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

১৯. ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর দিন সাওম পালন নিষিদ্ধ

٦٩٧. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

৬৯৭. 'উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু' দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যে দিন তোমরা তোমাদের সাওম পরিত্যাগ করো। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ১৯৯০; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২২, হাদীস ১১৩৭)

٦٩٨. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : . . . وَلَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ....

৬৯৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : দুটি দিনে সাওম পালন করতে নেই সে দু'টি দিন হচ্ছে 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহা।

(বুখারী, পর্ব ২০ : মক্কাহ ও মদীনার মসজিদে সালাতের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাদীস ১১৯৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৮২৭)

٦٩٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الْاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ.

৬৯৯. যিয়াদ ইবনে জুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে (আবদুল্লাহ) ইবনে 'উমর ﷺ-কে বলল যে, এক ব্যক্তি কোনো এক দিনের সাওম পালন করার মান্নত করেছে, আমার মনে হয় সে সোমবারের কথা বলেছিলো। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ঈদের দিন

পড়ে যায়। ইবনে 'উমর ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা মান্নত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নবী ﷺ এই (ঈদের) দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১৯৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২২, হাদীস ১১৩৯)

٢٠. بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

২০. শুধু জুমু'আর দিনে সাওম পালন অপছন্দনীয়

٧٠٠. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا ﷺ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ .

৭০০. মুহাম্মদ ইবনু 'আব্বাদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জুমু'আর দিনে (নফল) সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ১৯৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২৩, হাদীস ১১৪৩)

٧٠١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

৭০১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেনো শুধু জুম'আর দিনে সওম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুম'আর দিনে সাওম পালন করা যায়।)
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ১৯৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১১৪৪)

٢١. بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

২১. আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণী রহিতকরণের বর্ণনা (সাওম পালনে) যাদের কষ্ট হয় তারা ফিদিয়া আদায় করবে। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৪) এ বাণীর দ্বারা যারা রমযান মাস পাবে তাদেরকে এ মাসের সাওম পালন করতে হবে। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১৮৫)

٧٠٢. حَدِيْثُ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ - وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ - كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

৭০২. সালামা ইবনে আকওয়া' ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত নাযিল হলো- এবং যারা সাওম পালনের সামর্থ রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদয়াহ স্বরূপ আহার্য দান করবে- তখন যে ইচ্ছে সাওম ভঙ্গ করতো এবং তার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করতো। যখন এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় তখন পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৪৫০৭; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১১৪৫)

٢٢. بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِيْ شَعْبَانَ

২২. শা'বান মাসে রমযানের বাকি সাওম আদায় করা

٧٠٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ.

৭০৩. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উপর রমযানের যে কাযা হয়ে যেতো তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১৯৫০; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১১৪৬)

٢٣. بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

২৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা সাওম আদায় করা

٧٠٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

৭০৪. 'আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সাওম আদায় করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১৯৫২; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১১৪৭)

٧٠٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

৭০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের সাওম যিম্মায় রেখে ইন্তেকাল করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ সাওম কাযা আদায় করতে পারি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হলো অধিক যোগ্য।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১৯৫৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১১৪৮)

٢٤. بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

২৪. সায়িমের জবান হিফাযত করা

٧٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ الصِّيَامُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

৭০৬. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সিয়াম ঢালস্বরূপ। অতএব অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেনো দু'বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করবো। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ। (বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, হাদীস ১৮৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, হাদীস ১১৫১)

٢٥. بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

২৫. সাওমের ফযীলত

٧٠٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

৭০৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু সাওম আমার জন্য। তাই আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সাওম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। যাঁর কব্জায় মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের গন্ধের চেয়েও সুগন্ধি। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৯০৪; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১১৫১)

٧٠٨. حَدِيْثُ سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ.

৭০৮. সাহল ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কেয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁরা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৮৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩, হাদীস ১১৫২)

٢٦. بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لِمَنْ يُطِيْقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيْتِ حَقٍّ

২৬. যে ব্যক্তি কোনো কষ্ট এবং অন্যের হক্ব নষ্ট না করে আল্লাহর জন্য সাওম পালন করল তার ফাযীলত

٧٠٩. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

৭০৯. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ২৮৪০; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১১৫৩)

٢٧. بَابُ اَكْلُ النَّاسِيْ وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

২৭. ভুলবশতঃ আহার, পানীয় এবং স্ত্রী সঙ্গম করলে সাওম ভঙ্গ হবে না

٧١٠. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِيَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

৭১০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সাওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেনো তার সওম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহ্ই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৯৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১১৫৫)

٢٨. بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

২৮. রমযান মাস ব্যতীত নবী ﷺ-এর সাওম পালন এবং প্রত্যেক মাসে সাওম পালন করা মুস্তাহাব

٧١١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

৭১১. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (এতো অধিক) সাওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সাওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এতো বেশি) সাওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সাওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান ব্যতীত কোনো সম্পূর্ণ মাসের সাওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোনো মাসে অধিক (নফল) সাওম পালন করতে দেখিনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১৯৬৯; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১১৫৬)

٧١٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

৭১২. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শা'বান মাসের চেয়ে বেশি (নফল) সাওম কোনো মাসে পালন করতেন না। তিনি (প্রায়) সম্পূর্ণ শা'বান মাসই সাওম রাখতেন এবং তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে যতটুকু সামর্থ আছে ততটুকু (নফল) আমল কর, কারণ তোমরা (আমল করতে করতে) ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা (সওয়াব দান) বন্ধ করেন না। নবী ﷺ-এর কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সালাত ছিলো তাই যা যথাযথ নিয়মে সর্বদা আদায় করা হতো, যদিও তা পরিমাণ কম হতো এবং তিনি যখন কোনো (নফল) সালাত আদায় করতেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১৯৭০; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১১৫৬)

٧١٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُوْمُ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لَا يَصُوْمُ.

৭১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযান ব্যতীত কোনো মাসে পূর্ণ মাসের সাওম পালন করেননি। তিনি এমনভাবে (নফল) সাওম পালন করতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, আল্লাহর শপথ! তিনি আর সাওম পালন পরিত্যাগ করবেন না। আবার এমনভাবে (নফল) সাওম ছেড়ে দিতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারত আল্লাহর শপথ! তিনি আর সওম পালন করবেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ১৯৭১; মুসলিম, পর্ব ১৩: সওম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১১৫৭)

٢٩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

২৯. সাওমে দাহর (একাধারে এক যুগ) সাওম পালন করা ঐ ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ, যার এর মাধ্যমে ক্ষতি হবে কিংবা এর মাধ্যমে অন্যের হক বিনষ্ট হবে অথবা দু'ঈদে সাওম ভঙ্গ না করা এবং তাশরীকের দিনগুলোতে সাওম ভঙ্গ না করা এবং একদিন বিরতি দিয়ে সাওম পালন করার ফযীলত

٧١٤. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنِّيْ أَقُوْلُ وَاللهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

৭১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সম্পর্কে এ কথা পৌছে যে, আমি বলেছি, আল্লাহর শপথ, আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন সাওম পালন করব এবং রাতভর সালাত আদায় করবো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করার পর আমি তাকে বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোন! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন তুমি তো এরূপ করতে সক্ষম হবে না; বরং তুমি সাওম পালন করো ও ছেড়েও দাও, (রাতে) সালাত আদায় করো ও নিদ্রাও যাও। তুমি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন কর, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ, এভাবেই সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর বেশি করার সামর্থ্য রাখি। অতঃপর তিনি বললেন : তাহলে একদিন সওম পালন করো এবং দু'দিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তাহলে তুমি একদিন সাওম পালন করো আর একদিন ছেড়ে দাও। এ হলো দাউদ ﷺ-এর সাওম এবং এ হলো সর্বোত্তম (সাওম)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : এর চেয়ে উত্তম সাওম (রাখার পদ্ধতি) আর নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ১৯৭৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٧١٥. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

৭১৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ্! আমি এ সংবাদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সাওম পালন করো এবং সারা রাত সালাত আদায় করতে থাকো। আমি বললাম আপনি, যথার্থই (শুনেছেন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : এরূপ করবে না (বরং মাঝে মাঝে) সাওম পালন করবে আমার ছেড়েও দিবে। (রাতে) হক্ব রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক্ব আছে, তোমার মেহমানের হক্ব আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা নেক আমলের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যায়। আমি (বললাম) এর চেয়েও অধিক আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন আমলের অনুমতি প্রদান করা হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আরো বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তবে আল্লাহর নবী দাউদ ﷺ-এর সাওম পালন করো, এর চেয়ে বেশি করতে যেও না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদ ﷺ-এর সাওম কিরূপ ছিল? তিনি বললেন : অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নবী ﷺ প্রদত্ত রুখসত (সহজতর বিধান) কবুল করে নিতাম। (বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১৯৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, হাদীস ১১৫৯)

٧١٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً حَتّٰى قَالَ فَاقْرَاْهُ فِيْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ.

৭১৬. 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'এক মাসে কুরআন খতম করো।" আমি বললাম, 'আমি এর চেয়ে অধিক করার সামর্থ্য রাখি।" তখন নবী ﷺ বললেন, "তাহলে প্রতি সাত দিনে একবার খতম করো এবং -এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করো না।" (বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলতসমূহ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৫০৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٧١٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

৭১৫. 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলসেনঃ হে আব্দুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করতো, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা পরিত্যাগ করেছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১১৫২; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٧١٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ اَنِّيْ اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَاُصَلِّي اللَّيْلَ فَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَيَّ وَاِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّيْ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ وَاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ اِنِّيْ لَاَقْوٰى لِذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقٰى قَالَ مَنْ لِيْ بِهٰذِهٖ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ عَطَاءٌ لَا اَدْرِيْ كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْاَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ مَرَّتَيْنِ.

৭১৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌছে যে, আমি একটানা সাওম পালন করি এবং রাতভর সালাত আদায় করি। এরপর হয়ত তিনি আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন অথবা আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন : আমি কি এ কথা সঠিক শুনিনি যে, তুমি একটানা সাওম পালন করতে থাকো আর ছাড়ো না এবং তুমি (রাতভর) সালাত আদায় করতে থাকো আর নিদ্রা যাও না? (আল্লাহর রাসূল ﷺ

বললেন) : তুমি সওম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাতে সালাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার ওপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক তোমার ওপর রয়েছে। আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] বললেন : তাহলে তুমি দাউদ ﷺ-এর সিয়াম পালন করো। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন : দাউদ ﷺ একদিন সাওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি (শত্রুর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী আত্বা (রহ.) বলেন, (এ হাদীসে) কিভাবে সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতোটুকু মনে আছে যে, নবী ﷺ দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সাওম কোনো সাওম নয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৭, হাদীস ১৯৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٧١٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ (لِيْ) النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

৭১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সব সময় সাওম পালন করো এবং রাতভর সালাত আদায় করে থাকো? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি এরূপ করলে তোমার চোখ বসে যাবে এবং শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর সাওম পালন করে সে যেনো সাওম পালন না করে। মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন : তাহলে তুমি দাউদ ﷺ-এর সাওম পালন করো, তিনি একদিন সওম পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৯৭৯; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٧٢٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

৭২০. 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় সালাত হল দাউদ ﷺ-এর সালাত। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হল দাউদ ﷺ-এর সিয়াম। তিনি [দাউদ ﷺ] অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, একদিন বিরত থাকতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৩১; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٧٢١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ حَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِيْ فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ

سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِحْدٰى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

৭২১. 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সাওম (সাওম পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে) সম্পর্কে আলোচনা করায় তিনি আমার এখানে আগমন করেন। আমি তাঁর জন্য খেজুরের গাছের ছালে পরিপূর্ণ চামড়ার বালিশ (হেলান দিয়ে বসার জন্য) উপস্থাপন করলাম। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। বালিশটি তাঁর ও আমার মধ্যে পড়ে থাকল। তিনি বললেন : প্রতি মাসে তুমি তিন দিন সাওম পালন করলে হয় না? আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো বেশি করতে সক্ষম)। তিনি বললেন : সাত দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো করতে সক্ষম)। তিনি বললেন : নয় দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো বেশি করতে সক্ষম)। তিনি বললেন : এগারো দিন। এরপর নবী ﷺ বললেন, দাউদ (আঃ)-এর সাওমের চেয়ে উত্তম সাওম আর হয় না– (তা হচ্ছে) অর্ধেক বছর, একদিন সাওম পালন করবে ও একদিন ছেড়ে দিবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৯৮০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৫. হাদীস ১১৫৯)

٣٠. بَابُ صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

৩০. শা'বান মাসে আনন্দের সাওম পালন করা

٧٢٢. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هٰذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِيْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

৭২২. ইমরান ইবনে হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে কিংবা (রাবী বলেন) অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন এবং ইমরান (রাঃ) তা শুনছিলেন। নবী ﷺ বললেন : হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে সাওম পালন করনি? (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় (আমার ওস্তাদ) বলেছেন, অর্থাৎ রমযান। লোকটি উত্তর দিল, হে আল্লাহর রাসূল! না। তিনি বললেন : যখন সওম পালন শেষ করবে তখন দু'দিন সওম পালন করে নিবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬২, হাদীস ১৯৮৩; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৩৭. হাদীস ১১৬১)

٣١. بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلٰى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجٰى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

৩১. লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলত এবং তার অন্বেষণে উৎসাহ দান, তার তারিখ ও স্থানের বর্ণনা, তা অন্বেষণ করার উপযুক্ত সময়

٧٢٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

৭২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নের মাধ্যমে রমযানের শেষের সাত রাত্রে লাইলাতুল ক্বদর দেখানো হয়। (এ শুনে) রাসূলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর সন্ধান প্রত্যাশা করে, সে যেনো শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফযীলত, অধ্যায় ২, হাদীস ২০১৫; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০. হাদীস ১১৬৫)

٧٢٤. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّىْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا أَوْ نُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى الْوَتْرِ وَإِنِّىْ رَأَيْتُ أَنِّىْ أَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ.

৭২৪. আবূ সা'ঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে রমযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করি। তিনি বিশ তারিখের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : আমাকে লাইলাতুল ক্বদ্‌র)-এর সঠিক তারিখ দেখানো হয়েছিল পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতে তার সন্ধান করো। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি (ঐ রাতে কাদা-পানিতে সিজদা করছি। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ই'তিকাফ পালন করেছে সে যেনো ফিরে আসে (মসজিদ থেকে বের হয়ে না যায়)। আমরা সকলে ফিরে ইতিকাফ পালনে গেলাম (থেকে গেলাম)। আমরা আকাশে হাল্কা মেঘ খণ্ডও দেখতে পাইনি। পরে মেঘ দেখা দিল ও এমন জোরে বৃষ্টি বর্ষণ হলো যে, খেজুরের শাখায় তৈরি মসজিদের ছাদ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। সালাত শুরু করা হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাদা-পানিতে সিজদা করতে দেখলাম। পরে তাঁর কপালেও আমি কাদার চিহ্ন দেখতে পাই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল কদর, অধ্যায় ৩, হাদীস ২০১৬; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১১৬৭)

٧٢٥. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِىْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِىْ مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِىْ وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ إِلٰى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِىْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِىْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِىْ أَنْ أُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَثْبُتْ فِىْ مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِىْ أَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِىْ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِىْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِيْنًا وَمَاءً.

৭২৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের মাঝের দশকে ই'তিকাফ পালন করেন। বিশ তারিখ অতিক্রম হওয়ার পর সন্ধ্যায় এবং একুশ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সাথে যাঁরা ই'তিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি যে মাসে ই'তিকাফ করেন ঐ মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশাআল্লাহ, তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন, অতঃপর বলেন যে, আমি এই দশকে ই'তিকাফ পালন করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, শেষ দশকে ই'তিকাফ করবো। যে আমার সাথে ই'তিকাফ করেছিল সে যেনো তার ই'তিকাফ স্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) : শেষ দশকে ঐ রাতের সন্ধান করো এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা সন্ধান করো। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি কাদা-

পানিতে সিজদা করছি। ঐ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের ঘনঘটা ছিল এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়। মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিলো একুশ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের শেষে ফিরে বসেন তখন আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তাঁর মুখমণ্ডল কাদা-পানি মাখা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল কদর, অধ্যায় ৩, হাদীস ২০১৮; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সওম, অধ্যায় ৪০. হাদীস ১১৬৭)

٧٢٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

৭২৬. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন : তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফযীলত, অধ্যায় ৩, হাদীস ২০২০; মুসলিম, পর্ব ১৩ : সাওম, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১১৬৯)

নোট : আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা কদরে ঘোষণা করেছেন– লাইলাতুল কদর হাজার মাসের (ইবাদাতের) চেয়েও উত্তম। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনের যে কোনো বিজোড় রাত্রিতে হয়ে থাকে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। হাদীসে এ কথাও উল্লেখিত আছে, যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিজোড় রাত্রিতেই তা হয় না। (অর্থাৎ কোনো বছর ২৫ তারিখ হলো, আবার কোনো বছর ২১ তারিখে হলো এভাবে। আমাদের দেশে সরকারি আর বেসরকারিভাবে জাঁকজমকের সঙ্গে ২৭ তারিখের রাত্রিকে লাইলাতুল কদরের রাত হিসেবে পালন করা হয়। এভাবে মাত্র একটি রাত্রিকে লাইলাতুল কদর সাব্যস্ত করার কোনোই হাদীস নেই। লাইলাতুল ক্বদরের সওয়াব পেতে চাইলে ৫টি বিজোড় রাত্রেই তালাশ করতে হবে। বর্তমানে রাত্রি জাগরণের জন্য মসজিদে সকলে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের যে ব্যবস্থা করা হয় থাকে সেটিও একটি বেদআত কাজ। কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সময়ে নিজ পরিবারকে জাগিয়ে সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে জাগরিত হয়ে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ইবাদত না করে নিজ নিজ পরিবারকে জাগিয়ে কিয়ামুল লাইল পালন করতেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ – ই'তিকাফ

١. بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
১. রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা

٧٢٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

৭২৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ পালন করতেন। (বুখারী, পর্ব ৩৩ : ইতিকাফ, অধ্যায় ১, হাদীস ২০২৫; মুসলিম, পর্ব ১৪ : ইতিকাফ, হাদীস ১১৭১)

٧٢٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

৭২৮. নবীর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই'তিকাফ করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৩ : ইতিকাফ, অধ্যায় ১, হাদীস ২০২৬; মুসলিম, পর্ব ১৪ : ইতিকাফ, অধ্যায় ১. হাদীস ১১৭২)

٢. بَابُ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ اَرَادَ الْاِعْتِكَافَ فِيْ مُعْتَكَفِهِ
২. যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করার ইচ্ছে করল সে যখন ই'তিকাফ করার স্থানে প্রবেশ করবে

٧٢٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ اَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَاَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَاَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً اٰخَرَ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَى الْاَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هٰذَا فَاُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

৭২৯. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশকে নবী ﷺ ই'তিকাফ পালন করতেন। আমি তাঁর তাঁবু স্থাপন করে দিতাম। তিনি ফজরের সালাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী-সহধর্মিনী) হাফসা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁবু খাটাবার জন্য আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দান করলে হাফসা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁবু খাটালেন। (নবী–সহধর্মিনী) যয়নাব বিনতে জাহশ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তা দেখে আরেকটি তাঁবু তৈরি করলেন। সকালে নবী ﷺ তাবুঁগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এগুলো কী? তাঁকে অবগত করানো হলে তিনি বললেন : তোমরা কি মনে করো এগুলো দিয়ে নেকী অর্জন হবে? এ মাসে তিনি ই'তিকাফ ত্যাগ করলেন এবং পরে শাওয়াল মাসে দশ দিন (কাযাস্বরূপ) ই'তিকাফ করেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৩ : ইতিকাফ, অধ্যায় ৬, হাদীস ২০৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৪ : ই'তিকাফ, অধ্যায় ২. হাদীস ১১৭৩)

٣. بَابُ الْاِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
৩. রমযানের শেষ দশদিন (বিভিন্ন ইবাদতের) যথাসাধ্য চেষ্টা করা

٧٣٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيَا لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ.

৭৩০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসতো তখন নবী ﷺ তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩২ : লাইলাতুল ক্বদর-এর ফযীলত, অধ্যায় ৫, হাদীস ২০২৪: মুসলিম, পর্ব ১৪: ইতিকাফ, অধ্যায় ৩. হাদীস ১১৭৪)

পঞ্চদশ অধ্যায়

كِتَابُ الْحَجِّ - হজ্জ

١. بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ

১. মুহরিম ব্যক্তির জন্য হজ্জ অথবা উমরাতে যা যা বৈধ আর যা যা অবৈধ এবং তার জন্য সুগন্ধি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হারাম

٧٣١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ.

৭৩১. 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম লোক কী কী পোশাক পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা (ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই, সে কেবল মোজা পরতে পারবে, কিন্তু উভয় মোজা টাখনুর নীচ থেকে ছেটে ফেলবে। আর জা'ফরান ও ওরাস রং যাতে লেগেছে, এমন কাপড় পরিধান করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫: হজ্জ, অধ্যায় ২১, হাদীস ৫৮০৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ অধ্যায় ১. হাদীস ১১৭৭)

٧٣٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ.

৭৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেছেন : যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করবে আর যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরিধান করবে।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১৮৪১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ. হাদীস ১১৭৮)

٧٣٣. حَدِيْثُ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ ﷺ أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ ﷺ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِيْ سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِيْ بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجَّتِكَ.

৭৩৩. সাফওয়ান ইবনে ই'য়ালা ﷺ থেকে বর্ণিত। ই'য়ালা ﷺ উমর ﷺ-কে বললেন, নবী ﷺ-এর উপর ওহী অবতরণ মুহূর্তটি আমাকে দেখাবেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সঙ্গে কতিপয় সাহাবী ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরে উমরা ইহরাম বাঁধলে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এরপর তাঁর নিকট ওহী নাযিল হলো। উমর ﷺ ই'য়ালা ﷺ-কে ইঙ্গিত করায় তিনি সেখানে

হাজির হলেন। তখন একখণ্ড কাপড় দিয়ে নবী ﷺ-এর উপর ছায়া দেওয়া হয়েছিল, ই'য়ালা ؓ মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখতে পেলেন, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠলো, বর্ণ, তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করেছেন এরশাদ সে অবস্থা দৃঢ় হল, তিনি বলছেন ওমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? অতঃপর প্রশ্নকারীকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন : তোমার শরীরের সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেলে ও জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হজে যা করে থাকো উমরাতেও তাই করো। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫: হজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ অধ্যায় ১. হাদীস ১১৮০)

٢. بَابُ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

২. হজ্জ ও উমরার মীকাতসমূহ

٧٣٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

৭৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীদের জন্য ক্বারনুল-মানযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম পাহাড়। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও উমরার নিয়তকারী যেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৫২৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২. অধ্যায় ২. হাদীস ১১৮১)

٧٣٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

৭৩৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফাহ থেকে, সিরিয়াবাসীগণ জুহ্ফা থেকে ও নজদবাসীগণ ক্বারন থেকে ইহরাম বাঁধবে। আব্দুল্লাহ ؓ বলেন, আমি (অন্যের মাধ্যমে) জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৫২৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২. হাদীস ১১৮২)

٣. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

৩. তালবীয়া পাঠের বর্ণনা এবং তার সময়কাল

٧٣٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

৭৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া নিম্নরূপ : (অর্থ) আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিআমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো শরীক নেই।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ. অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৫৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩. হাদীস ১১৮৩)

٤. بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

৪. মদীনাবাসীদের জন্য মসজিদে যুল হুলাইফার নিকট থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ

٧٣٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

৭৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল- হুলাইফার মসজিদের নিকট থেকে ইহরাম বেঁধেছেন। (বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৫৪১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১১৮৬)

٥. بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

৫. পশুবাহন যাত্রার প্রস্তুতি নিলে তালবীয়া পাঠ

٧٣٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّيْ لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّيْ لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

৭৩৮. উবায়দ ইবনে জুরাইজ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ﷺ-কে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান। আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোনো সাথীকে দেখি না। তিনি বললেন, ইবনে জুরায়জ, সেগুলো কী? তিনি বললেন, আমি দেখি,

১. আপনি তাওয়াফ করার সময় দু'রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য রুকন স্পর্শ করেন না।
২. আপনি 'সিবতী' (পশমবিহীন) জুতা পরিধান করেন;
৩. আপনি (কাপড়ের) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং
৪. আপনি যখন মক্কায় অবস্থান করেন লোকে চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তালবিয়াহের দিন (৮ যিলহজ্জ) না এলে ইহরাম বাঁধেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ বললেন : রুকনের কথা যা বলেছ, তা এজন্য করি যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইয়ামানী রুকনদ্বয় ব্যতীত আর কোনোটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর 'সিবতী' জুতা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সিবতী জুতা পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় ওযু করতে দেখেছি, তাই আমি তা পরতে ভালোবাসি। আর হলুদ রং, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা দিয়ে কাপড় রঙিন করতে দেখেছি, তাই আমিও তা দিয়ে রঙিন করতে ভালোবাসি। আর ইহরাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে তাঁর সাওয়ারী রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪: ওযু, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৬৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১১৮৭)

٦. بَابُ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
৬. ইহরাম বাঁধার সময় মুহরিম ব্যক্তির সুগন্ধি ব্যবহার

٧٣٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

৭৩৯. নবী সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধার সময় আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলার সময়ও। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৩৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৮৯)

নোট : ইহরামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকালে গোসল করা ও সুগন্ধি মাখার নিয়মগুলো পালন করতে হবে। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর সুগন্ধি মাখা যাবে না। ইহরামের নিয়ত করার পূর্বে মাখা সুগন্ধি মুহরিমের চেহারায় দৃশ্যমান থেকে যাবে বা তা থেকে সুগন্ধ আসতে পারে। ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে।

٧٤٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৭৪০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যেন এখনো দেখছি, নবী ﷺ-এর ইহরাম অবস্থায় তাঁর সিঁথিতে খুশবুর ঔজ্জ্বল্য রয়েছে।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫: গোসল, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৭১ : মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৯০)

٧٤١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيْبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

৭৪১. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির (রহ.) বর্ণনা করেন। আমি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ﷺ-এর উক্তি উল্লেখ করলাম, 'আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পছন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে।" 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে বললেন : আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি, তারপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং ইহরাম অবস্থায় সকাল হয়েছে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৭০ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭. হাদীস ১১৮৯)

٧. بَابُ تَحْرِيْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
৭. মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা হারাম

٧٤٢. حَدِيْثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأٰى مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

৭৪২. সাআব ইবনে জাসসামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি (সাআব ইবনে জাসসাম) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি বন্য গাধা হাদিয়া হিসেবে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি হাদিয়া ফেরত পাঠালেন। পরে তার বিষণ্ন মুখ দেখে বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় না থাকলে তোমার হাদিয়া ফেরত দিতাম না।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৫৭৩ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১১৯৩)

٧٤٣. حَدِيْثُ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِيْ يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِيْ وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوْا لَا نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ

بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُوْنَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِيْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوْهُ حَلَالٌ.

৭৪৩. আবূ কাতাদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা থেকে তিন মারহালা দূরে অবস্থিত কাহা নামক স্থানে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। নবী ﷺ ও আমাদের কেউ ইহরামধারী ছিলেন আর কেউ ছিলেন ইহরামবিহীন। এ সময় আমি আমার সাথী সাহাবীদেরকে দেখলাম তারা একে অন্যকে কিছু দেখাচ্ছেন। আমি তাকাতেই একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম (রাবী বলেন) এ সময় তার চাবুকটি পড়ে গেল। (তিনি এনে দেয়ার কথা বললে) সকলেই বললেন, আমরা মুহরিম। তাই এ কাজে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না। অবশেষে আমি নিজেই তা উঠিয়ে নিলাম, এরপর টিলার পিছন দিক থেকে গাধাটির কাছে এসে তা শিকার করে সাহাবীর কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বললেন, খাও, আবার কেউ বললেন, খেয়ো না। অতএব গাধাটি আমি নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সকলের আগে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : খাও, এতো হালাল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৮২৩ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায়, হাদীস : ১১৯৬)

٧٤٤. حَدِيْثُ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِيْنُوْنِيْ فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرَفِّعُ فَرَسِيْ شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا أَنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ.

৭৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর (শত্রুদের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) বের হলেন। নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। নবী ﷺ-কে বলা হল, একটি শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী ﷺ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ দেখি যে, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরস্পর হাসাহাসি করছে। আমি তাকাতেই একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। অমনিই আমি বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। সঙ্গী-সাথীদের নিকট সহযোগিতা চাইলে সকলে আমাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলো। এরপর আমরা সকলেই ঐ বন্য গাধার গোশত ভক্ষণ করলাম। এতে আমরা নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকাবোধ করলাম। তাই নবী ﷺ-এর সন্ধানে আমার ঘোড়াটিকে কখনো দ্রুত কখনো আস্তে চালাচ্ছিলাম। মাঝ রাতের দিকে গিফার গোত্রের এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বললো, তা'হিন নামক স্থানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি। এখন তিনি সুকয়া নামক স্থানে কায়লুলায় (দুপুরের বিশ্রামে) আছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহর রহমত কামনা করেন। অতঃপর আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বন্য গাধা শিকার করেছি। এখনো তার বাকি অংশটুকু আমার নিকট রয়েছে। রাসূল ﷺ কওমের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা খাও। অথচ তাঁরা সকলেই তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২. হাদীস ১৮২১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১১৯৬)

٧٤٥. حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوْا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتّٰى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا أَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ أَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوْا فَأَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوْا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوْا لَا قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

৭৪৫. আবূ কাতাদা ﷺ বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে যাত্রা করলে তাঁরাও যাত্রা করলেন। তাঁদের থেকে একটি দলকে নবী ﷺ অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আবু কাতাদা ﷺও অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত। তাই তাঁরা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন। ফিরার পথে তাঁরা সবাই ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবূ কাতাদা ﷺ ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা কতগুলো বন্য গাধা অবলোকন করলেন। আবু কাতাদা ﷺ গাধাগুলোর উপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তাঁরা সকলেই এর গোশত ভক্ষণ করলেন। অতঃপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার্য জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবু কাতাদা ﷺ ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদা ﷺ এগুলোর উপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জন্তুর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর বাকি গোশত নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ বললেন : তোমাদের কেউ কি এর উপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইঙ্গিত করেছো? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে বাকি গোশত তোমরা খেয়ে নাও। (বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৮২৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১১৯৬)

٨. بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهٖ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

৮. হারাম শরীফের আওতার ভিতর এবং আওতার বাইরে মুহরিম এবং অন্যান্যদের জন্য যে সমস্ত প্রাণী হত্যা করার অনুমতি রয়েছে

٧٤٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

৭৪৬. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী এতো ক্ষতিকর যে, এগুলোকে হারামের মধ্যেও হত্যা করা যেতে পারে। (যেমন) কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৮২৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১১৯৮)

٧٤٧. حَدِيْثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

৭৪৭. হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী যে হত্যা করবে তার কোনো দোষ নেই। (যেমন) কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।

(বুখারী, পর্ব ২৮, ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা অধ্যায় ৭, হাদীস ১৮২৮ : মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১২০০)

٧٤٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.

৭৪৮. 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করা মুহরিমের জন্য দোষণীয় নয়।

(বুখারী, পর্ব ২৮, ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা অধ্যায় ৭, হাদীস ১৮২৬ : মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১১৯৯)

٩. بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّاْسِ لِلْمُحْرِمِ اِذَا كَانَ بِهٖ اَذًى وَوُجُوْبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهٖ وَبَيَانِ قَدْرِهَا

৯. যদি মুহরিম ব্যক্তির মাথার চুলের কারণে কষ্টকর হয় তাহলে তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা বৈধ হবে তবে মাথা মুণ্ডনের কারণে ফিদিয়া দেয়া অপরিহার্য এবং ফিদিয়া পরিমাণের বর্ণনা

٧٤٩. حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ اٰذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ احْلِقْ رَاْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوْ اُنْسُكْ بِشَاةٍ

৭৪৯. কা'ব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মনে হয় তোমার এই পোকাগুলো (উঁকুন) তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডন করে ফেলো এবং তিন দিন সিয়াম পালন করো অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা একটা বকরী কুরবানী করো।

(বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, হাদীস ১৮১৪; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১০, ১২০১)

٧٥٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرٰى اَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هٰذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَاْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.

৭৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কিল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনে উজরা-এর নিকট এই কুফার মসজিদে বসে থাকাকালে সাওমের ফিদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন, আমার চেহারা উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে পারো? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিন দিন সাওম পালন করো অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য দান করো। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য দান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার ব্যাপারে বিশেষভাবে আয়াত নাযিল হয়। তবে তোমাদের সকলের জন্য এই একই হুকুম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ :তাফসীর, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪৫১৭ : মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১০, হাদীস ১২০১)

١٠. بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

১০. মুহরিম ব্যক্তির শিঙ্গা লাগানো বৈধ

٧٥١. حَدِيْثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ.

৭৫১. ইবনে বুহাইনা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় 'লাহইয়ে জামাল' নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৮৩৬ : মুসলিম পর্ব ১৫ হজ্জ, হাদীস ১২০৩)

١١. بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

১১. মুহরিম ব্যক্তির মাথা এবং শরীর ধৌত করা বৈধ

٧٥٢. حَدِيْثُ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ اِلٰى اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ اَسْاَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَا لِيْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.

৭৫২. আবূ আইয়্যুব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে হুনায়ন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবওয়া নামক জায়গায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﷺ-এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে পারবে আর মিসওয়ার ﷺ বললেন, মুহরিম তার মাথা ধৌত করতে পারবে না। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ আমাকে আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাঁকে কূয়া থেকে পানি উঠানো চরকার দু'খুঁটির মধ্যে কাপড় ঘেরা অবস্থায় গোসল করতে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, কে? বললাম, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে হুনায়ন। মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন, এ বিষয়টি জানার জন্য আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। এ কথা শুনে আবূ আইয়্যুব ﷺ তাঁর হাতটি কাপড়ের উপর রাখলেন এবং সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর মাথাটি আমি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম।

অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে, যে তাঁর মাথায় পানি ঢালছিলো, বললেন, পানি ঢালো। সে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলো। অতঃপর তিনি দু'হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু'খানা একবার সামনে আনলেন আবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ রকম করতে দেখেছি।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৮৪০ : মুসলিম পর্ব ১৫ হজ্জ, হাদীস ১২০৫)

١٢. بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

১২. মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে যা করা হবে

٧٥٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

৭৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফায় ওয়াকূফ অবস্থায় হঠাৎ করে তার উটনী থেকে পড়ে যায়:। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেলো অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকে দিলো। (যাতে সে মারা গেল)। তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মস্তক ঢেকে রাখবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২০, হাদীস ১২৬৫ ; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১২০৬)

١٣. بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

১৩. অসুখ বা অন্য কোনো কারণে মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম খুলে ফেলার বৈধতা করার শর্ত

٧٥٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللهِ مَا أَجِدُنِيْ إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ.

৭৫৪. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাআহ বিনতে যুবায়ের-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি? সে উত্তর দিলো, আল্লাহর শপথ। আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছি (তবে হজ্জে যাবার ইচ্ছে আছে) তার উত্তরে বললেন, তুমি হজ্জের নিয়তে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহর কাছে এই শর্তারোপ করে বলো, হে আল্লাহ! যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হবো, সেখানেই আমি আমার ইহরাম শেষ করে হালাল হয়ে যাবো। সে ছিল মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের সহধর্মিনী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ১৫, হাদীস ৫০৮৯ : মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৫ হাদীস ১২০৭)

١٤. بَابُ بَيَانِ وُجُوْهِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوْزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

১৪. ইহরামের প্রকারভেদ, আর তা হজ্জে ইফরাদ তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্জ ও উমরাকে যুক্ত করা বৈধ এবং হজ্জে ক্বারেন আদায়কারী যখন তার ইহরাম থেকে হালাল হবে

٧٥٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتّٰى

يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

৭৫৫. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ-এর সাথে বের হয়ে উমরার নিয়তে ইহরাম বাধি। নবী ﷺ বললেন : যার সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে সে যেনো উমরার সাথে হজ্জের ইহরামও বেঁধে নেয়। অতঃপর সে উমরা ও হজ্জ উভয়টি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারবে না। [আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন] এরপর আমি মক্কায় ঋতুবর্তী অবস্থায় এসে পৌছলাম। কাজেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী কোনোটিই আদায় করতে সমর্থ হলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার সমস্যার কথা জানালে তিনি বললেন : মাথার চুল খুলে নাও এবং তা আঁচড়িয়ে নাও এবং হজ্জের ইহরাম বহাল তবীয়তে রাখ এবং উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম, হজ্জ সম্পন্ন করার পর আমাকে নবী ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর সঙ্গে তান'ঈম- এ প্রেরণ করেন। সেখান থেকে আমি উমরার ইহরাম বাঁধি। নবী ﷺ বলেন : এ তোমার (ছেড়ে দেয়া) উমরার স্থলবর্তী।

আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, যাঁরা উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, তাঁরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যান এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন আর যারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা একটি মাত্র তাওয়াফ করেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবর্তী হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং উমরায় ইহরাম ছেড়ে দিয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার আদেশ করেন। হজ্জের পর পাক-সাফ অবস্থায় তিনি নবী ﷺ-এর নিকট ঋতুর কারণে বাতিল হয়ে যাওয়া উমরার পরিবর্তে নতুনভাবে উমরা করার অনুমতি চাইলেন। ফলে নবী ﷺ তাঁকে সেই অনুমতি দান করেন। 'হেরেম' সীমায় থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি উমরার ইচ্ছা পোষণ করবে তাকে হারামের সীমার বাইরে গিয়ে উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। এজন্য আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে তানঈমে প্রেরণ করা হয়েছিল। যা হারামের সীমানার বাইরে অবস্থিত।)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১৫৫৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১২১১)

٧٥٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدٰى فَلَا يُحِلُّ حَتّٰى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهٖ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيْ وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ فَبَعَثَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ.

৭৫৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল

হজ্জের জন্য। আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্ব পূর্ণ করে। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন : অতঃপর আমার হায়েয শুরু হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে মাথার বেণী খোলার, চুল আঁচড়িয়ে নেয়ার এবং উমরার ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হজ্জ সমাপ্ত করলাম। অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ﷺ-কে আমার সাথে প্রেরণ করলে তিনি আমাকে তান'ঈম থেকে আমার পূর্বের পরিত্যক্ত উমরার পরিবর্তে উমরা পালনের আদেশ করলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়েয, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩১৯; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ অধ্যায় ১৭, হাদীস ১২১১)

٧٥٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ قَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

৭৫৭. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদীনা থেকে) বের হলাম। 'সায়িফ' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমার হায়েয শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং বললেন : কী হলো তোমার? তোমার হায়েয হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ এতো আল্লাহ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কাজেই তুমি বায়তুল্লার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকি সব কার্যাদি সমাধা করে নাও। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়েয, অধ্যায় ১, হাদীস ২৯৪; মুসলিম ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭; হাদীস ১২১১)

٧٥٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِيْ قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّيْ قَالَ فَلاَ يَضِرُكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِيْ فِيْ حَجَّتِكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ أَخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِيْ أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

৭৫৮. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, হজ্জের মাসে এবং হজ্বের কার্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে। যখন সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন : যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই এবং যে এই ইহরামকে উমরায় পরিণত করতে চায়, সে যেন তা করে নেয় (অর্থাৎ উমরা ক'রে হালাল হয়)। আর যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার আছে সে এরূপ করবে না। (অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না) নবী ﷺ ও তাঁর কয়েকজন সমর্থ সাহাবীর নিকট কুরবানীর জন্তু ছিল, তাঁদের হজ্জ উমরায় পরিণত হল না। [আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

বললেন] আমি কাঁদছিলাম, এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছে এসে বললেন : তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবীগণকে যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমি তো উমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি।

নবী ﷺ বললেন : তোমার কী অবস্থা? আমি বললাম, আমি তো সালাত আদায় করছি না (ঋতুবতী অবস্থায়) তিনি বললেন : এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি তো আদম কন্যাদেরই একজন। তাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিলো তোমার জন্যও তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই তুমি তোমার হজ্জ আদায় করো। সম্ভবত: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উমরাও দান করবেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি এ অবস্থায়ই থেকে গেলাম এবং পরে মিনা থেকে ফিরে এসে মুহাস্‌সাবে অবতরণ করলাম। অতঃপর নবী ﷺ আব্দুর রহমান; [আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর সহোদর ভাই]-কে ডেকে বললেন : তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। সেখান থেকে যেনো সে উমরার ইহরাম বাঁধে। অতঃপর তোমরা তাওয়াফ করে নিবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষায় থাকব। আমরা মধ্যরাতে এলাম। তিনি বললেন : তোমরা কি তাওয়াফ সমাপ্ত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। এ সময় তিনি সাহাবীগণকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তাই লোকজন এবং যাঁরা ফজরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন তাঁরা রওয়ানা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। (সহীহ বুখারী, ২৬ : উমরাহ্ হাদীস ১৭৮৮ : মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১২১১)

٧٥٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرٰى اِلَّا اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَاَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّىْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا اَرَانِىْ اِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَقْرٰى حَلْقٰى اَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ لَا بَاْسَ انْفِرِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِى النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

৭৫৯. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে বের হলাম এবং একে হজ্জের সফর বলেই আমরা জানতাম। আমরা যখন (মক্কায়) পৌছে বাইতুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম, তখন নবী ﷺ নির্দেশ দিলেন : যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসেনি তারা যেনো ইহরাম ছেড়ে দেয়। তাই যিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তিনি ইহরাম ছেড়ে দেন। আর নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ ইহরাম ছেড়ে দিলেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি ঋতুবতী হয়েছিলাম বিধায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে সক্ষম হইনি। (ফিরতি পথে) মুহাসাবা নামক স্থানে রাত যাপনকালে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সকলেই উমরা ও হজ্ব উভয়টি সমাধা করে ফিরছে আর আমি কেবল হজ্জ করে ফিরছি। তিনি বললেন : আমরা মক্কা পৌছলে তুমি কি সে দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, জী-না। তিনি বললেন, তোমার ভাই-এর সাথে তানঈম চলে যাও, সেখান হতে 'উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর অমুক স্থানে তোমার সাথে দেখা হবে। সাফিয়্যাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন : নবী ﷺ বললেন : কী বললে! তুমি কি কুরবানীর দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি! আমি বললাম, হ্যাঁ করেছি। তিনি বললেন :

তবে কোনো সমস্যা নেই, তুমি চল। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর সাথে এমতাবস্থায় আমার সাক্ষাৎ হলো যখন তিনি মক্কা ছেড়ে উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি মক্কার দিকে অবতরণ করছি। অথবা আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি উঠছি ও তিনি অবতরণ করছেন। ('সহীহ বুখারী পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৫৬১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১২১১)

٧٦٠. حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ.

৭৬০. আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে তাঁর সওয়ারীর পিঠে আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কে বসিয়ে তান'ঈম হতে উমরা করানোর নির্দেশ দেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরা অধ্যায় ৬, হাদীস ১৭৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭ হাদীস ১২১২)

٧٦١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَحِلَّ وَقَالَ اَحِلُّوْا وَاَصِيْبُوْا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّا نَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلَّا خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ اِلٰى نِسَائِنَا فَنَأْتِيْ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَذْيَ قَالَ وَيَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّيْ اَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَصْدَقُكُمْ وَاَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِيْ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ فَحِلُّوْا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا.

৭৬১. আতা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সঙ্গে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধেছিলাম। এর সঙ্গে উমরার নিয়ত ছিলো না। বর্ণনাকারী আতা (রহ.) বলেন, জাবির رضي الله عنه বলেছেন, নবী ﷺ যিলহাজ্ব মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মক্কায়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন নবী ﷺ আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন : তোমরা ইহরাম খুলে ফেলো এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও। (রাবী) আতা (রহ.) বর্ণনা করেন, জাবির رضي الله عنه বলেছেন, (স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করা) তিনি তাদের ওপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবা করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবহিত হন যে, আমরা পরস্পর বলাবলি করছি : আমাদের ও আরাফার দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহ্রাম খুলে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌঁছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে মযী ঝরতে থাকবে। আত্বা বলেন, জাবির رضي الله عنه এ কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা জানো, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি অধিক সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সঙ্গে যদি কুরবানীর পশু না থাকতে, আমিও তোমাদের মতো ইহরাম খুলে ফেলতাম। কাজেই তোমরা ইহরাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। সুতরাং আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম। নবী ﷺ-এর নির্দেশ শুনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।

(বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৭৩৬৭ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১২৪০)

٧٦٢. حَدِيْثُ جَابِرٍ، قَالَ : اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا اَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهٖ . قَالَ جَابِرٌ : فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ﷺ بِسِعَايَتِهٖ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَ اَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ : بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَاَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ . قَالَ وَاَهْدٰى لَهٗ عَلِيٌّ هَدْيًا.

৭৬২. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আলী ﷺ-কে তাঁর কৃত ইহরামের ওপর স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর ইবনে জুরাইজ আতা (রহ)- জাবির ﷺ সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির ﷺ বলেছেন : আলী ইবনে আবূ তালিব তাঁর আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মক্কায়) আগমন করলেন। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছে? তিনি বললেন, নবী ﷺ যেটির ইহরাম বেঁধেছেন। নবী ﷺ বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করতে থাকো। বর্ণনাকারী [জাবির ﷺ] বলেন, সে সময় আলী ﷺ নবী ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু প্রেরণ করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪, মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাদীস ৪৩৫২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭ হাদীস ১২১৬)

٧٦٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَهَلَّ وَاَصْحَابُهٗ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَذِنَ لِاَصْحَابِهٖ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلٰى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلَا اَنَّ مَعِي الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ وَاَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِيْ ذِى الْحِجَّةِ وَاَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا فَقَالَ اَلَكُمْ هٰذِهٖ خَاصَّةً يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا بَلْ لِلْاَبَدِ.

৭৬৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। নবী ﷺ ও তালহা ﷺ ব্যতীত কারো সাথে কুরবানী পশু ছিল না। আর আলী ﷺ ইয়ামান থেকে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়ে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তার ইহরাম বাঁধলাম। নবী ﷺ তার সহযোগীদেরকে ইহরামকে উমরায় পরিণত করতে এবং তাওয়াফ করে এরপরে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু রয়েছে (তারা হালাল হবে না)। তাঁরা বললেন, আমরা মিনার দিকে রওয়ানা হবো এমতাবস্থায় আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এসেছে। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : যদি আমি এ ব্যাপারে পূর্বে জানতাম, যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে কুরবানীর জন্তু সাথে আনতাম না। আর যদি কুরবানীর পশু আমার সাথে না থাকত অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। আর আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর হায়েয দেখা দিলো। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সব কাজই সুসম্পন্ন করে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর যখন তিনি পবিত্র হলেন এবং তাওয়াফ করলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনারা তো হজ্ব এবং উমরা উভয়টি পালন করে ফিরছেন, আমি কি শুধু হজ্জ করেই

ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর رضي الله عنه-কে নির্দেশ দিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তান'ঈমে যেতে। অতঃপর যুলহজ্জ মাসেই হজ্জ আদায়ের পর আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا উমরা আদায় করলেন। নবী ﷺ যখন জামরাতুল 'আকাবায় কঙ্কর মারছিলেন তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম رضي الله عنه-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মাসে উমরা আদায় করা কি আপনাদের জন্য নির্দিষ্ট? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : না, এতো চিরদিনের (সকলের) জন্য। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরা, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৭৮৫; মুসলিম, ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১২১৬)

١٥. بَابُ فِي الْوُقُوْفِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

১৫. আরাফায় অবস্থান করা এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারপর ঐ স্থান থেকে যাত্রা কর লোকেরা যেখান থেকে যাত্রা করে। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২/১৯৯)

٧٦٤. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوْفُ فِيْهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ.

৭৬৪. উরওয়াহ (রহ.) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত অন্য লোকেরা উলঙ্গ অবস্থায় (বাইতুল্লাহর) তাওয়াফ করত। আর হুমস্ হলো কুরাইশ এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে সওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত এবং সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিত এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে কাপড় না দিত সে উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। সব লোক আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর হুমসরা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। রাবী হিশাম (রহ) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি হুমস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে : (এরপর যেখান থেকে অন্য লোকেরা ফিরে আসবে, তোমরাও সেখান থেকে ফিরে আসবে) রাবী বলেন, তারা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত, এতে তাদের আরাফাহ পর্যন্ত যাবার নির্দেশ দেয়া হল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫. হজ্জ, অধ্যায় ৯১, হাদীস ১৬৬৫ ; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায়২১, হাদীস ১২১৯)

٧٦٥. حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللّٰهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا.

৭৬৫. জুবাইর ইবনে মুত'য়িম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার একটি উট হারিয়ে আরাফার দিন তা সন্ধান করতে লাগলাম। তখন আমি নবী ﷺ-কে আরাফাতে উকুফ করতে দেখলাম এবং বললাম, আল্লাহর শপথ! তিনি তো কুরাইশ বংশীয়। এখানে তিনি কী করছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯১, হাদীস ১৬৬৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২১, হাদীস১২২০)

١٧. بَابُ فِيْ نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ

১৬. ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাওয়ার বিধান রহিত এবং তা পরিপূর্ণ করার নির্দেশ

٧٦٦. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِيْ ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِيْ بِهِ النَّاسَ حَتّٰى خِلَافَةِ عُمَرَ ﷺ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

৭৬৬. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : হজ্জ আদায় করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ তিনি বললেন : কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর মতো ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন : ভালোই করেছ। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করো এবং সাফা-মারওয়ার সায়ী করো। এরপর আমি বনূ কায়স গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাতার উঁকুন বেছে দিলেন। অতঃপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। (তখন থেকে) উমর ﷺ-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এভাবেই আমি লোকদের (হজ্জ এবং উমরা সম্পর্কে) ফতুওয়া দিতাম। অতঃপর তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি তাহলে তা আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি যে), রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর জন্তুর যথাস্থানে পৌছার আগে হালাল হননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ ১২৫, হাদীস ১৭২৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২২, হাদীস ১২২১)

١٨. بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

১৭. হজ্জে তামাত্তু করা বৈধ

٧٦٧. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

৭৬৭. ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু এর আয়াত আল্লাহর কিতাবে নাযিল হয়েছে। এরপর আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে তা আদায় করছি এবং এর নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হয়নি এবং নবী ﷺ ইন্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেননি। এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মতামত ব্যক্ত করেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর,অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৫১৮ ; মুসলিম ১৫ হজ্জ, অধ্যায় ২৩, হাদীস ১২২৬)

١٨. بَابُ وُجُوْبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ

১৮. হজ্জ তামাত্তুকারীর ওপর কুরবানী করা অপরিহার্য। এটা না করতে পারলে হজ্জ পালন করা অবস্থায় তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরার পর সাতদিন সওম পালন করতে হবে

٧٦٨. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدٰى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ

النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

৭৬৮. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলাইফা থেকে কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে নেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে উমরা'র ইহ্‌রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে উমরার ও হজ্জের নিয়াতে তামাত্তু করলেন। সাহাবীগণের কতেক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেননি। এরপর নবী ﷺ মক্কা পৌঁছে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছে, তাদের জন্য হজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বাইতুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ সম্পন্ন করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। তবে যার কুরবানী করতে সক্ষম হবে না তারা হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সাওম পালন করবে। নবী ﷺ মক্কা পৌঁছে তাওয়াফ করলেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রামল করে আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ সমাপ্ত করলেন। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফায় গমন করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সা'ঈ করলেন। হজ্জ সমাধা করা পর্যন্ত যা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়নি। তিনি কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন, সেখান থেকে এসে তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। অতঃপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সে সব কিছু থেকে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরূপ করলেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১০৪, হাদীস ১৬৯১; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ অধ্যায় ২৪, হাদীস ১২২৭)

٧٦٩. حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৭৬৯. উরওয়া (রহ.) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ হজ্জের সাথে উমরা পালন করেন এবং তার সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু করেন, যেমনি বর্ণনা করেছেন সালেম (রহ.) ইবনে উমর সূত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫: হজ্জ অধ্যায় ১০৪, হাদীস ১৬৯২ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১২২৭, ১২২৮)

١٩. بَابُ بَيَانِ اَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ فِيْ وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

১৯. ইফরাদ হজ্বকারী যে সময়ে হালাল হয় তার পূর্বে হজ্বে কিরানকারী হালাল হতে পারবে না

٧٧٠. حَدِيْثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلَا اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ.

৭৭০. নবী সহধর্মিণী হাফসাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের কী হল, তারা উমরা শেষ করে হালাল হয়ে গেলো, অথচ আপনি উমরা থেকে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন : আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং কুরবানীর জন্তুর গলায় মালা ঝুলিয়েছি কাজেই কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারি না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৫৬৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১২২৯)

٢٠. بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْاِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

২০. বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহরাম থেকে হালাল হওয়া এবং হজ্জে কিরানের বৈধতা

٧٧١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ اِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِىْ اَمْرِهٖ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلَّا وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلَّا وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَاٰى اَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَاَهْدٰى.

৭৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। (মক্কা মুকাররামায়) গোলযোগ চলাকালে উমরার নিয়ত করে তিনি যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন, বাইতুল্লাহ হতে যদি আমি বাধাগ্রাপ্ত হই তাহলে তাই করব যা করেছিলাম আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কারণ, নবী ﷺ-ও হুদাইবিয়ার বছর উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নিজের ব্যাপারে ভেবে চিন্তে বললেন, উভয়টি তো একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর উমরার সাথে হজ্বকে ওয়াজিব করে নিলাম। তিনি উভয়টির জন্য একই তাওয়াফ করলেন এবং এটাই তাঁর পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করেন, আর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছিলেন।

(বুখারী, পর্ব ২৭, পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায়, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৮১৩, মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১২৩০)

٧٧٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاِنَّا نَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- اِذًا اَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلَّا وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِىْ وَاَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৭৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসেন, ঐ বছর ইবনে উমার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হজ্জের এরাদা

করেন। তখন তাঁকে বলা হলো, (বিবাদমান দু'দল) মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনাকে তারা বাধা দিবে। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে'– (সূরা আহযাব : আয়াত-২১)। কাজেই এমন কিছু হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি 'উমরার সংকল্প করলাম। এরপর তিনি বের হলেন এবং বায়দার উঁচু অঞ্চলে পৌঁছার পর তিনি বললেন, হজ্জ ও উমরার বিধান একই, আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি 'উমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়ত করলাম এবং তিনি কুদায়দ হতে ক্রয় করা এটি হাদী পাঠালেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি। এরপর তিনি কুরবানী করেননি এবং ইহরামও ত্যাগ করেন নি এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা কোনোটাই করেননি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডালেন। তাঁর অভিমত হলো, প্রথম তাওয়াফ-এর মাধ্যমেই তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তাওয়াফ সেরে নিয়েছেন। ইবনে উমর ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনই করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ১৬৪০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১২৩০)

٢١. بَابُ فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
২১. হজ্জ ও উমরাতে কিরান ও ইফরাদ

٧٧٣. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ بَكْرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا.

৭৭৩. বকর (রহ). হতে বর্ণিত। ইবনে উমর ﷺ এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হলো, আনাস ﷺ লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধি। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেনো তার হজ্জের ইহরাম উমরার ইহরামে পরিণত করে। অবশ্য নবী ﷺ-এর সাথে কুরবানীর পশু ছিল। অতঃপর আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ হজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নবী ﷺ (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিসের ইহরাম বেঁধেছে? কারণ আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী পরিবার আছে। তিনি উত্তর দিলেন, নবী ﷺ যেটির ইহরাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহরাম বেঁধেছি। নবী ﷺ বললেন, তাহলে (এ অবস্থায়ই) থাকো, কেননা, আমাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হাদীস ৪৩৫৩-৪৩৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১২৩১, ১২৩২)

٢٢. بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ
২২. যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল তার জন্য কী কী করা অপরিহার্য, অতঃপর তাওয়াফ ও সা'য়ীর জন্য মক্কায় আসল

٧٧٤. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৭৭৪. আমর ইবনে দীনার (রহ.) বলেন : আমরা ইবনে উমর رضي الله عنه-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি উমরার ন্যায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করেনি, সে কি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন আর সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ সম্পন্ন করেছেন। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।
(সহীহ বুখারী পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৩৯৫ মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৮, হাদীস ১২৩৪)

٢٣. بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْاِحْرَامِ وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ

২৩. যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসল তার জন্য তাওয়াফ ও সায়ীতে যা করা অপরিহার্য

٧٧٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ اَنَّهُ سَاَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهُ اَوَّلُ شَىْءٍ بَدَاَ بِهٖ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَاَيْتُهُ اَوَّلُ شَىْءٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَاَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ اٰخِرُ مَنْ رَاَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْاَلُوْنَهُ وَلَا اَحَدٌ مِمَّنْ مَضٰى مَا كَانُوْا يَبْدَءُوْنَ بِشَىْءٍ حَتّٰى يَضَعُوْا اَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّوْنَ وَقَدْ رَاَيْتُ اُمِّى وَخَالَتِىْ حِيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَىْءٍ اَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهٖ ثُمَّ اِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ وَقَدْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمِّىْ اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِىَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا.

৭৭৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নাওফাল কুরাশী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ)-কে নবী ﷺ-এর হজ্জ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর হজ্জ-এর বিষয়টি আয়েশা رضي الله عنها আমাকে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী ﷺ মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম ওযূ করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তা উমরার তাওয়াফ ছিল না। পরে আবূ বকর رضي الله عنه হজ্জ করেছেন, তিনিও হজ্জের প্রথম কাজ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতেন, তা উমরার তাওয়াফ ছিল না। তাঁরপর উমর رضي الله عنهও অনুরূপ করতেন। এরপর উসমান رضي الله عنه হজ্জ করেন। আমি তাঁকেও (হজ্জের কাজ) বাইতুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতে দেখেছি, তাঁর এই তাওয়াফও উমরার তাওয়াফ ছিল না। মু'আবিয়া এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه (অনুরূপ করেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবাইর ইবনে আওয়াম رضي الله عنه-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। তিনিও সে তাওয়াফ উমরার তাওয়াফ হিসেবে করেননি। ইবনে উমর رضي الله عنه-তো তাঁদের নিকটেই আছেন তাঁর কাছে জেনে নিন না কেন? সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের কেউই মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে অন্য কোনো কাজ করতেন না এবং তাওয়াফ করে ইহরাম ছেড়ে দিতেন না। আমার মা [আসমা] ও খালা [আয়েশা رضي الله عنها-কে] দেখেছি, তাঁরা উভয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাওয়াফ করে ইহরাম ভঙ্গ করেননি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, ৭৮ হাদীস ১৬৪১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৯. হাদীস১২৩৫)

٧٧٦. حَدِيْثُ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اَسْمَاءَ تَقُوْلُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا قَلِيْلَةٌ اَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ اَحْلَلْنَا ثُمَّ اَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

৭৭৬. আবু বকর ﷺ-এর কন্যা আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর আযাদকৃত গোলাম আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন, যখনই আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হাজ্জুন এলাকা দিয়ে গমন করতেন তখনই তাঁকে বলতে শুনেছেন আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন, এ স্থানে আসমা নবী ﷺ-এর সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম। তখন আমাদের বোঝা ছিল খুব অল্প, যানবাহন ছিল একেবারে নগণ্য এবং সম্বল ছিল নিতান্তই কম। আমি, আমার বোন আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا যুবাইর ﷺ এবং অমুক অমুক উমরা আদায় করলাম। তারপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে আমরা সকলেই হালাল হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যাকালে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরাহ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৭৯৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১২৩৭)

٢٤. بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ

২৪. হজ্জের মাসগুলোতে উমরা করা

٧٧٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ.

৭৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ (যুল হিজ্জার), ৪র্থ তারিখ সকালে (মক্কায়) আগমন করেন এবং তাঁরা হজ্জের জন্য তালবীয়া পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি তাঁদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাঁদের সঙ্গে হাদী (হাজীদের যবহের জন্য পশুর) ছিল তাঁরা এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৮: সালাত কৃসর করা, অধ্যায় ৩, হাদীস ১০৮৫ মুসলিম, পর্ব ১৫৬ হজ্জ, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১২৪০)

٧٧٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِىْ نَاسٌ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ فَاَمَرَنِىْ فَرَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلًا يَقُوْلُ لِىْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِىْ اَقِمْ عِنْدِىْ فَاَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِىْ قَالَ شُعْبَةُ (الرَّاوِىْ عَنْهُ) فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِىْ رَاَيْتُ.

৭৭৮. আবূ জামরা নাসর ইবনে ইমরান যুবায়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তামাত্তু হজ্জ করতে ইচ্ছে করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইবনে আব্বাস ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেনো এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হজ্জ ও মাকবূল উমরা। ইবনে আব্বাস ﷺ-এর কাছে স্বপ্নটি ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, তা নবী ﷺ-এর সুন্নত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাকো, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব। রাবী শু'বাহ (রহ.) বলেন, আমি (আবূ জামরাহকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১২৪২)

٢٥. بَابُ تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ وَاِشْعَارِهٖ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

২৫. ইহরামের সময় কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা ঝুলানো এবং কোনো চিহ্ন দিয়ে দেয়া

٧٧٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ قَالَ هٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَمِنْ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ اَصْحَابَهُ اَنْ يَحِلُّوْا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

৭৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। মুহরিম ব্যক্তি যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইবনে জুরাইজ) জিজ্ঞেস করলাম যে, ইবনে আব্বাস ﷺ এ কথা কী করে বলতে পারেন? রাবী আতা (রহ.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এ কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বাইতুল্লাহ এবং নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হুজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম : এ হুকুম তো আরাফাহ-এ উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন আতা (রহ.) বললেন, ইবনে আব্বাস ﷺ-এর মতে উকূফে আরাফার পূর্বাপর উভয় অবস্থার জন্য এ হুকুম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ৪৩৯৬ ; মুসলিম ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১২৪৫)

٢٦. بَابُ التَّقْصِيْرِ فِى الْعُمْرَةِ

২৬. উমরাতে চুল ছাঁটা

٧٨٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ.

৭৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ ও মু'আবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল ছোট ছোট করে দিয়েছিলাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হাদীস ১৭৩০; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১২৪৬)

٢٧. بَابُ اِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهٖ

২৭. নবী ﷺ-এর ইহরাম বাঁধা এবং তাঁর কুরবানী

٧٨١. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ ﷺ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْلَا اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ.

৭৮১. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ﷺ ইয়ামান থেকে এসে নবী ﷺ-এর নিকট হাজির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কোনো প্রকার ইহরাম বেঁধেছ? আলী ﷺ বললেন, নবী ﷺ-এর অনুরূপ। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : আমার সঙ্গে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১৫৫৮ : মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৩৩২)

٢٨. بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ

২৮. নবী ﷺ-এর উমরা আদায়ের সংখ্যা এবং তা আদায় করার সময়ের বর্ণনা

٧٨٢. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلَّا الَّتِىْ اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهٖ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهٖ.

৭৮২. আনাস ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি উমরা করেছেন। তন্মধ্যে হজ্বের মাসে যে উমরা করেছেন তা ছাড়া বাকি সব উমরাই যুল-কা'দা মাসে করেছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের উমরা, জি'রানার উমরা, যেখানে তিনি হুনাইনের মালে গণীমত বণ্টন করেছিলেন এবং হজ্জের মাসে আদায়কৃত উমরা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরা অধ্যায় ৩. হাদীস ১৭৮০, মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১২৫৩)

٧٨٣. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قِيْلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيْلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُسَيْرَةُ أَوْ الْعُشَيْرُ.

৭৮৩. আবু ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকামের পাশে অবস্থান করছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। আবার জিজ্ঞেস করা হলো কয়টি যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। বললাম, এসব যুদ্ধের কোনটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিলো? তিনি বললেন, উশায়রা বা উশাইর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১. হাদীস ৩৯৪৯, মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১২৫৪)

٧٨٤. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ.

৭৮৪. যায়দ ইবনে আরকাম ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরতের পর তিনি হজ্জ আদায় করেন মাত্র একটি হজ্জ। তা হলো বিদায় হজ্জ এরপর তিনি আর কোনো হজ্জ আদায় করেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী অধ্যায় ৭৭, হাদীস৪৪০৪ মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১২৫৪)

٧٨٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَلَا تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ مَا يَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ.

৭৮৫. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উরওয়া ইবনে যুবাইর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর হুজরার ভিতর থেকে তাঁর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন উরওয়া ﷺ বললেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু আব্দুর রহমান কী বলছেন, আপনি কি শুনেননি? আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, তিনি কী বলছেন? উরওয়া (রহ.) বললেন, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ চারবার উমরা আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, আবু আব্দুর রহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। নবী ﷺ এমন কোনো উমরা আদায় করেননি যে, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম না। কিন্তু নবী ﷺ রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ উমরা, অধ্যায় ৩. হাদীস ১৭৭৬ মুসলিম পর্ব ১৫ হজ্জ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১২৫৫)

٢٩. بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانَ

২৯.. রমযান মাসে উমরা পালনের ফযীলত

٧٨٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّيْنَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوْ فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِيْ فِيْهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.

৭৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন : আমাদের সঙ্গে হজ্জ করতে তোমার বাধা কিসের? ইবনে আব্বাস ﷺ মহিলার নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গেছি। মহিলা বলল, আমাদের একটি পানি বহনকারী উট ছিল। কিন্তু তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (অর্থাৎ মহিলার স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গেছেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। নবী ﷺ বললেন : আচ্ছা, রমযান এলে তখন উমরা আদায় করে নিও। কেননা, রমযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। অথবা এরূপ কোনো কথা তিনি বলেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরা অধ্যায় ৪, হাদীস ১৭৮২; মুসলিম, পর্ব ১৫ হজ্জ, অধ্যায় ৩৬ হাদীস ১২৫৬)

٣٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُوْلِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوْجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُوْلِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيْقٍ غَيْرَ الَّتِيْ خَرَجَ مِنْهَا

৩০. মক্কাতে সানীয়া উলিয়া দিয়ে প্রবেশ করা এবং (মক্কা) থেকে সানীয়া সুফলা দিয়ে বের হওয়া এবং দেশে বিপরীত রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব

٧٨٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ.

৭৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (হজ্জের সফরে) শাজারা নামক পথ দিয়ে গমন করতেন এবং মু'আররাস নামক পথ দিয়ে (মদীনায়) প্রবেশ করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১৫৩৩; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১২৫৭)

٧٨٨. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

৭৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সানিয়াতুল উলয়া (হারামের উত্তর-পূর্ব দিকে কাদা নামক স্থান দিয়ে) মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়া সুফলা (হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুদা নামক স্থান) দিয়ে বের হতে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪০ হাদীস ১৫৭৫ : মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১২৫৭)

٧٨٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

৭৮৯. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন তখন এর উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নীচু স্থান দিয়ে ফিরার পথে বের হন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৫৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১২৫৮)

٧٩٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ اَعْلَى مَكَّةَ.

৭৯০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-এর পথে (মক্কায়) প্রবেশ করেন এবং বের হন কুদা-এর পথে যা মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থিত।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৫৭৮ ; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১২৫৮)

٣١. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيْتِ بِذِيْ طُوًى عِنْدَ اِرَادَةِ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِهَا وَدُخُوْلِهَا نَهَارًا

৩১. মক্কাতে প্রবেশের ইচ্ছে করলে যী-তুয়া উপত্যকায় রাত্রি যাপন করা এবং গোসল করে প্রবেশ করা এবং দিনের বেলায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব

٧٩١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِيْ طُوًى حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَفْعَلُهُ.

৭৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ভোর পর্যন্ত যী-তুয়ায় রাত যাপন করেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইবনে উমর ﷺ ও এরূপ করতেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১৫৭৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১২৫৯)

٧٩٢. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِيْ طُوًى وَيَبِيْتُ حَتّٰى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بُنِيَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ.

৭৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ যূ-তুওয়া'য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মক্কায় আসার পথে এখানেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সালাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয়; বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপর। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৪৯১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১২৫৯)

٧٩٣. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِيْ بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْاَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْاَكَمَةِ عَشَرَةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّيْ مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.

৭৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ তাঁর নিকট আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাহাড়ের দু'টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা'বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি [ইবনে উমর ﷺ] টিলার প্রান্তের মসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর সালাতের জায়গা ছিল এর নীচের কালো টিলার উপরে। এটি প্রথম টিলা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। অতঃপর যে পাহাড়টি তোমার ও কা'বার মাঝখানে পড়বে তার দু'প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে তুমি সালাত আদায় করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৪৯২, মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ অধ্যায় ৩৮, হাদীস ১২৫৯, ১২৬০)

٣٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْاَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ

৩২. উমরার তাওয়াফে এবং হজ্জের প্রথম তওয়াফে রমল করা মুস্তাহাব

٧٩٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِيْ اَرْبَعَةً وَاَنَّهُ كَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

৭৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বায়তুল্লাহ পৌঁছে প্রথম তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে রামল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন। সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করার সময় উভয় টিলার মধ্যবর্তী নিচু স্থানটুকু দ্রুতগতিতে চলতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৩ হাদীস ১৬১৭ ; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৯ হাদীস ১২৬১)

٧٩٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

৭৯৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে নিয়ে মক্কা আগমন করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াসরিব (মদীনা)'র জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে (একথা শুনে) নবী ﷺ সাহাবাগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করতে (উভয় কাঁধ হেলে দুলে জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবীদের প্রতি দয়াবশত সব ক'টি চক্করে রামল করতে আদেশ করেননি।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১৬০২ : মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১২৬৬)

٧٩٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ.

৭৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদেরকে নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সা'ঈতে দ্রুত চলেছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮০, হাদীস ১৬৪৯ ; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১২৬৬)

٣٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُوْنَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

৩৩. তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানীদ্বয়কে স্পর্শ করা এবং অপর দু'টি রুকন স্পর্শ না করা মুস্তহাব

٧٩٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِيْ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا.

৭৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু'টি রুকন ইসতিলাম (চুমু) করতে দেখেছি, তখন থেকে ভীড় থাকুক বা নাই থাকুক কোনো অবস্থাতেই এ দু-এর ইসতিলাম (চুমু) করা বাদ দেইনি।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৭ হাদীস ১৬০৬. মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১২৬৮)

٧٩٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِيْ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ.

৭৯৮. আবুশ শা'সা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কে আছে বায়তুল্লাহর কোনো অংশ (কোনো রুকনের ইসতিলাম) ছেড়ে দেয়; মু'আবিয়া ﷺ (চার) রুকনের ইসতিলাম করতেন। ইবনে আব্বাস ﷺ তাঁকে বললেন, আমরা এ দু'রুকন-এর চুম্বন করি না।
(সহীহ বুখারী পর্ব ২৫ : হজ্জ, ৫৯ হাদীস ১৬০৮ ; মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১২৭২)

٣٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ
৩৪. তাওয়াফকালে কালো পাথরে চুম্বন দেয়া মুস্তাহাব

٧٩٩. حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

৭৯৯. আব্দুল্লাহ উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমার চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। (সহীহ বুখারী পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫০ হাদীস ১৫৯৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১২৭০)

٣٥. بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيْرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ
৩৫. উট বা অন্যান্য যানবাহনে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহণকারীর জন্য লাঠি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কালো পাথর স্পর্শ করা বৈধ

٨٠٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

৮০০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ-এর উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় ছড়ির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, ৫৮ হাদীস ১৬০৭, মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১২৭২)

٨٠١. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

৮০১. উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (বিদায় হজ্জে) আমার অসুস্থতার কথা অবগত করালে তিনি এরশাদ করেছেন : সওয়ার হয়ে লোকদের থেকে দূরে থেকে তাওয়াফ কর। আমি তাওয়াফ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর পাশে الطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ তিলাওয়াত করে সালাত আদায় করছিলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭৮, হাদীস ৪৬৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ হজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১২৭৬)

٣٦. بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ
৩৬. সাফা এবং মারওয়ায় সাঈ (দৌড়দৌড়ি) করা হজ্জের রুকন-এটা পালন না করলে হজ্জ বিশুদ্ধ না হওয়ার বর্ণনা

٨٠٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ـ فَلَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى - إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

৮০২. উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে একদা নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা رضي الله عنها-কে বললাম, আল্লাহর বাণী সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কা'বা গৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করতে চায়, তার কোনো গুনাহ নেই"- (বাকারা : আয়াত-১৫৮) তাই সাফা-মারওয়ার সা'য়ী না করা আমি কারো পক্ষে অপরাধ মনে করি না। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তুমি যেমন বলছ, ব্যাপারটি তেমন হলে আয়াতটি অবশ্যই এমন হতো : "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কা'বা গৃহের হজ্জ অথবা উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করে, তার কোনো পাপ নেই"- (আল-বাকারা : আয়াত-১৫৮)। অর্থাৎ এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ করলে কোনো পাপ নেই। এ আয়াত তো আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তারা মানাতের জন্য ইহরাম বাঁধতো। আর মানাত কুদায়দের সামনে ছিল। তাই আনসাররা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হজ্জ কিংবা উমরা করতে ইচ্ছা পোষণ করে তার জন্য এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করায় কোনো গুনাহ্ নেই। (বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরা, অধ্যায় ১০ হাদীস ১৭৯০ মুসলিম, পর্ব ১৫ হজ্জ, অধ্যায় ৪৩, হাদীস

٨٠٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالٰى - اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَوَاللهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لاَ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ اِنَّ هٰذِهٖ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا اُنْزِلَتْ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِىْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ اَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنْ نَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى - اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الْاٰيَةَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ النَّاسَ اِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالٰى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِى الْقُرْاٰنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ اَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى - اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الْاٰيَةَ

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَسْمَعُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِى الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِيْنَ يَطُوْفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَطُوْفُوْا بِهِمَا فِى الْاِسْلَامِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى اَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتّٰى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

৮০৩. উরওয়া (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদশর্নসমূহের অন্যতম নিদর্শন। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মাঝে যাতায়াত করলে তাঁর কোনো অপরাধ নেই" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৮)। (আমার ধারণা যে) সাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সা'ঈ না করলে তার কোনো দোষ নেই। তখন তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] বললেন, হে বোন পুত্র! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তা-ই সঠিক হতো তাহলে আয়াতের শব্দ বিন্যাস এভাবে হতো لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا "দু'টোর মাঝে সা'ঈ না করায় কোনো অপরাধ নেই।'

কিন্তু আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলাম কবুলের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা-মারওয়া সা'ঈ করাকে অপরাধ মনে করত। ইসলাম কবুলের পর তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করাকে অপরাধ মনে করতাম (এখন কী করব?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালাহ- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ অবতীর্ণ করেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারো পক্ষে এ দু'য়ের সা'ঈ পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (রাবী বলেন) এ বছর আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-কে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো এ কথা শুনিনি, তবে আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ব্যতীত বহু আলিমকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, মানাতের নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সকলেই সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করত, যখন আল্লাহ কুরআনে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার আলোচনা তাতে হলো না, তখন সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করতাম, এখন দেখি আল্লাহ কেবল বাইতুল্লাহ তাওয়াফের কথা নাযিল করেছেন, সাফা মারওয়ার কথা উল্লেখ করেননি।

কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলে আমাদের কোনো পাপ হবে কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন-اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আরো বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি, আয়াতটি দু'প্রকার লোকদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ : যারা জাহিলী যুগে সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করা থেকে বিরত থাকতেন, আর যারা তৎকালে সা'য়ী করত বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সাঈ করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্বিধার কারণ ছিল আল্লাহ বাইতুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার কথা উল্লেখ করেননি? অবশেষে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করার কথা উল্লেখ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ১৬৪৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১২৭৭)

٨٠٤. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِاَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللهُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

৮০৪. আসিম (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-কে বললাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করতে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। কেননা তা ছিল

জাহিলী যুগের নিদর্শন। অবশেষে মহান আল্লাহ নাযিল করেন : "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন কাজেই হজ্জ বা উমরাকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা'ঈ করায় কোনো অপরাধ নেই"। (বাকারা : ১৫৮) (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮০, হাদীস ১৬৪৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৩ হাদীস ১২৭৮)

٢٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِيْ رَمْيِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৩৭. হাজীদের জন্য কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ জারি রাখা মুস্তাহাব

٨٠٥. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِىْ دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّىْ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

৮০৫. উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরাফা থেকে আরোহণ করলাম। মুযদালিফার নিকটবর্তী বামপার্শ্বের গিরিপথে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটটি বসালেন। এরপর পেশাব করে আসলেন। আমি তাঁকে ওযুর পানি ঢেলে দিলাম। আর তিনি হালকাভাবে ওযু করে নিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত? তিনি বললেন : সালাত তোমার আরো সামনে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফা আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন। মুযদালিফায় ভোরে ফযল ইবনে আব্বাস ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করলেন। কুরাইব (রহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ ফযল ﷺ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ অধ্যায় ৯৩ হাদীস ১৬৬৯ ; মুসলিম ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১২৮০)

٢٨. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ فِى الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ

৩৮. আরাফার দিন মীনা থেকে আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময় তালবীয়াহ ও তাকবীর পাঠ

٨٠٦. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُلَبِّى الْمُلَبِّىْ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

৮০৬. মুহাম্মদ ইবনে আবূ বক্‌র সাকাফী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা থেকে যখন আরাফার দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইবনে মালিক ﷺ-এর নিকট তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা নবী ﷺ-এর সঙ্গে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তালবিয়াহ পাঠকারী তালবিয়া পড়ত তাকে নিষেধ করা হতো না। তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করত, তাকেও নিষেধ করা হতো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ, অধ্যায় ১২ হাদীস৯৭০ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ১২৮৫)

٣٩. بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

৩৯. আরাফা থেকে মুজদালিফা গমন এবং সেই রাত্রিতে মুজদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে পড়া মুস্তাহাব

٨٠٧. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلّٰى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

৮০৭. উসামা ইবনে যায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার ময়দান থেকে রওনা হলেন এবং উপত্যাকায় পৌঁছে নেমে তিনি পেশাব করলেন। অতঃপর ওযূ করলেন কিন্তু উত্তমরূপে ওযু করলেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত আদায় করবেন কি? তিনি বললেন : 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।' অতঃপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। অতঃপর মুযদালিফায় এসে সওয়ারী থেকে নেমে ওযু আদায় করলেন। এবার পূর্ণরূপে ওযু করলেন। তখন সালাতের জন্য ইকামত দেয়া হল। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় ইশার ইকামত দেয়া হল। অতঃপর তিনি ঈশার সালাত আদায় করলেন এবং উভয় সালাতের মধ্যে অন্য কোনো সালাত আদায় করলেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : হজ্জ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৩৯; মুসলিম ; পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১২৮০)

٨٠٨. حَدِيْثُ عُرْوَةَ ﷺ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

৮০৮. উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন আমি সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আরাফা থেকে ফিরতেন তখন তাঁর চলার গতি কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুতগতিতে চলতেন এবং যখন পথ মুক্ত পেতেন তখন তার চেয়েও দ্রুতগতিতে চলতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯২ হাদীস১৬৬৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১২৮৬)

٨٠٩. حَدِيْثُ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

৮০৯. আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফায় মাগরিব এবং ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯৬ হাদীস১৬৭৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১২৮৭)

٨١٠. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

৮১০. সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন দ্রুত সফর করতেন তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কসর করা,অধ্যায় ১৩, হাদীস ১১০৮; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৭ হাদীস ৭০৩)

٤٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

৪০. কুরবানীর দিন মুজদালিফায় ফজরের সালাত বেশি অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব। ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করাটাও মুস্তাহাব

٨١١. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

৮১১. আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দু'টি সালাত ব্যতীত আর কোনো সালাত তার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া আদায় করতে দেখিনি। তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন এবং ফজরের সালাত তার ওয়াক্তের আগে আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ অধ্যায় ৯৯, হাদীস ১৬৮২; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ১২৮৯)

٤١. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

৪১. রাত্রির শেষভাগে লোকদের ভিড়ের পূর্বে দুর্বল এবং বয়স্ক মহিলা ও অন্যদের মুজদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং অন্যান্যদের ফজরের সালাত আদায় পর্যন্ত মুজদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব

٨١٢. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

৮১২. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। মানুষের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সওদা নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। নবী ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। সাওদা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا মতো আমিও যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিতাম তাহলে তা আমার জন্য হতে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হতো।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯৮, হাদীস ১৬১৮, মুসলিম পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১২৯০)

٨١٣. حَدِيثُ أَسْمَاءَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

৮১৩. আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি আরো কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। অতঃপর

বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চল। আমরা রওয়ানা দিলাম এবং পথ অতিক্রম করলাম। পরিশেষে তিনি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, হে মহিলা! আমার মনে হয়, আমরা বেশি অন্ধকার থাকতেই আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯৮ হাদীস১৬৭৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১২৯১)

٨١٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ اَهْلِهِ.

৮১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যেসব লোককে এখানে প্রেরণ করেছিলেন। আমি তাঁদের একজন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯৮ হাদীস১৬৭৮ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১২৯৩)

٨١٥. حَدِيْثُ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ اَهْلِهِ فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَقِفَ الْاِمَامُ وَقَبْلَ اَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَدِمُوْا رَمَوا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُوْلُ اَرْخَصَ فِيْ اُولٰئِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৮১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে রাতে মুযদালিফাতে মাশ'আরে হারামের নিকট উকূফ করতেন এবং সাধ্যমত আল্লাহর যিকির করতেন। অতঃপর ইমাম (মুযদালিফায়) উকূফ করার ও রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তাঁরা (মিনায়) ফিরে যেতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ মিনাতে আগমন করতেন ফজরের সালাতের সময় আর কেউ এরপরেও আসতেন, মিনাতে এসে তাঁরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ কড়াকড়ি শিথিল করে সহজ করে দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৯৮ হাদীস১৬৭৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১২৯৫)

٤٢. بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَتَكُوْنَ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

৪২. বাতনে ওয়াদী থেকে জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপকালে মক্কাকে বাম দিকে রাখা এবং প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলা

٨١٦. حَدِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمٰى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

৮১৬. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাতনে ওয়াদী থেকে কঙ্কর মারেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ আব্দুর রহমান! লোকেরা তো এর উচ্চস্থান থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, এটা সে স্থান, যেখানে সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৩৫ হাদীস১৭৪৭ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১২৯৬)

٨١٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّوْرَةُ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ وَالسُّوْرَةُ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه حِيْنَ

رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

৮১৭. আ'মাশ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বরের ওপর এরূপ বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে বাকারার উল্লেখ রয়েছে, যে সূরার মধ্যে আলে ইমরানে উল্লেখ রয়েছে এবং যে সূরায় মধ্যে নিসা-এর উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ সে সূরা আল-বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন-নিসা বলা পছন্দ করত না। বর্ণনাকারী আ'মাশ (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারটি আমি ইবরাহীম (রহ.) জামরায়ে আকাবাতে কংকর মারার সময় তিনি ইবনে মাসউদ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। ইবনে মাসউদ ﷺ বাতেন ওয়াদীতে গাছটির বরাবর এসে জামরাকে সামনে রেখে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর সহকারে কঙ্কর মারলেন। এরপর বললেন, সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই, এ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে সূরা বাকারা (অর্থাৎ সূরা বাকারা বলা বৈধ)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৩৮ হাদীস১৭৫০ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১২৯৬)

٤٣. بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

৪৩. চুল ছাঁটার ওপর মাথা মুণ্ডন করাকে প্রাধান্য দেয়া এবং চুল ছাঁটার বৈধতা প্রসঙ্গে

٨١٨. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ.

৮১৮. ইবনে উমর ﷺ বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের সময় তাঁর মাথা মুণ্ডন করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১২৭ হাদীস১৭২৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১৩০৪)

٨١٩. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ.

৮১৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলূল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হাদীস১৭২৭ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১৩০২)

٨٢٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

৮২০. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করেন। সাহাবীগণ বললেন, যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিনবার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১২৭, হা ১৭২৮ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১৩০২)

٤٤. بَابُ بَيَانِ اَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ اَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالْاِبْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْاَيْمَنِ مِنْ رَاْسِ الْمَحْلُوْقِ

৪৪. কুরবানীর দিন সুন্নাত কাজ হলো সর্বপ্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানী করা, অতঃপর মাথা মুণ্ডন করা এবং মাথার চুল মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা

٨٢١. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَاْسَهُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ.

৮২১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মুণ্ডন করলে আবূ তালহা ﷺ-ই প্রথমে তাঁর চুল সংগ্রহ করেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ৩৩, হাদীস১৭১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ১৩০৫)

٤٥. بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ اَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

৪৫. যে ব্যক্তি কুরবানী অথবা কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল তার বর্ণনা

٨٢٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسْاَلُوْنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا اُخِّرَ اِلَّا قَالَ اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ.

৮২২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন : একজন জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই (মাথা) মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন : তুমি কুরবানী করে নাও, কোনো অপরাধ নেই। অতঃপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন : কঙ্কর নিক্ষেপ করে নাও, কোনো অপরাধ নেই। সেদিন যে কোনো কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : করে নাও, কোনো অপরাধ নেই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), হাদীস১৭৩৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১৩০৬)

٨٢٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاْخِيْرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ.

৮২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে যবেহ করা, মাথা মুণ্ডন ও কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং (এ কাজগুলো)- আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : কোনো অপরাধ নেই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৩০, হাদীস১৭৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১৩০৭)

٤٦. بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْاِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৪৬. কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাযাহ করা মুস্তাহাব হওয়ার বর্ণনা

٨٢٤. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ.

৮২৪. আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই' (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ সম্পর্কে আপনি যা উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন তার কিছুটা বলুন। বলুন, যিলহজ্ব মাসের আট তারিখে যুহর ও আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করতেন? তিনি বললেন, মিনায় আদায় করছেন। আমি বললাম, মিনা থেকে ফিরার দিন আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মুহাস্‌সাবে। এরপর আনাস ﷺ বললেন, তোমাদের আমীরগণ যেরূপ করবে, তোমরাও অনুরূপ কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮৩, হাদীস১৬৫৩ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৮, হাদীস ১৩০৯)

٤٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُوْلِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ

৪৭. প্রস্থান করার দিন মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা এবং সেখানে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

٨٢٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُوْنَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ يَعْنِي بِالْأَبْطَحِ.

৮২৫. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা হলো একটি মানযিল মাত্র, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করতেন, যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয় অর্থাৎ এর দ্বারা আবতাহ বুঝানো হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৫ : সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অধ্যায় ১৪৭, হাদীস ১৭৬৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৩১১)

٨٢٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৮২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা (হজ্জের) কিছুই নয়। এতো শুধু একটি মানযিল, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ১৪৭, হাদীস ১৭৬৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৩১২)

٨٢٧. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِيْ ذٰلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذٰلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ حَتّٰى يُسْلِمُوْا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ.

৮২৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিনে মিনায় অবস্থানকালে নবী ﷺ বললেন : আমরা আগামীকাল (ইনশাআল্লাহ) খায়ফে বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীর ওপরে শপথ নিয়েছিল। (রাবী বলেন) খায়ফ বনী কিননাই হলো মুহাসসাবা। কুরায়শ ও কিনানা গোত্র বনু হাশিম ও বনূ আব্দুল মুত্তালিব-এর বিরুদ্ধে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, যে পর্যন্ত নবী ﷺ-কে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে সে পর্যন্ত তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কোনো বন্ধ থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৫৯০ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৩১৪)

٤٨. بَابُ وُجُوْبِ الْمَبِيْتِ بِمِنًى لَيَالِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّرْخِيْصِ فِيْ تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

৪৮. আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রিগুলো মীনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব তবে যারা (হাজীদের) পানি পান করায় তাদের জন্য এ ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে

٨٢٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

৮২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ১৬৩৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬০, হাদীস ১৩১৫)

٤٩. بَابُ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا

৪৯. কুরবানীর প্রাণীর গোশ্‌ত, চামড়া ও তার শীতাবরণ সদকা করা

٨٢٩. حَدِيثُ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

৮২৯. আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। তাঁকে নবী ﷺ তাঁর নিজের কুরবানীর জন্তুর পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্‌ত, চামড়া এবং পিঠের আরবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা থেকে যেনো কসাইকে পারিশ্রামিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যা:য় ১২১, হাদীস ১৭১৭; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৬১, হাদীস ১৩১৭)

٥٠. بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

৫০. বুদনা (উট) বেঁধে দাঁড়ান অবস্থায় নহর করা

٨٣٠. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ (أَنَّهُ) أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৮৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ এমন এক ব্যক্তির নিকট গমন করলেন, যে তার নিজের উটটিকে নহর করার জন্য বসিয়ে রেখেছিল্। ইবনে উমর ﷺ বললেন, সেটি উঠিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বেঁধে নাও। (এটা) মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাত।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব অধ্যায় ১১৮, হাদীস ১৭১৩ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ১৩২০)

٥١. بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذٰلِكَ

৫১. যে ব্যক্তি নিজে যাবে না তার কুরবানী হারাম শরীফে পাঠিয়ে দেয়া মুস্তহাব এবং এতে মুস্তাহাব হলো (কুরবানীর প্রাণীর গলায়) রশি পাকিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া এবং এতে প্রেরণকারী মুহরিম হবে না ও তার ওপর কোনো কিছু নিষিদ্ধও হবে না

٨٣١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.

৮৩১. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাকে কিলাদা পরিয়ে ইশ'আর করার পর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল এতে তা হারাম হয়নি।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ১০৬, হাদীস ১৬৯৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ১৩২১)

٨٣٢. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ

عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

৮৩২. যিয়াদ ইবনে আবূ সুফিয়ান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট একটি পত্র লিখলেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কা) প্রেরণ করে তা যবহ্ না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরাহ (রহ.) বলেন, আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, ইবনে আব্বাস ﷺ যেমন বলেছেন, ব্যাপার তেমনটি নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে তাকে কিলাদাহ পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে তা পাঠান। সে জন্তু যবেহ করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোনো বস্তুই রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর প্রতি হারাম হয়নি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ১০৯, হাদীস ১৭০০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ১৩২১)

٥٢. بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

৫২. হজ্জে গমনকারীর জন্য কুরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া বুদনার উপর প্রয়োজনে আরোহণ করা বৈধ

٨٣٣. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

৮৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, এতো কুরবানীর উট। রাসলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। এবারও লোকটি বলল এ-তো কুরবানীর উট। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার সর্বনাশ! এ কথাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বলেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫: হজ্জ অধ্যায় ১০৩, হাদীস ১৬৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ১৩২২)

٨٣٤. حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا.

৮৩৪. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এতো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ১০৩, হাদীস ১৬৯০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ১২২৩)

٥٣. بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

৫৩. তাওয়াফে বিদা (শেষ তাওয়াফ) ওয়াজিব ও ঋতুবর্তী মহিলার জন্য এ হুকুম রহিত

٨٣٥. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

৮৩৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা। তবে এ হুকুম ঋতুবর্তী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ১৪৪, হাদীস ১৭৫৫; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১৩২৮)

٨٣٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلٰى قَالَ فَاخْرُجِيْ.

৮৩৬. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنهَا থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের হায়েয শুরু হয়েছে। তিনি বললেন : সে তো আমাদেরকে আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে তাওয়াফে-যিয়ারত করেনি? তাঁরা জবাব দিলেন, হ্যাঁ করেছেন। তিনি বললেন : তা হলে বের হও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩২৮ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১২১১)

٨٣٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا اُرَانِيْ اِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِيْ.

৮৩৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়াহ বিনতে হুয়ায়ের ঋতু শুরু হলে তিনি বললেন, আমার ধারণা, আমি তোমাদের আটকে ফেললাম। নবী ﷺ তা শুনে 'আকরা' হালকা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছিলে? সাফিয়্যা رَضِيَ اللهُ عَنهُ বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন : তবে চল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১৫১, হাদীস ১৭৭১ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১২১১)

٥٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيْهَا وَالدُّعَاءِ فِيْ نَوَاحِيْهَا كُلِّهَا

৫৪. হাজী ও অন্যদের কা'বায় প্রবেশ করা, সেখানে সালাত আদায় ও তার প্রত্যেক প্রান্তে দু'আ করা মুস্তাহাব

٨٣٨. حَدِيْثُ بِلَالٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَاَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى.

৮৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنهُ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আর উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল এবং উসমান ইবনে তালহা হাজাবী কা'বায় প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ প্রবেশের সাথে কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنهُ বের হলে আমি তাঁকে বললাম : নবী ﷺ কী করলেন? তিনি বললেন : একটা খুঁটি বাম দিকে, একটা খুঁটি ডান দিকে আর তিনটা খুঁটি পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি খুঁটি বিশিষ্ট। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৯৬, হাদীস ৫০৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৮, হাদীস

٨٣٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ.

৮৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু'আ করেছেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হবার পর কা'বার সামনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, এবং বলেছেন, এটাই হলো কিবলা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৩৯৮ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ১৩৩০)

٨٤٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى ﷺ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا.

৮৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা করতে গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন ও মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে সকল সাহাবী ছিলেন যারা তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কি-না- এক ব্যক্তি আবূ আওফা ﷺ-এর নিকট তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ১৬০০; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ১৩৩২)

٥٥. بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا
৫৫. কাবাগৃহ ভেঙ্গে ফেলা ও তার পুনর্নির্মাণ করা

٨٤١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلٰى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا.

৮৪১. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : যদি তোমার গোত্রের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হতো তা হলে অবশ্যই কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইবরাহীম ﷺ-এর ভিত্তির ওপর তা পুনর্নির্মাণ করতাম। কেননা কুরায়শগণ এর ভিত্তি সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। আর আমি আরো একটি দরজা করে দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব,২৫ : হজ্জ, অধ্যায়, ৪২, হাদীস ১৫৮৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ১৩৩৩)

٨٤٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلَا تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا اُرٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلَّا اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ.

৮৪২. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি কি জান না! তোমার কওম যখন কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিল তখন ইবরাহীম ﷺ কর্তৃক কা'বা ঘরের মূল ভিত্তি থেকে তা সঙ্কুচিত করেছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি একে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন : যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হতো তা হলে অবশ্য আমি তা করতাম। আব্দুল্লাহ্ (ইবনে উমর) ﷺ বলেন, যদি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا নিশ্চিতরূপে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় যে, বায়তুল্লাহ হাতীমের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইবরাহিমী ভিত্তির উপর নির্মিত না হওয়ার কারণেই তাওয়াফে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তওয়াফের সময়) হাতীম সংলগ্ন দু'টি কোণ স্পর্শ করতেন না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১৫৮৩ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ১৩৩৩)

٥٦. بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا
৫৬. কা'বা ঘরের দেয়াল ও তার দরজা

٨٤٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَاْنُ بَابِهِ

مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا وَلَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اُلْصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ.

৮৪৩. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন : তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা'বা নির্মাণের) সময় অর্থ শেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা'বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : তোমার কওম তো এ জন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছে তাকে ঢুকতে দিবে এবং যাকে তাকে বারণ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হতো এবং আশঙ্কা না হতো যে, তারা একে ভালো মনে করবে না, তাহলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১৫৮৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭০, হাদীস ১৩৩৩)

٥٧. بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا اَوْ لِلْمَوْتِ

৫৭. অক্ষম, বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ

٨٤٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَاَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৮৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইবনে আব্বাস رضي الله عنه একই বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ'আম গোত্রের এক মহিলা হাজির হলো। তখন ফযল رضي الله عنه সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হজ্জ আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি বিদায় হজ্জের ঘটনা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪ হাদীস ১৫১৩; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্ব ,অধ্যায় ৭১, হাদীস ১৩৩৪)

٨٤٥. حَدِيْثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ مِنْ خَشْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىْ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

৮৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর যে হজ্ব ফরয হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর ওপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করলে তার হজ্ব আদায় হবে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ (নিশ্চয় আদায় হবে)।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২৩ হাদীস ১৮৫৪; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্ব, হাদীস ১৩৩৫)

٥٨. بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ
৫৮. জীবনে হজ্জ একবার ফরয

٨٤٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

৮৪৬. আবূ হুরায়রা ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে নিবৃত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে বাদানুবাদ করার কারণেই ধ্বংসে পতিত হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোনো বিষয়ে আদেশ প্রদান করি তাহলে সাধ্যমতো পালন কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৪ হাদীস ৭২৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ, হাদীস ১৩৩৭)

٥٩. بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
৫৯. মুহরিম (যাঁদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যক্তির সাথে মহিলাদের হজ্জের জন্য বা অন্য কারণে সফর করা

٨٤٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

৮৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কোনো মহিলাই যেন মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত ক্বসর করা, অধ্যায় ৪ হাদীস ১০৮৬; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৭৪, হাদীস ১৩৩৮)

٨٤٨. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِيْ وَآنَقْنَنِيْ أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

৮৪৮. আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয় যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছে এবং চমৎকৃত করে ফেলেছে। (তাহল এই) স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোনো মহিলা দু'দিনের পথ সফর করবে না। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা- এ দুদিন কেউ সাওম পালন করবে না। আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত কেউ কোনো সালাত আদায় করবে না। আর মসজিদে হারাম (কা'বা), আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আকসা (বাইতুল্লাহ মসদিস)-এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২৬ হাদীস ১৮৬৪; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ, হাদীস ১৩৪০)

٨٤٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

৮৪৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহর এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোনো মাহরাম পুরুষে সাথে না নিয়ে একদিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা বৈধ নয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৮ : সালাত কৃসর করা, অধ্যায় ৪ হাদীস ১০৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্ব ,অধ্যায় ৭৪, হাদীস ১৩৩৯)

٨٥٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَاَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَاَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ.

৮৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোনো স্ত্রীলোক যেন কোনো মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জযাত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তবে যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্ব কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩০০৬; মুসলিম কিতাবুল হজ্ব ,অধ্যায় ৭৬, হাদীস ১৩৪১)

٦٠. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

৬০. হজ্জ বা অন্য সফর থেকে ফেরার পথে যা বলবে

٨٥١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

৮৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন, তখন প্রতিটি উঁচু জায়গার উপর তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর বলতেন : "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব, হাম্‌দও তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী ইবাদাতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর দুশমনের দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দুআসমূহ, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৬৩৮৫; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৭৬, হাদীস ১৩৪৪)

٦١. بَابُ التَّعْرِيْسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا اِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ

৬১. হজ্ব ও উমরা থেকে ফেরার পথে জুল হুলাইফায় অবস্থান করা এবং সেখানে সালাত

٨٥٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

৮৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার বাত্‌হা নামক উপত্যকায় উট বসিয়ে সালাত আদায় করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইবনে উমর ﷺ ও তাই করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৩২; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্ব ,অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১২৫৭)

٨٥٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِيْ مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ (قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ. اَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِيْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ.

৮৫৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ সূত্রে রাসূসুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। যুল-হুলাইফাহ (আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায় অবস্থান করেছেন। [রাবী মূসা ইবনে উকবা (রহ.) বলেন] সালিম (রহ.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসাবার স্থানটির খোঁজ করেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ উট বসিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত যাপনের স্থানটি খোঁজ করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদেরও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১, হাদীস ১৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৭৭, হাদীস ১৩৪৬)

٦٢. بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

৬২. কোনো মুশরিক হজ্জ করবে না ও উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না এবং হজ্জে আকবার দিনের বর্ণনা

٨٥٤. حَدِيْثُ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ ﷺ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ اَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

৮৫৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ আবু বকর ﷺ-কে আমীর নিযুক্ত করেন, হজ্জে কুরবানীর দিন [আবূ বকর ﷺ আমাকে একদল লোকের সঙ্গে প্রেরণ করলেন, যারা লোকদের কাছে ঘোষণা করবে যে, এ বছরের পর থেকে কোনো মুশরিক হজ্জ করবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১৬২২; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৭৭, হাদীস ১৩৪৭)

٦٣. بَابُ فِيْ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

৬৩. হজ্জ, উমরা ও আরাফার দিনের ফযীলত

٨٥٥. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ.

৮৫৫. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক 'উমরার পর আর এক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরা, অধ্যায়১ , হাদীস ১৭৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৭৯, হাদীস ১৩৪৯)

٨٥٦. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

৮৫৬. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকল এবং অন্যায় আচরণ করল না, সে প্রত্যাবর্তন করবে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মতো হয়ে।
(বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৮১৯; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ , হাদীস ১৩৫০)

٦٤. بَابُ النُّزُوْلِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِّ وَتَوْرِيْثِ دُوْرِهَا

৬৪. হজ্জকারীর মক্কায় অবস্থান ও তার গৃহের উত্তরাধিকার হওয়া

٨٥٧. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ ﷺ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

৮৫৭. উসামা ইবনে যায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মক্কায় অবস্থিত আপনার বাড়ির কোনো স্থানে অবস্থান করবেন? তিনি ﷺ বললেন : আকীল কি কোনো সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গেছে? ও আকীল এবং তালিব আবু তালিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, জা'ফরও, আলী ﷺ উত্তরাধিকারী হননি। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলিম। আকীল ও তালিব ছিল কাফির।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮০, হাদীস ১৩৫১)

٦٥. بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

৬৫. মক্কা থেকে হিজরতকারী ব্যক্তির হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করার পর প্রবাসী ব্যক্তির জন্য অনূর্ধ্ব তিনদিন মক্কায় অবস্থান করা বৈধ

٨٥٨. حَدِيْثُ عَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ.

৮৫৮. আলা ইবনে হাযরামী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর (হজ্জ কার্যসমূহ সমাপন করে মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করার পর কা'বা ঘরের যে তাওয়াফ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে) আদায় করার পর তিন দিন মক্কায় থাকার অনুমতি রয়েছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৩৯৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৫:

নোটঃ মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা হিজরত করেছিলেন তাদের জন্য পুনরায় মক্কায় অবস্থান করা হারাম ছিল। কিন্তু যারা হজ্জ বা উমরা এর উদ্দেশ্যে মক্কায় আসবে তারা তাদের হজ্জ উমরা এর কাজ সমাধা করে মাত্র তিন দিন প্রয়োজন হলে অবস্থান করতে পারবে-তাতে নিষেধ নেই।

٦٦. بَابُ تَحْرِيْمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

৬৬. মক্কার সম্মানিত হওয়া, সেখানে শিকার করা, সেখানকার লতা ও বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া ব্যতীত সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষিদ্ধ

٨٥٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا فَإِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ.

৮৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ বলেছিলেন : এখন থেকে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, এ আহ্বানে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারাম (মহাসম্মনিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিয়দাংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়ে ফেলা যাবে না, তাড়ানো যাবে না এর শিকার্য জন্তুকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোনো বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। আব্বাস ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ বললেন হ্যাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং কিছুর বদলা, হাদীস ১৮৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্ব , হাদীস ১৩৫৩)

٨٦٠. حَدِيْثُ أَبِي شُرَيْحٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

৮৬০. আবূ শুরায়হ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সা'ঈদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন হে আমাদের নেতা! আমাকে অনুমতি দিলে আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাতে পারি যেটা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। আমার দুই কান তা শ্রবণ করেছে, আমার হৃদয় তা আয়ত্ত করে নিয়েছে, আর আমার চোখ দুটি তা অবলম্বন করেছে। তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন : মক্কাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কোনো মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা, সেখানকার গাছ কাটা বৈধ নয়। কেউ যদি আল্লাহর রাসূলের (সেখানকার) লড়াইকে দলিল হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি প্রদান করেছিলেন; কিন্তু তোমাদেরকে তা দেননি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর পূর্বের মতোই আজ আবার একে তার নিষিদ্ধ হবার মার্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট (এ বাণী) পৌছে দেয়। অতঃপর আবূ শুরায়হ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল, আপনার এ হাদীস শুনে আমর কি বললেন? (আবূ শুরায়হ ﷺ উত্তর দিলেন) তিনি বললেন : হে আবূ শুরায়হ! (এ বিষয়) আমি তোমার থেকে অধিক জ্ঞাত। মক্কা কোনো বিদ্রোহীকে, কোনো খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোনো চোরকে আশ্রয় দেয় না। (বুখারী, পর্ব ৩ : আল-ইলম অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১০৪, মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১৩৫৪)

٨٦١. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهٗ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِىْ فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهٗ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدٰى وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهٗ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوْا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اكْتُبُوْا لِأَبِىْ شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهٗ اكْتُبُوْا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِىْ سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৮৬১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মু'মিন বান্দাদেরকে মক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারোর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা জায়েয ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারোর জন্য জায়েয হবে না। অতএব এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। যার কোনো লোক এখানে নিহত হয় তবে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভালো বলে বিবেচিত হবে, তা গ্রহণ করবে। ফিদিয়া গ্রহণ অথবা কিসাস। আব্বাস ﷺ বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা, আমরা এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল)। তখন ইয়ামানবাসী আবূ শাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৪৩৪; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮২, হাদীস ১৩৫৫)

٦٧. بَابُ جَوَازِ دُخُوْلِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

৬৭. ইহরাম অবস্থায় ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ

٨٦٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهٗ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ.

৮৬২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর রাসূল ﷺ লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কা) প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরস্ত্রাণটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইবনে খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন : তাকে তোমরা হত্যা কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৮: ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৮৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, হাদীস ১৩৫৭)

٦٨. بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيْمِهَا وَتَحْرِيْمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُوْدِ حَرَمِهَا

৬৮. মদীনার মর্যাদা, সেখানকার মাল সম্পদে বরকতের জন্য নবী ﷺ-এর দোয়া সে স্থান সম্মানিত হওয়া, সেখানে শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং এর হারামের সীমারেখা

٨٦٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ.

৮৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, ইবরাহীম আঃ মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দোয়া করেছেন। আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি, যেমন ইবরাহীম আঃ মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মদীনার মুদ ও সা'আ এর জন্য দোয়া করেছি। যেমন ইবরাহীম আঃ মক্কার জন্য দোয়া করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ :ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ২১২৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৬০)

٨٦٤. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَبِيْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ حَتّٰى اَخْرُجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ مُرْدِفِيْ وَاَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُحَوِّيْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ.

৮৬৪. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবু তালহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে সন্ধান করে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর আবূ তালহা রাঃ আমাকে তার সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি রাসূল ﷺ-এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দোয়া পড়তে শুনতাম : হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। পরে আমরা খায়বারে গিয়ে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দূর্গের উপর উপস্থিত করলেন, তখন তাঁর কাছে সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা তাঁর স্বামীকে

হত্যা করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য নির্বাচিত করলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা করলেন। আমরা যখন সাদ্দুস সাহ্বা নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন সফিয়া ﷺ হায়েয থেকে সবে মাত্র পবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন। অতঃপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হায়সা' প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার আদেশ দিলেন। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাফিয়ার বিয়ের ওয়ালিমা। অতঃপর আমরা মদীনার দিকে অগ্রসর হলাম। আনাস ﷺ বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়া ﷺ তাঁর উপর পা রেখে উঠে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনার কাছাকাছি হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পর্বত যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। অতঃপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম ﷺ মক্কাকে 'হারাম' ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৬৫)

٨٦٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ عَنْ عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ قَالَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ آوَى مُحْدِثًا.

৮৬৫. আসিম (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ কি মদীনাকে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এলাকার কোনো গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদআত সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আসিম বলেন, আমাকে মূসা ইবনে আনাস ﷺ বলেছেন, বর্ণনাকারী বিদআত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় বলেছেন।

(বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৭৩০৬; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৬৬)

٨٦٦. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِيْ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.

৮৬৬. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের মাপের পাত্রে বরকত দান করুন এবং তাদের সা'আ ও মুদ-এ বরকত দিন অর্থাৎ মদীনাবাসীদের।

(বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৫৩, হাদীস ২১৩০ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, , হাদীস ১৩৬৭)

٨٦٧. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ.

৮৬৭. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মক্কাতে তুমি যে বরকত দান করেছ, মদীনাতে এর দ্বিগুণ বরকত দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৮৮৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৬৯)

٨٦٨. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ اٰجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيْهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيْهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

৮৬৮. আলী ﷺ হতে বর্ণিত। একবার আলী ﷺ পাকা ইট দ্বারা নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে এ ব্যতীত অন্য এমন কোনো কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে পরিগণিত হবে। যে কেউ এখানে কোনো অন্যায় করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত।

আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোনো ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলিমের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোনো ব্যক্তি অপর একজন মুসলিমের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সমস্ত মানব সপ্রদায়ের অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোনো ইবাদাতই কবূল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোনো ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয, নফল কোনো ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৫, হাদীস ৭৩০০; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৭০)

٨٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ.

৮৬৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি যদি মদীনাতে কোনো হরিণকে বেড়াতে দেখি তাহলে তাকে আমি তাড়া করব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ বলেছেন : মদীনার প্রস্তরময় পাহাড়ের দু'এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হল হারাম বা সম্মানিত স্থান।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৮৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৭২)

٦٩. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا

৬৯. মদীনায় অবস্থানের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সেখানে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ

٨٧٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ اِلَيْنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا وَصَاعِنَا.

৮৭০. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করে দিয়েছেন, মদীনাকেও সেভাবে অথবা এর চেয়ে অধিক আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন। আর মদীনার জ্বর 'জুহফা' নামক স্থানের দিকে সরিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মাপের ওযনের পাত্র বরকতময় করে দিন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৬৩৭২; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৬, হাদীস ১৩৭৬)

٧٠. بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ دُخُوْلِ الطَّاعُوْنِ وَالدَّجَّالِ اِلَيْهَا

৭০. মহামারী ও দাজ্জালের প্রবেশ থেকে মদীনা সংরক্ষিত হওয়া

٨٧١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ.

৮৭১. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতা পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে। তাই প্লেগ রোগ এবং দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৮৮০; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৭, হাদীস ১৩৭৯)

٧١. بَابُ الْمَدِيْنَةِ تَنْفِيْ شِرَارَهَا

৭১. মদীনা তার ক্ষতিকর ও যাবতীয় মন্দকে পরিষ্কার করে

٨٧٢. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

৮৭২. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : আমি এমন এক জনপদে হিজরত করার জন্য প্রেরিত হয়েছি, যে জনপদ অন্য সকল জনপদের ওপর জয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। এ হল মদীনা মনোওয়ারা। তা অবাঞ্ছিত লোকদেরকে এমনভাবে বহিষ্কার করে দেয়, যেমনভাবে কামারের অগ্নিচুলা লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ২, হাদীস ১৮৭১; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৮, হাদীস ১৩৮২)

٨٧٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَتَى الْاَعْرَابِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبَى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا.

৮৭৩. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত

প্রত্যাহার করেন। তিনি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করেন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বেদুঈন বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা হলো কামারের হাপরের মতো, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৭২১১; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৮, হাদীস ১৩৮৩)

٨٧٤. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.

৮৭৪. যায়েদ ইবনে সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসৎদেরকে বিদূরিত করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৪৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৮৮, হাদীস ১৩৮৪)

٧٢. بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللهُ

৭২. যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের অনিষ্ট কামনা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কষ্ট দিবেন

٨٧٥. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

৮৭৫. সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কেউ মদীনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৮৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৯২, হাদীস ১৩৮৭)

٧٣. بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْمَدِيْنَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

৭৩. বিভিন্ন শহর বিজিত হলেও মদীনায় থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٨٧٦. حَدِيْثُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

৮৭৬. সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহায়র ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী তাড়িয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা তাদের জন্য খুবই উত্তম ছিল, যদি তারা অনুধাবন করত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী তাড়িয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য মঙ্গলজনক, যদি তারা জানত। এরপর ইরাক বিজিত হবে তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী তাড়িয়ে এসে স্বজন এবং অনুগতদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই তাদের জন্য ছিল মঙ্গলজনক, যদি তারা জানত। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৮৭৫; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৯১, হাদীস ১৩৮৯)

٧٤. بَابُ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا
৭৪. মদীনার অধিবাসীরা যখন মাদীনাকে পরিত্যাগ করবে

٨٧٧. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا.

৮৭৭. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে রেখে যাবে। আর জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী অর্থাৎ পশু-পাখি ছাড়া আর কেউ একে আচ্ছন্ন করে নিতে পারবে না। সবশেষে যাদের মদীনাতে একত্রিত করা হবে তারা হল মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদীনা থেকে আসবে। এসে দেখবে মদীনা বন্য পশুতে ছেয়ে গেছে। এরপর তারা সানিয়াতুল-বিদা নামক স্থানে পৌঁছতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৮৭৪; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ ,অধ্যায় ৯১, হাদীস ১৩৮৯)

٧٥. بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
৭৫. কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা

٨٧٨. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

৮৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ-মাযিনী রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২০ : মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের মর্যাদা অধ্যায় ৫, হাদীস ১১৯৫; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ , হাদীস ১৩৯০)

٨٧٩. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

৮৭৯. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিম্বর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয-এর উপরে। (বুখারী, পর্ব ২০ : মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের মর্যাদা অধ্যায় ৫, হাদীস ১১৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ, হাদীস ১৩৯১)

٧٦. بَابُ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
৭৬. উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরা তাকে ভালোবাসি

٨٨٠. حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

৮৮০. আবূ হুমাইদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, এই মদীনার অপর নাম ত্বাবা (পবিত্র) এবং এই উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে আর আমরাও তাকে ভালোবাসি।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব মাগাযী-অধ্যায় ৮১, হাদীস ৪৪২২; মুসলিম, পর্ব ১৫, অধ্যায় ৯৩, হাদীস ১৩৯২)

٧٧. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ

৭৭. মক্কা ও মদীনার দু'মসজিদে সালাতের ফযীলত

٨٨١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

৮৮১. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মসজিদুল হারাম ছাড়া তার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২০ : মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের মর্যাদা অধ্যায় ১, হাদীস ১১৯০; মুসলিম, পর্ব ১৫, হজ্জ, অধ্যায় ৯৩, হাদীস ১৩৯৪)

٧٨. بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

৭৮. তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের প্রস্তুতি নেবে না

٨٨٢. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

৮৮২. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল এবং মাসজিদুল আকসা (বায়তুল মাকদিস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের (যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২০ : মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের মর্যাদা অধ্যায় ১, হাদীস ১১৮৯; মুসলিম, পর্ব ১৫: হজ্জ হাদীস ১৩৯৭)

٧٩. بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيْهِ وَزِيَارَتِهِ

৭৯. কুবা মসজিদ ও সেখানে সালাত আদায়ের ফযীলত এবং তা যিয়ারত করা

٨٨٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

৮৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আসতেন। (বুখারী, পর্ব ২০ : মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের মর্যাদা অধ্যায় ৪, হাদীস ১১৯৪; মুসলিম, হাদীস ১৩৯৯)

ষোড়শ অধ্যায়

كِتَابُ النِّكَاحِ - নিকাহ (বিবাহ)

٨٨٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيْ اَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللهِ اَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى هٰذَا اَشَارَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

৮৮৪. আলকামা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, উসমান ﷺ তাঁর সাথে মিনাতে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আব্দুর রহমান! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এরপর তারা উভয়েই এক পার্শ্বে গেলেন। অতঃপর উসমান ﷺ বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনার সাথে এমন একটি কুমারী মেয়ের বিবাহ দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত দিনকে স্মরণ করিয়ে দিবে? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন দেখলেন, তার এ বিবাহের প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে 'হে আলকামা' বলে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুনলাম, আপনি যখন আমাকে এ কথা বলছেন (তখন আমার স্মরণে এর চেয়ে বড় কথা আসছে আর তা হচ্ছে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে এবং যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা যৌন ক্ষমতাকে দমন করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, ২, হাদীস ৫০৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৬: নিকাহ বা বিবাহ, হাদীস ১৪০০)

٨٨٥. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّيْ اُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللهِ اِنِّيْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৮৮৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নবী ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব-কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা পরস্পর এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর শপথ! আমি

আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে অধিক ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি অধিক আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি ও ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদী করি। কাজেই যে আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ :বিবাহ, অধ্যায় ১. হাদীস ৫০৬৩; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ : বিবাহ :, হাদীস ১৪০১)

٨٨٦. حَدِيْثُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهٗ لَاخْتَصَيْنَا.

৮৮৬. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইবনে মাজ'উনকে বিবাহ থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। যদি তিনি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫০৭৪; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ : হাদীস ১৪০২)

١. بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ اَنَّهٗ اُبِيْحَ ثُمَّ اُبِيْحَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيْمُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১. মুতা নিকাহ্ এবং তার হুকুম বৈধ হওয়া, অতঃপর রহিত হওয়া আবার বৈধ হওয়া ও রহিত হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার নিষিদ্ধতা স্থায়ী হওয়া

٨٨٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلَا نَخْتَصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَاَ - يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ.

৮৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সাথে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাদীস ৪৬১৫; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ : অধ্যায় ২, হাদীস ১৪০৪)

٨٨٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَا كُنَّا فِىْ جَيْشٍ فَاَتَانَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهٗ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا فَاسْتَمْتِعُوْا.

৮৮৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং সালামা ইবনে আকওয়া' ﷺ থেকে বর্ণিত। আমরা কোনো এক সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদেরকে মুতা'আহ বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা মুতা'আহ বিবাহ করতে পার।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, ৩২, হাদীস ৫১১৭-৫১১৮; মুসলিম, পর্ব ১৬: নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২, হাদীস ১৪০৫)

নোট : ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতা বিবাহ তিনদিন পর্যন্ত বৈধ ছিল পরে খায়বারের যুদ্ধের সময় একে রহিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মুতা বিবাহ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও সফরে বৈধ ছিল।

কিন্তু তখনও সাধারণতঃ এভাবে বিবাহ বৈধ ছিল না। পরে খায়বারের যুদ্ধে এ ধরনের বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মাত্র তিন দিনের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা চিরতরে হারাম করা হয়। কিন্তু শিয়া মতাবলীদের মতে মুতা বিবাহ আজ পর্যন্ত বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। মুতাকারী ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আর মুত'আহ বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত সন্তান ইমামতের বেশি হকদার। (না'উযুবিল্লাহ্) তবে ইমাম বুখারী স্পষ্টভাবে এ হাদীসটি যে অধ্যায়ে এনেছেন, তার নামকরণ করেছেন, অর্থাৎ অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতা বিবাহকে নিষিদ্ধ করলেন।

٨٨٩. حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ.

৮৮৯. আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুতা (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৪২১৬; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২, হাদীস ১৪০৭)

٢. بَابُ تَحْرِيْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا فِى النِّكَاحِ

২. কোনো মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম

٨٩٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا.

৮৯০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভীতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনের মেয়ে একত্রে বিবাহ না করে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : বিবাহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৫১০৯; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২, হাদীস ১৪০৮)

٣. بَابُ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهٖ

৩. ইহরাম অবস্থায় বিবাহ হারাম ও প্রস্তাব দেয়া মাকরূহ

٨٩١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৮৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা ﷺ কে বিবাহ করেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৮ : অধ্যায় ১২, হাদীস ১৮৩৭; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, হাদীস ১৪১০)

٤. بَابُ تَحْرِيْمِ الْخِطْبَةِ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَاْذَنَ اَوْ يَتْرُكَ

৪. কোনো ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া হারাম যতক্ষণ না সে অনুমতি দেয় অথবা পরিত্যাগ করে

٨٩٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَاْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

৮৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ভাই কোনো জিনিসের দাম করলে এমতাবস্থায় অন্যকে তার দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৫১৪২ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৪১২)

٥. بَابُ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهٖ

৫. শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল হওয়ার বর্ণনা

٨٩٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُزَوِّجَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

৮৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশশিগার নিষিদ্ধ করেছেন। আশ-শিগার' হলো : কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এক্ষেত্রে কোনো কনেই মোহর পাবে না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৫১১২ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৪১৫)

٦. بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوْطِ فِي النِّكَاحِ
৬. বিবাহের শর্তসমূহ পূর্ণ করা

٨٩٤. حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

৮৯৪. উকবা ইবনে আমির ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে যা পূর্ণ করার সর্বাধিক দাবি রাখে তা হল সেই শর্ত যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলি, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৭২১ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৪১৮)

٧. بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوْتِ
৭. নিকাহের ক্ষেত্রে সায়েবা (বিবাহিতা মহিলা)'র সম্মতি হচ্ছে কথা বলা আর কুমারীর সম্মতি হচ্ছে চুপ থাকা

٨٩٥. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ.

৮৯৫. আবূ সালামা ﵁ থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা ﵁ তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে তার অনুমতি নেব। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৫১৩৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪১৯)

٨٩٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ يُسْتَاْمَرُ النِّسَاءُ فِيْ اَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَاْمَرُ فَتَسْتَحْيِيْ فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا اِذْنُهَا.

৮৯৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের বিবাহ দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন : তার নীরব থাকাই তার অনুমতি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৯ : অধ্যায় ৩, হা ৬৯৪৬ : মুসলিম পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, হাদীস ১৪২০)

٨. بَابُ تَزْوِيْجِ الْاَبِ الْبِكْرِ الصَّغِيْرَةَ
৮. ছোট কুমারী মেয়ের পিতা কর্তৃক বিবাহ প্রদান

٨٩٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِيْ فَوَفٰى جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِيْ اُمِّيْ اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّيْ لَفِيْ اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِيْ صَوَاحِبُ لِيْ فَصَرَخَتْ بِيْ فَاَتَيْتُهَا لَا اَدْرِيْ مَا تُرِيْدُ بِيْ فَاَخَذَتْ

بِيَدِيْ حَتّٰى اَوْقَفَتْنِيْ عَلٰى بَابِ الدَّارِ وَاِنِّيْ لَاَنْهَجُ حَتّٰى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِيْ ثُمَّ اَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهٖ وَجْهِيْ وَرَاْسِيْ ثُمَّ اَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ فَاَسْلَمَتْنِيْ اِلَيْهِنَّ فَاَصْلَحْنَ مِنْ شَاْنِيْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ اِلَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضُحًى فَاَسْلَمَتْنِيْ اِلَيْهِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

৮৯৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনা হয়ে এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রূমান আমাকে উচ্চঃস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কী? তিনি আমার হাত ধরে দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। আর আমি হাঁফাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা প্রশমিত হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিল। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা। (বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৩৮৯৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ্ বা বিবাহ, হাদীস ১৪২২)

٩. بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهٖ تَعْلِيْمَ قُرْاٰنٍ وَخَاتَمَ حَدِيْدٍ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهٖ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحَفُ بِهٖ

৯. মহর-৫০০ দিরহাম নির্ধারণ করা মুস্তাহাব যে অন্যের ক্ষতি করতে চায় না। এটা কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি অল্প মূল্যের ও বেশি মূল্যের হওয়া জায়েয

٨٩٨. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ لِاَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاْطَاَ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهٖ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ اَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

৮৯৮. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী ﷺ কোনো ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার কোনো প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সাথে আমার বিবাহ দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না! এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কিছুই পেলাম না।

নবী ﷺ বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! অতঃপর সে চলে গেল এবং ফিরে বলল, আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহর রাসূল! একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। সাহল ﷺ বলেন, তার কোনো চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোনো আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোনো আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়ল, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনলেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর করল, হ্যাঁ! তখন নবী ﷺ বললেন, যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, তার বিনিময়ে এ মহিলাটি তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলতসমূহ, অধ্যায় ২২, হাদীস ৫০৩০ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, হাদীস ১৪২৫)

٨٩٩. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

৮৯৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ-এর দেহে সুফরার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কী? আব্দুর রহমান ﷺ বললেন, আমি একজন মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার এ বিবাহের বরকত দান করেন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায়, ৫৬, হাদীস ৫১৫৫; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৪২৭)

١٠. بَابُ فَضِيْلَةِ اِعْتَاقِهٖ اَمَتَهٗ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১০. দাসী মুক্ত করা এবং মুনিব কর্তৃক তাকে বিবাহ করার ফযীলত

٩٠٠. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِىْ طَلْحَةَ فَاَجْرٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِىْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاِنَّ رُكْبَتِىْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْاِزَارَ عَنْ فَخِذِهٖ حَتّٰى اِنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ

قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৯০০০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার অভিযানে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা খুব ভোরে ফজরের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর নবী ﷺ সওয়ার হলেন। আবূ তালহা ﷺ-ও সাথে সওয়ার হলেন, আর আমি আবূ তালহার পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন : আল্লাহু আকবার। খায়বর ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোনো কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন।

আনাস ﷺ বলেন : খায়বারের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল : মুহাম্মদ ﷺ! আবদুল আযীয (রহ.) বলেন : আমাদের কোনো কোনো সাথী 'পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। দিহয়া ﷺ এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! বন্দীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা ইবনে হুয়াইকে আপনি দিহয়াকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন : দিহয়াকে সাফিয়্যাসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়্যাসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়্যা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে দেখলেন তখন (দিহ্য়্যাহকে) বললেন : তুমি বন্দীদের থেকে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন : নবী ﷺ সাফিয়্যা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন।

রাবী সাবিত (রহ.) আবূ হামযাহ (আনাস ﷺ-কে) জিজ্ঞেস করলেন : নবী ﷺ তাঁকে কি মহর দিয়েছিলেন? আনাস ﷺ জওয়াব দিলেন: তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। অতঃপর পথে উম্মে সুলায়ম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا সাফিয়্যা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে সাজিয়ে রাতে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলেন। নবী ﷺ বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন : যার নিকট খাবার কিছু আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসল, কেউ ঘি

আনল। আবদুল আযীয (রহ.) বলেন : আমার মনে হয় আনাস ﷺ ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাঁরা এসব মিশিয়ে খাবার তৈরি করলেন। এ-ই ছিল রাসূলে ﷺ-এর ওয়ালীমা। (বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৭১ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, হাদীস ১৩৬৫)

٩٠١. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوسٰى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

৯০১. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো যদি একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে প্রতিপালন করে, তার সাথে ভালো আচরণ করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৫৪৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৪)

١١. بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُوْلِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ

১১. যয়নাব বিনতে জাহাশ ﷺ-এর বিবাহ ও পর্দার আয়াত নাযিল এবং বিবাহের ওয়ালীমার প্রমাণ

٩٠٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

৯০২. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোনো বিবাহ করেন, তখন ওয়ালীমা করেন, কিন্তু যাইনাব ﷺ-এর বিবাহের সময় যে পরিমাণ ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অন্য কারো বেলায় করেননি। সেই ওয়ালীমাহ্ ছিল একটি ছাগল দিয়ে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ৬৮, হাদীস ৫১৬৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৪২৭)

٩٠٣. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ - يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ - الْاٰيَةَ.

৯০৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহশকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন। লোকেরা আহারের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠে গেল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে (তাই নবী ﷺ চলে গেলেন)। এরপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে নবী ﷺ-কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। অতঃপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপর আমি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না..... শেষ পর্যন্ত। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৮, হাদীস ৪৭৯১; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ্ বা বিবাহ অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৪২৮)

٩٠٤. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

৯০৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দা (র' আয়াত অবতীর্ণ হওয়া-) সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। এ ব্যাপারে উবাই ইবনে কা'ব ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যাইনাব বিনতে জাহাশের সঙ্গে নববিবাহিত হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর হল। তিনি মদীনায় তাঁকে বিবাহ্ করেছিলেন। বেলা ওঠার পর তিনি লোকজনকে খাওয়ানোর পরেও কিছু লোক তাঁর সাথে বসে থাকল। অবশেষে রাসূলে করীম ﷺ উঠে গেলেন আমিও তার সাথে সাথে গেলাম। তিনি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর হুজরার দরজায় পৌঁছলেন। অতঃপর ভাবলেন, লোকেরা হয়ত চলে গেছে। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। (এসে দেখলাম) তাঁরা যথাস্থানেই বসে রয়েছে। তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। এমনকি তিনি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর গৃহের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসলেন। আমিও তার সঙ্গে ফিরে এলাম। এবার (দেখলাম) তাঁরা উঠে গেছে। অতঃপর তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

(বুখারী, ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ৫৪৬৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, হাদীস ১৪২৮)

٩٠٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِي فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ ادْعُ لِي رِجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَقُوْلُ لَهُمْ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوْا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوْا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ - يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

৯০৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে যাইনাব ﷺ-এর সাথে বিবাহ হয়, তখন উম্মু সুলায়ম আমাকে বললেন, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে কিছু হাদিয়া প্রেরণ করি। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও পনির এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে আমার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর খিদমতে হাজির হলে তিনি এগুলো রেখে দিতে বলেন এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করলেন। আরো বললেন, যার সাথে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি

যেভাবে আমাকে হুকুম করলেন, আমি সেইভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন ঘরে অনেক লোক দেখতে পেলাম। নবী ﷺ তখন হালুয়া (হাইশা) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি অনুযায়ী কিছু কথা বললেন। অতঃপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাবারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া আরম্ভ কর এবং প্রত্যেক পাত্রের নিজ নিজ দিক থেকে খাও। যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তা বলতে থাকল। যা দেখে আমি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলাম। অতঃপর নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন নিজের কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে থাকলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : মু'মিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাবার তৈরির অপেক্ষা না করে নবী গৃহে খাবারের জন্য প্রবেশ কর না। তবে যদি তোমাদেরকে আহ্বান করা হয় তাহলে প্রবেশ কর এবং খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে পড় না এবং তোমাদের এরূপ আচরণে নবী ﷺ-এর মনে কষ্ট হয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ৫১৬৩)

١٢. بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِيْ إِلَى دَعْوَةٍ

১২. দা'ওয়াত দাতার দাওয়াত গ্রহণের আদেশ

٩٠٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

৯০৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭১, হাদীস ৫১৭৩; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ্ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৪২৯)

٩٠٧. حَدِيْثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ.

৯০৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় শুধুমাত্র ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সে ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নাফরমানী করে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ৭২, হাদীস ৫১৭৭; মুসলিম, পর্ব ১৬ নিকাহ্ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৪৩২)

١٣. بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

১৩. তিনবার তালাক দেয়ার পর তালাক দাতার জন্য তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বৈধ নয় যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী বিবাহ করে, দৈহিক মিলনের পর তাকে ছেড়ে দেয় ও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়

٩٠٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَأَبَتَّ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ

فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

৯০৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী নাবা ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিল। পরে আমি আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মতো নরম কিছু (অর্থাৎ তার পুরুষত্ব নেই)। তখন নবী ﷺ বললেন, তবে কি তুমি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবু বকর ﷺ তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আর খালিদ ইবনে সা'ঈদ ইবনে আস ﷺ দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ বক্‌র! এই নারী নবী ﷺ-এর দরবারে উচ্চ আওয়াজে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ২৬৩৯; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ কিতাবুত তালাক, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৪৩৩)

٩٠٩. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

৯০৯. মুহাম্মদ ইবন বাশাশার (রহ.) আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে (স্ত্রী) অন্যত্র বিবাহ করল। পরে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিল। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল: মহিলাটি কি প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে? তিনি বললেন : না। যতক্ষণ না সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার স্বাদ গ্রহণ করবে, যেমন করেছিল প্রথম স্বামী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪, হাদীস ৫২৬১; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৪৩৩)

١٤. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

১৪. স্ত্রী মিলনের সময় যা বলা মুস্তাহাব

٩١٠. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

৯১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী-যৌন সঙ্গম করে, তখন যেন সে বলে, বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'– আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তার থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা জন্মলাভ করে, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৫১৬৫; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৪৩৪)

١٥. بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

১৫. স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সামনের দিক দিয়ে ও পিছনের দিক দিয়ে মিলন করা বৈধ কিন্তু বায়ু পথ ব্যতীত

٩١١. حَدِيثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

৯১১. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (এর প্রতিবাদে) আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্ব, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪৫২৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১৪৩৫)

١٦. بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

১৬. স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা হারাম

٩١٢. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

৯১২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে এবং যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে যায়, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ৮৫, হাদীস ৫১৯৪; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৪৩৬)

١٧. بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

১৭. আযল এর বিধান

٩١٣. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

৯১৩. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বানূ মুসতালিকের যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে আসক্তি জাগে এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রী-হীন অবস্থা আমাদের জন্য কষ্ট অনুভূত হয়। তাই আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং তা করতে মনস্থ করলাম। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে আছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটা না করলে তোমাদের কী ক্ষতি? কেয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪১৩৮; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৪৩৮)

٩١٤. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِىَ كَائِنَةٌ.

৯১৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে গণীমত হিসেবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতাম। এরপর আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন : আরে! তোমরা কি এমন কাজও কর? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, কেয়ামত পর্যন্ত যে রূহ সৃষ্টি হবার, তা অবশ্যই সৃষ্টি হবে।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ৯৬, হাদীস ৫২১০ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৪৩৮)

٩١٥. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

৯১৫. জাবের ﷺ বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম, তখন কুরআন অবতীর্ণ হতো। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ৯৬, হাদীস ৫২০৮ ; মুসলিম, পর্ব ১৬ : নিকাহ বা বিবাহ, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৪৪০)

সপ্তদশ অধ্যায়

كِتَابُ الرِّضَاعِ - দুগ্ধপান

١. بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

১. দুগ্ধপান দ্বারা তা হারাম হয় যা জন্মসূত্র দ্বারা হারাম হয়

٩١٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

৯১৬. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হাফসা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইছে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হাফসার অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে। তখন 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পারত। কেননা, জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধপানও তাকে হারাম করে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৬৪৬; মুসলিম, পর্ব ১৭ : তালাক, অধ্যায় ১, হাদীস ১৪৪৪)

٢. بَابُ تَحْرِيْمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

২. কারো স্ত্রীর দুধপান তার সন্তানাদির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করে

٩١٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ فِيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِيْ عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِيْ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ.

৯১৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর, আবুল কু'আয়স-এর ভাই আফলাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ নবী ﷺ অনুমতি প্রদান না করবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবূ কু'আয়স তো নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু'আয়সের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। অতঃপর নবী ﷺ আমাদের কাছে আগমন করলেন।

আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবুল কু'আয়সের ভাই আফলাহ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার জ্ঞাপন করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দেব না। নবী ﷺ বললেন, তোমার চাচাকে (তোমার সাথে দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে তোমার বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] বললেন, তোমার হাত ধূলি ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি প্রদান কর, কেননা, সে তোমার চাচা।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৭৯৬; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ২, হাদীস ১৪৪৫)

٩١٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ اٰذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّيْ وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِيْ بِلَبَنِ أَخِيْ فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِيْ لَهُ.

৯১৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আফলাহ رضي الله عنه আমার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি অনুমতি না দেয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, অথচ তুমি আমার সঙ্গে পর্দা করছ? আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ভাইয়ের মিলনজাত দুধ তোমাকে পান করিয়েছে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আফলাহ رضي الله عنه ঠিক কথাই বলেছে। তাকে অনুমতি দাও।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৬৪৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ২, হাদীস ১৪৪৫)

٣. بَابُ تَحْرِيْمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

৩. দুগ্ধ ভাতিজির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ

٩١٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِيْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

৯১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হামযার কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য বৈধ নয়। কেননা বংশ কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান,অধ্যায় ৭, হাদীস ২৬৪৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৪৪৭)

٤. بَابُ تَحْرِيْمِ الرَّبِيْبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

৪. পালিতা কন্যা ও স্ত্রীর বোন হারাম

٩٢٠. حَدِيْثُ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لَكَ فِيْ بِنْتِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ أَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْكَ أُخْتِيْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِيْ قُلْتُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَخْطُبُ قَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

৯২০. উম্মে হাবীবা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আবূ সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী? নবী ﷺ উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে

আমার কি হবে? আমি বললাম, তাকে আপনি বিবাহ করবেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তা পছন্দ করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এখন তো আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। তিনি বললেন, তাকে বিবাহ করা আমার জন্য বৈধ নয়। আমি বললাম, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবূ সালামাহর কন্যা দুররাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, উম্মে সালামার কন্যা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে যদি আমার প্রতিপালিত সৎ কন্যা যদি নাও হতো তবুও তাকে বিয়ে করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে দুধ পান করিয়েছিল। কাজেই বিবাহের জন্য তোমাদের কন্যা বা বোন কাউকে উত্থাপন করো না। (বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫১০৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪৪৯)

٥. بَابُ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

৫. 'মাজায়াত' দ্বারা রাজাঈ সাব্যস্ত হওয়া (শিশুর দু'বছর বয়সের মধ্যে ক্ষুধায় দুগ্ধপান 'দুগ্ধদান" সাব্যস্ত করে)

٩٢١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِيْ رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ.

৯২১. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন তখন আমার নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়েশা! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৬৪৭; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৪৫৫)

٦. بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

৬. বিছানা যার সন্তান তার এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা

٩٢٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِيْ غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ أَخِيْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

৯২২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ও আব্দ ইবনে যামআ উভয়ে এক বালকের সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হন। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো আমার ভাই উৎবা ইবনু আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। সে তার পুত্র হিসাবে আমাকে ওয়াসিয়্যত করে গেছে। আপনি ওর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আব্দ ইবনু যাম'আ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, উতবার সাথে তার

পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বললেন, এ ছেলেটি তুমি পাবে, হে আবদ ইবনে যাম'আ! বিছানা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারির জন্য রয়েছে বঞ্চনা। হে সাওদা ইবনে যাম'আ! তুমি এর থেকে পর্দা কর। ফলে সাওদা ﵂ কখনও তাকে দেখেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০০, হাদীস ২২১৮; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৪৫৭)

٩٢٣. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

৯২৩. আবূ হুরায়রা ﵁ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেছেন : সন্তান হলো শয্যাধিকারীর। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৬৭৫০; মুসলিম, পর্ব ১৮ : দুগ্ধপান, অধ্যায়, হাদীস ১৪৫৮)

٧. بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

৭. বাহ্যিক আকৃতি দ্বারা বংশ পরিচয় মিলানো

٩٢٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

৯২৪. আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে প্রফুল্ল চিত্তে আগমন করলেন এবং বললেন : হে আয়েশা! (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্‌ঘাটনকারী মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি? এসেই সে উসামাহ এবং যায়েদ-এর দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাগুলো একে অপর থেকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬৭৭১ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৪৫৯)

٨. بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

৮. বিবাহের পর কুমারী ও পুনঃবিবাহিতা স্ত্রীর নিকট অবস্থানের পরিমাণ

٩٢٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﵁ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

৯২৫. আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ বিবাহিতা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়ে বিবাহ করে তবে সে যেন তার সাথে সাত দিন অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোনো বিবাহিতাকে বিবাহ করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সাথে তিন দিন কাটায় অতঃপর পালাক্রমে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ১০১, হাদীস ৫২১৪; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৪৬১)

٩. بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُوْنَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

৯. স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টনের সুন্নাতী বিধান হচ্ছে প্রত্যেকের নিকট দিবারাত্রি কাটানো

٩٢٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَقُوْلُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى - تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ - قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ.

৯২৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি (মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : "আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোনো অপরাধ নেই।" তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনার প্রতিপালক আপনি যা ইচ্ছে করেন, তা-ই দ্রুত পূরণ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৭৮৮; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৪৬৪)

١٠. بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا

১০. কোনো মহিলার পালা তার সতিনকে হেবা করা বৈধ

٩٢٧ . حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهٖ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوْا فَإِنَّهٗ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

৯২৭. আতা (রহ.) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস ﷺ-এর সাথে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী মাইমূনা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ইনি হলেন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী। কাজেই যখন তোমরা তাঁর জানাযা উঠাবে তখন ধাক্কা-ধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া থেকে বিরত থাকবে; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে। কেননা, নবী ﷺ-এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি আটজনের সাথে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন। একজনের সাথে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ৪, হাদীস ৫০৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৪৬৫)

١١. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّيْنِ

১১. ধার্মিকা মহিলাকে বিবাহ করা মুস্তাহাব

٩٢٨ . حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

৯২৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিবাহ করা যায়– ১. তার সম্পদ, ২. তার বংশমর্যাদা, ৩. তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। কাজেই তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ১৫, হাদীস ৫০৯০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান অধ্যায় ১৫, হাদীস ১৪৬৬)

٩٢٩ . حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ مُحَارِبٌ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

৯২৯. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিবাহ করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন মেয়ে বিবাহ করেছ? আমি বললাম,

পূর্ব বিবাহিতা রমণীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের কৌতুকের প্রতি তোমার আগ্রহ নেই? (রাবী বলেন) আমি এ ঘটনা 'আমর ইবনে দীনার ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫০৮০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৭১৫)

٩٣٠. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ هَلَكَ اَبِىْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَاَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَاَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ اَوْ قَالَ خَيْرًا.

৯৩০. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাতটি বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নয়টি মেয়ে রেখে আমার পিতা ইন্তিকাল করেন। অতঃপর আমি এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : জাবের! তুমি বিবাহ করেছ? আমি বললাম। হ্যাঁ। তিনি অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন : কুমারী বিয়ে করেছ না বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেছ? আমি বললাম : বিধবা। তিনি বললেন : কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, সেও তোমার সাথে প্রমোদ করত। তুমিও তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাতো। জাবির ﷺ বলেন : আমি তাঁকে বললাম, অনেকগুলো কন্যা সন্তান রেখে আব্দুল্লাহ (তাঁর পিতা) মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই আমি ওদের-ই মতো কুমারী মেয়ে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। আমি এমন মেয়েকে বিয়ে করলাম, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারে। তিনি বললেন : আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন কিংবা বললেন : কল্যাণ দান করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ১২, হাদীস ৫৩৬৭ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায়, হাদীস ৭১৫)

٩٣١. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِىْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلًا اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِى الْوَلَدَ.

৯৩১. জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, আমি আমার মন্থর গতি উটের পিঠে তরা করতে লাগলাম। তখন আমার পিছনে একজন আরোহী এসে মিলিত হলেন। তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বললেন, তোমার এ ব্যস্ততার কারণ কী? আমি বললাম, আমি সদ্য বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা বিবাহ করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত।

(রাবী) বলেন, আমরা মদীনায় পৌছে নিজ নিজ বাড়িতে যাওয়ার প্রত্যাশা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর- পরে রাতে অর্থাৎ এশা নাগাদ ঘরে যাবে,

যাতে রুক্ষকেশী নারী তার চুল আঁচড়িয়ে নিতে পারে এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর কার্য করতে পারে। হাদীসে এও আছে, হে জাবের। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। (কোনো রাবী বলেন) অর্থাৎ সন্তান কামনা কর, সন্তান কামনা কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ১২১, হাদীস ৫২৪৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৭১৫)

৯৩২. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِيْ جَمَلِيْ وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِيْ وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِيْ أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّيْ بِأُوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلِيْ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ آلْآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِيْ بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِيْ فِي الْمِيْزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِيْ جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.

৯৩২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছিল এমনকি চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ-আমার কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, জাবের? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে গতিতে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা করতে এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাসি-তামাসা করত।

আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করলাম, যাতে তাদেরকে মিল-মুহব্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা ও তাদের উপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তিনি বললেন, শোন! তুমি তো বাড়িতে পৌছবে? যখন তুমি পৌছবে তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে। তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার বিনিময়ে আমার নিকট থেকে কিনে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার আগে (মদীনায়) পৌছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌছলাম। আমি মসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত সালাত আদায় কর। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বিলাল ﷺ-কে উকীয়া ওজন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল ﷺ ওজন করে দিলেন আমাকে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন

আমি পিছনে ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে আনো। আমি ভাবলাম, এখন হয়তো উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার নিকট এর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উটটি নিয়ে নাও এবং তার দামও তোমার।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ :ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩৪ , হাদীস ২০৯৭ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮,হাদীস ৭১৫)

١٢. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

১২. স্ত্রীদের ব্যাপারে উপদেশ দান

٩٣٣. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ.

৯৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। কাজেই যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ৫১৮৪ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৪৬৮)

٩٣٤. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِيْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

৯৩৪. আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন– আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। সুতরাং, তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮০, হাদীস ৫১৮৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৪৬৮)

٩٣٥. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِيْ لَوْلَا بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا.

৯৩৫. আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে একইভাবে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, বনি ইসরাঈল যদি না হতো তবে গোশত দুর্গন্ধময় হতো না। আর যদি হাওয়া (আঃ) না হতেন তাহলে কোনো নারীই স্বামীর খিয়ানত করত না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৩৩০; মুসলিম, পর্ব ১৭ : দুগ্ধপান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৪৭০)

নোট : বনি ইসরাঈল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সালওয়া নামক পাখীর গোশত খাওয়ার জন্য অবারিতভাবে পেত। তা সত্ত্বেও তা জমা করে রাখার ফলে গোশত পচনের সূচনা হয়। আর যদি মাতা হাওয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে আদম (আ)-কে প্রভাবিত না করতেন তাহলে তিনি জান্নাত থেকে বের হতেন না)

অষ্টাদশ অধ্যায়

كِتَابُ الطَّلَاقِ - তালাক

١. بَابُ تَحْرِيْمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

১. কোনো ঋতুবতী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া তালাক দেয়া হারাম, যদি কেউ তার বিপরীত করে তাহলে তালাক হয়ে যাবে এবং তাকে তা ফিরিয়ে নিতে আদেশ করতে হবে

٩٣٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

৯৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবর্তী হয় এবং আত্মা পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবে। আর এটাই তালাকের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার বিধান দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ১, হাদীস ৫২৫১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, হাদীস ১৪৭১)

٩٣٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

৯৩৭. ইউনুস ইবনে যুবায়ের (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে (হায়িয অবস্থায় তালাক দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ইবনে উমর ﷺ তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে, উমর ﷺ নবী ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। এরপর বলেন : ইদ্দতের সময় আসলে সে তালাক দিতে পারে। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ তালাক কি হিসেবে ধরা হবে? ইবনে উমর বললেন : তবে কি মনে করছ, যদি সে অক্ষম হয় বা বোকামী করে। (তাহলে দায়ী কে?)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪৫, হা ৫৩৩৩; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪৭১)

٢. بَابُ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ عَلٰى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

২. ঐ ব্যক্তির উপর কাফ্ফার ওয়াজিব যে তার স্ত্রীকে হারাম করল যদিও সে তালাকের নিয়ত করেনি

٩٣٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৯৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এ ও বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা। (বুখারী, পর্ব ৬৫, তাফসীর, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৪৯১১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, হাদীস ১৪৭৩)

٩٣٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّىْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ - (يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ اِلٰى اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللهِ) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ لِقَوْلِهٖ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا.

৯৩৯. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যয়নাব ইবনে জাহাশের নিকট কিছু বিলম্ব করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের মধ্যে যার কাছেই নবী ﷺ প্রবেশ করবেন, সেই যেন বলি- আমি আপনার থেকে মাগাফীর-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন। এরপর তিনি (রাসূল ﷺ) তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে অনুরূপ বললেন। তিনি বললেন : বরং আমি যাইনাব বিনতে জাহাশের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুন: এ কাজ করব না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় (মহান আল্লাহর বাণী) : 'হে নবী! এমন বস্তুকে হারাম করছেন কেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللهِ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা কর" পর্যন্ত। (সূরা তাহরীম : আয়াত-৪) এখানে আয়েশা ও হাফসা رضي الله عنهما-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী যখন নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন– বরং আমি মধু পান করেছি– এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : অধ্যায় ৮. হাদীস ৫২৬৭; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৪৭৪)

٩٤٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهٖ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ فَقِيْلَ لِىْ اَهْدَتْ لَهَا امْرَاَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ اَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَاِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُوْلِىْ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ لَا فَقُوْلِىْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِىْ اَجِدُ مِنْكَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُوْلِىْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَاَقُوْلُ ذٰلِكِ وَقُوْلِىْ اَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ فَوَاللهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اُبَادِيَهُ بِمَا اَمَرْتِنِىْ بِهٖ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِىْ اَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ اِلَىَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ اِلٰى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ اِلٰى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلَا اَسْقِيْكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا اُسْكُتِىْ.

৯৪০. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধু ও হালুয়া (মিষ্টি) পছন্দ করতেন। আসরের সালাত শেষে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট গমন করতেন।

এরপর তাঁদের একজনের ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসা ইবনে উমরের কাছে গেলেন এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত করলেন। এতে আমি ঈর্ষাবোধ করলাম। পরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে, তাঁর (হাফসার) গোত্রের জনৈকা মহিলা তাঁকে এক পাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তা থেকেই তিনি নবী ﷺ-কে কিছু পান করিয়েছেন। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমরা এজন্য একটি ফন্দি আটবো। এরপর আমি সাওদা ইবনে যাম'আকে বললাম, তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] তো এখনই তোমার নিকট আসছেন, তিনি তোমার নিকটবর্তী হলেই তুমি বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বলবেন 'না'।

তখন তুমি তাঁকে বলবে, তবে আমি কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বলবেন : হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। তুমি তখন বলবে, এর মৌমাছি মনে হয় 'উরফুত (এক জাতীয় গাছ) নামক বৃক্ষ থেকে মধু আহরণ করেছে। আমিও তাই বলব। সাফিয়্যাহ তুমিও তাই বলবে। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন : সাওদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি দরজার নিকট আসতেই আমি তোমার ভয়ে তোমার আদিষ্ট কাজ পালনে প্রস্তুত হলাম। রাসূল ﷺ যখন তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তখন সাওদা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন : না। সাওদা বললেন, তবে আপনার নিকট থেকে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বললেন : হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। সাওদা বললেন, এ মধু মক্ষিকা উরফুত' নামক বৃক্ষের মধু আহরণ করেছে। এরপর তিনি ঘুরে যখন আমার কাছে আসলেন তখন আমিও এরূপ বললাম। অতঃপর যখন তিনি ঘুরে সাফিয়্যাহর নিকট গেলেন তিনিও অনুরূপ উক্তি করলেন। পরদিন যখন তিনি হাফসার কাছে গেলেন : তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে মধু পান করাব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন, সাওদা বললেন : আল্লাহর শপথ! আমরা তাঁকে বিরত রেখেছি। আমি বললাম : চুপ কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৮, হাদীস ৫২৬৮ ; মুসলিম, পর্ব ৮ : তালাক, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৪৭৪)

٣. بَابُ بَيَانِ اَنَّ تَخْيِيْرَ امْرَاَتِهٖ لَا يَكُوْنُ طَلَاقًا اِلَّا بِالنِّيَّةِ

৩. যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাকের ইখতিয়ার দেয় তাহলে সেটা তালাক হবে না নিয়ত করা ব্যতীত

٩٤١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهٖ بَدَاَ بِيْ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ اَنْ لَا تَعْجَلِيْ حَتّٰى تَسْتَاْمِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهٖ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهٗ قَالَ (يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا) اِلٰى اَجْرًا عَظِيْمًا - قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِيْ اَيِّ هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

৯৪১. নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সহধর্মিণীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হল, তখন তিনি প্রথমে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব। তাড়াহুড়ো না করে তুমি তোমার আব্বা ও আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। 'আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, তিনি অবশ্যই জানতেন, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলবেন না। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর.......

মহা প্রতিদান পর্যন্ত। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, এর মধ্যে আমার আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শের কী আছে? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবন চাই। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন : নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণ আমার অনুরূপ জবাব দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪৭৫)

٩٤٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِيْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ - (تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ) - عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّيْ لَا أُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ أُوْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا.

৯৪২. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি প্রার্থনা করলেন এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও, "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোনো পাপ নেই।" এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মু'আয رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, আমি আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর উত্তরে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতাম, এ বিষয়ের অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাইনা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৭৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪৭৬)

٩٤٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

৯৪৩. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের স্বাধীনতা দিলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই সাদরে গ্রহণ করলাম। আর এতে আমাদের তালাক সাব্যস্ত হয়নি। (বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৫, হাদীস ৫২৬২; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, হাদীস ১৪৭৫)

٤. بَابُ فِي الْإِيْلَاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيْرِهِنَّ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ)

৪. ঈলা ও স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকা এবং তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যদি তার বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর"

(সূরা আল-বাক্বারাহ ২২৬)

٩٤٤. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اٰيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتّٰى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِيْ فَإِنْ كَانَ لِيْ عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ فِيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِيْ أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيْمَ

تَكَلَّفُكِ فِيْ أَمْرٍ أُرِيْدُهُ فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ أَنِّيْ أُحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ ﷺ يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِيْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ.

قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِيْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِيْ وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِيْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا

وَكَانَ لِيْ صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِيْ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِيْ فَأَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقٰى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلٰى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِيْ

قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلٰى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيْرِ فِيْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ.

৯৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব ﵁-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। পরিশেষে তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা যখন কোনো একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন। ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কোন দু'জন তার বিপক্ষে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন হল হাফসা ও আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا।

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তখন উমর ﵁ বললেন, অমন করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে

অবহিত করব। তিনি বলেন, এরপর উমর رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে মহিলাদের কোনো অধিকার আছে বলে আমরা কখনো মনে করতাম না। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান অবতীর্ণ করার ছিল তা অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদা আমি কোনো এক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে কর (তাহলে ভালো হবে)। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন। সে আমাকে বলল, হে খাত্তাবের বেটা! কী আশ্চর্য! তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফসা رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার পিঠে কথা বলে থাকে।

এমনকি একদিন তো সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে উমর رضي الله عنه দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটী! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার প্রতি উত্তর করে থাক। ফলে তিনি সারাক্ষণ মনোক্ষুণ্ন থাকেন। হাফসা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার উত্তর দিয়ে থাকি। উমর رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা যাকে গর্বিত করে রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করতে পারে। এ কথা বলে উমর رضي الله عنه আয়েশা رضي الله عنها-কে বোঝাচ্ছিলেন।

উমর رضي الله عنه বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বের হয়ে এলাম এবং উম্মে সালামা رضي الله عنها-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। কারণ, তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মে সালামা رضي الله عنها বললেন, হে খাত্তাবের বৎস! কী আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করছ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে এমন কঠোরভাবে ধরলেন যে, আমার রাগকে একেবারে নিঃশেষ করে দিলেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোনো মজলিশে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মজলিশের সংবাদ আমাকে অবহিত করত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মজলিশের সংবাদ অবহিত করতাম। সে সময় আমরা গাসসানী বাদশাহর আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন ভয়ে শংকিত ছিল। এমন সময় আমার এক আনসার বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাসসানীরা এসে পড়েছে নাকি? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন।

তখন আমি বললাম, হাফসা ও আয়েশার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বের হয়ে চলে এলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উঁচু টঙে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন কালো গোলাম উপবিষ্ট ছিল। আমি বললাম, বলুন, উমর ইবনে খাত্তাব এসেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি প্রদান করলেন, আমি তাঁকে এসব ঘটনা অবহিত করলাম, এক পর্যায়ে আমি যখন উম্মে সালামার কথোপকথন পর্যন্ত পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটা চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। চাটাই এবং

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সলম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একপাশে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি পছন্দ করো না যে, তারা ইহকাল লাভ করুক, আর আমরা পরকাল লাভ করি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৪৯১৩ ; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৪৭৯)

٩٤٥. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالٰى - اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا - حَتّٰى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِاِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّاَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى- اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا - قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ اَوْ غَيْرِهٖ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَاْخُذْنَ مِنْ اَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَاَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَاللهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَاَفْزَعَنِيْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكِ مِنْهُنَّ.

ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا اَيْ حَفْصَةُ اَتُغَاضِبُ اِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ اَفَتَاْمَنِيْنَ اَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهٖ ﷺ فَتَهْلِكِيْ لاَ تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَسَلِيْنِيْ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ اِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَاَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ

قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي الْاَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهٖ فَرَجَعَ اِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ اَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هُوَ اَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَاَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اِعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هٰذَا يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَلَمْ اَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا اَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَا اَدْرِيْ هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ

قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِىْ فِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ اَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهٗ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ اِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِىْ فَقَالَ قَدْ اَذِنَ لَكَ النَّبِىُّ ﷺ

فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهٖ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ اِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتَ اللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَاَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ تَبَسُّمَةً اُخْرٰى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ فِىْ بَيْتِهٖ فَوَاللهِ مَا رَاَيْتُ فِىْ بَيْتِهٖ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللهَ

فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوَفِىْ هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنَّ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِىْ فَاعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهٗ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثُ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهٖ عَلَيْهِنَّ حِ عَاتَبَهُ اللهُ

فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلٰى شَةَ فَبَدَاَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّكَ كُنْتَ قَدْ اَقْسَمْتَ اَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّمَا اَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ

فَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى اٰيَةَ التَّخَيُّرِ فَبَدَاَ بِىْ اَوَّلَ امْرَاَةٍ مِنْ نِسَائِهٖ فَاخْتَرْتُهٗ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهٗ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

৯৪৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি উমর ইবনে খাত্তাব ؓ-এর কাছে জিজ্ঞেস্ করব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণের মধ্যে কোনো দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন : তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তাওবা কর (তবে এটা উত্তম) কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" এরপর একবার তিনি [উমর ؓ] হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হজ্জে গেলাম। (ফিরে আসার পথে) তিনি ইস্তেঞ্জার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সাথে গেলাম।

তিনি ইস্তেনজা করে ফিরে এলে আমি ওযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন ওযূ করছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে কোন দু'জন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সঠিক সত্য পথ থেকে সরে গেছে।' জবাবে তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দুজন তো আয়েশা رضي الله عنها ও হাফসাহ رضي الله عنها। এরপর উমর رضي الله عنه এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, 'আমি এবং আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের লোক এবং তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে পালাক্রমে সাক্ষাত লাভ করতাম। সে একদিন নবী ﷺ-এর দরবারে গমন করত, আমি আর একদিন যেতাম।

যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে ওহী নাযিলসহ যা ঘটত সবকিছুর সংবাদ আমি তাকে অবহিত করতাম এবং সেও অনুরূপ সংবাদ আমাকে অবগত করত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। কাজেই আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলাম এবং তাকে উচ্চঃস্বরে কিছু বললাম, সেও প্রতি-উত্তর দিল। আমার কাছে এরকম প্রতি-উত্তর দেয়াটা খুবই অপছন্দ লাগল। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন?

আল্লাহর কসম, নবী ﷺ-এর বিবিগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাল্টা উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার একদিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে অতিবাহিত করেন। [উমর (রা : বলেন), এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করছে, তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরিধান করলাম এবং আমার কন্যা হাফসার ঘরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম : হাফসা! তোমাদের মধ্য থেকে কারো প্রতি রাসূল ﷺ কি সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্টি থাকেননি? সে উত্তর করল, হ্যাঁ। আমি বললাম তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে। কাজেই তুমি নবী ﷺ-এর কাছে অতিরিক্ত কোনো জিনিস দাবি করবে না এবং তাঁর কথার প্রতি-উত্তর করবে না এবং তার সাথে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবর্তী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক প্রিয়-তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে আয়েশা رضي الله عنها-কে বোঝানো হয়েছে।

উমর رضي الله عنه আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাস্সানের শাসনকর্তা আমাদের ওপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনসার তার পালার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কিনা? আমি শংকিত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে। আমি বললাম সেটা কি? গাসসানিরা কি এসে গেছে? সে বলল না। সে বলল তার চেয়ে বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম,

হাফ্‌সা তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শীগগীরই এরকম একটা কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের সালাত নবী ﷺ-এর সাথে আদায় করলাম। নবী ﷺ উপরের কামরায় (মাশরুবা) একাকী আরোহণ করলেন, আমি তখন হাফ্‌সার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে দেইনি? নবী ﷺ কি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি ওখানে উপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমি এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিলাম না।

সুতরাং যে উপরের কামরায় নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন আমি সেই উপরের কামরায় গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদিমকে বললাম, তুমি কি উমরের জন্য নবী ﷺ-এর কাছে যাবার অনুমতি এনে দেবে? খাদিম গেল এবং নবী ﷺ এর সাথে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আপনার কথা বলেছি; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসা ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম! তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে? সে প্রবেশ করল এবং ফিরে এসে বলল, আপনার কথা বলেছি। কিন্তু নবী ﷺ নীরব থেকেছেন। তাই আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের কাছে ঐ লোকজনের সাথে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল।

পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দেবে? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাবার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় খাদিম আমাকে বলল, নবী ﷺ আপনাকে অনুমতি প্রদান করেছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, তিনি খেজুরের চাটাইয়ের উপর চাদরবিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে পরিষ্কার চাটাইয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক প্রদান করেছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না (অর্থাৎ তালাক দেইনি)।

আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। এরপর আলাপটা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি শোনেন তাহলে বলি আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের ওপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম ; কিন্তু আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নবী ﷺ মুচকি হাসলেন: তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু দৃষ্টি দেন। আমি হাফ্‌সার নিকট গেলাম এবং আমি, তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নবী ﷺ পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আল্লাহর কসম, শুধুমাত্র তিনটি চামড়া ব্যতীত আমি

তাঁর ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যাতে আপনার উম্মতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার আরাম প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে; অথচ তারা আল্লাহর ইবাদাত করে না। এ কথা শুনে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে নবী ﷺ সোজা হয়ে বসে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এ ধারণা পোষণ করছ? ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

হাফসা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কর্তৃক আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে নবী ﷺ উনত্রিশ দিন তার বিবিগণ থেকে আলাদা থাকেন। নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভৎসনা করেন। কাজেই যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, নবী ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে গমন করবেন না; কিন্তু এখন তো উনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নবী ﷺ বললেন, উনত্রিশ দিনেও একমাস হয়। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ মাস ২৯ দিনের। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা স্বাধীনতার (সূরা আহযাবের ২৮ নং) আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং তিনি তাঁর বিবিগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাঁকেই গ্রহণ করি। এরপর তিনি অন্য বিবিগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ্ অধ্যায় ৮৩, হাদীস ৫১৯১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৪৭৯)

٥. بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

৫. তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খরচ বা ব্যয় ভার নেই

٩٤٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ يَعْنِيْ فِيْ قَوْلِهَا لَا سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةَ.

৯৪৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমার কী হল? সে কেন আল্লাহকে ভয় করছে না অর্থাৎ তার এ কথায় যে, তালাক প্রাপ্ত নারী (তার স্বামীর থেকে) খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না। (বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪১, হাদীস ৫৩২৪; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৪৮১)

٩٤٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلٰى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِيْ فِيْ قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِيْ ذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

৯৪৭. কাসিম (রহ.) থেকে বর্ণিত। উরওয়া যুবায়র (রহ.) আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করলো : আপনি কি জানেন না, হাকামের কন্যা অমুককে তার স্বামী তিন তালাক দিলে, সে (তার পিতার ঘরে) চলে গিয়েছিল। তিনি বললেন : এ হাদীস বর্ণনায় তার কোনো কল্যাণ নেই।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪১, হাদীস ৫৩২৬; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৪৮১)

٦. بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

৬. বিধবা স্ত্রী বা অন্যদের সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করার বর্ণনা

٩٤٨. حَدِيْثُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِيْ أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّيْنَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَفْتَانِيْ بِأَنِّيْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَأَمَرَنِيْ بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِيْ.

৯৪৮. সুবায়'আ বিনতুল হারিস رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, তিনি বনি আমির ইবনে লুয়াই গোত্রের সাদ ইবনে খাওয়ালার স্ত্রী ছিলেন, সা'দ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জের বছর মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার ইন্তিকালের কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপর নিফাস থেকে পবিত্রতা লাভ করেই তিনি বিবাহের প্রস্তাব দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন।

এ সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন : কী ব্যাপার, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি বিবাহের আশায় প্রস্তাব দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা শুরু করে দিয়েছ? আল্লাহর কসম চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবায়'আ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, (আবুস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি ঠিকঠাক মতো কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গেছি। এরপর তিনি আমাকে বিবাহ করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছে হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী , অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৯৯১; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৪৮৪)

٩٤٩. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِيْ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيْ يَعْنِيْ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلٰى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا.

৯৪৯. আবূ সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, এক মহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে ইদ্দত পালন করবে, এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন, ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম দু'টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। আবূ

সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর হুকুম তো হল : গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আবূ হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবূ সালামার সঙ্গে আছি। তখন 'আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁর ক্রীতদাস কুরায়বকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন, সুবায়'আহ আসলামিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর স্বামীকে হত্যা করা হল, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। যারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবুস্ সানাবিল তাদের মধ্যে একজন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৪৯০৯; মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৪৮৫)

٧. بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيْمِهِ فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

৭. স্বামী মারা গেলে মহিলার জন্য ইদ্দত পর্যন্ত শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যদের তিনদিনের বেশি শোক পালন নিষিদ্ধ

٩٥٠. حَدِيْثُ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَزَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ : قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ.

قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتّٰى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتٰى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطٰى بَعَرَةً فَتَرْمِيْ ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

৯৫০. যয়নাব বিনতে আবূ সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবার পিতা আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ মৃত্যুবরণ করলে আমি তাঁর কাছে হাজির হই। উম্মে হাবীবা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا যাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হলদে রং এর খুশবু নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এক বালিকাকে এ থেকে কিছু মাখালেন। এরপর তাঁর নিজের

চেহারার উভয় পার্শ্বে কিছু মাখলেন। এরপর বললেন : আল্লাহর কসম! খুশবু ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

যয়নাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন : যাইনাব বিনতে জাহশের ভাই মৃতুবরণ করলে আমি তার (যায়নারে) নিকট গেলাম। তিনিও খুশবু এনে কিছু ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন : আল্লাহর কসম! খুশবু ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি : আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয হবে না, তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে।

যয়নাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন : আমি উম্মে সালামা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-কে বলতে শুনেছি : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। তার চোখে অসুখ। তার চোখে কি সুরমা লাগাতে পারবে? তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'তিন বার বললেন, না। তিনি আরও বললেন : এতো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার। অথচ বর্বরতার যুগে এক মহিলা এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত।

হুমায়দ্ বলেন, আমি যয়নাবকে জিজ্ঞেস করলাম, এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার অর্থ কি? তিনি বলেন, সে যুগে কোনো মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সে অতি ক্ষুদ্র একটি কোঠায় প্রবেশ করত এবং নিকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত, কোনো খুশবু ব্যবহার করতে পারত না। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু যথা-গাধা, বকরী অথবা গাভী নিয়ে আসা হতো। আর সে তার গায়ে হাত বুলাতো। হাত বুলাতে বুলাতে অনেক সময় সেটা মারাও যেত। এরপর সে (মহিলা) বেরিয়ে আসত। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হতো এবং তা তাকে নিক্ষেপ করতে হতো। এরপর ইচ্ছে করলে সে খুশবু ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত। মালিক (রহ.)-কে تَفْتَضُّ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : "মহিলা ঐ প্রাণীর চামড়ায় হাত বুলাতো।"

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৫৩৩৪-৫৩৩৭ মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৪৮৬-১৪৮৯)

٩٥١. حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِىْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ اَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

৯৫১. উম্মে আতিয়্যা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোনো মৃত ব্যক্তির জন্যে আমাদেরকে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা থেকে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরি রঙিন কাপড় ব্যতীত অন্য কোনো রঙিন কাপড় পরিধান করতাম না। তবে হায়েয থেকে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খুশবু মিশ্রিত বস্ত্র খণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩১৩ : মুসলিম, পর্ব ১৮ : তালাক, অধ্যায় ৯, হাদীস ৯৩৮)

উনবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ اللِّعَانِ - লি'আন

৯৫২. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ اَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ اَرَاَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلًا اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهٖ جَاءَهٗ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَاْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْاَلَةَ الَّتِيْ سَاَلْتُهٗ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لَا اَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْاَلَهٗ عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلًا اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَاْتِ بِهَا

قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَاْمُرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

৯৫২. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। উওয়াইমির আজলানী ﷺ আসিম ইবনে আদী আনসারী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : হে আসিম! কী বল, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচাররত অবস্থায়) পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এতে তোমরাও কি তাকে হত্যা করবে? (যদি সে হত্যা না করে) তাহলে কী করবে? হে আসিম! তুমি আমার এ বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস কর। এরপর আসিম ﷺ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ অপছন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। এমন কি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে আসিম ﷺ যা শুনলেন, তাতে তার খুব খারাপ লাগল।

আসিম ﷺ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমির এসে জিজ্ঞেস করল : হে আসিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি উত্তর প্রদান করলেন? আসিম ﷺ উওয়াইমিরকে বললেন, রাসূল ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করেছেন, যে সম্বন্ধে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। উওয়াইমির ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করে ক্ষ্যান্ত হব না। এরপর উওয়াইমির ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে লোকদের মাঝে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কী বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচাররত) দেখতে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে? আর আপনারাও কি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করবেন? অন্যথায় সে কী করবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে, যাও তাকে নিয়ে এসো।

সাহল ﷺ বললেন, তারা উভয়ে লি'আন করল। সে সময় আমি লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। উভয়ে লি'আন করা সমাপ্ত করলে উওয়াইমির বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসেবে) রাখি, তবে আমি তার ওপর মিথ্যারোপ করেছি বলে প্রমাণিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলেন। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৩০৮; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন, হাদীস ১৪৯২)

٩٥٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَالِيْ قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

৯৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমাদের একজন মিথ্যুক। তার (মহিলার) ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই। সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাল? তিনি বললেন : তোমার কোনো মাল নেই। তুমি যদি সত্যই বলে থাক, তাহলে এ মাল তার লজ্জাস্থানকে হালাল করার বিনিময়ে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে এটা চাওয়া তোমার জন্য একান্ত অনুচিত।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৫৩৫০; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন, অধ্যায়, হাদীস ১৪৯৩)

٩٥٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

৯৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি'আন করালেন এবং সন্তানের পৈতৃক সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আর সন্তান মহিলাকে দিয়ে দিলেন। (বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৫৩১৫; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন, অধ্যায়, হাদীস ১৪৯৩)

٩٥٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِيْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوْءَ.

৯৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কাছে লি'আন করার প্রসঙ্গে আলোচিত হল। আসিম ইবনে আদী ﷺ এ ব্যাপারে একটি কথা জিজ্ঞেস করে চলে গেলেন। এরপর তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম ﷺ বললেন : অযথা জিজ্ঞাসার কারণেই আমি এ ধরনের বিপদে পড়তাম। এরপর তিনি লোকটিকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং অভিযোগকারীর বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। লোকটি ছিল হলদে হালকা দেহ ও সোজা চুল বিশিষ্ট। আর ঐ লোকটি যাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে বলে সে অভিযুক্ত করে সে ছিল প্রায় কালো, মোটা প্রকৃতির স্থূল দেহের অধিকারী।

অতঃপর নবী ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! সমস্যাটি সমাধান করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতি বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করল, যাকে তার স্বামী তার কাছে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। নবী ﷺ তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে লি'আন করালেন। এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে সে বৈঠকেই জিজ্ঞেস করল : এ মহিলা সম্বন্ধেই কি আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন? "আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে একেই রজম করতাম।" ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন : না, সে ছিল (অন্য এক) মহিলা, যে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ৩১, হাদীস ৫৩১০; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন, অধ্যায়, হাদীস ১৪৯৭)

٩٥٦. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِيْنَ وَالْمُنْذِرِيْنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ.

৯৫৬. মুগীরা ইবনে সু'বা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইবনে উবাদা ﷺ বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এ উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলে তিনি বললেন : তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? আল্লাহর কসম! আমি তার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতাদেরকে প্রেরণ করেছেন। প্রশংসা পাওয়া আল্লাহর চেয়ে অধিক কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ২০, হাদীস ৭৪১৬ ; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লিআন: হাদীস ১৪৯৯)

٩٥٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنّٰى ذٰلِكَ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ.

৯৫৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি কালো সন্তান জন্ম লাভ করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কিছু উট আছে কি? সে উত্তর করল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : সেগুলোর রং কেমন? সে বলল : লাল। তিনি বললেন : সেগুলোর মধ্যে কোনোটি ছাই বর্ণের আছে কি? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তবে সেটিতে এমন বর্ণ কোত্থেকে এলো। লোকটি বলল : সম্ভবত পূর্ববর্তী বংশের কারণে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন : তাহলে হতে পারে, তোমার এ সন্তানও বংশগত কারণে এরূপ হয়েছে।

(সহীহ বুখারী পর্ব, ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ২৬, হাদীস ৫৩০৫ ; মুসলিম, পর্ব ১৯ : লি'আন : হাদীস ১৫০০)

বিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْعِتْقِ - ইতক (মুক্তি)

٩٥٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

৯৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি কোনো ক্রীতদাস থেকে নিজের অংশ মুক্ত করে আর ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে বিদ্যমান থাকে, তবে তার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে ক্রীতদাসের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং ক্রীতদাসটি তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তার পক্ষ থেকে ততটুকুই মুক্ত হবে যতটুকু সে মুক্ত করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৫২২; মুসলিম, পর্ব ২০ : ইত্ক (মুক্তি), অধ্যায় ১, হাদীস ১৫০১)

١. بَابُ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

১. গোলামকে মুক্তিপণের অর্থ উপার্জনের সুযোগ দান

٩٥٩. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِىْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

৯৫৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম থেকে অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার ওপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৪৯২ ; মুসলিম, পর্ব ২০ : ইত্ক (মুক্তি), অধ্যায় ১ হাদীস ১৫০৩)

٢. بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২. ওয়ালার মালিক হবে আযাদকারী

٩٦٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ إِلٰى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ابْتَاعِىْ فَأَعْتِقِىْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

৯৬০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। বারীরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا একবার তার মুকাতাবাতের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মুকাতাবাতের অর্থ থেকে কিছুই আদায় করেননি। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে আমি তোমার মুকাতাবাতের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার ওয়ালার (অভিভাবকের) অধিকার আমার হবে। বারীরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কথাটি তার মালিকের নিকট উত্থাপন করলেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার জ্ঞাপন করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে মুক্ত করে সওয়াব পেতে আগ্রহী হন, তবে করতে পারেন। ওয়ালা আমাদেরই থাকবে।

আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা, যে মুক্ত করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে। (রাবী) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণের সমাবেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কী হল, এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান নেই। যে এমন সব শর্তারোপ করবে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শতবার শর্তারোপ করে থাকে। কেননা, আল্লাহর দেয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য শর্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫০ : চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা, অধ্যায় ২, হাদীস ২৫৬১ ; মুসলিম, পর্ব ২০ : ইতক (মুক্তি) অধ্যায় ২, হাদীস ১৫০৪)

٩٦١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيْ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوْا بَلَى وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

৯৬১. আব্দুল্লাহ নবীর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার মাধ্যমে (শরীয়তের) তিনটি বিধান জানা গেছে। এক. তাকে আযাদ করা হলো, এরপর তাকে তার স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার স্বাধীনতা দেয়া হলো। দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আযাদকারী আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখতে পেলেন ডেগে গোশত উথলে উঠছে। তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের অন্য তরকারী উপনেশন করা হলো। তখন তিনি বললেন : গোশতের পাত্র দেখছি না যে যার ভিতর গোশত ছিল? লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ। কিন্তু সে গোশত বারীরাকে সদাকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। আর আপনি তো সদকা খান না? তিনি বললেন : তার জন্য সদকা, আর আমাদের জন্য এটা হাদিয়া স্বরূপ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫২৭৯ ; মুসলিম, পর্ব ২০ : ইতক (মুক্তি) অধ্যায় ২, হাদীস ১৫০৪)

٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

৩. 'ওয়ালা' বিক্রয় করা ও দান করা নিষিদ্ধ

٩٦٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

৯৬২. ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫১৭ ; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইতক (মুক্তি), অধ্যায় ৫, হাদীস ১৫০৯)

٤. بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

৪. আযাদকৃত গোলামের জন্য আযাদকারী মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব গণ্য করা নিষিদ্ধ

٩٦٣. حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

৯৬৩. ইবরাহীম তায়মী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একদা আলী ﷺ পাকা ইট দ্বারা নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং যা এ সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ব্যতীত অন্য এমন কোনো কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে পরিগণিত হবে। যে কেউ এখানে কোনো অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত।

আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোনো ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলিমের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোনো ব্যক্তি অপর একজন মুসলিমের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লঙ্ঘণ করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লা'নাত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ তা'আলা তার ফরজ ও নফল কোনো ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোনো ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরজ নফল কোনো ইবাদতই কবুল করবেন না।

(বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ৫. হাদীস ৭৩০০; মুসলিম, পর্ব ২০ : 'ইত্ক (মুক্তি), হাদীস ১৩৭০)

٥. بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

৫. গোলাম আযাদ করার ফযীলত

٩٦٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

৯৬৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ কোনো মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করলে আল্লাহ সেই ক্রীতদাসের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার এক একটি অঙ্গ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫১৭; মুসলিম, পর্ব ২০ : ইত্ক (মুক্তি), অধ্যায় ৫, হাদীস ১৫০৯)

একবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْبُيُوْعِ – ক্রয়-বিক্রয়

١. بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

১. স্পর্শ ও নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়া

٩٦٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

৯৬৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পর্শ ও নিক্ষেপের পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

নোট : মুলামাসা ও মুনাবাযা এর-বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ২১৪৬ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১. হাদীস ১৫১১)

٩٦٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ يُنْهٰى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

৯৬৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'(দিনের) সওম ও দু' (প্রকারের) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর (দিনের) সওম এবং মুলামাসা স্পর্শ করা ও মুনাবাযা (নিক্ষেপ করা) (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) থেকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : সওম, অধ্যায় ৬৭, হাদীস ১৯৯০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১, হাদীস ১৫১১)

٩٦٧. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُوْنَ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلٰى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرٰى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

৯৬৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'প্রকার কাপড় পরিধান করতে ও দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি 'মুলামাসাহ' ও 'মুনাবাযাহ' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসাহ হল রাতে বা দিনে একজনের দ্বারা অপরজনের কাপড় হাত দ্বারা স্পর্শ করা। এটুকু ছাড়া তা আর উলট-পালট করে দেখে না। আর মুনাবাযাহ হল– এক লোকের দ্বারা অন্য লোকের প্রতি তার কাপড় নিক্ষেপ করা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারাও তার কাপড় নিক্ষেপ করা এবং এর দ্বারাই তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া, দেখা ও পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকেই। আর দু'প্রকার পোশাক পরিধান (এর এক প্রকার) হল– ইশতিমালুস- সাম্মা'। সাম্মা হল এক কাঁধের উপর কাপড় এমনভাবে রাখা যাতে অন্য কাঁধ খালি থাকে, কোনো কাপড় থাকে না। পোশাক পরার অন্য প্রকার হচ্ছে– বসা অবস্থায় নিজের কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঘিরে রাখা, যাতে লজ্জাস্থানের উপর কাপড়ের কোনো অংশ না থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, ২০, হাদীস ৫৮২০; মুসলিম, পর্ব২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১. হাদীস ১৫১১)

٢. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

২. পশুর পেটে আছে এমন বাচ্চা বিক্রয় হারাম

٩٦٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلٰى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا.

৯৬৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভস্থিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের উপর বিক্রি নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এ শর্তে উটনী ক্রয় করত যে, এই উটনীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য পরিশোধ করা হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬১,হাদীস ২১৪৩; মুসলিম, পর্ব ২১ :ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৫১৪)

٣. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ وَسَوْمِهِ عَلٰى سَوْمِهِ وَتَحْرِيْمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيْمِ التَّصْرِيَةِ

৩. কোনো ভাইয়ের দামের উপর দাম করা, কোনো ভাই এর ক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রয় করা, ঠকানো ও পালানে দুধ জমা করার নিষিদ্ধতা

٩٦٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ.

৯৬৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৮, হাদীস ২১৩৯ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৪১২)

٩٧٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

৯৭০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এরূপ বকরী ক্রয় করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ দু'টির মধ্যে যেটি ভালো মনে করবে তা করতে পারে। সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপছন্দ করে তবে ফেরত দিবে এবং এক সা'আ পরিমাণ খেজুর প্রদান করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ২১৫০ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৫১৫)

٩٧١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيْ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ أَخِيْهِ وَنَهٰى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.

৯৭১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্য বহরের কাফেলা থেকে মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদেরকে কোনো কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোনো স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোনো ব্যক্তি যেন

তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) এবং স্তন্যে দুধ জমা করতে (ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে)।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলি, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৭২৭ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৫১৫)

٤. بَابُ تَحْرِيْمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

৪. অন্যায়ভাবে সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে বণিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করার নিষিদ্ধতা

٩٧٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ.

৯৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করে তা ফেরত দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা'আ পরিমাণ খেজুরও দেয়। আর নবী ﷺ (পণ্য ক্রয় করার জন্য) বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ২১৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৫১৮)

٥. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ

৫. শহরবাসীর জন্য গ্রাম্য লোকের পক্ষে বিক্রয় করা হারাম

٩٧٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

৯৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। রাবী তাউস (রহ.) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৮,হাদীস ২১৫৮; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়,অধ্যায় ৬, হাদীস ১৫২১)

٩٧٤. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

৯৭৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রি করা থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭০, হাদীস ২১৬১ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৫২৩)

٦. بَابُ بُطْلاَنِ بَيْعِ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

৬. মাল হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় বাতিল

٩٧٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ اَمَّا الَّذِيْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ اَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ مِثْلَهُ.

৯৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যা নিষেধ করেছেন, তা হল অধিকার গ্রহণের পূর্বে খাদ্য বিক্রয় করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি মনে করি, প্রত্যেক পণ্যের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ২১৩৫; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৫২৫)

٩٧٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

৯৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করবে, সে তা পুরোপুরি আয়ত্তে না এনে বিক্রি করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৫১, হাদীস ২১২৬; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৫২৬)

٩٧٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِىْ أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِىْ مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ.

৯৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বাজারের প্রান্ত সীমায় খাদ্য ক্রয় করে সেখানেই বিক্রি করে দিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ স্থানান্তর না করে সেখানেই বিক্রি করতে তাদের নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭২, হাদীস ২১৬৭; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৫২৬)

٧. بَابُ ثُبُوْتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

৭. উভয়ের সংযোগ ত্যাগ করার পূর্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার সুযোগ আছে

٩٧٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

৯৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের একে অপরের উপর স্বাধীনতা থাকবে, যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হবে। তবে খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও স্বাধীনতা থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ২১১১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৫৩১)

٩٧٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

৯৭৯. আব্দুল্লাহ ইবন উমর ﷺ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দু'ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের স্বাধীনতা থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ২১১২ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৫৩১)

٨. بَابُ الصِّدْقِ فِى الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

৮. বেচাকেনায় ও বর্ণনা দেয়ায় সত্য বলা

٩٨٠. حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

৯৮০. হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের স্বাধীনতা থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২০৭৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৫৩২)

٩. بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ
৯. যে বিক্রয়ে ধোঁকা খায়

٩٨١. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.

৯৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। এক সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোনো প্রকার ধোঁকা নেই।)
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৮, হাদীস২১১৭; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৫৩৩)

١٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
১০. কেটে নেয়ার শর্ত ছাড়া ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ

٩٨٢. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

৯৮২. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ২১৯৪ ; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৫৩৪)

٩٨٣. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

৯৮৩. জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (এবং এ'ও বলেছেন যে) এর কিছুই দীনার ও দিরহাম এর বিনিময় ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না, তবে আরায়ার হুকুম এর ব্যতিক্রম।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪, হাদীস ২১৮৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৫৩৬)

٩٨٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوْزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوْزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ.

৯৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খাওয়ার এবং ওজন করার যোগ্য হওয়ার পূর্বে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, এর ওজন করা কী? তখন তার নিকট উপবিষ্ট একজন বলে উঠল, (অর্থাৎ) সংরক্ষণের উপযোগী হওয়া পর্যন্ত। (বুখারী, পর্ব ৩৫ : সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৫০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, হাদীস ১৫৩৭)

١١. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ اِلَّا فِي الْعَرَايَا

১১. শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় নিষিদ্ধ তবে আরায়া ব্যতীত

٩٨٥. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

৯৮৫. যায়দ ইবনে সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ আরিয়্যা এর মালিককে তা অনুমানে বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮২, হাদীস ২১৮৮; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৩৪)

٩٨٦. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا.

৯৮৬. সাহল ইবনে আবু হাসমা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে বারণ করেছেন এবং আরিয়া-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেছেন। তা হলো তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ক্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৩, হাদীস ২১৯১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৪০)

٩٨٧. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلَّا اَصْحَابَ الْعَرَايَا فَاِنَّهُ اَذِنَ لَهُمْ.

৯৮৭. রাফি' ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানাহ অর্থাৎ গাছে ফল থাকাবস্থায় তা শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আরায়া করে, তাদের জন্য তিনি এর অনুমতি প্রদান করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১৭ হাদীস ২৩৮৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৪০)

٩٨٨. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ.

৯৮৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঁচ ওসাক অথবা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে আরিয়া বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৩, হাদীস ২১৯০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৪১)

٩٨٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.

৯৮৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা বিক্রি নিষেধ করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেন, মুযাবানা হলো তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বদলে ওজন করে বিক্রি করা এবং কিসমিস তাজা আঙ্গুরের বদলে ওজন করে বিক্রি করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭৫, হাদীস ২১৭১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৪২)

٩٩٠. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ.

৯৯০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন, আর তা হলো বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হলে মেপে শুকনো খেজুরের

বদলে, আঙ্গুর হলে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯১, হাদীস ২২০৫; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ১৫৪২)

١٢. بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

১২. যে ব্যক্তি গাছে ফল থাকাবস্থায় খেজুর গাছ বিক্রি করল

٩٩١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

৯৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ ~~তাবীর করার~~ পরে খেজুর গাছ বিক্রি করলে সে ফলের মালিক থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি (ফল লাভের) শর্ত করে, তবে সে পাবে। (বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯০, হাদীস ২২০৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১৫৪৩)

١٣. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِيْنَ

১৩. মুহাকলা, মুযা-বানাহ ও মুখাবারাহ নিষিদ্ধ হওয়া এবং ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা এবং বাইয়ে মু'আওয়ামা আর তা হচ্ছে বাইয়ে সীনি-ন

٩٩٢. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

৯৯২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুখাবারা, মুহাকালা ও শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করতে এবং ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। গাছে থাকা অবস্থায় ফল দীনার এবং দিরহামের বিনিময় ব্যতীত যেন বিক্রি করা না হয়। তবে আরায়্যার অনুমতি দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৩৮১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৫৩৬)

١٤. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

১৪. জমি ভাড়া দেয়া

٩٩٣. حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ أَرَضِيْنَ فَقَالُوْا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

৯৯৩. জাবের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি ছিল। তারা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করল যে, এগুলো তারা তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক হিসেবে ইজারা দিবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো অতিরিক্ত জমি থাকলে হয় সে নিজেই চাষ করবে, কিংবা তার ভাইকে (চাষ করতে) দিবে। আর তা না করতে চাইলে তা নিজের কাছেই রেখে দিবে।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ২৬৩২; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, হাদীস ১৫৩৬)

٩٩٤. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ.

৯৯৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ছেড়ে রাখে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৩৪১; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৫৪৪)

٩٩٥. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِىْ رُءُوْسِ النَّخْلِ.

৯৯৫. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা বারণ করেছেন। মুযাবানার অর্থ–শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথায় অবস্থিত তাজা খেজুর ক্রয় করা। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮২, হাদীস ২১৮৬; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৭, হাদীস ১৫৪৬)

٩٩٦. حَدِيْثُ ابْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ يُكْرِىْ مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّا كُنَّا نُكْرِىْ مَزَارِعَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْاَرْبِعَاءِ وَبِشَىْءٍ مِنَ التِّبْنِ.

৯৯৬. নাফি' (রহ.) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর ﷺ নবী ﷺ-এর সময়ে এবং আবূ বকর, উমর, উসমান, মু'আবিয়া ﷺ-এর শাসনের প্রারম্ভে ভাগে নিজের ক্ষেতে বর্গাচাষ করতে দিতেন। তারপর রাফি ইবনে খাদীজের বর্ণিত। হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করা হয় যে, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে বারণ করেছেন। তখন ইবনে উমর ﷺ রাফি ﷺ-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (রাফি ﷺ) বললেন, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমর ﷺ বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় নালার পার্শ্বস্থ ক্ষেতের ফসলের শর্তে এবং কিছু ঘাসের বিনিময়ে আমাদের ক্ষেত ইজারা দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৩৪৩, ২৩৪৪; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৪৭)

١٥. بَابُ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالطَّعَامِ

১৫. খাদ্যের বিনিময়ে আবাদি জমি ভাড়া দেয়া

٩٩٧. حَدِيْثُ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ ﷺ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْاَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا ازْرَعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً.

৯৯৭. যুহাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কাজ আমাদের উপকারী ছিল, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ইরশাদ করেছেন তা যথার্থই সঠিক। যুহাইর ﷺ বললেন, আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত-

খামার কিভাবে আবাদ কর? আমি বললাম, আমরা নদীর তীরের ফসলের শর্তে কিংবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওসাক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ থেকে বিরত থাকবে। তোমরা নিজেরা তা চাষ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাষ করাবে অথবা তা ফেলে রাখবে। রাফি' ﷺ বলেন, আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৩৩৯; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৪৭)

١٦. بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ

১৬. বিনা ভাড়ায় জমিতে চাষ করতে দেয়া

٩٩٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا.

৯৯৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বর্গাচাষ নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট উপার্জন গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৩৩০; মুসলিম, পর্ব ২১ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৫৫০)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ - পানি সিঞ্চন

١. بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

১. পানি বন্টন এবং ফলমূল ও শাক-সবজি ভাগাভাগির ভিত্তিতে বর্গাচাষের ব্যবস্থা

٩٩٩. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ.

৯৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খায়বারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে জমি বর্গা দিয়েছিলেন। তিনি নিজের সহধর্মিণীদেরকে একশ' ওয়াসাক প্রদান করতেন, এর মধ্যে ৮০ ওয়াসাক খুরমা ও ২০ ওয়াসাক যব। উমর ﷺ (তাঁর খিলাফতকালে খায়বারের) জমি বন্টন করেন। তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের স্বাধীনতা দিলেন যে, তাঁরা জমি ও পানি নিবেন, না কি তাদের জন্য ওটাই অব্যাহত থাকবে, যা নবী ﷺ-এর যামানায় ছিল। তখন তাদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওয়াসাক নিতে রাজী হলেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا জমিই নিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১: চাষাবাদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৩২৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১, হাদীস ১৫৫১)

١٠٠٠. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

১০০০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ ইয়াহুদী ও নাসারাদের হিজায থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূল ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোনো স্থান বিজয় করেন, তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল যেন তাদের সে স্থানে বহাল তবীয়তে রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদের দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিবে যতদিন আমাদের ইচ্ছা। সুতরাং তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে উমর ﷺ তাদেরকে তাইমা ও আরীহায় নির্বাসিত করে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১, হাদীস ১৫৫১)

٢. بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

২. বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদের ফযীলত

١٠٠١. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

১০০১. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সদকা বলে গণ্য হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ অধ্যায় ১, হাদীস ২৩২০; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২, হাদীস ১৫৫৩)

٣. بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া

١٠٠٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِيْ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ.

১০০২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, রং ধারণ করার অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ করা। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ দেখ, যদি আল্লাহ তা'আলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে? (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : বিক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৭, হাদীস ২১৯৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩, হাদীস১৫৫৫)

٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

৪. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ লাঘব করা মুস্তাহাব

١٠٠٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّيْ عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَهُ أَيُّ ذٰلِكَ أَحَبَّ.

১০০৩. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু'জন তাদের উচ্চস্বরে আওয়াজ করেছিল। তাদের একজন আরেকজনের নিকট ঋণের কিছু ক্ষমা করে দেয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর অনুরোধ প্রার্থনা করছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছে, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহর নামে কসম করেছে, সে ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি। সে যা পছন্দ করবে তার জন্য তা-ই হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৭০৫; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৫৫৭)

١٠٠٤. حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ.

১০০৪. কাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদের ভিতরে ইবনে আবূ হাদরাদ ﷺ-এর নিকট তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা দিলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকেই তাদের কথার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং তিনি পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন : হে কা'ব! কা'ব ﷺ উত্তর দিলেন, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার পাওনা ঋণ থেকে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব ﷺ বললেন : আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তখন তিনি ইবনে আবূ হাদরাদকে বললেন : উঠ, আর বাকিটা দিয়ে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭১, হাদীস ৪৫৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৫৫৮)

٥. مَنْ اَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيْ وَقَدْ اَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوْعُ فِيْهِ

৫. ক্রেতা যদি দেউলিয়া হয়ে যায় এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার মাল ক্রেতার নিকট অক্ষত অবস্থায় পেলে ফেরত নিতে পারবে

١٠٠٥. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

১০০৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অথবা তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে সম্বলহীন হয়ে গেছে, তবে অন্যের চেয়ে সে-ই তার বেশি হকদার।

(বুখারী, পর্ব ৩৪ : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৪০২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, হাদীস ১৫৫৯)

٦. بَابُ فَضْلِ اِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

৬. অসচ্ছল ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়ার ফযীলত

١٠٠٦. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوْا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ اٰمُرُ فِتْيَانِيْ اَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

১০০৬. হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনো নেক আমল করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং তার ওপর পীড়াপীড়ি না করে। রাবী বলেন, তিনি বলেছেন, ফেরেশতারাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

١٠٠٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ.

১০০৭. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ প্রদান করত। কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৮, হাদীস ০৭৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৫৬২)

٧. بَابُ تَحْرِيْمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُوْلِهَا إِذَا أُحِيْلَ عَلَى مَلِيٍّ

৭. ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা করা হারাম। অন্যের নিকট ঋণ হাওয়ালা করে দেয়া বৈধ এবং তা সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করা মুস্তাহাব

١٠٠٨. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ.

১০০৮. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (ঋণ পরিশোধের জন্যে) কোনো ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৮ : হাওয়ালাত, অধ্যায় ১,হাদীস ২২৮৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৫৬৪)

٨. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

৮. প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি হারাম

١٠٠٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.

১০০৯. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঘাস উৎপাদন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকে রাখা যাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ২, হাদীস ২৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৫৬৬)

٩. بَابُ تَحْرِيْمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

৯. কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন ও ব্যভিচারিণী মহিলার পারিশ্রমিক হারাম

١٠١٠. حَدِيْثُ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

১০১০. আবূ মাসউদ আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১১৩, হাদীস ২২৩৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৫৬৭)

١٠. بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

১০. কুকুর হত্যা করার নির্দেশ

١٠١١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

১০১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করতে নির্দেশ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩৩২৩ ; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১০ হাদীস ১৫৭০)

١٠١٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيْ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

১০১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা পশু রক্ষাকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোনো কুকুর পোষে, সেই ব্যক্তির আমলের সাওয়াব থেকে প্রত্যহ দুই কীরাত পরিমাণ কমে যায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ৬, হাদীস ৫৪৮১ ; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায়, হাদীস ১৫৭৪)

١٠١٣. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ اِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ.

১০১৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শস্য ক্ষেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফাযতের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৩২২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৫৭৫)

١٠١٤. حَدِيْثُ سُفْيَانَ بْنَ اَبِىْ زُهَيْرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَا يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ.

১০১৪. সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যা ক্ষেত ও গবাদি পশুর হেফাযতের কাজে লাগে না, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪১ : চাষাবাদ, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৩২২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৫৭৫)

١١. بَابُ حِلِّ اُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

১১. শিঙ্গাওয়ালার পারিশ্রমিক হালাল

١٠١٥. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ وَاَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ وَقَالَ اِنَّ اَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ.

১০১৫. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তাঁকে শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আবূ তাইবা তাঁকে শিঙ্গা লাগায়। এরপর তিনি তাকে দু'সা' খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা তাঁর পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাঘব করে দেয়। নবী ﷺ আরো বলেন : তোমরা যেসকল চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা হল শিঙ্গা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৬৯৬; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৫৭৭)

١٠١٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

১০১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ শিঙ্গা লাগিয়ে নিয়েছেন এবং যে শিঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে সে ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন আর তিনি (শ্বাস দ্বারা) নাকে ঔষধ টেনে নিয়েছেন। (বুখারী, পর্ব ৭৬ : সালাত অধ্যায় ৯, হাদীস ৫৬৯১; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি নিঞ্চন, হাদীস ১২০২)

١٢. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ
১২. মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হারাম

١٠١٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

১০১৭. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূরা বাকারায় সুদ সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ নাযিল হলে নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে তেলাওয়াত করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৭৩, হাদীস ৪৫৯; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৫৮০)

١٣. بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ
১৩. মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম

١٠١٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

১০১৮. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪: ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১১২, হাদীস ২২৩৬; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৩ , হাদীস ১৫৮১)

١٠١٩. حَدِيْثُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

১০১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুকের ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০৩, হাদীস ২২২৩ ; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৫৮২)

١٠٢٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا.

১০২০. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছে। তারা তা (গলিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। (বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয় ১০৩, হাদীস ২২২৪, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৫৮৩)

١٤. بَابُ الرِّبَا
১৪. সুদ

١٠٢١. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

১০২১. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমান পরিমাণ ব্যতীত তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না, একটি অপরটি থেকে কম-বেশি করবে না। সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি থেকে কম-বেশি করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকি মুদ্রা বিক্রি করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭৮, হাদীস ২১৭৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮,হাদীস ১৫৮৪)

١٥. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
১৫. স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি নিষিদ্ধ

١٠٢٢. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّى فَكِلَاهُمَا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

১০২২. আবূ মিনহাল رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম رضي الله عنهم -কে সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উভয়ে (একে অপরের সম্পর্কে) বললেন, ইনি আমার চেয়ে উত্তম। এরপর উভয়েই বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকিতে রূপার বিনিময়ে সোনা ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮০, হাদীস ২১৮০-২১৮১; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৫৮৯)

١٠٢٣. حَدِيْثُ أَبِىْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

১০২৩. আবূ বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সমান সমান ছাড়া রূপার বদলে রূপার ক্রয়-বিক্রয় এবং সোনার বদলে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি রূপার বিনিময়ে সোনার বিক্রয়ে এবং সোনার বিনিময়ে রূপার বিক্রয়ে আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী অনুমতি দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮১ হাদীস ২১৮২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৫৯০)

١٨. بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
১৬. সমান সমান পরিমাণ খাদ্যশস্যের ক্রয়-বিক্রয়

١٠٢٤. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

১০২৪. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ ও আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসীলদার নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (উত্তম) খেজুর নিয়ে হাজির হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের? সে বলল, না আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ নয়, বরং আমরা দু'সা'- এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর নিয়ে থাকি এবং তিন সা' এর পরিবর্তে দু'সা'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপ করবে না; বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর ক্রয় করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪: ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ২২০১-২২০২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৯৩)

١٠٢٥. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ.

১০২৫. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল ﷺ কিছু বরনী খেজুর (উন্নতমানের খেজুর) নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল ﷺ বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। নবী ﷺ-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তা দু'সা এর বিনিময়ে এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, হায়! এটাতো একেবারে সুদ! এটাতো একেবারে সুদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সে মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪০ : ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) অধ্যায় ১১. হাদীস ২৩১২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৯৪)

١٠٢٦. حَدِيْثُ اَبِىْ سَلَمَةَ ﷺ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

১০২৬. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মিশ্রিত খেজুর দেয়া হতো, আমরা তা দু'সা'র পরিবর্তে তার দু'সা' বিক্রি করতাম। নবী ﷺ বললেন, এক সা'-এর পরিবর্তে দু'সা' এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু'দিরহাম বিক্রি করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২০, হাদীস ২০৮০; মুসলিম, পর্ব ২২: পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১৫৯৫)

١٠٢٧. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ وَاُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُوْلُهُ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَاَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللهِ قَالَ كُلَّ ذٰلِكَ لَا اَقُوْلُ وَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنِّىْ وَلٰكِنْ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رِبًا اِلَّا فِى النَّسِيْئَةِ.

১০২৭. আবূ সালিহ যায়য়াত (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ-কে বলতে শুনলাম, দীনারে বদলে দীনার এবং দিরহামের বদলে দিরহাম (সমান সমান বিক্রি করবে)। এতে আমি তাঁকে বললাম, ইবনে আব্বাস ﷺ তো তা বলেন না? উত্তরে আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, আমি তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি তা নবী ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, এর কোনোটি বলিনি।

আপনারাই তো আমার চেয়ে নবী ﷺ সম্পর্কে বেশি জানেন। অবশ্য আমাকে উসামা [ইবনে যায়েদ (রাঃ)] জানিয়েছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, বাকি বিক্রি ব্যতীত 'রিবা' হয় না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ২১৭৮-২১৭৯ ; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৯৬)

١٧. بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

১৭. হালাল গ্রহণ করা ও সন্দেহযুক্তকে ছেড়ে দেয়া

١٠٢٨. حَدِيْثُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ (رضي الله عنهما) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

১০২৮. নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেজনক বিষয়- যা অনেকে জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায় যে তার পশু বাদশাহ সংরক্ষিত চারণভূমির আশে-পাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রেখ যে, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রেখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রেখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো রয়েছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর যা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। (বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৫২; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৫৯৯)

١٨. بَابُ بَيْعِ الْبَعِيْرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوْبِهِ

১৮. উট বিক্রি করা ও তাতে চড়ে যাওয়ার শর্ত লাগানো

١٠٢٩. حَدِيْثُ جَابِرٍ (رضي الله عنه) أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِيْ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِيْ قَالَ مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ.

১০২৯. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে সফর করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) প্রহার করে সেটির জন্য দোয়া করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগল যে, কখনো তেমন জোরে চলেনি। অতঃপর তিনি বললেন, এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর। তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার পরিজনের

নিকট পৌঁছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার অধিকার রেখে দিলাম। অতঃপর উট নিয়ে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য প্রদান করলেন। অতঃপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে লোক প্রেরণ করলেন। পরে বললেন, তোমার উট নেয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও, এটি তোমারই সম্পদ।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলি, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৭১৮; মুসলিম পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৫৯৯)

١٠٣٠. حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَتَلاَحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيِيَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ.

১০৩০. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে একত্রিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের কী হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ উটনীর পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনীটিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর এটি সবক'টি উটনীটি কেমন মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালোই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রি করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনের অন্য কোনো উটনী ছিল না।

আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে আমার নিকট বিক্রি কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। অতঃপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মদীনায় পৌঁছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে উটনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ

করেছ যার পুর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন?

তুমি তার সঙ্গে খেলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমান বয়সের কোনো মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পছন্দ করিনি যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্বে বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১৩, হাদীস ২৯৬৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ১২, হাদীস ৭১৫)

١٠٣١. حَدِيْثُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ اشْتَرَى مِنِّى النَّبِيُّ ﷺ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَنِىْ أَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِىْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ.

১০৩১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি উট দু'উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু'দিরহাম দ্বারা ক্রয় করে নেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা যবেহ করা হয় এবং সকলে মিলে তার গোশত আহার করে। আর যখন তিনি মদীনায় হাজির হলেন তখন মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে আদেশ করলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৯৯, হাদীস ৩০৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২১, হাদীস ৭১৫)

١٩. بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

১৯. যে ব্যক্তি কিছু ঋণ নিল এবং ঋণদাতাকে তার চেয়ে বেশি দিল এবং তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে উত্তমভাবে অন্যের পাওনা আদায় করে

١٠٣٢. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

১০৩২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে পাওনার জন্য তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা নেই। এর চেয়ে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন, তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪০ : ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব), অধ্যায় ৬, হাদীস ২৩০৬; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২২, হাদীস ১৬০১)

٢٠. بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

২০. বন্ধক রাখা এবং বাড়িতে ও সফরে জায়েয

١٠٣٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

১০৩৩. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ইয়াহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২০৬৮; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১৬০৩)

٢١. بَابُ السَّلَمِ

২১. বা'ইয়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

١٠٣٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

১০৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসী ফলে দু' ও তিন বছরের মেয়াদে সলম করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো ব্যক্তি সলম (অগ্রিম ক্রয়) করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৫ : সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়), অধ্যায় ২৬, হাদীস ২২৪০; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৬০৪)

٢٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

২২. বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ

١٠٣٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

১০৩৫. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা শপথ পণ্য প্রচলিত করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৬ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২০৮৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১৬০৬)

٢٣. بَابُ الشُّفْعَةِ

২৩. শুফআ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার)

١٠٣٦. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

১০৩৬. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি, তাতে শুফআ এর ফায়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং পথও পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফআ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার) এর অধিকার থাকে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৬ : শুফ'আহ, অধ্যায় ১, হাদীস ২২৫৭; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৮, হাদীস ১৬০৮)

٢٤. بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِيْ جِدَارِ الْجَارِ
২৪. প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি গাড়া

١٠٣٧. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِىْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللهِ لَاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ.

১০৩৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, কী হল, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকব।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুন্ঠন, অধ্যায় ২০, হাদীস ২৪৬৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১৬০৯)

٢٥. بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْاَرْضِ وَغَيْرِهَا
২৫. জুলুম করে অন্যের জমি জবর-দখল করা হারাম

١٠٣٨. حَدِيْثُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﷺ اَنَّهُ خَاصَمَتْهُ اَرْوَى فِىْ حَقٍّ زَعَمَتْ اَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا اِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ.

১০৩৮. সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ﷺ থেকে বর্ণিত। আরওয়া' নামক এক মহিলা এক সাহাবীর (সীদের) বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট তার ঐ পাওনার ব্যাপারে মামলা দায়ের করল, যা তার ধারণায় তিনি নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সা'ঈদ ﷺ বললেন, আমি কি তার সামান্য হকও বিনষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শিকল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ২, হাদীস ৩১৯৮ ; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৬১০)

١٠٣٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ.

১০৩৯. আবূ সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে একটি বিবাদ ছিল। আয়েশা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামা! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার কিসাস ও লুন্ঠন, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৫৩; মুসলিম, পর্ব ২২ : পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩০ হাদীস ১৬১২)

٢٦. بَابُ قَدْرِ الطَّرِيْقِ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ
২৬. রাস্তার পরিমাণ কত হবে যখন এতে মতানৈক্য হবে

١٠٤٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِى الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ اَذْرُعٍ.

১০৪০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রাস্তার ব্যাপারে) জমি নিয়ে বিবাদ হলে, নবী ﷺ রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেয়ার ফয়সালা দেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুন্ঠন, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ২২: পানি সিঞ্চন, অধ্যায় ৩১, হাদীস ১৬১৩)

ত্রিবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْفَرَائِضِ – ফারায়েজ

١. بَابُ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

১. উত্তরাধিকারীদের দেয়ার পর অবশিষ্ট মৃতের পুরুষ আত্মীয়দের অগ্রাধিকার

١٠٤١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

১০৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মীরাস তার হকদারদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয অধ্যায় ৫, হাদীস ৬৭৩২; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬১৫)

٢. بَابُ مِيْرَاثِ الْكَلَالَةِ

২. কালালাহ এর উত্তরাধিকার (নিষ্প্রভতা)

١٠٤٢. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِيْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يُجِبْنِيْ بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ.

১০৪২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নবী ﷺ ও আবূ বকর رضي الله عنه পায়ে হেঁটে আমার সংবাদটা নেয়ার জন্য আমার নিকট আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তখন নবী ﷺ অযূ করলেন। তারপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম, নবী ﷺ উপস্থিত। আমি নবী ﷺ-কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদের ব্যাপারে আমি কী করব? আমার সম্পদের ব্যাপারে কী পদ্ধতিতে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব? তিনি তখন আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৫ : রোগী, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৬৫১; মুসলিম, পর্ব ২৮ : ফারায়েজ, অধ্যায় ২, হাদীস ১৬১৬)

٣. بَابُ اٰخِرُ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلَالَةِ

৩. কালালাহ-যে ব্যাপারে সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছে

١٠٤٣. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَاٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

১০৪৩. আবূ ইসহাক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আমি বারাআ رضي الله عنه-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হচ্ছে 'বারায়াত' এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ। (বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৪৬০৫; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, হাদীস ১৬১৮)

٤. بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

৪. যে ব্যক্তি সম্পদ ছেড়ে গেল তার উত্তরাধিকার

١٠٤٤. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهٖ فَضْلًا فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهٖ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهٗ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ.

১০৪৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন কোনো ঋণী ব্যক্তির জানাযা হাজির করা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হতো যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ্ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোনো মু'মিন ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৯ : যামিন, অধ্যায় ৫, হাদীস ২২৯৮; মুসলিম, পর্ব ২৩ : ফারায়েজ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৬১৯)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْهِبَةِ - হেবা

١. بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْاِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهٖ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

১. সদকাকারীর জন্য তার সদকাকৃত বস্তু সদকা গ্রহীতার নিকট থেকে ক্রয় করা ঘৃণিত

١٠٤٥. حَدِيْثُ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهٗ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهٗ وَظَنَنْتُ اَنَّهٗ يَبِيْعُهٗ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا تَشْتَرِىْ وَلَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهٗ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهٖ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهٖ.

১০৪৫. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে সক্ষম হল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে ইচ্ছা করলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সদকা ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সদকা ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি নিজে পুনঃ ভক্ষণ করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত অধ্যায় ৫৯, হাদীস ১৪৯০; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬২০)

١٠٤٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَجَدَهٗ يُبَاعُ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اَشْتَرِيْهِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهٖ وَلَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ.

১০৪৬. উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। অতঃপর আমি তা বিক্রি হতে দেখতে পাই। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তা কিনে নেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদকা ফেরত নিও না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১৯, হাদীস ২৯৭০; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬২০)

٢. بَابُ تَحْرِيْمِ الرُّجُوْعِ فِى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ اِلَّا مَا وَهَبَهٗ لِوَلَدِهٖ وَاِنْ سَفُلَ

২. সদকা গ্রহণকারীর হস্তগত হয়ে যাওয়া সদকা ও হেবার মাল সদকাকারীর ফিরিয়ে নেয়া হারাম যদি না তা তার ছেলেকে বা অধস্তনকে হেবা করে থাকে

١٠٤٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهٖ.

১০৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মতো যে বমি করে তার বমি খায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৫৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ২, হাদীস ১৬২২)

٣. بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيْلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

৩. হেবার ক্ষেত্রে কোনো এক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া মাকরূহ

١٠٤٨. حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ.

১০৪৮. নু'মান বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না ; তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৫৮৬ ; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, হাদীস ১৬২৩)

١٠٤٩. حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

১০৪৯. আমির (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতের রাওয়াহা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এরকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। [নু'মান ﷺ] বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৫৮৭; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, হাদীস ১৬২৩)

٤. بَابُ الْعُمْرَى

৪. উমরা

١٠٥٠. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

১০৫০. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উমরা (বস্তু) সম্পর্কে ফয়সালা দিয়েছেন, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে।

নোট : এমন দান যেখানে দানকারী ও দানগ্রহীতা পরস্পরের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যাতে তাদের একজন স্থায়ীভাবে বাড়িটির মালিক হয়, উমরাকে রুকবাও বলা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ ক:, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৬২৫ ; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৬২৫)

١٠٥١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

১০৫১. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, উমরা বৈধ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফাযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩২, হাঃ ২৬২৬; মুসলিম, পর্ব ২৪ : হিবা, অধ্যায় ৪, হাঃ ১৬২৫, ১৬২৬)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ - অসীয়ত

١٠٥٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

১০৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়ত লিখিত থাকবে না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৩৮ ; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় আউয়ালুল কিতাব, ৪, হাদীস ১৬২৭)

١. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

১. এক-তৃতীয়াংশ অসীয়ত করা

١٠٥٣. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ إِنِّىْ قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِىْ إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ أَوْ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِىْ امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ اللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

১০৫৩. সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ব্যতীত কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু-তৃতীয়াংশ সদকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ আর এক-তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যা কিছু ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের থেকে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল অর্জন করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক সম্প্রদায় উপকৃত হবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীগণের

হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সা'দ ইবনে খাওলার জন্য (এ বলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১২৯৫; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়ত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬২৮)

١٠٥٤. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ.

১০৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। কেননা, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : অসীয়ত, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৭৪৩; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়ত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬২৯)

٢. بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

২ সদকার সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছা

١٠٥٥. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

১০৫৫. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদকা করে যেতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নবী ﷺ] বললেন, হ্যাঁ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ১৩৮৮; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়ত, অধ্যায় ২, হাদীস ১০০৪)

٣. بَابُ الْوَقْفِ

৩. ওয়াকফ

١٠٥٦. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

১০৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমিনের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াক্ফ রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সদকা করতে পার। ইবনে উমর ﷺ বলেন, উমর ﷺ এ শর্তে তা সদকা (ওয়াকফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তিনি সদকা করে দেন এবং উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর

রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোনো দোষ নেই। অতঃপর আমি ইবনে সীরীন (রহ)-এর নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলি, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৭৩৭; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়ত, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৬৩৩)

٤. بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيْ فِيْهِ

৪. নিঃস্ব ব্যক্তির অসিয়ত পরিত্যাগ করা যায় যা সে অসিয়ত করবে

١٠٥٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفَى ﷺ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفَى ﷺ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْصَى فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوْ اُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

১০৫৭. তালহা ইবনে মুসাররিফ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কী অসিয়ত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াতে ফরয করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়তের নির্দেশ প্রদান করা হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাব মোতাবিক আমল করার জন্য অসীয়ত করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৪১; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৩৬)

١٠٥٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى اَوْصَى اِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلَى صَدْرِيْ اَوْ قَالَتْ حَجْرِيْ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِيْ حَجْرِيْ فَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى اَوْصَى اِلَيْهِ.

১০৫৮. আসওয়াদ ﷺ থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আলী ﷺ নবী ﷺ এর ওয়াসী ছিলেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানি তস্তুরি চাইলেন, অতঃপর আমার কোলে ঢলে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রতি কখন অসিয়ত করলেন?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৪১ ; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়াত, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৩৬)

١٠٥٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا هَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ دَعُوْنِيْ فَالَّذِيْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ وَاَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ.

১০৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! অতঃপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন বৃহস্পতিবারে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোনো জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিব। যাতে পরবর্তীতে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও।

এতে সাহাবীগণ পরস্পরে মতভেদ ব্যক্ত করেন। অথচ নবীর সম্মুখে মতভেদ আদৌ সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া ত্যাগ করছেন? তিনি বললেন, আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহ্বান করছ তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় রয়েছি তা উত্তম। অবশেষে তিনি ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত করেন। ১. মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর, ২. প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও তেমন দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসিয়তটি আমি ভুলে গেছি।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৬, হাদীস ৩০৫৯; মুসলিম, পর্ব ২৫ : অসীয়ত, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৩৭)

١٠٦٠. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْمُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لاِخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

১০৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যন্ত্রণা কঠিন হয়ে গেছে, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ রয়েছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা তার নিকট যাও, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিবেন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোনো বিভ্রান্তিতে না পড়। আবার কেউ বললেন অন্য কথা। বাক-বিতণ্ডা ও মতভেদ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও।

উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায় কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ও চেঁচামেচিই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৪৪৩২; মুসলিম, পর্ব ২৫; অসীয়ত, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৩৭)

ষড়বিংশ অধ্যায়

كِتَابُ النَّذْرِ – নযর বা মান্নত

١. بَابُ الْاَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

১. নযর পূর্ণ করার নির্দেশ

١٠٦١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.

১০৬১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার উপর আমার মান্নত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৭৬১ ; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নায্‌র : অধ্যায় ১. হাদীস ১৬৩৮)

٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَاَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

২. মান্নত মানা নিষিদ্ধ এবং ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না

١٠٦٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

১০৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, মানত কোনো জিনিসকে দূর করতে পারে না এ দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ৬, ৬৬০৮; মুসলিম, পূর্ব ২৬ : নায্‌র অধ্যায় ২, হাদীস ১৬৩৯)

١٠٦٣. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْتِى ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ اِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِىْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِىْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

১০৬৩. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মানত মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা তার তকদীরে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং মানতটি তাকদীরের মাঝেই ঢেলে দেয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কৃপণের নিকট হতে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা পূর্বে তাকে দেয়া হয়নি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ২৬ : হাদীস ১৬৬৯)

٣. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

৩. যে ব্যক্তি কাবা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার নযর মানলো

١٠٦٤. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

১০৬৪. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন : তার কী হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার এর কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ২৭, হাদীস ১৮৬৫ ; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নাযর, হাদীস ১৬৪২)

١٠٦٥. حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ﷺ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

১০৬৫. উকবা ইবনে আমির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল। আমাকে এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে ফাতাওয়া জানার নির্দেশ করলে আমি নবী ﷺ-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : পায়ে হেঁটেও চলুক, সওয়ারও হোক।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১৮৬৬ ; মুসলিম, পর্ব ২৬ : নাযর, হাদীস ১৬৪৪)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْاَيْمَانِ - কসম/শপথ

١. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالٰى

১. আল্লাহ্ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা নিষেধ

١٠٦٦. حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا.

১০৬৬. উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পিতা-পিতামহের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করিনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩, অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৬৪৭; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৪৬)

١٠٦٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّهُ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِيْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلاَ اِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَاِلاَّ فَلْيَصْمُتْ.

১০৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ-কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চঃস্বরে তাদের বললেন : জেনে রাখ! আল্লাহ তোমাদের নিজের পিতার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে খেতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম খায়, অন্যথায় সে যেন নীরব থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৬৪৭ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১ : ১৬৪৬)

٢. بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ

২. যে লাত, উযযার নামে কসম করে সে যেন 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে

١٠٦٨. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

১০৬৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে বলে যে, লাত ও উযযার কসম, সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব, তার সদকা দেয়া কর্তব্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫৩ ,হাদীস ৪৮৬০; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ২,হাদীস ১৬৪৭)

٣. بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنًا فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اَنْ يَاْتِيَ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهٖ

৩. এটা (বৈধ) যে কেউ কোনো কিছু করার কসম খেল এবং পরে অন্যটা করা ভালো দেখল তাহলে সে ভালোটা করবে এবং তার কসমের কাফফারা দিবে

١٠٦٩. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ اَرْسَلَنِيْ اَصْحَابِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ اِذْ هُمْ مَعَهُ فِيْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ اِنَّ اَصْحَابِيْ اَرْسَلُوْنِيْ اِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللهِ لَا اَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا اَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِيْنًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ اَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهٖ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ اِلٰى اَصْحَابِيْ فَاَخْبَرْتُهُمُ الَّذِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ اَلْبَثْ اِلَّا سُوَيْعَةً اِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِيْ اَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ فَاَجَبْتُهُ فَقَالَ اَجِبْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَدْعُوْكَ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ اَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِيْنَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ اِلٰى اَصْحَابِكَ فَقُلْ اِنَّ اللهَ اَوْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ فَارْكَبُوْهُنَّ فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنِّيْ وَاللهِ لَا اَدَعُكُمْ حَتّٰى يَنْطَلِقَ مَعِيْ بَعْضُكُمْ اِلٰى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَظُنُّوْا اَنِّيْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا لِيْ وَاللهِ اِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا اَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ مُوْسٰى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتّٰى اَتَوُا الَّذِيْنَ سَمِعُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْعَهُ اِيَّاهُمْ ثُمَّ اِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوْهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهٖ اَبُوْ مُوْسٰى.

১০৬৯. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য পশুবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কষ্টের যুদ্ধ অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে এজন্য প্রেরণ করেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য পশুবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য কোনো সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগান্বিত। কিন্তু কী কারণে তিনি রাগান্বিত তা বুঝলাম না। আর আমি নবী ﷺ-এর পশুবাহন না দেয়ার কারণে দুঃখভরা মন নিয়ে চলে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নবী ﷺ না আমার উপরই অসন্তুষ্ট হন। তাই আমি সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নবী ﷺ যা বলেছেন তা আমি তাদের জানাই। অল্পক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম যে, বিলাল ﷺ ডাকছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে ডাকছেন, আপনি উপস্থিত হোন। আমি যখন তার কাছে হাজির হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও এবং বল যে, আল্লাহতা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর।

আমি তখন সেগুলো নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলাম এবং বললাম যে, নবী ﷺ এগুলোর উপর তোমাদের আরোহণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে ছাড়া যতক্ষণ না তোমাদের কেউ আমার সঙ্গে তার কাছে যাবে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথোপকথন

শুনেছে। তোমরা এমন ধারণা যে, নবী ﷺ! যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে পরিচিত। তবুও আপনি যা চান, আমরা অবশ্য করব। অনন্তর আবূ মূসা ﷺ তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। তখন তারা সেরূপ কথাই বর্ণনা করলেন যেমন আবূ মূসা ﷺ বর্ণনা করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৮, হাদীস ৪৪১৫; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৬৪৯)

١٠٧٠. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوسٰى ﷺ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ مُوسٰى فَأُتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِيْ فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ إِنِّيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا أَحْمِلُكُمْ وَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّوْنَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيْتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَأَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

১০৭০. জাহদাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এ সময় মুরগির (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকা হলো। তখন সে বলল, আমি মুরগিকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবূ মূসা ﷺ বললেন, এসো, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশ'আরী ব্যক্তির পক্ষে নবী ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার নিকট তোমাদের দেয়ার মতো কোনো সাওয়ারীও নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গণীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে আদেশ দিলেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা দিলাম, বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের কল্যাণ হবে না। আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী না দেওয়ার। আপনি কি তা ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহর কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্‌শাআল্লাহ কোনো বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি কল্যাণকর মনে করি, তখন সেই কল্যাণকর কাজটি আমি করি এবং কাফফারা দিয়ে শপথ মুক্ত হই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৮: জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩১৩৩; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম অধ্যায় ৩, হাদীস ১৬৩৯)

١٠٧١. حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ.

১০৭১. আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোনো কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও; তবে কসমের কাফফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমটি অবলনে কর।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৬২২, মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৬৫২)

٤. بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ

৪. ইনশাআল্লাহ্ বলা

١٠٧٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ.

১০৭২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাউদ ﷺ-এর পুত্র সুলায়মান ﷺ একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশত স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। একথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, আপনি ইনশাআল্লাহ' বলুন, কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তার স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু তাদের কেউ কোনো সন্তান প্রসব করল না। শুধুমাত্র একজন স্ত্রী একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি সুলায়মান ﷺ ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর আশা পূর্ণ করতেন। আর সেটাই ছিল তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য খুবই উত্তম।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ অধ্যায় ১২০, হাদীস ৫২৪২ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৫৪)

١٠٧٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১০৭৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর নিকট গমন করব! প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তিনি মুখে তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভধারণ করলেন না। আর তিনিও এমন (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন যার এক অঙ্গ ছিল না। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি ইনশাআল্লাহ' মুখে বলতেন, তাহলে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করত। (বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ.) হাদীসসমূহ অধ্যায় ৪০, হাদীস ৩৪২৪ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৫৪)

٥. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِيْنِ فِيْمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

৫. হারামবিহীন কাজে কাউকে কসম করতে বাধ্য করা নিষেধ যার দ্বারা তার পরিবারের কষ্ট হয়

١٠٧٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِيْ أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِيْ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.

১০৭৪. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহর নিকট সে গুনাহগার হবে ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফফারা আদায় করে দেয় যা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৬২৫ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায়, ৬ হাদীস ১৬৫৫)

٦. بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيْهِ إِذَا أَسْلَمَ

৬. অমুসলিমের মান্নত ইসলাম গ্রহণের পর করণীয়

١٠٧٥. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِيْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا هَذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ.

১০৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাহিলী যুগে আমার ওপর একদিনের ই'তিকাফ (মানত) ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি' (রহ.) বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুনায়নের যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে দু'টি দাসী অর্জন করেন। তখন তিনি তাদেরকে মক্কায় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক মুক্ত করার আদেশ করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটতে লাগল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু'জনকে মুক্ত করে দাও।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩১৪৪; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৬৫৬)

٧. بَابُ التَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا

৭. ঐ ব্যক্তির (প্রতি) কঠোরতা যে তার দাসকে যিনার অপবাদ দেয়

١٠٧٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

১০৭৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল, অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে, কিয়ামত দিবসে তাকে কষাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না।)।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬৮৫৮ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৬৬০)

٨. بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوْكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

৮. দাসকে তা খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তা পরানো যা সে নিজে পরে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ না দেয়া

١٠٧٧. حَدِيْثُ الْمَعْرُوْرِ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهِ فَقَالَ لِىَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهِ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ.

১০৭৭. মা'রূর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবূ যর ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর ভৃত্যের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, আবূ যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো অন্ধকার যুগের স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে যেন তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে তাকেও যেন তা-ই পরিধান করায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক, যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ২২. হাদীস ৩০; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৬৬১)

١٠٧٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهٖ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِىَ عِلَاجَهُ.

১০৭৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাজির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। তাকে সাথে না বসালেও দু' এক লোকমা বা দু'এক গ্রাস তাকে দেয়া উচিত। কেননা, সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯, ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৫৫৭, মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫৭৮)

٩. بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَاَجْرِهٖ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ

৯. গোলামের সওয়াব যখন সে মনিবের কল্যাণে ব্রতী হয় এবং আল্লাহর ইবাদাত উত্তমরূপে করে

١٠٧٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٖ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

১০৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ক্রীতদাস যদি তার মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং তার প্রতিপালকের উত্তমরূপে ইবাদত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৫৪৮ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৬৬৪)

١٠٨٠. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ.

১০৮০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সৎ ক্রীতদাসের সাওয়াব হবে দ্বিগুণ। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহর পথে সংগ্রাম, হজ্জ এবং আমার মায়ের সেবার মতো উত্তম কাজ যদি না থাকত, তাহলে ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করাই আমি পছন্দ করতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৫৪৮; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৬৬৫)

١٠٨١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ.

১০৮১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কত ভাগ্যবান সে, যে উত্তমরূপে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং নিজ মনিবের হিতাকাংক্ষী হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৫৪৯)

١٠. بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

১০. যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামকে যে নিজ অংশ থেকে মুক্ত করে দেয়

١٠٨٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

১০৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি কোনো ক্রীতদাস থেকে নিজের অংশ মুক্ত করে আর ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার ওপর দায়িত্ব হবে ক্রীতদাসের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং ক্রীতদাসটি তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তার পক্ষ থেকে ততটুকুই মুক্ত হবে যতটুকু সে মুক্ত করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৫২২ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৫০১)

١٠٨٣. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

১০৮৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম থেকে অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব অধ্যায় ৫, হাদীস ২৪৯২ ; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৫০১)

١١. بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১১. মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা

١٠٨٤. حَدِيثُ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

১০৮৪. জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বীর বানালো। ঐ গোলাম ছাড়া তার আর কোনো মাল ছিল না। সংবাদটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌছল। তিনি বললেন : গোলামটিকে আমার নিকট থেকে কে ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইবনে নাহহাম ﷺ তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৪ :অঙ্গীকারের কাফফারা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৬৭১৬; মুসলিম, পর্ব ২৭ : কসম, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৯৯৭)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
كِتَابُ الْقَسَامَةِ - কাসামা

١. بَابُ الْقَسَامَةِ
১. আল-কাসামা (কসম বা শপথ)

١٠٨٥. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِىْ حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيٰى يَعْنِىْ لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ فِىْ أَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِىْ بِرِجْلِهَا.

১০৮৫. রাফি' ইবনে খাদীজ ﷺ ও সাহল ইবনে আবূ হাসমা ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইসাহ ইবনে মাসউদ ﷺ খাইবারে পৌঁছে উভয়েই খেজুরের বাগানের আলাদা আলাদা পথে চলে গেলেন। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ﷺ-কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর আবদুর রহমান ইবনে সাহল ও ইবনে মাসউদ ﷺ-এর দুই ছেলে হুওয়াইসা ﷺ ও মুহাইসা ﷺ নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং তাঁর কাছে নিহত ব্যক্তির কথা বলতে লাগলেন।

আব্দুর রহমান ﷺ কথা শুরু করলেন। তিনি ছোট ছিলেন, নবী ﷺ তাদের বললেন : তুমি বড়দের সম্মান করবে। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বলেন : কথা বলার দায়িত্ব যেন বড়রা পালন করে। তখন তারা তাদের লোক সম্পর্কে কথা বললেন। নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমাদের পঞ্চাশ জন লোক কসমের মাধ্যমে তোমাদের নিহত ভাইয়ের হত্যার হক প্রমাণ কর। তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! ওরা তো কাফির সম্প্রদায়। তারপর নবী ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদের নিহত ব্যক্তির ফিদিয়া দিয়ে দিলেন। সাহল ﷺ বললেন : আমি সেই উটগুলো থেকে একটি উট পেলাম। সেটি নিয়ে আমি যখন আস্তাবলে গেলাম তখন উটনীটি তার পা দিয়ে আমাকে লাথি মারলো। (সহীহ বুখারী, ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৬১৪২-৬১৪৩; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৬৯)

٢. بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ
২. ধর্মত্যাগী মুরতাদ ও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে আঘাত করে তাদের বিধান

١٠٨٦. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِىْ إِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلٰى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُدْرِكُوْا فَجِيءَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ حَتّٰى مَاتُوْا.

১০৮৬. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এর অভিযোগ উত্থাপন করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সঙ্গে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করবে না? তারা বলল, হ্যাঁ তারপর তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছল। তিনি তাদের ধরার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহ শলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেয়া হল। এরপর উত্তপ্ত রৌদ্রে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা মৃত্যুবরণ করল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ২২, হাদীস ৬৮৯৯ ; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ্ অধ্যায় ২, হাদীস ১৬৭১)

٣. بَابُ ثُبُوْتِ الْقِصَاصِ فِى الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْاَةِ

৩. পাথর বা কোনো ভারী জিনিস দ্বারা কেউ নিহত হলে কিসাস নেয়ার প্রমাণ এবং মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে পুরুষকে হত্যা করা

١٠٨٧. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ عَدَا يَهُوْدِيٌّ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَارِيَةٍ فَاَخَذَ اَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَاْسَهَا فَاَتٰى بِهَا اَهْلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ فِىْ اٰخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ اُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِىْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ اٰخَرَ غَيْرِ الَّذِىْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ اَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَاَشَارَتْ اَنْ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهٗ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

১০৮৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ইয়াহুদী একটি বালিকার উপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেয়। আর (পাথর দ্বারা) তার মস্তক চূর্ণ করে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে তার পরিবারের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিশ্চুপ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একজন নির্দোষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে সে হত্যা করেছে? অমুক? সে মাথার ইশারায় বলল : না। তিনি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তির নাম ধরে বললেন, তবে কি অমুক? সে ইশারায় জানাল, না। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বললেন : তবে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে কি? সে মাথা নেড়ে বলল : জি, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে উক্ত ব্যক্তির মাথা দু'পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করা হলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫২৯৫ ; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ্ অধ্যায় ৩, হাদীস ৮৫২)

٤. بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُوْلُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

৪. কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে গিয়ে আক্রমণকারী যদি মারা যায় অথবা তার অঙ্গহানী ঘটে তাহলে কোনো দায়-দায়িত্ব নেই

١٠٨٨. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ.

১০৮৮. ইমরান ইবনে হুসায়ন ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা উপস্থাপন করল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে যেমন উট কামড়ে থাকে? তোমার জন্য কোনো রক্তপণ নেই।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৬৮৯২; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৬৭৩)

١٠٨٩. حَدِيْثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيْكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.

১০৮৯. ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে জাইশল উসরাত অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে জিহাদ করেছিলাম। আমার ধারণায় এটাই ছিল আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আমল। আমার একজন মজদুর ছিল। সে একজন লোকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের একজন আরেক জনের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। (বের করার জন্য) সে আঙ্গুল টান দেয়। এতে তার (প্রতিপক্ষের) একটি সামনের দাঁত পড়ে যায়। তখন লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী ﷺ-এর নিকট গেল। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ তার দাঁতের ক্ষতি পূরণের দাবি বাতিল করে দিলেন এবং বললেন সে কি তোমার মুখে তার আঙ্গুল ছেড়ে রাখবে, আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবুতে থাকবে? বর্ণনাকারী [ইয়া'লা ﷺ] বলেন, আমার মনে পড়ে নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যেমন উট চিবায়।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৭ : ইজারা, অধ্যায় ৫, হাদীস ২২৬৫ ; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৬৭৪]

٥. بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

৫. দাঁত ও এ জাতীয় ক্ষতি যাতে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান

١٠٩٠. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللهِ لَا تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

১০৯০. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাঈ যিনি আনাস ﷺ এর ফুফু-এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবি করে। তারা নবী ﷺ-এর নিকট এলো, নবী ﷺ কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইবনে মালিকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ রুবাঈ- এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাব তো 'বদলা'র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধীপক্ষ রাযী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কসম সত্যে পরিণত করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাদীস ৪৬১১; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৯০৩)

٦. بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিমের রক্ত বৈধ

١٠٩١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالْفَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

১০৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোনো মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর স্বীয় দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ৬, হাদীস ৬৮৭৮ : মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৬৭৬)

٧. بَابُ بَيَانِ اِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
৭. হত্যার প্রথম প্রচলনকারীর পাপের বর্ণনা

١٠٩٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

১০৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের অংশ আদম (আ)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৩৩৫; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৬৭৭)

٨. بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّهَا اَوَّلُ مَا يُقْضٰى فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
৮. কিয়ামতের দিন রক্তের বিনিময়ে রক্ত দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সেদিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের বিষয়ে ফায়সালা করা হবে

١٠٩٣. حَدِيْثُ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ.

১০৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার ফয়সালা করা হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৬৫৩৩; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৬৭৮)

٩. بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

৯. মুসলিমদের রক্ত, সমভ্রম ও সম্পদ (বিনষ্ট করা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

١٠٩٤. حَدِيْثُ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ اِذَا ذَكَرَهُ يَقُوْلُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ.

১০৯৪. আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এরশাদ করেন সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর হয় বারো মাসে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস ক্রমান্বয়ে আসে– যেমন, যিলকদ, যুলহজ্জ ও মুহাররম এবং রজব মুদার বা জামাদিউল আখির ও শাবান মাসের মাঝে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোনো মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি এ মাসের অন্য কোনো নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যুলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তারপর তিনি চুপ থাকলেন।

আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি এ শহরের অন্য কোনো নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সাথে একত্রিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে পথভ্রষ্ট হয়ে পড় না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার দাওয়াত পৌঁছে দেবে। অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও তার মাধ্যমে খবর-পাওয়া ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মদ [ইবনে সীরীন (রহ.)] যখন এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন : মুহাম্মদ ﷺ সত্যই বলেছেন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা শোন, আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন। (বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৮, হাদীস ৪৪০৬; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৬৭৯)

١٠. بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ وَوُجُوْبِ الدِّيَةِ فِيْ قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيْ

১০. পেটের বাচ্চার রক্তপণ, অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য রক্তপণ প্রদানের অপরিহার্যতা ও শিবহে আমাদের (ইচ্ছাকৃতের মতো হত্যা) দিয়াত বা রক্তপণ অপরাধীর অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব

١٠٩٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

১০৯৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলার মধ্যে ফয়সালা করেন। তারা উভয়ে মারামারি করেছিল। তাদের একজন অন্যজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। পাথর গিয়ে তার পেটে লাগে। সে ছিল গর্ভবতী। ফলে তার পেটের বাচ্চাকে সে হত্যা করে। তারপর তারা নবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। তিনি রায় দেন যে, এর পেটের সন্তানের বদলে একটি পূর্ণ দাস অথবা দাসী দিতে হবে। জরিমানা আরোপকৃত মহিলার অভিভাবক বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এমন সন্তানের জন্য আমার উপর জরিমানা কেন হবে, যে পান করেনি, খাদ্য খায়নি, কথা বলেনি এবং কান্নাকাটিও করেনি। এ অবস্থায় জরিমানা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তখন নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : এ তো (দেখছি) গণকদের ভাই।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৫৭৫৮; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৬৮১)

١٠٩٦. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِيْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِهِ.

১০৯৬. উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি মহিলাদের গর্ভপাত সম্পর্কে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন মুগীরা ﷺ বললেন, নবী ﷺ এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফয়সালা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ﷺ সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এ ফয়সালা করতে দেখেছেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৬৯০৫-৬৯০৬; মুসলিম, পর্ব ২৮ : কাসামাহ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৬৮৩)

উনত্রিংশ অধ্যায়
كِتَابُ الْحُدُوْدِ - হুদূদ (নির্ধারিত শাস্তি)

١. بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
১. চুরির হদ ও তার পরিমাণ

١٠٩٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ.

১০৯৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন সিকি দীনার চুরি করায় হাত কর্তন করা হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৬৭৯০, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৬৮৪)

١٠٩٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

১০৯৮. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ তিন দিরহাম মূল্যমানের ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কর্তন করেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৬৭৯৮, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৬৮৬)

١٠٩٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

১০৯৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, চোরের উপর আল্লাহর অভিস্পাত পতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য হাত কাটা যায় এবং সে একটি রশি চুরি করে। এর জন্য তার হাত কাটা যায়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৭, হাদীস ৬৭৮৩, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৮৭)

٢. بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيْفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ
২. সম্ভ্রান্ত বা যে কোনো বংশের চোরের হাত কাটা এবং হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করার নিষিদ্ধতা

١١٠٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

১১০০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। মাখযূম গোত্রের এক চোরের ঘটনা কুরাইশের গণমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা কথোপকথন করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তম ওসামা ইবনে যায়িদ ﷺ এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। নবী ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘণকারীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত,

তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭৫, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ২, হাদীস ১৬৮৮)

٣. بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَى

৩. বিবাহিত যিনাকারকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা

١١٠١. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَالرَّجْمُ فِيْ كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاِعْتِرَافُ.

১১০১. 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত, পাঠ করেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহর রাসূল ﷺ পাথর মেরে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোনো লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাই না। ফলে তারা এমন একটি ফরয ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত, যে বিবাহিত হবার পর যিনায় লিপ্ত হয়, সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে।

নোট : খারেজী এবং কিছু মু'তাযিলা সম্প্রদায় কোরআনে উল্লেখিত রজমের আয়াতকে অস্বীকার করে, যার তেলাওয়াত মানসুখ হলেও হুকুম অবশিষ্ট আছে। আয়াতটি হল-اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَ زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ- অথচ আয়াতটি কোরআনের অংশ এবং হুকুমটি অবশিষ্ট আছে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

১. আব্দুর রাজ্জাক ও ইমাম ত্ববারী ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন:
   উমর ﷺ বলেন - سَيَجِيْءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ
২. সুনানে নাসায়ীতে ও ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে উতবার সূত্রে করেন: উমর ﷺ এর হাদীস :

   وَأَنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الرَّجْمِ وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدَ أَلَا قَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ
৩. মুয়াত্তা মালেক সা'য়ীদ বিন মুসায়্যিব এর সূত্রে উমর ﷺ হতে বর্ণিত হাদীস :

   إِيَّاكُمْ أَنْ تُهْلِكُوْا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ لَا أَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَدْ رُجِمَ
৪. সহীহ বুখারীতে ৬৮১৯ নং হাদীসে ইয়াহুদী পুরুষ ও একজন মহিলার রজমের ঘটনা। মায়েয বিন মালিকের রজমের ঘটনা, হাদীস-৬৮১৪, ৬৮২৪।

বিবাহিত এবং অবিবাহিত পুরুষ-মহিলার যেনার হুকুম :

* যিনাকার পুরুষ-মহিলা যদি বিবাহিত হয় তবে তাদের হুকুম হল শুধু রজম।
* পক্ষান্তরে যেনাকার পুরুষ-মহিলা যদি অবিবাহিত হয় তবে তাদের হুকুম হল একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর নির্বাসন। (ফাতহুল বারী)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬৮৩০, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৬৯১)

٤. بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى

৪. যিনাকারীর স্বীকারোক্তি

١١٠٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ وَجَابِرٍ ﷺ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

১১০২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করলো। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার পুনরাবৃত্তি করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামীর দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম কর। জাবের ﷺ বলেন, আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন। আমরা তাকে জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হারবা নামক স্থানে তাকে ধরে ফেললাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২২, হাদীস ৬৮১৫-৬৮১৬, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৯১)

١١٠٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا فِيْ أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

১১০৩. আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে ছিল তার চেয়ে অত্যাধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রাসূল! নবী ﷺ তাকে বললেন : বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির পরিবারে মজুর ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার থেকে আপোস করে নেই।

তারপর ক'জন আলিমকে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের ওপর একশ' কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম। তখন নবী ﷺ

বললেন : ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে মীমাংসা করব। একশ (ছাগল) আর গোলাম তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলের ওপর একশ' কষাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি খুব প্রভাতে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে। অতঃপর যখন সে স্বীকার করল তখন তাকে রজম করল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬৮৫৯, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৬৯৭, ১৬৯৮)

٥. بَابُ رَجْمِ الْيَهُوْدِ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنٰى

৫. ইয়াহূদী বা জিম্মিকে যিনার অপরাধে রজম করার বিধান

١١٠٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

১১০৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। ইয়াহূদীরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কী বিধান রয়েছে? তারা বলল, আমরা এদেরকে অপমানিত করব এবং তাদের বেত্রাঘাত করা হবে। 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বের করল এবং পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কীয় আয়াতের উপর হাত রেখে তার আগের ও পরের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করল। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ বললেন, তোমার হাত সরিয়ে ফেল। সে হাত সরিয়ে ফেলল। তখন দেখা গেল পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আয়াত আছে। তখন ইয়াহূদীরা বলল, হে মুহাম্মদ! তিনি সত্যই বলছেন। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আয়াতই আছে। তখন নবী ﷺ পাথর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঐ পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৩৬৩৫, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৬৯৯)

١١٠٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى ﷺ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفٰى هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِيْ.

১১০৫. শায়বানী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২১, হাদীস ৬৮১৩, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৭০২)

١١٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

১১০৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি বাঁদী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। তারপর যদি আবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাকে বিক্রি করে দিবে; যদিও পশমের রশির ন্যায় সামান্য বস্তুর বিনিময়েও হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ২১৫২, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৭০৩)

١١٠٧. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ.

১১০৭. আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে তাহলে তার হুকুম কি? তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর যদি ব্যভিচার করে তবে তাকে রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ২১৫৩-২১৫৪, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায়ের প্রথমে, হাদীস ১৭০৪)

٦. بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
৬. মদখোরের শাস্তি

١١٠٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ.

১১০৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন। আবু বকর ﷺ চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৭৭৬, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭০৬)

١١٠٩. حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ فِىْ نَفْسِىْ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

১১০৯. 'আলী ইবনে আবূ তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোনো অপরাধের শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মৃত্যুবরণ করে তবে কোনো দুঃখ আসে না। কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত। সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য দিয়ত দিয়ে থাকি। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাস্তির ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৭৭৮, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭০৭)

٧. بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيْرِ
৭. সতর্ক করে দেয়ার জন্য বেত্রাঘাতের পরিমাণ

١١١٠. حَدِيْثُ أَبِىْ بُرْدَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

১১১০. আবূ বুরদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোনো হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কষাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৮৪৮, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৭০৮)

٨. بَابُ الْحُدُوْدُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

৮. হদ কায়েম করাই হচ্ছে অপরাধীর জন্য কাফফারা

١١١١. حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِكَ.

১১১১. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল 'আকাবার একজন নকীব উবাদা ইবনে সামিত ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে একজন সাহাবী সম্মুখে তিনি বলেন : তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হলো এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেল, তবে তা হবে তার জন্য কাফফারা। আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তায়ালা তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তবে তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : অধ্যায় ১১, হাদীস ১৮, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৭০৯)

٩. بَابُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

৯. প্রাণীর আঘাতে, খনিজ সম্পদ উদ্ধার ও কূপ খননে মারা গেলে রক্তপণ নেই

١١١٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

১১১২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা ওয়াজিব। (যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও কেউ পশু দ্বারা নিহত হলে পশুর মালিক দণ্ডিত হবে না। কূপ বা খনি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ১৪৯৯, মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৭১০)

ত্রিংশ অধ্যায়

كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ – বিচার-ফয়সালা

١. بَابُ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

১. শপথ করার দায়িত্ব বিবাদীর

١١١٣. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِىْ بَيْتٍ أَوْ فِى الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى فِىْ كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرٰى فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوْهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوْا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ فَذَكَّرُوْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

১১১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বের হয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিরুদ্ধে সুই বিদ্ধ করার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইবনে 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বললেন, নবী ﷺ বললেন, যদি শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবি পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শপথ বিবাদীকে করতে হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৫৫২, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ১, হাদীস ১৭১১)

٢. بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

২. বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা

١١١٤. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِىَ لَهُ بِذٰلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا.

১১১৪. নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ দিন তিনি তাঁর ঘরের দরজার নিকটে তর্ক-বিতর্কের শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট আসলেন। [তাঁর কাছে বিচার চাওয়া হল] রাসূল ﷺ বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোনো সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় প্রদান করি। আর যদি আমি ভুলবশত অন্য কোনো মুসলিমের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুন্ঠন, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৪৫৮, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৭১৩)

٣. بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
৩. হিন্দার ফয়সালা

١١١٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِي اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

১১১৫. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিন্‌তে উত্‌বা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমাকে ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভরণ পোষণের খরচ দেন না আমি তার অজান্তে তার মাল থেকে কিছু সরিয়ে নেই। তখন তিনি ﷺ বললেন : তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৯ : ভরণ-পোষণ, অধ্যায় ৯, হাদীস ৫৩৬৪, ২২১১, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৭১৪)

١١١٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنْ اَهْلِ خِبَاءٍ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ قَالَتْ وَاَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَا اُرَاهُ اِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ.

১১১৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, উতবা-এর মেয়ে হিন্দ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমার মনের অবস্থা দুনিয়ার বুকে কোনো পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার কাছে আপনার পরিবারকে অপমানিত দেখার চেয়ে অধিক কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এরূপ দাড়িয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোনো পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে সম্মানিত দেখার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু হবে? তিনি বললেন, না যদি তা যথাযথ ব্যয় করা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৮২৫, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৭১৪)

٤. بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الْاِمْتِنَاعُ مِنْ اَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ اَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ
৪. বিনা প্রয়োজন অধিক প্রশ্ন করা, গরীব ও অন্যান্যদের অধিকার আদায় না করা এবং হকদার না হয়ে কোনো কিছু চাওয়া

١١١٧. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَاْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ.

১১১৭. মুগীরা ইবনে শু'বা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাধীস্থ করা, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ আর অপছন্দ অনর্থক বাক্য ব্যয় করা, অধিক প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৩ : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, অধ্যায় ১৯, হা : ২৪০৮, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৯৩)

٥. بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৫. বিচারকের সঠিক ফয়সালার জন্য পুরস্কার

١١١٨. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

১১১৮. 'আমর ইবনে 'আস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, কোনো বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোনো বিচারক ইজতিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ২১, হাদীস ৭৩৫২, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৭১৬)

٦. بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

৬. রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা অপছন্দনীয়

١١١٩. حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

১১১৯. আবূ বকরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রকে পত্র প্রেরণ করলেন সে সময় তিনি সিজিস্থানে অবস্থান করছিলেন যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় বিবাদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করবে না। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে ফয়সালা করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৭১৫৮, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৭১৭)

٧. بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

৭. বাতিল রায় নব-আবিষ্কৃত বিষয়াবলি প্রত্যাখ্যান

١١٢٠. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

১১২০. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীয়তে নেই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৬৯৭, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭১৮)

٨. بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

৮. মুজতাহিদগণের মতভেদ প্রসঙ্গে

١١٢١. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

১১২১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সাথে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে

গেল। সাথে থাকা একজন মহিলা বলল, "তোমার ছেলেটিই বাঘ নিয়ে গেছে।" অন্য মহিলাটি বলল, "না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।" অতঃপর উভয় মহিলাই দাউদ ﷺ-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় প্রদান করলেন। অতঃপর তারা উভয়ে বেরিয়ে দাউদ ﷺ-এর পুত্র সুলায়মান ﷺ-এর নিকট দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা দু'জনে তাঁকে ব্যাপারটি জানালেন। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমার নিকট একখানা ছোরা নিয়ে আস। আমি ছেলেটিকে দু' টুকরো করে তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেই। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠল, তা করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। তখন তিনি ছেলেটি সম্পর্কে অল্প বয়স্কা মহিলাটির অনুকূলে রায় দিলেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪০, হাদীস ৩৪২৭, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৭২০)

٩. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

৯. দু'দলের ঝগড়া বিচারক কর্তৃক মীমাংসা করা মুস্তাহাব

١١١٢. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اشْتَرٰى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرٰى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِىْ لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا إِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِىْ غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا.

১১১২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরিদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু রয়েছে সবই বিক্রি করে দিয়েছি। অতঃপর তারা উভয়ই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অন্য লোকটি বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে খরচ কর এবং বাকি অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। (বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭২, মুসলিম, পর্ব ৩০ : বিচার-ফয়সালা, হাদীস ১৭২১)

৩১তম অধ্যায়

كِتَابُ اللُّقَطَةِ - কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু

১১২৩ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

১১২৩. যায়দ ইবনে খালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি বললেন, থলেটি এবং তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখ। তারপর এক বছর পর্যন্ত তা ঘোষণা করতে থাক। যদি তার মালিক এর মধ্যে এসে যায় তো ভালো। তা না হলে সে ব্যাপারে তুমি যা ভালো মনে কর তা তুমি করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো বকরি কী করব? তিনি বললেন, সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো উট হলে কী করব? তিনি বললেন, তাতে তোমার প্রয়োজন কী? তার সঙ্গে তার মশক ও খুর রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হবে এবং গাছপালা খাবে, এক পর্যায়ে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৩৭২, মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু অধ্যায়ের প্রথমে, হাদীস ১৭২২)

১১২৪ حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا.

১১২৪. উবাই ইবনে কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে আমি একটি থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে একশ' দীনার ছিল। আমি এটা নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা দিতে থাক। কাজেই আমি এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আরো এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি আবার তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। রাসূল ﷺ আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরোও এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থবার তাঁর কাছে উপনীত হলাম। রাসূল ﷺ বললেন, থলের ভিতরের দীনারের সংখ্যা, বাঁধন এবং থলেটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে তা ব্যবহার করতে থাক।

(বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৪৩৭, মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, হাদীস ১৭২৩)

١. بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

১. চতুষ্পদ জন্তুর দুধ মালিকের বিনা অনুমতিতে দোহন করা

١١٢٥. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

১১২৫. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অনুমতি ছাড়া কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে যে, তার (তোশাখানায়) ভাণ্ডারে কোনো ব্যক্তি এসে ভাণ্ডার ভেঙ্গে ভাণ্ডারের শস্য নিয়ে যায়? তাদের পশুগুলোর স্তনে তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে। কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ দোহন করবে না।

(বুখারী, পর্ব ৪৫ : পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেয়া, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৪৩৫, মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, হাদীস ১৫০৬)

٢. بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

২. মেহমানদারী ও এতদসংক্রান্ত প্রসঙ্গে

١١٢٦. حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

১১২৬. আবূ শুরায়হ 'আদাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'কান (সে কথা) শ্রবণ করছিল ও আমার দু'চোখ (তাঁকে) অবলোকন করছিল। তিনি বলছিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যের ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করা হলো : মেহমানের প্রাপ্য কী, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন : একদিন একরাত ভালোরূপে মেহমানদারী করা, আর তিন দিন হলে (সাধারণ) মেহমানদারী, আর তার চেয়েও অধিক হলে তা হলো তার প্রতি অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬০১৯, মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৮)

١١٢٧. حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

১১২৭. আবূ শুরায়হ কা'বী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহমানদারী তিনদিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সদকা'। মেযবানকে কষ্ট দিয়ে তার কাছে মেহমানের অবস্থান হালাল নয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ৬১৩৫, মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৮)

١١٢٨. حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَا فَمَا تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ.

১১২৮. 'উকবা ইবনে 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-কে বললাম, আপনি যখন আমাদের কোনো অভিযানে প্রেরণ করেন, আর আমরা এমন সম্প্রদায়ে কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোনো সম্প্রদায়ে কাছে গমন কর এবং তোমাদের জন্য যদি উপযুক্ত মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে মেহমানের হক আদায় করে নিবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৪৬১, মুসলিম, পর্ব ৩১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭২৭)

৩২তম অধ্যায়

كِتَابُ الْجِهَادِ - জিহাদ

١. بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِيْنَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

১. কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তাদেরকে আক্রমণের সংবাদ না দিয়ে আক্রমণ করা জায়িয

١١٢٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِيْ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ.

১১২৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল। তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদের হত্যা এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি জুওয়ায়রিয়া (উম্মুল মু'মিনীনের)-কে লাভ করেন। [নাফি' (রহ) বলেন] 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ আমাকে এ প্রসঙ্গে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি নিজেও সে সেনাদলে উপস্থিত ছিলেন। (বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৫৪১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭৩০)

٢. بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيْرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيْرِ

২. সহজ আচরণের নির্দেশ ও অনীহা সৃষ্টি নিষিদ্ধ

١١٣٠. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ وَمُعَاذٍ ﷺ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوْسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا.

১১৩০. আবূ বুরদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার দাদা আবূ মূসা ও মু'আয ﷺ-কে নবী ﷺ (শাসক হিসেবে) ইয়ামানে প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি বললেন, তোমরা লোকজনের সাথে সহজ আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা আগ্রহ সৃষ্টি করবে না এবং একে অপরকে অনুসরণ করে চলবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬১, হা : ৪৩৪৪-৪৩৪৫, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৭৩৩)

١١٣١. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

১১৩১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা থেকে দূরে থাকবে মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১১, হাদীস ৬৯, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৭৩৪)

٣. بَابُ تَحْرِيْمِ الْغَدْرِ

৩. বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম

١١٣٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

১১৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামাত দিবসে একটা পতাকা স্থাপন করা হবে। আর বলা হবে যে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯৯, হাদীস ৬১৭৮, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৭৩৫)

١١٣٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

১১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ওয়া'দা ভঙ্গকারীর জন্যে শেষ বিচারের দিন একটি পতাকা হবে এবং তা দিয়ে তার পরিচয় তুলে ধরা হবে। (বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযয়া কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ২২, হাদীস ৩১৮৬-৩১৮৭, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৭৩৬)

٤. بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

৪. যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেয়া জায়েয

١١٣٤. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

১১৩৪. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল মাত্র।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাদীস ৩০৩০, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৭৩৯)

. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبَ خُدْعَةً.

১১৩৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাদীস ৩০২৯, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৭৪০)

٥. بَابُ كَرَاهَةِ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৫. শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছে করা অপছন্দনীয় এবং মোকাবেলার সময় ধৈর্যের নির্দেশ

١١٣٦. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا.

১১৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছে পোষণ করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্য ধারণ করবে। (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৬, হাদীস ৩০২৬, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭৪১)

١١٣٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا

أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

১১৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ 'আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হওয়ার সময় 'উমর ইবনে 'উবায়দুল্লাহকে একটি পত্র লিখেন। (তাতে লেখা ছিল যে) শত্রুর সাথে কোনো এক মুখোমুখি যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে হেফাজতের জন্য দু'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, 'জান্নাত তরবারির ছায়ায় অবস্থিত।' অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'আ করলেন, কুরআন নাযিলকারী, মেঘমালা চালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাভূতকারী 'হে আল্লাহ! আপনি কাফিরদেরকে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৬, হাদীস ৩০২৪-৩০২৫, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭৪২)

٦. بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

৬. যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম

١١٣٨. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

১১৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এক যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ নারী ও শিশুদের হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪৭, হাদীস ৩০১৪, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৭৪৪)

٧. بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

৭. রাতে আক্রমণে অনিচ্ছায় নারী ও শিশুদের হত্যা জায়েয

١١٣٩. حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﷺ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ.

১১৩৯. সা'ব ইবনে জাসসামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে সকল মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী হবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪৬, হাদীস ৩০১৩, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৭৪৫)

٨. بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

৮. কাফিরদের বৃক্ষ কর্তন ও জ্বালিয়ে দেয়া জায়েয

١١٤٠. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَنَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ.

১১৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুওয়াইরাই নামক স্থানে বনু নযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় : "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কাণ্ডের উপর ঠিক রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে"।
(সূরা হাশর ৫৯/৫) (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৪০৩১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৭৪৬)

٩. بَابُ تَحْلِيْلِ الْغَنَائِمِ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

৯. বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য গনীমতের মাল হালাল

١١٤١. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرٰى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَا مَأْمُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا.

১১৪১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কোনো একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরি করেছে কিন্তু তার ছাদ দেয়নি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় রয়েছে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং 'আসরের সালাতের সময় অথবা এর নিকটতম সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হলো। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। অতঃপর তিনি গনীমত একত্র করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এলো কিন্তু আগুন তা জ্বালিয়ে দিল না। নবী ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনীমতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার নিকট বাইআত গ্রহণ করে। সে সময় একজনের হাত নবী ﷺ-এর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। অতএব তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার নিকট বাইআত গ্রহণ করে। এ সময় দু' ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। পরিশেষে তারা একটি গাভীর মস্তক পরিমাণ স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। অতঃপর আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য বৈধ করে দিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৮, হাদীস ৩১২৪, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৭৪৭)

١٠. بَابُ الْأَنْفَالِ
১০. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

١١٤٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا.

১১৪২. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ নজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করলেন, যাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি অথবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কার হিসেবে আরো একটি করে উট প্রদান করা হয়। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩১৩৪, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৭৪৯)

١١٤٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

১১৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রেরিত কোনো কোনো সেনা দলে কোনো কোনো ব্যক্তিকে সাধারণ সৈন্যদের প্রাপ্য অংশের চেয়ে অতিরিক্ত দান করতেন।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩১৩৫, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৭৫০)

١١. بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيْلِ
১১. যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির মালামালের বেশি হকদার হত্যাকারী

١١٤٤. حَدِيْثُ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ حَتّٰى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتّٰى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِىْ فَأَرْضِهِ عَنِّىْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ﷺ لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلٰى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِى الْإِسْلَامِ.

১১৪৪. আবূ ক্বাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলিমের উপর চেপে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা ঘাড়ের রগে আঘাত করলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে

এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করলাম। মৃত্যু তাকেই গ্রহণ করল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। অতঃপর আমি 'উমর رضي الله عنه-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কী হয়েছে? 'উমর رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর হুকুম।

অতঃপর লোকজন ফিরে এলো এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর যথার্থ সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ তৃতীয়বার ঐরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হে আবূ ক্বাতাদা! তোমার কী হয়েছে?

আমি তখন পুরো ঘটনা উপস্থাপন করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ ক্বাতাদা رضي الله عنه সঠিক বলেছে। সে ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার কাছে আছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه বললেন, কখনো না, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে কোনো সিংহ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নবী ﷺ বললেন, আবু বকর رضي الله عنه ঠিকই বলেছে। ফলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তা আমাকে প্রদান করেন। আমি তা থেকে একটি বর্ম বিক্রি করে বনু সালামায় একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি অর্জন করেছিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩১৪২; মুসলিম, পর্ব ৩২ :জিহাদ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৭৫১)

١١٤٥. حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ فَاِذَا اَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِىْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَا ابْنَ اَخِىْ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَئِنْ رَاَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِىْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِى الْاٰخَرُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَهَا فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِىْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِى النَّاسِ قُلْتُ اَلَا اِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِىْ سَاَلْتُمَانِىْ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ.

১১৪৫. 'আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মধ্যে আছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের চেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ চিনি। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার প্রয়োজন কী? সে বলল, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গাল-মন্দ করে। সে মহান

সত্তার শপথ! যাঁর হতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় আশ্চার্যান্বিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে ঐ একই রকম বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবূ জাহেলকে দেখলাম, সে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে।

তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে অবগত করল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারি তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ। অবশ্য তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইবনে 'আমর ইবনে জামূহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয ইবনে 'আফরা ও মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩১৪১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৭৫২)

١٢. بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

১২. ফায়ের বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ মালের বিধান

١١٤٦. حَدِيْثُ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ.

১১৪৬. 'উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ নযীরের ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলিমগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ সম্পদ থেকে নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং বাকি সম্পদ আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৮০, হাদীস ২৯০৪, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১৭৫৭)

١١٤٧. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيْلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوْا أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ

نَفْسَهُ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ - وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ - اِلٰى قَوْلِهِ قَدِيْرٌ - فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَاْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَقَسَمَهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَعَمِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيْهِ كَمَا تَقُوْلَانِ وَاللهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ فِيْهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِيْ اَعْمَلُ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ فِيْهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ فَجِئْتَنِيْ يَعْنِيْ عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِيْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا قُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيْهِ مُنْذُ وَلِيْتُ وَاِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِيْ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ اِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لَا اَقْضِيْ فِيْهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا اِلَيَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهُ.

১১৪৭. মালিক ইবনে আ'ওস ইবনে হাদাসান নাসিরী (রহ) বর্ণনা করেন যে, (একদা) 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ তাকে ডাকলেন। এ সময় তার দ্বার প্রহরী ইয়ারফা এসে বলল, 'উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র এবং সা'দ رضي الله عنهم আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, 'আব্বাস এবং 'আলী رضي الله عنهما আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আব্বাস ﷺ বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (বিবাদের) ফয়লাসা করে দিন। বনূ নযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা দান করেছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, (এ দেখে আগত) দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি ফয়সালা করে তাদের এ বিবাদ থেকে মুক্তি দিন। তখন 'উমর ﷺ বললেন, তাড়াহুড়া করবে না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে আসমান ও যমীন অটল, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদকা হিসেবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিত সকলেই বললেন, হ্যাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন।

'উমর ﷺ 'আলী এবং আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে এ কথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি? তারা উভয়েই বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে আসল কথা খুলে বলছি। 'ফাই' এর কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "আল্লাহ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় প্রদান করেছেন, তার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্র চালিয়ে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছে তার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (সূরাহ আন'আম ৬/৫৯)

অতএব এ 'ফাই' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য এ সম্পদকে সংরক্ষিতও রাখেননি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি; বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে সুষ্ঠ বণ্টন করে দিয়েছেন। শেষে এ সম্পদ উদ্বৃত্ত আছে। এ সম্পদ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খরচ প্রদান করেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপই করেছেন। নবী ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর ﷺ বলেছেন, এখন থেকে আমিই হলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওলী। এরপর আবু বকর ﷺ তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনিও সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন।

তিনি 'আলী ও আব্বাসের উদ্দেশ্যে বললেন, আজ আপনারা যা বলছেন এ বিষয়ে আপনারা আবূ বকরের সঙ্গেও এ ধরনেরই আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহর কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবু বকর ইন্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকরের ওলী। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফতের দুই বছরকাল আমার হেফাযতে রাখি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সত্ত্বেও পুনরায় আপনারা দু'জনই আমার কাছে আগমন করেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অর্পণ করব।

শর্তটি হচ্ছে আপনারা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি যেভাবে করেছি। অন্যথায় এ বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের কাছে অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন আপনারা আমার নিকট অন্য কোন মীমাংসা কামনা করেন কি? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান যমীন স্থির আছে কিয়ামত পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোনো ফয়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর দায়-দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৪০৩৩, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৭৫৭)

١٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

১৩. নবী ﷺ-এর বাণী তোমাদেরকে সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা ছেড়ে যাই তা হচ্ছে সদকা

١١٤٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ يَسْاَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

১১৪৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সদকা স্বরূপ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৫ : ফারায়িয, অধ্যায় ৩, হাদীস ৬৭৩০, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৭৫৭)

١١٤٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنِّيْ وَاللهِ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَدْفَعَ اِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ فِيْ ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا اَبَا بَكْرٍ وَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ اَبِيْ بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْاَشْهُرَ فَاَرْسَلَ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ اَنِ ائْتِنَا وَلَا يَاْتِنَا اَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ اَنْ يَفْعَلُوْا بِيْ وَاللهِ لَاٰتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا اَعْطَاكَ اللهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ اِلَيْكَ وَلٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْاَمْرِ وَكُنَّا نَرٰى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَصِيْبًا حَتّٰى فَاضَتْ عَيْنَا اَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ وَاَمَّا الَّذِيْ شَجَرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَمْوَالِ فَلَمْ اٰلُ فِيْهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ اَتْرُكْ اَمْرًا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهَا اِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَاْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِيْ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ اَبِيْ بَكْرٍ وَحَدَّثَ اَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِيْ صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ وَلَا اِنْكَارًا لِلَّذِيْ فَضَّلَهُ اللهُ بِهٖ وَلٰكِنَّا نَرٰى لَنَا فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ نَصِيْبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِيْ اَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ وَقَالُوْا اَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى عَلِيٍّ قَرِيْبًا حِيْنَ رَاجَعَ الْاَمْرَ الْمَعْرُوْفَ

১১৪৯. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا আবু বকর ﷺ এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মদীনা ও ফাদকে অবস্থিত ফাই (বিনা

যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খাইবারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবূ বকর ﵁ উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোনো ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ চালাতে পারবেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না।

এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। এ কথা বলে আবূ বকর ﵁ ফাতিমা ﵂-কে এ সম্পদ থেকে কিছু দিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করলেন। এতে ফাতিমা ﵂ (মানবীয় কারণে) আবূ বকর ﵁ এর উপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর থেকে সম্পর্কহীন থাকলেন। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি আবূ বকর ﵁-এর সঙ্গে কথা বলেননি। নবী ﷺ-এর পরে তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী 'আলী ﵁ রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। আবু বকর ﵁-কেও এ খবর দেননি; এবং তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেননি। ফাতিমা ﵂-এর জীবিত অবস্থায় লোকজনের মনে আলী ﵁-এর মর্যাদা ছিল।

ফাতিমা ﵂ ইন্তিকাল করলে 'আলী ﵁ লোকজনের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবূ বকর ﵁-এর সঙ্গে সমঝোতা ও তাঁর কাছে বাইআতের ইচ্ছে করলেন। এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বাই'আত গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তাই তিনি আবূ বকর ﵁-এর নিকট লোক প্রেরণ করে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। (এটা জানতে পেরে) 'উমর ﵁ বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবূ বকর ﵁ বললেন, তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে বলে তোমরা আশঙ্কা করছ? আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের নিকট যাব। তারপর আবূ বকর ﵁ তাঁদের কাছে গেলেন। আলী ﵁ তাশাহহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

আর যে কল্যাণ (খিলাফাত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার উপর হিংসা পোষণ করি না। তবে খেলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খেলাফতের কাজে আমাদেরও কিছু পরামর্শ দান করার অধিকার রয়েছে। এ কথায় আবু বক্‌র ﵁-এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল। এরপর তিনি যখন আলোচনা শুরু করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয়ের চেয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়বর্গ অধিক প্রিয়।

আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে পিছপা হইনি; বরং এ ক্ষেত্রে আমি কোনো কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে করতে দেখেছি। এরপর আলী ﵁ আবূ বকর ﵁-কে বললেন : জুহরের পর আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণের ওয়া'দা রইল। জুহরের সালাত আদায়ের পর আবূ বকর ﵁ মিম্বরে বসে তাশাহুদ পাঠ করলেন, এরপর 'আলী ﵁-এর বর্তমান অবস্থা এবং বাই'আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন।

এরপর 'আলী ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহহুদ পাঠ করলেন এবং আবূ বকর ﷺ-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি যা কিছু করেছেন তা আবূ বকর ﷺ-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দানের অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবূ বকর ﷺ] আমাদের পরামর্শ ব্যতীত স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছিলাম। মুসলিমগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী ﷺ আমর বিল মারূফ-এর পথে ফিরে আসার কারণে মুসলিমগণ আবার তাঁর নিকটবর্তী হতে লাগলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৪২৪০-৪২৪১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৭৫৮)

١١٥٠. حَدِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

১১৫০. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ-এর নিকট আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁর মিরাস বণ্টনের দাবি করেন। যা আল্লাহর রাসূল ﷺ ফায় হিসেবে আল্লাহ আ'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। অতঃপর বকর ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হবে না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সদকা রূপে গণ্য হয়।' এতে আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমা ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা পরিত্যাগ করলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর ফাতিমা ﷺ ছয়মাস জীবিত ছিলেন। 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ-এর নিকট আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সদকাতে তাঁর অংশ দাবি করেছিলেন। আবূ বকর ﷺ তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোনো কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোনো কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মদীনার সদকাকে উমর ﷺ 'আলী ﷺ ও 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে আগের মতো রেখে দেন। 'উমর ﷺ-এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরি প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি

তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলিমদের শাসক খলিফা হবেন।' জুহরী (রহ) বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা আজ পর্যন্তও রকমই আছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১, হাদীস ৩০৯৩, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৭৫৯)

١١٥١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمَئُوْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

১১৫১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আমার উত্তরাধিকারীরা কোনো স্বর্ণ মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না; বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার স্ত্রীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৫ : ওয়াসিয়াত, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৭৭৬, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাদীস ১৭৬০)

١٤. بَابُ رَبْطِ الْاَسِيْرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

১৪. বন্দীকে বেঁধে রাখা, আটকে রাখা এবং অনুগ্রহ করা বৈধ

١١٥٢. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِىْ خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ اِنْ تَقْتُلْنِىْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتّٰى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ اِلَىَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ دِيْنِكَ فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَىَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلَادِ اِلَىَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِىْ وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرٰى فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ اَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا وَاللهِ لَا يَاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَاْذَنَ فِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ

১১৫২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। তারা সুমামা ইবনে উসাল নামক বনু হানীফার এক লোককে ধরে নিয়ে এলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী ﷺ তার কাছে গিয়ে বললেন, ওহে সুমামা! তোমাদের কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে তো ভালোই মনে হচ্ছে। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি অর্থ সম্পদ পেতে চান তাহলে যতটা ইচ্ছে দাবি করুন। নবী ﷺ তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল।

নবী ﷺ আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি তাকে সেই একই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে পরবর্তী দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার সুমামা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (তিনি বললেন) হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম! ইতোপূর্বে আমার কাছে যমীনের উপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কোনো চেহারা ছিল না।

কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আমার কাছে আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত অন্য কোনো দ্বীন ছিল না। এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সকল দ্বীনের চেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহর কসম! আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর অন্য কোনোটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সকল শহর চেয়ে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি 'উমরার উদ্দেশে-বেরিয়ে ছিলাম। এখন আপনি আমার প্রতি কি নির্দেশ জারি করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং 'উমরা আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কায় গমন করলেন তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, বেদ্বীন হয়ে গেছ? তিনি উত্তর দিলেন না; বরং আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইমামা থেকে গমের দানাও আসবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭০, হাদীস ৪৩৭২, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১৭৬৪)

١٥. بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُوْدِ مِنَ الْحِجَازِ

১৫. হিজাজ থেকে ইয়াহূদীদের বিতাড়ন

١١٥٣. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا إِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذٰلِكَ أُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

১১৫৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা মাসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন : তোমরা ইয়াহূদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম এবং বায়তুল-মিদরাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে উপনীত হলাম। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলিম হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়েছেন।

তিনি বললেন : এটাই আমার প্রত্যাশা। তারপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার তা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর বললেন : তোমরা জেনে রেখো যে, যমীন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৯ :: বল প্রয়োগের মাধ্যমে জোর করা, অধ্যায় ২, হাদীস ৬৯৪৪, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৭৬৫)

١١٥٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَاَجْلٰى بَنِى النَّضِيْرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَاَوْلَادَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَاَجْلٰى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ.

১১৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনু নযীর ও বনু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহূদী সম্প্রদায় (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নযীর গোত্রকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং বনু কুরাইযা গোত্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাদেরকে থাকতে দেন। কিন্তু পরে বনু কুরাইযা গোত্র (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ শুরু করলে কতক লোক যারা নবী ﷺ-এর দলভুক্ত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন তারা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষ লোককে হত্যা করা হয় এবং মহিলা সন্তান-সন্তুতি ও মালামাল মুসলিমদের মধ্যে ভাগ ভাটোয়ারা করে দেয়া হয়। নবী ﷺ মদীনার সব ইয়াহুদীকে দেশান্তর করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪: মাগাযী, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৪০২৮, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৭৬৬)

١٦. بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ اِنْزَالِ اَهْلِ الْحِصْنِ عَلٰى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ اَهْلٍ لِلْحُكْمِ

১৬. চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

١١٥٥. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّىْ اَحْكُمُ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَاَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

১১৫৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়যার ইয়াহুদীরা সা'দ ইবনে মাআয ﷺ-এর ফায়সালা মোতাবিক দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের কাছেই অবস্থান করছিলেন। তখন সা'দ ﷺ একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার প্রতি দণ্ডায়মান হও।' তিনি এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট বসলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'এরা তোমার ফয়সালায় সম্মত হয়েছে। সা'দ ﷺ বলেন, 'আমি এ রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে পারে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার মতো ফয়সালা করেছ।'

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৬৮, হাদীস ৩০৪৩, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২২, হাদীস ১৭৬৮)

١١٥٦. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اُخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

১১৫৬. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবনে ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার সেবা করার জন্য নবী ﷺ মসজিদে নববীতে একটি তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর মাথার ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি।

চলুন তাদের প্রতি। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায়? তিনি বনু কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু কুরাইযার মহল্লায় গেলেন। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে দূর্গ থেকে নিচে অবতরণ করল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই ফয়সালা প্রদান করছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ বণ্টন করা হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪১২২, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২২, হাদীস ১৭৬৯)

١١٥٧. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

১১৫৭. 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো অবগত আছেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে কোনো কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যদি এখনো কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ বাকি থেকে থাকে তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। যাতে আমি আপনার পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি।

আর যদি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষত হতে রক্ত প্রবাহিত করুন আর তাতেই আমার মৃত্যু দান করুন। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনি গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তারা বললেন, হে তাঁবু বাসীগণ! আপনাদের দিক থেকে এসব কী আমাদের দিকে আসছে? পরে তাঁরা জানলেন যে, সা'দ ﷺ-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ যখমের কারণেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪১২২, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২২, হাদীস ১৭৬৯)

١٧. بَابُ مَنْ لَزِمَهُ أَمْرٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ

১৭. দু'টির মধ্যে অধিক জরুরি বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া

١١٥٨. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

১১৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে আমাদেরকে বললেন : বনু কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার পূর্বে কেউ যেন 'আসর সালাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের পথেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া) নবী ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি। (বুখারী, পর্ব ১২ : খাওফ, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯৪৬, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, হাদীস ১৭৭০)

١٨. بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِيْنَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوْحِ

১৮. আনসারদের দেয়া বৃক্ষ ও ফলের উপহার মুহাজিরগণ কর্তৃক ফিরিয়ে দেয়া

١١٥٩. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُوْنَةَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

১১৫৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় মুহাজিরদের হাতে কোনো সহায় সম্পত্তি ছিল না। অন্যদিকে আনসারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনসারগণ এ শর্তে মুহাজিরদের সাথে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (মুহাজিররা)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদেরকে (আনসারদের) প্রদান করবেন আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়-দায়িত্ব নিবে। আনাসের মা উম্মু সুলাইম رضي الله عنها ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তালহার মা। আনাসের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (ফল ভোগ করার জন্য) কয়েকটি খেজুর বৃক্ষ

প্রদান করেছিলেন। আর নবী ﷺ সেগুলো তাঁর আযাদকৃত বাঁদী উসমান ইবনে যায়েদের মা উম্মু আয়মানকে দান করে দিয়েছিলেন।

ইবনে শিহাব (রহ) বলেন, আনাস ﷺ আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ খায়বারে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে মুহাজিরগণ আনসারদেরকে তাদের দানের সম্পত্তি ফেরত দিলেন; যেগুলো ফল ও ফসল ভোগ করার জন্য তারা মুহাজিরদের দান করেছিলেন। নবী ﷺ-ও তার (আনাসের) মাকে তার খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু আয়মানকে ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে নিজ বাগানের কিছু অংশ দান করলেন।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ২৬৩০, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, হাদীস ১৭৭১)

١١٦٠. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَاللهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ.

১১৬০. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী ﷺ-কে খেজুর গাছ হাদিয়া প্রদান করতেন। অতঃপর যখন তিনি বনু নাযীর এবং বনু কুরাইযার ওপর বিজয় দান করলেন তখন আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে নির্দেশ প্রদান করল, যেন আমি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ কিংবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট থেকে ফেরত গ্রহণের ব্যাপারে নিবেদন করি। আর নবী ﷺ ঐ গাছগুলো উম্মে আইমান رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে দান করেছিলেন।

উম্মে আইমান رَضِيَ اللهُ عَنْهَا আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এটা কখনো হতে পারে না। সেই আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি ঐ গাছগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। কিংবা (রাবী সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নবী ﷺ বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর বদলে আমার নিকট থেকে এত এত পাবে। কিন্তু উম্মে আইমান رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলছিলেন, আল্লাহর কসম! এটা কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী ﷺ তাকে দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস ﷺ বলেন, আমার মনে হয় নবী ﷺ বললেন, এর দশগুণ অথবা যেমন তিনি বলেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪১২০, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১৭৭১)

١٩. بَابُ أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

১৯. শত্রুদের ভূমি থেকে খাদ্য নেয়া

١١٦١. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

১১৬১. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবার দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোনো এক লোক একটি থলে ফেলে দিল; তাতে চর্বি ছিল। আমি তা নিতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ দেখি যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। এতে আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ২০, হাদীস ৩১৫৩, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৭৭২)

٢٠. بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

২০. ইসলামের দাওয়াত দিয়ে হিরাক্লিয়াসের নিকট নবী ﷺ-এর পত্র

١١٦٢. حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ أَيَتْبَعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا

ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُ مَا

تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّىْ أَعْلَمُ أَنِّىْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّىْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيْسِيِّيْنَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ إِلٰى قَوْلِهِ اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِىْ حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِىْ كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِى الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ.

১১৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান ﵁ আমাকে সামনাসামনি হাদীস শুনিয়েছেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদের আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদকালে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করা হলো। দাহইয়াতুল কালবী এ পত্রটা বসরার শাসককে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্লিয়াস বললেন, নবী দাবিদার ব্যক্তির গোত্রের কেউ এখানে আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্লিয়াসের নিকট উপস্থিত হলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসানো হলো। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে নবী দাবিদার ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় কে? আবূ সুফিয়ান বলেন, উত্তরে বললাম, আমিই।

তারা আমাকে তার সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নবী দাবিদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে (আবূ সুফিয়ানকে) কিছু জিজ্ঞেস করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যা বলা সম্পর্কে ধরবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের আশঙ্কা না থাকত তাহলে আমি মিথ্যা বলতামই। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞেস কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশ মর্যাদা কেমন? আবূ সুফিয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বর্তমানের কথাবার্তার পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর অনুসরণ করছে, না কি দুর্বলগণ? আমি বললাম, দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে। আমি বললাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণাবশত : কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করেছ কি? বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হলো : একবার তিনি বিজয় লাভ করেন, আর একবার আমরা বিজয় লাভ করি।

তিনি বললেন, তিনি কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কী করেন আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! এটি ব্যতীত অন্য কোনো কথা প্রবেশ করে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বললেন, তাঁর পূর্বে এমন কথা কেউ বলেছে কি? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে, আমি তোমাকে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। তদ্রূপ রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মলাভ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ 'না'। তাই আমি বলছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ফিরে পেতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই।

আমি বলছি যে, যুগে যুগে সাধারণত দুর্বলগণই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এ দাবির পূর্বে তোমার কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদিতার অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে ব্যক্তি প্রথমে মানুষদের সঙ্গে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহর সঙ্গে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে কেউ ধর্ম পরিত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলছি, ঈমান এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তার ফলাফল হচ্ছে পানি তোলার বালতির মতো। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমার জয়লাভ কর। এমনিভাবেই রাসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্রূপ রাসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবি উত্থাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবি করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবির অনুসরণ করছে। আবূ সুফিয়ান বলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাদের কী কাজের হুকুম দেন? আমি বললাম, সালাত কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়তা রক্ষা করতে এবং পাপকাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নবী, তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাৎকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব সীমা পৌঁছে যাবে।

আবূ সুফিয়ান বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল : দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হেদায়াতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে

দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর বর্তাবে। হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা একে অন্যকে আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করব না। এ থেকে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদেরকে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। যখন তিনি পত্র পাঠ শেষ করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হলো। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবূ কাবশার সন্তানের তো বিস্তর ঘটেছে। রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন অতি সত্বর বিজয় ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৫৫৩, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৭৭৩)

٢١. بَابُ فِيْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

২১. হুনাইনের যুদ্ধ

١١٦٣. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِيْ نَصْرٍ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَأَقْبَلُوْا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ.

১১৬৩. বারা ﷺ থেকে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবূ উমারা! হুনায়নের দিন আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল ﷺ পলায়ন করেননি; বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সাহাবী হাতিয়ার ছাড়াই সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা বনু হাওয়াযিন ও বনু নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোনো তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোনো তীরই লক্ষচ্যুত হয়নি। সেখান থেকে তারা নবী ﷺ-এর কাছে এসে হাজির হলেন। নবী ﷺ তখন তাঁর সাদা খচ্চরটি পিঠে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে 'আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরেছিলেন। তখন তিনি অবতরণ করেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি নবী, এ কথা মিথ্যা নয়। আমি 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। অতঃপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৭, হাদীস ২৯৩০, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৮, হাদীস ১৭৭৬)

١١٦٤. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوْا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ.

১১৬৪. বারা ﷺ থেকে বর্ণিত। কাইস গোত্রের এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, হুনাইনের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে পালিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্তু পলায়ন করেননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালালাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমরা গনীমত তুলতে শুরু করলাম তখন হঠাৎ করে তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখলাম। আর আবূ সুফিয়ান ﷺ তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরেছিলেন। তিনি বলছিলেন, "আমি আল্লাহর নবী, এটা মিথ্যা নয়।"

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৪৩১৭, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১৭৭৬)

٢٢. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

২২. তায়েফের যুদ্ধ

١١٦٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ اغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ.

১১৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়িফ অবরোধ করলেন। কিন্তু তাদের নিকট থেকে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মদীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করব। কথাটি সাহাবীদের মন ভারী হতে লাগল। তাঁরা বললেন, আমরা চলে যাবো, তায়িফ বিজয় করব না? বর্ণনাকারী একবার কাফিলুন শব্দের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাব') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে সকালে গিয়ে যুদ্ধ কর। তাঁরা (পরদিন) সকালে যুদ্ধ করতে গেলেন, এতে তাদের অনেকেই আহত হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে যাব। তখন সাহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হলো। এতে নবী ﷺ হাসলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪৩২৫, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১৭৭৮)

٢٣. بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

২৩. কা'বা গৃহের আশপাশ থেকে মূর্তি অপসারণ

١١٦٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ- جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْآيَةَ.

১১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা'বা শরীফের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী ﷺ নিজের হাতে লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেন : "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)"। (বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮১)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৪৭৮, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১৭৮১)

٢٤. بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

২৪. হুদায়বিয়ার প্রান্তরে হুদায়বিয়ার সন্ধি

١١٦٧. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

১১৬৭. বারা' ইবনে 'আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ হুদায়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সঙ্গে) সন্ধি করার সময় আলী ﷺ উভয় পক্ষের মাঝে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন। তিনি চুক্তিপত্রে লিখলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ﷺ। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' লিখবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না। তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও'। 'আলী ﷺ বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী– সাথীরা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুব্বান جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞেস করল, মানে কী? তিনি বললেন, جُلُبَّانُ السِّلَاحِ 'জুলুব্বান' মানে ভিতরে তরবারিসহ খাপ। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯৪ : বিবাদ মীমাংসা অধ্যায় ৬, হাদীস ২৬৯৮, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১৭৮৩)

١١٦٨. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.

১১৬৮. আবূ ওয়ায়েল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সিফফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সে সময় সাহল ইবনে হুনাইফ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ মতামতকে সঠিক বলে ধারণা করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা সঠিক মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে 'উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি সত্যের উপর নই এবং তারা মিথ্যার উপর? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ অবশ্যই জান্নাতী।

'উমর ﷺ বললেন, তবে কী কারণে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো ফায়সালা

প্রদান করেননি? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল আর আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় প্রতিপন্ন করবেন না। অতঃপর উমর (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ) এর নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ-এর নিকট যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট প্রকাশ করলেন। তখন আবূ বকর (রাঃ) বললেন, তিনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে অপদস্থ করবেন না। অতঃপর সূরা ফাতাহ নাযিল হয়। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তা শেষ পর্যন্ত 'উমর (রাঃ)-কে পাঠ করে শোনান। 'উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযইয়াহ কর ও রক্তপণ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩১৮২, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৭৮৫)

١١٦٩. حَدِيْثُ سَهْلٍ (رضي الله عنه) اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَاْسِهٖ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَاَتْ اَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيْدُ اِلَّا كَثْرَةً اَخَذَتْ حَصِيْرًا فَاَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ اَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

১১৬৯. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাকে উহুদের দিনে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল আহত হলো এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধুচ্ছিলেন আর আলী (রাঃ) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্ত পড়া ক্রমেই বাড়ছে, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর রক্ত পড়া বন্ধ হলো। (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ২৯১১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১৭৯০)

١١٧٠ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

১১৭০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী ﷺ-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নারীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ১৭৯২)

٢٥. بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

২৫. রাসূল ﷺ যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহ্ ভীষণ রাগান্বিত হন

١١٧١ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّهٖ يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَتِهٖ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

১১৭১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দন্তের প্রতি ইশারা করে বলেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর সঙ্গে এরূপ নির্মম আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আল্লাহর রাসূল যে ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে হত্যা করেছেন তার প্রতিও আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৪০৭৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৮ ,হাদীস ১৭৯৩)

٢٦. بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

২৬. নবী ﷺ মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন

١١٧٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُوْ جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيْءُ بِسَلَى جَزُوْرِ بَنِيْ فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِيْ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِيْ مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيُحِيْلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِيْ ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ.

১১৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূত্রে আহমদ ইবনে উসমান (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একদিন বাইতুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবূ জাহাল ও তার সাথীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়িভূড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সিজদা করেন তখন তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে? তখন গোত্রের বড় পাষণ্ড (উকবাহ) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখল। নবী ﷺ যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের উপর দু'কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি (এ দৃশ্য) অবলোকন করছিলাম। কিন্তু আমার কিছু করার সাধ্য ছিল না। হায়! আমার যদি বাধা দেয়ার শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটোপুটি খেতে লাগল। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন সিজদায় থাকলেন, মাথা উত্তোলন করলেন না। অবশেষে ফাতিমা ﷺ এসে সেটি তাঁর পিঠের উপর থেকে ফেলে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে ভয় জাগিয়ে তুলল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দুআ কবুল হয়। অতঃপর তিনি নাম ধরে বললেন : হে আল্লাহ! আবূ জাহেলকে ধ্বংস করুন এবং উতবা ইবনে রবী'আ, শায়বা ইবনে রবী'আ, ওয়ালীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ ও উকবা ইবনে আবী মু'আইতকে ধ্বংস করুন। রাবী বলেন, তিনি [রাসূল ﷺ] সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেননি। ইবনে মাস'উদ ﷺ বলেন : সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর রাসূল ﷺ যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ২৪০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১৭৯৪)

١١٧٣. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذٰلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

১১৭৩. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنهَا থেকে বর্ণিত। একবার তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের দিনের চেয়ে কঠিন কোনো দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের নিকট থেকে অধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের নিকট উপস্থাপন করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা দূর হয়নি।

তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সেদিকে তাকালাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল عليه السلام। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইনকে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২৩১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১৭৯৫)

١١٧٤. حَدِيثُ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ.

১১৭৪. জুনদাব ইবনে সুফিয়ান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। কোনো এক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি পড়েছিলেন : তুমি একটি আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছু নও; তুমি রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহরই পথে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৮০২, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১৭৯৬)

١١٧٥. حَدِيثُ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

১১৭৫. জুনদাব ইবনে সুফিয়ান ﷺ থেকে বর্ণিত। অসুস্থতার কারণে রাসূল ﷺ দু' বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এ সময় এক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে। দুই কিংবা; তিন দিন যাবৎ তাকে আমি তোমার কাছে আসতে দেখছি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি"। (সূরা আদদুহা ৯৩, হাদীস ৪৯৫০; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ১৭৯৭)

٢٧. بَابُ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى اللهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِيْنَ

২৭. নবী ﷺ-এর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং কষ্টের উপর তাঁর ধৈর্যধারণ

١١٧٦. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتّٰى مَرَّ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِيْ مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلٰى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى هَمُّوْا أَنْ يَتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلٰى مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلٰى أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

১১৭৬. উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ এমন একটি গাধার উপর আরোহণ করলেন, যার জ্বীনের নিচে ফাদাকের তৈরি একখানি চাদর ছিল। তিনি উসামা ইবনে যায়েদকে নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইবনে উবাদা ﷺ-এর দেখাশোনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এটি ছিল, বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেখানে মুসলিম, প্রতিমাপূজক, মুশরিক ও ইয়াহুদী ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও ছিল। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﷺ উপস্থিত ছিলেন।

যখন সাওয়ারীর পদাঘাতে উড়ন্ত ধূলাবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল : তোমরা আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ো না। তখন নবী ﷺ তাদের সালাম করলেন। তারপর এখানে থামালেন ও সাওয়ারী

থেকে নেমে তাদে আল্লাহর প্রতি আহবান করলেন এবং তাদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলল : হে আগত ব্যক্তি! আপনার এ কথার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। তবে আপনি যা বলছেন, যদিও তা সত্য, তবুও আপনি আমাদের মজলিসে এসব বলে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ গন্তব্যে ফিরে যান। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ আপনার নিকট গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইবনে রাওয়াহা ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পছন্দ করি।

তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন এবং সা'দ ইবনে উবাদার কাছে পৌছলেন। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! আবূ হুবাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কী বলেছে, তা কি তুমি শুননি? সা'দ ﷺ বললেন : সে এমন কথাবার্তা বলেছে। তিনি আরো বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আর তার কথা বাদ দিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সব নিয়ামত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। পক্ষান্তরে এ শহরের অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে। আর তার মাথায় রাজকীয় পাগড়ী বেঁধে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে দ্বীনে হক দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (ক্ষোভানলে) জ্বলছে। এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর নবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২০, হাদীস ৬২৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১৭৯৮)

١١٧٧. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّيْ وَاللهِ لَقَدْ آذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْأَيْدِيْ وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ - وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.

১১৭৭. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনি যদি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট একটু যেতেন। নবী ﷺ তাঁর নিকট গাধায় চড়ে গেলেন এবং মুসলিমরা তাঁর সাথে হেঁটে চললো। সে পথ ছিল কংকরময়। নবী ﷺ তার নিকট এসে পৌছলে, সে বলে : সরে যাও আমার কাছ থেকে। আল্লাহর কসম, তোমার গাধা দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বলল : আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর গাধা সুগন্ধে তোমার চেয়ে উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেগে গেল এবং দু'জনে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা রেগে উঠল এবং উভয় দলের সাথে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হলো। আমাদের জানান হয়েছে যে, এ ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, মুমিনদের দু'দল বিবাদে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (সূরা আল- হুজরাত ৪৯/৯)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১. হাদীস ২৬৯১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১৭৯৯)

٢٨. بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ
২৮. আবূ জাহেলের হত্যা

١١٧٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوْهُ.

১১৭৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী ﷺ বললেন, আবূ জাহেলের কী অবস্থা হলো কেউ তা দেখতে পার কি? তখন ইবনে মাসউদ ﷺ বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, আফরার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে মেরেছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। রাবী বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ তার দাড়ি ধরে বললেন, তুমিই কি আবূ জাহেল? আবূ জাহল বলল : সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা বলল তোমরা যাকে হত্যা করলে?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যঅয় ৮, হাদীস ৩৯৬২ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৮০০)

٢٩. بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوْتِ الْيَهُوْدِ
২৯. ইয়াহুদীদের তাগূত কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা

١١٧٩. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّيْ قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلٰى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيْهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أُرٰى فِيْهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُوْنِيْ قَالُوْا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيْدُ قَالَ ارْهَنُوْنِيْ نِسَاءَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُوْنِيْ أَبْنَاءَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُوْ نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُوْ كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِيْ أَبُوْ نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعِيْ أَبُوْ نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِيَ إِلٰى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمّٰى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُوْ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّيْ قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُوْنَكُمْ فَاضْرِبُوْهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيْبِ فَقَالَ

مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا اَىْ اَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِىْ اَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَاَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اَشُمَّ رَاْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ اَشَمَّ اَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ اَتَاْذَنُ لِىْ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ.

১১৭৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ؓ দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি প্রত্যাশা করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ؓ বললেন, তাহলে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ؓ কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল ﷺ) সদকা চায় এবং সে আমাদেরকে অনেক কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।

কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ؓ বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কী দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ভালো মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দু' ওসাক খাদ্য ঋণ চাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর (রহ.) আমার কাছে হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দু' ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দু'ওসাকের কথাটি বর্ণিত রয়েছে, তিনি বললেন, ঋণতো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ؓ বললেন, কী জিনিস আপনি বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ।

মুহাম্মদ ইবনে মাসালামা ؓ বললেন, আপনি আরবের একজন সুদর্শন ব্যক্তি, আপনার নিকট কিভাবে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কী করে বন্ধক রাখি? তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দু' ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। শেষে তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দূর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবূ নাইলা এসেছে। আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবূ নাইলা, (অপরিচিত কোনো লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ؓ সঙ্গে আরো দু' ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে। আমার ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ

(মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবূ আবস ইবনে জাবর হারিস ইবনে আওস এবং আব্বাদ ইবনে বিশর। আমর বলেছেন, তিনি অপর দু' লোককে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ﷺ বললেন, আজকের মতো এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার কাছে আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ﷺ বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আবার শুঁকবার অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে শক্ত করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ সংবাদ দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৪০৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৩ হাদীস ১৮০১)

٣٠. بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

৩০. খায়বারের যুদ্ধ

١١٨٠. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.

১১৮০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ খায়বার অভিযানে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা খুব ভোরে ফজরের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর নবী ﷺ সাওয়ার হলেন। আবূ তালহা ﷺ ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবূ তালহার পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। নবী ﷺ তাঁর সাওয়ারীকে খায়বারের পথে পারিচালিত করলেন। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর উরুতে লাগছিল। অতঃপর নবী ﷺ-এর উরু থেকে ইযার সরে গেল।

এমনকি নবী ﷺ-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি প্রত্যক্ষ করছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন : আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস ﷺ বলেন : খায়বারের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল : মুহাম্মাদ ﷺ! আবদুল আযীয (রহ.) বলেন : আমাদের কোনো কোনো সাথী "পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর বিজয় লাভ করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩৭১ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ১৩৬৫)

١١٨١. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ:

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا   وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اَبْقَيْنَا   وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا
وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا   اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوْلَا اَمْتَعْتَنَا بِهِ فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِيْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلٰى لَحْمٍ قَالَ عَلٰى اَيِّ لَحْمٍ قَالُوْا لَحْمِ حُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَوْ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُوْدِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشٰى بِهَا مِثْلَهُ.

১১৮১. সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম, তখন দলের এক ব্যক্তি আমির ﷺ-কে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির ﷺ ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। তিনি গাইলেন :

১. হে আল্লাহ! তুমি না হলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না,
সদকা দিতাম না আর সালাত আদায় করতাম না।

২. তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন,
যতদিন আপনার প্রতি সমর্পিত হয়ে থাকব।

৩. শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন
এবং আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) আহ্বান করা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি।
আর এ কারণে তারা চীৎকার করে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর একত্রিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বলল : হে আল্লাহর নবী! তার (শাহাদাত) নিশ্চিত হয়ে গেল। (হায়) আমাদেরকে যদি তার নিকট থেকে আরো

উপকার লাভের সুযোগ দিতেন। অতঃপর আমরা খায়বারে পৌঁছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। এক সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হলাম। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলিমগণ (রান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালাতেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : এ সব কিসের গোশত? লোকেরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত।

নবী ﷺ বললেন, এগুলো ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন , হে আল্লাহর রাসূল! গোশতগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমির ইবনুল আকওয়া ﷺ-এর তলোয়ারটি ছিল ছোট, তা দিয়ে তিনি এক ইয়াহুদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারি তীক্ষ্ম ভাগ ঘুরে এসে তাঁর নিজের হাঁটুতে লেগে যায়। এতে তিনি মারা যান। সালামাহ ইবনুল আকওয়া ﷺ বলেন : তারপর লোকেরা খায়বার থেকে ফিরতে শুরু করলে রাসূলুল্লা ﷺ আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কী সংবাদ? আমি বললাম : আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন মনে করছে, (নিজ আঘাতে মারা যাওয়ায়) আমির ﷺ-এর আমল নষ্ট হয়ে গেছে। নবী ﷺ বললেন, এ কথা যে বলেছে সে মিথ্যা বলেছে; বরং আমিরের রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব নবী ﷺ তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন অবশ্যই সে একজন সচেষ্ট ব্যক্তি ও আল্লাহর পথে জিহাদকারী। তাঁর মতো গুণের অধিকারী আরবে খুব কম সংখ্যকই আছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৪১৯৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১৮০২)

٣١. بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

৩১. আহযাবের যুদ্ধ এবং তা হচ্ছে খন্দক

١١٨٢. حَدِيثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ:

لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا.

إِنَّ الْأُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

১১৮২. বারা' ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভ্রতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (হে আল্লাহ) :

আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না;
সদকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।
তাই আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন।
যখন আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন।
ওরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।
তারা যখনই কোনো ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৮৩৭, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১৮০৩)

١١٨٣. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

১১৮৩. সাহল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের স্কন্ধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৭৯৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাদীস নং ১৮০৪)

١١٨٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

১১৮৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই আসল জীবন। হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৭৯৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১৮০৫)

١١٨٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ - نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ - اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.

১১৮৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন : "আমরাই তারা যারা মুহাম্মদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, জিহাদ করার উপর- আমরা বেঁচে থাকব।" আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উত্তর দিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১০, হাদীস ২৯৬১, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১৮০৫)

٣٢. بَابُ غَزْوَةِ ذِيْ قَرَدٍ وَغَيْرِهَا
৩২. জিকারাদ ইত্যাদির যুদ্ধ

١١٨٦. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُوْلَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْعَى بِذِيْ قَرَدَ قَالَ فَلَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِيْ حَتّٰى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا يَسْتَقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِيْ وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُوْلُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وَأَرْتَجِزُ حَتّٰى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِيْنَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ.

১১৮৬. সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি ফজরের সালাতের আযানের পূর্বে বাইরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধের উটগুলোকে যি-কারাদ জায়গায় চরানো হতো। সালামা ﷺ বলেন, তখন আমার সঙ্গে আবদুর রহমান ইবনে

আওফ ﷺ-এর গোলামের দেখা হলো। সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধের উটগুলো লুট করা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে এগুলো লুট করেছে? সে বলল, গাতফানের লোকেরা। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চঃস্বরে চীৎকার করলাম।

আর মদীনার দু'পর্বতের মাঝে অবস্থিত মানুষদের কানে আমার আওয়াজ শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পেয়ে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে শুরু করেছিল। তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করলাম, আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ আর বললাম, আমি হলাম আকওয়া-এর পুত্র, আজকের দিনটি তোমাদের সবচেয়ে খারাপ দিন। এভাবে আমি তাদের নিকট থেকে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম।

তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ ও অন্যান্য লোক সেখানে আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! লোকগুলো পিপাসার্ত ছিল, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবনুল আকওয়া। তুমি (হারানো উট দখল করতে) সক্ষম হয়েছ, এখন একটু বিশ্রাম নাও। সালামা ﷺ বলেন, এরপর আমরা ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসিয়ে নিলেন, এভাবে মদীনায় প্রবেশ করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৪১৯৪, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৮০৬)

٣٣. بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

৩৩. মহিলাদের পুরুষের পাশে থেকে যুদ্ধ

١١٨٧. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيْدَ الْقِدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ انْشُرْهَا لِأَبِيْ طَلْحَةَ فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ لَا تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِيْ طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا.

১১৮৭. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের এক সময়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ তালহা ﷺ ঢাল হাতে নিয়ে নবী ﷺ-এর সামনে প্রাচীরের মতো দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। আবূ তালহা ﷺ সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। এক নাগাড়ে তীর ছুঁড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি তীরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী ﷺ তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলো আবু তালহার জন্য রেখে দাও।

এক সময় নবী ﷺ মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা দেখতে চাইলে আবূ তালহা ﷺ বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে

রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ। আনাস ﷺ বলেন, ঐদিন আমি আবু বকর ﷺ-এর কন্যা আয়েশা رضي الله عنها -কে এবং (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরনের কাপড় এতটুকু পরিমাণ উঠিয়েছেন যে, তাঁদের পায়ের খাঁড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবূ তালহা ﷺ-এর হাত থেকে (তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে) তাঁর তরবারিটি দু'বার অথবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩৮১১; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১৮১০)

٣٤. بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪. নবী ﷺ-এর যুদ্ধের সংখ্যা

١١٨٨. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ.

১১৮৮. আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী ﷺ বের হলেন এবং, বারাআ ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম ﷺও তাঁর সাথে বের হলেন। তিনি মিম্বার ছাড়াই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর ইস্তিগফার করে আযান ও ইকামাত ব্যতীত সশব্দে কিরাআত পড়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৫ : পানি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১০২২; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১২৫৫)

١١٨٩. حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُسَيْرَةُ أَوِ الْعُشَيْرُ.

১১৮৯. আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। আবার জিজ্ঞেস করা হলো কয়টি যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। বললাম, এসব যুদ্ধের কোনোটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি বললেন, উশায়র বা উশাইরা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৯৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১২৫৪)

١١٩٠. حَدِيثُ بُرَيْدَةَ ﷺ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

১১৯০. বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৯০, হাদীস ৩৯৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১৮১৪)

١١٩١. حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ.

১১৯১. সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর রাসূল ﷺ যেসব অভিযান প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবূ বকর ﷺ আমাদের অধিনায়ক থাকতেন, আরেকবার উসামা ﷺ আমাদের অধিনায়ক থাকতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৯০, হাদীস ৪৪৭৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ১৮১৪)

٣٥. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

৩৫. যাতুর রিকা'র যুদ্ধ

١١٩٢. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِىْ وَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلٰى اَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ اَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ اَصْنَعُ بِاَنْ اَذْكُرَهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَكُوْنَ شَىْءٌ مِنْ عَمَلِهِ اَفْشَاهُ.

১১৯২. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো যুদ্ধে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের কাছে ছিল মাত্র একটি উট। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে সওয়ার হতাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, নখগুলো খসে পড়ল। এ কারণে আমরা পায়ে নেকড়া জড়িয়ে নিলাম। এ জন্য একে যাতুর রিকা যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। আবূ মূসা ﷺ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে পছন্দ করেননি। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে উত্তম মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোনো আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪১২৮, মুসলিম, পর্ব ৩২ : জিহাদ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ১৮১৬)

৩৩তম অধ্যায়

كِتَابُ الْإِمَارَةِ - ইমরাত বা নেতৃত্ব

١. بَابُ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِيْ قُرَيْشٍ
১. মানুষদের উপর কুরাইশদের প্রাধান্য এবং প্রতিনিধিত্ব

١١٩٣. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

১১৯৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশদের অনুগত থাকবে। মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদের এবং কাফিররা তাদের কাফিরদের অনুগত থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৪৯৫, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারত বা নেতৃত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৮১৮)

١١٩٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِيْ قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

১১৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।

(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১২, হাদীস ৭২২২-৭২২৩, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারত বা নেতৃত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৮২০)

١١٩٥. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاَبِيْهِ سَمُرَةَ بْنِ جُنَادَةَ السَّوَائِيِّ ﷺ قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ اثْنَا عَشَرَ اَمِيْرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ اَسْمَعْهَا فَقَالَ اَبِيْ اِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

১১৯৫. জাবির ইবনে সামুরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাইশ গোত্র থেকে হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৭২২২-৭২২৩, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১৮২১)

٢. بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ
২. কাউকে খলিফা নিযুক্ত করা বা পদচ্যুত করা

١١٩٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ اَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ اِنْ اَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنْ اَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ اَنِّيْ نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِيْ وَلَا عَلَيَّ لَا اَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.

১১৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। উমর ﷺ-কে বলা হলো আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলিফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন : যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবু বকর ﷺ। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি

শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলিফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৭২১৮, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২, হাদীস ১৮২৩)

٣. بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

৩. নেতৃত্ব চাওয়া ও তার প্রতি লালায়িত হওয়া নিষিদ্ধ

١١٩٧. حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

১১৯৭. আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে অর্পণ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। (বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৬২২, মুসলিম, পর্ব : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৬৫২)

١١٩٨. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِيْ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِيْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسٰى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِيْ عَلٰى مَا فِيْ أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوْسٰى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقٰى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُوْمُ وَأَنَامُ وَأَرْجُوْ فِيْ نَوْمَتِيْ مَا أَرْجُوْ فِيْ قَوْمَتِيْ.

১১৯৮. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গমন করলাম। আমার সাথে আশ'আরী গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বাম দিকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে নিবেদন করল। তখন তিনি বললেন : হে আবূ মূসা! কিংবা বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম : ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তারা তাদের অন্তরে কী আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিযুক্ত করব না যে নিজেই তা চেয়ে থাকে। বরং হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স! তুমি ইয়ামেন যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ-কে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি তথায় পৌছলেন, তখন আবূ মূসা ﷺ তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন।

ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ঐ লোকটি কে? আবূ মূসা ﷺ বললেন, সে প্রথমে ইয়াহুদী ছিল পরে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইয়াহুদী হয়ে গেছে। আবূ মূসা ﷺ বললেন, বসুন। মু'আয ﷺ বললেন : না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাকে হত্যা করা হলো। তারপর তাঁরা উভয়েই কিয়ামুল লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু ইবাদাতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রবস্থায় ঐ আশা রাখি যা ইবাদাত অবস্থায় করে থাকি।

(বুখারী পর্ব ৮৮ : আল্লাহদ্রোহী ও মুরতাদদের, অধ্যায়, ২ হাদীস ৬৯২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, হাদীস ১৮২৪)

٤. بَابُ فَضِيْلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

৪. ন্যায়বিচারক ইমামের মর্যাদা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের অপকারিতা ও প্রজাদের প্রতি নম্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদান

١١٩٩. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

১১৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন– জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস স্বীয় মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৭ হাদীস ২৫৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৮২৯)

١٢٠٠. حَدِيْثُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

১২০০. হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ৭১৫০, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৮৪২)

٥. بَابُ غِلَظِ تَحْرِيْمِ الْغُلُوْلِ

৫. বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল থেকে চুরি করা হারাম

١٢٠١. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِىْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِىْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِىْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِىْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

১২০১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। আর তিনি তার মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার করছে। অথবা তাঁর কাধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হিঁ হিঁ করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করবে, সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! এটুকু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি কিংবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোনো কিছু করতে পারব না, আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৮৯,হাদীস ৩০৭০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৬ হাদীস ১৮৩১)

٦. بَابُ تَحْرِيْمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৬. কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ হারাম

١٢٠٢. حَدِيْثُ أَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِىْ فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِىْ بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدٰى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنٰى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِيْنَا فَيَقُوْلُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِىْ أَفَلَا قَعَدَ فِىْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدٰى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِهِ

لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ.

১২০২. আবূ হুমায়দ সা'ঈদী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে প্রেরণ করলেন। সে কাজ সমাপ্ত করে তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তাহলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কিনা তা দেখতে পেতে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহুদ পাঠ করলেন ও আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। এরপর বললেন : রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠালাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারি রাজস্ব, আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে।

সে তার বাবা-মার ঘরে বসেই রইল না কেন? তাহলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেয়া হয় কি না? ঐ মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ, তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তা হলে কিয়ামতের দিন সে ঐ বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় উত্থাপিত হবে। সে বস্তুটি যদি উট হয় তা হলে উট আওয়াজ করতে থাকবে। যদি গরু হয় তবে হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। আর যদি বকরী হয় তবে বকরী আওয়ায করতে থাকবে। আমি পৌঁছে দিলাম। রাবী আবূ হুমায়দ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত মুবারক এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৬৬৩৬, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৮৩২)

٧. بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

৭. পাপকর্ম ছাড়া আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব ও পাপকর্মে আনুগত্য হারাম

١٢٠٣. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.

১২০৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ। আয়াতটি নাযিল হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ ইবনে ক্বায়স ইবনে আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নবী ﷺ একটি সৈন্য দলের দলপতি করে পাঠালেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১১, হাদীস ৪৫৮৪, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৮৩৪)

١٢٠٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

১২০৪. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (মনোনীত) আমীরের আনুগত্য করল, সে প্রকৃত আমারই অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমার (মনোনীত) আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ১, হাদীস ৭১৩৭, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৮৩৫)

١٢٠٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

১২০৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সর্ব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার মান্য করা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোনো মান্য করা ও আনুগত্য করা নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৪, হাদীস ৭১৪৪, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৮৩৯)

١٢٠٦. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُطِيْعُوْنِيْ قَالُوْا بَلَى قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَاَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيْهَا فَجَمَعُوْا حَطَبًا فَاَوْقَدُوْا نَارًا فَلَمَّا هَمُّوْا بِالدُّخُوْلِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ اَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا اَبَدًا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

১২০৬. আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিয়োগ করে সেনবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন : নবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল।

এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করল, তখন একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী ﷺ-এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ দপ করে আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন : যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোনো দিন আর এ থেকে বের হতো না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহ্‌কাম, অধ্যায় ৪, হাদীস ৭১৪৫; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৮৪০)

١٢٠٧. حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيْضٌ قُلْنَا اَصْلَحَكَ اللهُ حَدِّثْ بِحَدِيْثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَثَرَةً عَلَيْنَا وَاَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

১২০৭. জুনাদা ইবনে আবূ উমাইয়্যা ﷺথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইবনে সামিত ﷺ-এর নিকট হাজির হলাম। তখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। আমরা বললাম,

আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বাই'আত গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি (উবাদা) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শোনা ও মানার উপর বাআ'আত গ্রহণ করলাম। আরও (বাই'আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, তবে ভিন্ন কথা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ২, হাদীস ৭০৫৫-৭০৫৬ ; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, অধ্যায় ৯, হাদীস ১৭০৯)

٨. بَابُ وُجُوْبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

৮. পর্যায়ক্রমে খলিফাদের আনুগত্য করা বা মান্য করার প্রতি নির্দেশ

١٢٠٨. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

১২০৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, বনি ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোনো নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই। তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ প্রদান করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা যথাযথ আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঐ সকল বিষয়ে যে সবের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ৩৪৫৫, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, হাদীস ১৮৩২)

١٢٠٩. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الَّذِىْ لَكُمْ.

১২০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, অচিরেই স্বজনপ্রীতির বিস্মৃতি ঘটবে এবং এমন ব্যাপার ঘটবে যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ অবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬০৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৮৪৩)

٩. بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

৯. কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অন্যায়ভাবে অন্যদেরকে প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ

١٢١٠. حَدِيْثُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِىْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ أُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ.

১২১০. উসায়দ ইবনে হুযায়র ﷺ থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে অমুক ব্যক্তির ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হলো হাউয।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৭৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১১ হাদীস ১৮৪৫)

١٠. بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ وَفِيْ كُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيْمِ الْخُرُوْجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ

১০. ফিতনা প্রকাশ পাওয়ার সময় (মুসলিমদের) জামাআতবদ্ধ থাকার অপরিহার্যতা এবং কুফুরীর প্রতি আহ্বান থেকে সতর্কীকরণ

١٢١١. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ.

১২১১. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত। লোকজন নবী ﷺ-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম; এই ভয়ে যেন আমি ঐ সবের মধ্যে লিপ্ত না হই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলিয়াতের অকল্যাণকর অবস্থায় জীবন যাপন করতাম অতঃপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোনো অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তা মন্দ মিশ্রিত। আমি বললাম, মন্দ মিশ্রিত কী? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভালো-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কি আরো অকল্যাণ রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদের পরিচয় আলোচনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের এমন দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের এমন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমাদের দ্বীনের উপর অটুট থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬০৬; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৮৪৭)

١٢١٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১২১২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যদি আমীরের কোনো কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর সমতুল্য। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ২, হাদীস ৭০৫৩; মুসলিম ৩৩, অধ্যায় ১৩, হাদীস ১৮৪৯)

۱۱. بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১১. যুদ্ধের পূর্বে সৈন্যদের নিকট থেকে সেনাপতির বাই'আত গ্রহণ মুস্তাহাব এবং বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণ

١٢١٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ.

১২১৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়া্র যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে গাছের জায়গাটি দেখিয়ে দিতাম। (বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪১৫৪, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৮৫৬)

١٢١٤. حَدِيْثُ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا.

১২১৪. মুসাইয়্যাব (ইবনে হাযন) ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যেটির নিচে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিল) আমি সে গাছটি দেখেছিলাম। কিন্তু পরে যখন ওখানে আসলাম তখন আর সেটা চিনতে পারলাম না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪১৬২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৮৫৯)

١٢١٥. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

১২১৫. ইয়াযীদ ইবনে আবূ উবাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিসের ওপর বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৪১৬৯, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৮৬০)

١٢١٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১২১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হা্রা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে হানযালা ﷺ মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পর আমি তো কারো নিকট এমন বায়আত গ্রহণ করব না।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১০, হাদীস ২৯৫৯, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৮৬১)

١٢. بَابُ تَحْرِيْمِ رُجُوْعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيْطَانِ وَطَنِهٖ

১২. মুহাজিরীদের তাদের পূর্বের বাসস্থানে বসতি স্থাপন হারাম

١٢١٧. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِيْ فِي الْبَدْوِ.

১২১৭. সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার হাজ্জাজ আমার কাছে আগমন করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে ইবনে আকওয়া! আপনি সাবেক অবস্থায় ফিরলেন? না কি যে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন? তিনি বললেন, না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপনের অনুমতি দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্‌না অধ্যায় ১৪, হাদীস ৭০৮৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ১৯,হাদীস ১৮৬২)

١٣. بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنٰى لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

১৩. মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভালো কাজ করার উপর বাইয়াত গ্রহণ এবং মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই

١٢١٨. حَدِيْثُ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ انْطَلَقْتُ بِأَبِيْ مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

১২১৮. মুজাশি' ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মা'বাদ ﷺ (মুজালিদ) কে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম যেন তিনি তাঁর নিকট থেকে হিজরতের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হিজরাতকারীদের জন্য হিজরত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমি তার নিকট থেকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাই'আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবূ উসমান নাহদী (রহ)] বলেন, এরপর আমি আবূ মা'বাদ ﷺ-এর সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, মুজাশি' ﷺ সত্যি বলেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৪,হাদীস ৪৩০৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমরাত বা নেতৃত্ব অধ্যায় ২০, হাদীস ১৮৬৩)

١٢١٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

১২১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ইরশাদ করেছেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়ত বাকি আছে আর যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

(সহীহ বুখারী, ৫৬ : জিহাদও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৯৪, হাদীস ৩০৭৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব অধ্যায় ২০, হাদীস ১৮৫৩)

١٢٢٠. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

১২২০. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : তোমার তো বড় সাহস! হিজরতের ব্যাপার কঠিন, বরং যাকাত দেয়ার মতো তোমার কোনো উট আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ, আছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : সাগরের ওপারে হলেও (যেখানেই থাক) তুমি আমল করবে। তোমার ন্যূনতম আমলও আল্লাহ বিনষ্ট করবেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১৪৫২, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২০, হাদীস ১৮৬৫)

١٤. بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

১৪. মহিলাদের বাইআতের পদ্ধতি

١٢٢١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ - إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ يَقُوْلُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا.

১২২১. নবী ﷺ-এর সহধর্মীণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে নবী ﷺ-এর কাছে আসত, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ "হে ঈমানদারগণ! কোনো ঈমানদার মহিলা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে যাচাই কর" অনুসারে তাদেরকে যাচাই করতেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন : ঈমানদার মহিলাদের মধ্যে যারা (আয়াতে উল্লেখিত) শর্তাবলি মেনে নিত, তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতো। তাই যখনই তারা এ ব্যাপারে মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করত তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন যাও, আমি তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ! কথার মাধ্যমে বাই'আত গ্রহণ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহর শপথ! তিনি শুধুমাত্র সে সব বিষয়েই বাই'আত গ্রহণ করতেন, যে সব বিষয়ে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাই'আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন : আমি কথায় তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৮ : তালাক, অধ্যায় ২০, হাদীস ৫২৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২১, হাদীস ১৮৬৬)

١٥. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْمَا اسْتَطَاعَ

১৫. সাধ্যানুযায়ী শোনা ও আনুগত্য করার ওপর বাই'আত

١٢٢٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.

১২২২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন : যা তোমার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে।

(সহীহ বুখারী পর্ব ৯৩ : আহ্কাম, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৭২০২; মুসলিম, পর্ব ৩৩ ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২২, হাদীস ১৮৬৭)

١٦. بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ
১৬. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স

١٢٢٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِيْ.

১২২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাকে (ইবনে উমরকে) পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইবনে উমর বলেন) তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি প্রদান করেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দান করলেন। তখন আমি পনেরো বছরের যুবক ছিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৬৬৪; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩২, হাদীস ১৮৬৮)

١٧. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوْعُهُ بِأَيْدِيْهِمْ
১৭. কাফিরদের ভূমিতে কুরআন মাজীদ নিয়ে সফর নিষিদ্ধ যখন তাদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকে

١٢٢٤. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

১২২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রু-দেশে সফর করতে বারণ করেছেন।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২৯, হাদীস ২৯৯০, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৪, হাদীস ১৮৬৯)

١٨. بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيْرِهَا
১৮. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার জন্য প্রশিক্ষণ দান

١٢٢٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا.

১২২৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ যুদ্ধের জন্যে তৈরি ঘোড়াকে হাফ্য়া' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরি নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুবাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এ প্রতিযোগিতায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) অগ্রগামী ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৪২০; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৮৭০)

١٩. بَابُ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
১৯. কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল (লিখিত)

١٢٢٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

১২২৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ আছে কেয়ামত পর্যন্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৮৪৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৬,হাদীস ১৮৭১)

١٢٢٧. حَدِيْثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

১২২৭. উরওয়াহ বারিকী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত। অর্থাৎ পুরস্কার এবং গনীমতের মাল।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ২৮৫২, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৮৭৩)

١٢٢٨. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ.

১২২৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশদামে বরকত রয়েছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৮৫১, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১৮৭৩)

٢٠. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوْجِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২০. জিহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ফযীলত

١٢٢٩. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا اِيْمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ اَنْ اُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ اُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ.

১২২৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে তার পুণ্য বা গনীমত (ওবাহন) সহ ঘরে ফিরিয়ে আনব অথবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর আমার উম্মতের ওপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোনো সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা ভালোবাসি যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, আবার জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৩৬, হাদীস মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৮, হাদীস ১৮৭৬)

١٢٣٠. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ.

১২৩০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে যুদ্ধের আশা নিয়ে বের হয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত লাভ করেছে তাসহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭: খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৮, হাদীস ৩১২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায়, হাদীস ১৮৭৬)

١٢٣١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا اِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ.

১২৩১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় মুসলিমদের যে আহত হয়, কেয়ামতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই থাকবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ অধ্যায় ৬৭, হাদীস ২৩৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩। ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৮,হাদীস ১৮৭৬)

٢١. بَابُ الشَّهَادَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالٰى

২১. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শাহাদাত লাভ করার ফযীলাত

١٢٣٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

১২৩২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে না, যদিও পৃথিবীতে সকল জিনিস তার নিকট থাকবে। সে পৃথিবীতে ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা অবলোকন করেছে।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ২১, হাদীস ২৮১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১৮৭৭)

١٢٣٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ.

১২৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (অতঃপর বললেন) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে গমন করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং অলসতা করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, এটা কে পারবে?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৮৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃক, অধ্যায় ২৯, হাদীস ১৮৭৮)

٢٢. بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

২২. আল্লাহর রাস্তায় সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করার ফযীলাত

١٢٣٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

১২৩৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়ে শ্রেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৭৯২, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৮৮০)

١٢٣٥. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

১২৩৫. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা পৃথিবী ও তার ভিতরের সকল কিছু থেকে উত্তম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৭৯৪, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৮৮১)

١٢٣٦. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ.

১২৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা তা থেকে উত্তম যেখানে সূর্যের উদয়াস্ত হয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৭৯৩, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩০, হাদীস ১৮৮২)

٢٣. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ
২৩. জিহাদ ও পাহারা দেয়ার ফযীলত

١٢٣٧. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

১২৩৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, সে মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। সাহাবীগণ বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, সেই মু'মিন আল্লাহর ভয়ে যে পাহাড়ের কোনো গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ২, হাদীস ২৭৮৬, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১৮৮৮)

٢٤. بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ
২৪. ঐ দু'লোকের বর্ণনা যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করল এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করল

١٢٣٨. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

১২৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন তোদের দেখে হাসবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে গণ্য হয়েছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৮২৬, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১৮৯০)

٢٥. بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِمَرْكُوْبٍ وَغَيْرِهِ وَخِلَافَتِهِ فِىْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ
২৫. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যোদ্ধাদেরকে যানবাহন দ্বারা সাহায্য করা এবং তাদের অনুপস্থিতে তাদের পরিবারের খবরাখবর নেয়া

١٢٣٩. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

১২৩৯. যায়েদ ইবনে খালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সেও যেন জিহাদ করল। (বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ২৮৪৩, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, হাদীস ১৮৯৫)

٢٦. بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُوْرِيْنَ

২৬. অক্ষম ব্যক্তিদের ওপর থেকে জিহাদের অপরিহার্যতা রহিত হওয়া বিধান

١٢٤٠. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ - لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ.

১২৪০. বারা' ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ যায়েদ ﷺ-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোনো জন্তুর একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ইবনে উম্মে মাকতুম জিহাদে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩১, হাদীস ২৮৩১, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১৮৯৮)

٢٧. بَابُ ثُبُوْتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيْدِ

২৭. শহীদ জান্নাতে যাবে তার প্রমাণ

١٢٤١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

১২৪১. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় থাকব বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, জান্নাতে। তখন ঐ ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি সংগ্রাম করলেন, এমনকি শহীদ হয়ে গেলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪০৪৬, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৮৯৯)

١٢٤٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ إِلَى بَنِىْ عَامِرٍ فِىْ سَبْعِيْنَ فَلَمَّا قَدِمُوْا قَالَ لَهُمْ خَالِى أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُوْنِىْ حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّى قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوْهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمَئُوْا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوْا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ فَرَضِىَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِىْ لَحْيَانَ وَبَنِىْ عُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ.

১৩৪২. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বনু সুলায়মের সত্তর জন্য লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বনু আমিরের নিকট প্রেরণ করেন। দলটি সেখানে পৌঁছল আমার মামা (হারাম ইবনে মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাগ্রে বনু আমিরের নিকট যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাণী পৌঁছাতে সক্ষম হব, (তবে তো ভালো) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে।

অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সে সময় আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করল। আর সে ব্যক্তির তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহু আকবার, কা'বার প্রভূর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।

অতঃপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি কোনো ক্রমে বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম (রহ.) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সঙ্গে অন্য একজন ছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল ﷺ নবী ﷺ-কে সংবাদ দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের প্রভুর সাথে একত্রিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এ আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি রহিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানূ লিহয়ান ও বানূ উসাইয়্যার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৮০১, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৬৭৭)

٢٨. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ سَبِيْلِ اللهِ

২৮. যে আল্লাহ তা'আলার বাণী সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধ করে)

١٢٤٣. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১২৪৩. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৮১০, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫২, হাদীস ১৯০৪)

١٢٤٤. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْقِتَالُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১২৪৪. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে যুদ্ধ কোনটি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশবর্তী হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায়। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার জন্য যে যুদ্ধ করে তার সংগ্রাম আল্লাহর পথে হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১২৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪২, হাদীস ১৯০৪)

٢٩. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ يَدْخُلُ فِيْهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

২৯. নবী ﷺ-এর বাণী : নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল এবং যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজও এ কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

١٢٤٥. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১২৪৫. উমর ইবনে খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে যা সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরাত দুনিয়াকে হাসিলের জন্য হবে অথবা কোনো রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৬৬৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৯০৭)

٣٠. بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

৩০. সাগরে যুদ্ধের ফযীলত

١٢٤٦. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

১২৪৬. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাঃ-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম রাঃ ছিলেন উবাদা ইবনে সামিত রাঃ-এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুঁন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মে হারাম রাঃ বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশা সিংহাসনের ওপর, অথবা বলেছেন, বাদশার মতো সিংহাসনে উপবিষ্ট।

এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহ.) সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম ﷺ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়। পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মতো। উম্মে হারাম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই রয়েছে। অতঃপর মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ﷺ-এর সময় উম্মে হারাম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে অগ্রসর হন এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৭৮৮-২৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪৯. হাদীস ১৯১২)

٣١. بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ
৩১. শহীদদের বর্ণনা

١٢٤٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১২৪৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'য়ালা তার এ কাজ সানন্দে কবুল করে তার গুনাহ মার্জনা করে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল বললেন : শহীদ পাঁচ প্রকার- ১. প্লেগে মৃত ব্যক্তি ২. কলেরায় মৃত ব্যক্তি, ৩. পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি ৪. চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহর পথে (জিহাদ) শহীদ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৬৫২-৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩৩: ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫১, হাদীস ১৯১৪)

١٢٤٨. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

১২৪৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, হামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৬৪০, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫১, হাদীস ১৯২১)

٣٢. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ
৩২. নবী ﷺ-এর বাণী : আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না

١٢٤٩. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ.

১২৪৯. মুগীরা ইবনে শু'বাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। এমনকি যখন কিয়ামত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৬৪০, মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫১, হাদীস ১৯২১)

١٢٥٠. حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ.

১২৫০. মু'আবীয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা অপমান করতে চাইবে কিংবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা এ অবস্থার ওপর অটল থাকবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১: মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৬৪১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৩: ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ১০৩৭)

٣٣. بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُسَافِرِ إِلٰى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

৩৩. 'সফর' শাস্তির একটি টুকরো এবং মুসাফিরের জন্য উত্তম হলো তার কাজ সম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা

١٢٥١. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلٰى أَهْلِهِ.

১২৫১. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সফর 'শাস্তির অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই সকলেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরাহ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ১৮০৪; পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ১৯২৭)

٣٤. بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوْقِ وَهُوَ الدُّخُوْلُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

৩৪. 'তুরুক' অপছন্দনীয় আর তা হচ্ছে সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে প্রবেশ করা

١٢٥٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

১২৫২. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রে কখনো পরিবারের নিকট গমন করতেন না। তিনি ভোরে অথবা বিকেলে ছাড়া পরিবারের নিকট গমন করতেন না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরাহ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ১৮০০; পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ১৯২৮)

١٢٥٣. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيْرِيْ كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ أَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ.

১২৫৩. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমি আমার দূর্বল উটটি দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলেন। এখন প্রথম এক আরোহী আমার পেছনে থেকে আসার উটটিতে খোচা দিলে

উটটি দ্রুত গতীতে চলতে লাগলো যেমন ভালো ভালো উটকে তুমি চলতে দেখো। ফিরে দেখি নবী নবী ﷺ তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন জাবের তোমার এত তাড়াহুড়ার কারণ কি আমি উত্তর দিলাম আমি নতুন বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কুমারী না বিধবা। তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন। যার সাথে তুমি খেলা- কৌতুক করতে তুমি এবং তোমার সাথেও সে খেলা কৌতুক করতো। বর্ণনাকারী বলেন– যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করব এমন সময় নবী ﷺ-আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর এবং রাতে প্রবেশ কর, (যেন অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী) নিজের অগোছালো কেশরাশি বিন্যাস করে নিতে পারে এবং (নাভীর নীচের লোম) ক্ষৌর কার্য করতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫০৭৯; পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ১৯২৮)

৩৪তম অধ্যায়

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

শিকার, যবেহ্ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া বৈধ

١. بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

১. প্রশিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার করা

١٢٥٤. حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَاِنَّا نَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهٖ فَلَا تَأْكُلْ.

১২৫৪. আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে শিকারে প্রেরণ করে থাকি। তিনি বললেন : কুকুরগুলো তোমার জন্য যে জন্তুটি ধরে রাখে সেটি ভক্ষণ কর। আমি বললাম : যদি ওরা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন : যদি ওরা হত্যাও করে ফেলে। আমি বললাম : আমরা তো ফলকের সাহায্যেও শিকার করে থাকি। তিনি বললেন : সেটি খাও, যেটি তীরে যখম করেছে; আর যেটি তীরের পার্শ্বের আঘাতে মারা গেছে সেটি খেও না।

(বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৪৭৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোনো প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯২৯)

١٢٥٥. حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلَّا اَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ.

১২৫৫. আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সব কুকুরের দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন : তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে বিসমিল্লাহ পাঠ করে প্রেরণ করে থাক তাহলে ওরা যেগুলো তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খেতে পার; যদিও শিকারকে কুকুর হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে (তাহলে খাবে না) কেননা, তখন আমার আশঙ্কা হয় যে, সে শিকার নিজেরই উদ্দেশ্যে ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুর মিলে যায়, তাহলে খাবে না।

(বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ৭, হাদীস ৫৪৮৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোনো প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯২৯)

١٢٥٦. حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهٖ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهٖ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّهٗ وَقِيْذٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُرْسِلُ كَلْبِىْ وَاُسَمِّىْ فَاَجِدُ مَعَهٗ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا اٰخَرَ لَمْ اُسَمِّ عَلَيْهِ وَلَا اَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلْ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْاٰخَرِ.

১২৫৬. আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে পার্শ্বফলা বিহীন তীর (দ্বারা শিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, যদি তীরের ধারালো পার্শ্ব আঘাত করে, তবে সে (শিকারকৃত জন্তুর গোশত) খাবে, আর যদি এর

ধারহীন পার্শ্বের আঘাতে মারা যায়, তবে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা প্রহারের মৃত, যবেহকৃত নয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিসমিল্লাহ পাঠ করে আমার (শিকারী), কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার ওপর আমি বিসমিল্লাহ পাঠ করিনি এবং আমি জানি না, উভয়ের মধ্য কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার কুকুরের ওপর বিসমিল্লাহ পড়েছ, অন্যটির ওপর পড়নি।

(বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩, হাদীস ২০৫৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার; যবহ্ ও কোনো প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯২৯)

١٢٥٧. حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ.

১২৫৭. আদী ইবনে হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তীরের ফলকের আঘাত দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, তীরের ধারালো অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে শুধু সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যে জন্তুটি নিহত হয়েছে সেটি 'অকীয' (অর্থাৎ থেতলে যাওয়া মৃতের অন্তর্ভুক্ত) আমি তাঁকে কুকুরের দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে শুধু সেটি খাও। কেননা, কুকুরের ঘায়েল করা যবাহের হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং তুমি এই আশঙ্কা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার ধরেছে এবং হত্যা করেছে, তাহলে তা খেও না। কেননা, তুমি তো কেবল নিজের কুকুরের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলেছ। অন্যের কুকুরের ক্ষেত্রে তা বলনি।

(বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৪৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ্ ও কোনো প্রকার জন্তু খাওয়া, হাদীস ১৯২৯)

١٢٥٨. حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ.

১২৫৮. আদী ইবনে হাতিম (রহ)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তুমি যদি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে প্রেরণ কর, এরপর কুকুর শিকার করে এবং হত্যা করে ফেলে, তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি কুকুর কিছুটা নিজে খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। কেননা, সে তা নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি এমন কুকুরদের সঙ্গে মিশে যায়, যাদের উপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি এবং সেগুলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তাহলে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো অবগত নও যে, কোন কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে থাক; এরপর তা একদিন বা দু'দিন পর এমতাবস্থায় হাতে পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির মধ্যে পড়ে থাকে, তাহলে তা খাবে না।

(বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫৪৮৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ্ ও কোনো প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯২৯)

١٢٥٩. حَدِيْثُ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَفَنَاْكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَبِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِىْ قَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

১২৫৯. আবূ সা'লাবা আল খুশানী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর নবী ﷺ! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খাওয়া খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনোটা জায়েয হবে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন : তুমি যে সব আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে হুকুম হল : যদি অন্য পাত্র পাও তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করবে। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খেতে পারবে। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমরা প্রশিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করেছ, সেটিও খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবেহ করতে পার তবে তা খেতে পারবে।
(বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৪৭৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোনো প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯৩০)

٢. بَابُ تَحْرِيْمِ اَكْلِ ذِىْ نَابٍ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
২. প্রত্যেক বিষদাঁত বিশিষ্ট জন্তু ও নখর বিশিষ্ট পাখি খাওয়া হারাম

١٢٦٠. حَدِيْثُ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

১২৬০. আবূ সা'লারা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্‌হ ও শিকার, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৫৫৩০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোনো প্রকার, হাদীস ১৯৩২)

٣. بَابُ اِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ
৩. সাগরের মৃত (বৈধ) জন্তু খাওয়া বৈধ

١٢٦١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ اَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ فَاَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى اَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّىَ ذٰلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ فَاَلْقٰى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتّٰى ثَابَتْ اِلَيْنَا اَجْسَامُنَا فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ اَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ اِلٰى اَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنْ اَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ وَاَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيْرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ.

১২৬১. জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিনশ' সওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশদের একটি কাফেলার উপর সুযোগ মতো আক্রমণ চালানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আবূ 'উবাইদা ইবনে জাররা ﵁ ছিলেন আমাদের কাফেলার সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস সমুদ্র তীরে অবস্থান করলাম। ভীষণ ক্ষুধা আমাদেরকে পেয়ে বসল। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা খেতে শুরু করলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে জায়শুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে ভক্ষণ করতে থাকলাম। এর চর্বি শরীরে লাগালাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের মতো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। এরপর আবূ 'উবাইদা ﵁ আম্বরটির শরীর থেকে একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। সুফিয়ান ﵁ অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, আবূ 'উবাইদা ﵁ আম্বরটির পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে গমন করালেন। জাবির ﵁ ইরশাদ করেছেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, পরে আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন। এরপর আবূ 'উবাইদা ﵁ তাকে (উট যবেহ করতে) নিষেধ করলেন।
(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৪৩৬১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোনো প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, হাদীস ১৯৩৫)

٤. بَابُ تَحْرِيْمِ اَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ

৪. গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম

١٢٦٢. حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ.

১২৬২. 'আলী ইবনে আবূ তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুত'আ (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২১৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু, হাদীস ১৪০৭)

١٢٦٣. حَدِيْثُ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ ﵁ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ.

১২৬৩. আবূ সা'লাবা ﵁ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৫৫২৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ, হাদীস ১৯৩২)

١٢٦٤. حَدِيْثُ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

১২৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।
(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২১৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, হাদীস ৫২১)

١٢٦٥. حَدِيْثُ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى ﵄ قَالَ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِىَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِى الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ فَلَا تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا اِنَّمَا نَهَى النَّبِىُّ ﷺ لِاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ.

১২৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যবেহ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে ফুটছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল ঃ তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত থেকে তোমরা কিছুই খাবে না। 'আবদুল্লাহ (ইবনে আবূ আওফা) ﷺ বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ এ কারণে নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা থেকে খুমুস বের করা হয়নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে অবশ্যই হারাম করেছেন।
(বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ২০, হাদীস ৩১৫৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯৩৭)

١٢٦٦. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَصَابُوْا حُمُرًا فَطَبَخُوْهَا فَنَادٰى مُنَادِى النَّبِيِّ ﷺ اَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ.

১২৬৬. বরাআ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত। (খায়বার যুদ্ধে) তাঁরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তাঁরা গাধার গোশত পেলেন। অতঃপর তাঁরা তা রান্নার আয়োজন করলেন। এমন সময়ে নবী ﷺ-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, পাতিলগুলো উল্টে ফেল।
(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২২১-৪২২২; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯৩৮)

١٢٦٧. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَا اَدْرِىْ اَنَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ كَانَ حَمُوْلَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ اَنْ تَذْهَبَ حَمُوْلَتُهُمْ اَوْ حَرَّمَهُ فِىْ يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ.

১২৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মালপত্র বহন করে থাকে, কাজেই তা গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু শেষ হয়ে যাবে, এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেতে বারণ করেছিলেন, না-খায়বারের দিনে এর গোশত স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২২৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৯৩৯)

١٢٦٨. حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نِيْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلٰى مَا تُوْقَدُ هٰذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوْا عَلَى الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ قَالَ اَكْسِرُوْهَا وَاَهْرِقُوْهَا قَالُوْا اَلَا نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوْا.

১২৬৮. সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খায়বার যুদ্ধে আগুন প্রজ্জ্বলিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কেন জ্বালানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্নার উদ্দেশ্যে। তিনি ﷺ বললেন, পাত্রটি ভেঙ্গে দাও এবং গোশত ফেলে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে পাত্রটা ধৌত করে নিবো কি? তিনি বললেন, ধুয়ে নাও।
(বুখারী, পর্ব ৪৬ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৪৭৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ, হাদীস ১৮০২)

٥. بَابُ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

৫. ঘোড়ার গোশত খাওয়া

١٢٦٩. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ.

১২৬৯. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২১৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু, হাদীস ১৯৪১)

١٢٧٠. حَدِيْثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

১২৭০. আসমা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আমলে আমরা একটি ঘোড়া (নাহর) যবেহ করেছি। পরে আমরা সেটি খেয়েছি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫৫১১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৬, হাদীস ১৯৪২)

٢. بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ

৬. দবব বা গিরগিটি খাওয়া বৈধ

١٢٧١. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

১২৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : দবব (মরু অঞ্চলের এক প্রকার প্রাণী) আমি খাই না, আর হারামও বলি না।
(বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৫৫৩৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া হাদীস ১৯৪৩)

١٢٧٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا أَوِ اطْعَمُوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِيْ.

১২৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে ছিলেন, তাদের মাঝে সা'দও বিদ্যমান ছিলেন, তারা গোশত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর সহধর্মিনীদের কেউ তাদের আহ্বান করে বললেন যে, এটা দবের গোশত। তারা (আহার থেকে) বিরত থাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন : এটা (খেতে) কোনো অসুবিধে নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৫ : 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য, অধ্যায় ৬, হাদীস ৭২৬৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৯৪৪)

١٢٧٣. حَدِيْثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.

১২৭৩. খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাইমূনা ﷺ-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। মাইমুনা ﷺ তাঁর ও ইবনে আব্বাসের খালা ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি ভুনা দবব দেখতে পেলেন, যা নজদু থেকে তাঁর (মাইমূনার) বোন হুফাইদা বিনতে হারিস নিয়ে এসেছিলেন। মাইমূনা ﷺ দবটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাজির করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোনো খাদ্যের নাম ও তার বিবরণ বলে না

দেয়া পর্যন্ত তিনি খুব কমই তার প্রতি হাত বাড়াতেন। তিনি দব এর দিকে হাত প্রসারিত করলে সমবেত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন বলল : তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যা পেশ করছ সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত কর।

তারপর সে মহিলাই বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ওটা দব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ফিরিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! দব খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন : না। কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই। তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না। খালিদ رضي الله عنه বলেন : আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

(বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫৩৯১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন কোন প্রকার, হাদীস ১৯৪৫, ১৯৪৬)

١٢٧٤. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১২৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে 'আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ رضي الله عنها একদা নবী ﷺ-এর খিদমত পনীর, ঘি ও দব্ব প্রেরণ করলেন। কিন্তু নবী ﷺ শুধু পনীর ও ঘি খেলেন আর দব্ব অরুচিকর হওয়ায় খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দস্তরখানে (দব) খাওয়া হয়েছে। তা হারাম হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দস্তরখানে খাওয়া হতো না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৯৪৭)

٧. بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ
৭. টিড্ডি বা ফড়িং খাওয়া বৈধ

١٢٧٥. حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

১২৭৫. ইবনে আবূ আওফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল খেয়েছি।

(বুখারী, পর্ব ৭২ : যব্হ ও শিকার, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৫৪৯৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যব্হ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া, হাদীস ১৯৫২)

٨. بَابُ إِبَاحَةِ الأَرْنَبِ
৮. খরগোশ খাওয়া বৈধ

١٢٧٦. حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لاَ شَكَّ فِيهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ.

১২৭৬. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কার অদূরে) মাররায যাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে রাগে পেয়ে গেলাম এবং ধরে আবু তালহা رضي الله عنه-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যবেহ করে তার পাছা অথবা রাবী বলেন, দু'উরু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। [শু'বাহ (রহ) বলেন] দু'টি উরুই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৫৭২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ শিকার, যব্হ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ৪, হাদীস ১৯৫৩)

٩. بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الاِصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

৯. যেসব জিনিস দিয়ে শিকার করা হয় এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হয় সেগুলো ব্যবহার করা বৈধ

١٢٧٧. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا

১২৭৭. ‘আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ পাথর নিক্ষেপ করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা রাবী বলেছেন : পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : এর দ্বারা কোনো প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোনো শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। তারপর তিনি আবার : তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন কিংবা তিনি তা অপছন্দ করেছেন অথচ তুমি এরপরও পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সাথে কথাই বলব না– এতকাল এতকাল পর্যন্ত।
(বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৪৭৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া, হাদীস ১৯৫৪)

١٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

১০. খাঁচায় বা বেঁধে রাখা পশু তীর বা অন্য কিছু দ্বারা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ

١٢٧٨. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

১২৭৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জীবজন্তুকে বাঁধা অবস্থায় তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৫১৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায় ১২, হাদীস ১৯৫৬)

١٢٧٩. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

১২৭৯. সা‘ঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : আমি ইবনে ‘উমর ﷺ-এর নিকট অবস্থান করছিলাম। এরপর আমরা একদল তরুণ কিংবা তিনি বলেছেন, একদল মানুষের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম, তারা মুরগি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তারা যখন ইবনে ‘উমর ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন তারা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবনে ‘উমর ﷺ বললেন : এ কাজ কে করছে? এ কাজ যে করে নবী ﷺ তাঁর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৫১৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৪ : শিকার, যবহ ও কোন প্রকার জন্তু খাওয়া যায়, অধ্যায়, ১১, হাদীস ১৯৫৮)

৩৫তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ - কুরবানী

١. بَابُ وَقْتِهَا

১. কুরবানীর সময়

١٢٨٠. حَدِيْثُ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

১২৮০. জুনদাব ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, অতঃপর খুতবা প্রদান করেন। অতঃপর যবেহ করেন এবং তিনি বলেন : সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবেহ করতে হবে এবং যে যবেহ করেনি, আল্লাহর নামে তার যবেহ করা উচিত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৯৮৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ১, হাদীস ১৯৬০)

١٢٩١. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১২৮১. বারাআ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদা ﷺ নামক আমার এক মামা সালাত আদায়ের পূর্বেই কুরবানী আদায় করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার বকরী কেবল গোশতের বকরী হলো। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট একটি ঘরে পোষা বকরীর বাচ্চা রয়েছে। নবী ﷺ বললেন : সেটাকে কুরবানী করে নাও। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবেহ করেছে, সে নিজের জন্যই যবেহ করেছে (কুরবানীর জন্য নয়) আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবেহ করেছে, সে তার কুরবানী পূর্ণ করেছে। আর সে মুসলিমদের নীতি-পদ্ধতি অনুসারেই করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫৫৫৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ১, হাদীস ১৯৬১)

١٢٨٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا أَدْرِيْ أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا.

১২৮২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সালাতের পূর্বে যে যবেহ করবে তাকে পুনরায় যবেহ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এ দিনটিতে গোশত খাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা তুলে ধরল। তখন নবী ﷺ যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার নিকট এখন ছয় মাসের এমন একটি মেষ শাবক রয়েছে যা আমর কাছে দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। নবী ﷺ তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দান করলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি-না?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৩ : দু'ঈদ, অধ্যায় ৫, হাদীস ৯৫৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ১, হাদীস ১৯৬২)

١٢٨٣. حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهٖ فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ.

১২৮৩. 'উকবা ইবনে 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ তাঁকে কিছু বকরী (ভেড়া) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বকরীর বাচ্চা অবশিষ্ট থেকে যায়। তিনি তা নবী ﷺ-কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজে এটাকে কুরবানী করে দাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪০ : ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব), অধ্যায় ১, হাদীস ২৩০০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ২, হাদীস ১৯৬৫)

٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيْلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ

২. কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে যবেহ করা মুস্তাহাব এবং যবেহের সময় 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা

١٢٨٤. حَدِيْثُ عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا.

১২৮৪. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো বর্ণের শিং বিশিষ্ট ভেড়া কুরবানী করেন। তিনি ভেড়া দু'টির পার্শ্বদেশ তাঁর পায়ের উপর রেখে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতেই সে দু'টিকে যবেহ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫৫৬৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৯৬৬)

٣. بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ اِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

৩. রক্ত প্রবাহিত করে এমন বস্তু দিয়ে যবেহ করা জায়েয

١٢٨٥. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اِعْجَلْ اَوْ اَرِنْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاَصَبْنَا نَهْبَ اِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا بِهٖ هٰكَذَا.

১২৮৫. রাফি' ইবনে খাদীজ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা আগামী দিন শত্রুর সম্মুখীন হব, অথচ আমাদের কাছে কোনো ছুরি নেই। নবী ﷺ বললেন : তুমি ত্বরান্বিত করবে অথবা তিনি বলেছেন ঃ তাড়াতাড়ি (যবেহ) করবে। যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং এতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা আহার কর। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা নয়। তোমাকে বলছি : দাঁত হলো হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি। আমরা কিছু উট ও বকরী গনীমত হিসেবে পেলাম। সেগুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। একজন সেটির উপর তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ উটটি আটকিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সকল গৃহপালিত উটের মধ্য বন্যপশুর স্বভাব রয়েছে। কাজেই তার মধ্যে কোনোটি যদি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫৫০৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ৪, হাদীস ১৯৬৮)

١٢٨٦. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

১২৮৬. রাফি' ইবনে খাদীজ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে যুল হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি' ﷺ বলেন, নবী ﷺ দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবেহ করে পাত্রে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ-এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হলো। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বণ্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য পিছু ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাদের কাছে কিছু সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুঁড়লেন। তখন আল্লাহ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কিছু সংখ্যক পলায়নপর হয়ে থাকে। অতএব যদি এসব জন্তুর কোনোটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে ওঠে তবে তার সাথে এরূপ আচরণ করবে। (রাবী বলেন), তখন আমার দাদা [রাফি ﷺ] বললেন, আমরা আশঙ্কা করছি যে, কাল শত্রুর সাথে মোকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোনো ছুরি নেই। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহ করতে পারব কি? নবী ﷺ বললেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, সেটা তোমরা ভক্ষণ করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহ না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। (বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৪৮৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ৪, হাদীস ১৯৬৮)

٤. بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ

৪. ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি খাওয়া নিষিদ্ধ বিধান রহিত হয়ে তা বৈধ হয়ে যাওয়া

١٢٨٧. حَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.

১২৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কুরবানীর গোশত থেকে তোমরা তিন দিন পর্যন্ত খাও। 'আবদুল্লাহ ﷺ মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কুরবানীর গোশত থেকে বিরত থাকার কারণে যায়তুন খাদ্য গ্রহণ করতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৫৭৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায় ৫, হাদীস ১৯৭০)

١٢٨٨. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

১২৮৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশতের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নবী ﷺ-এর সামনে পরিবেশন করতাম। তিনি বলতেন : তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটি জরুরি নয়; বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ানো হয়। আল্লাহ অধিক অবগত। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৫৭০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ৫, হাদীস ১৯৭১)

١٢٨٩. حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا.

১২৮৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানীর গোশত মিনায় তিন দিনের বেশি আহার করতাম না। এরপর নবী ﷺ আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ আহার কর এবং সঞ্চয় করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয়ও করলাম। আমি আতাকে বললাম "এমনকি আমরা মদীনা পর্যন্ত পৌঁছলাম" তিনি কি এ কথাও বলেছেন তিনি বললেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ১২৪, হাদীস ১৭১৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ৫, হাদীস ১৯৭২)

١٢٩٠. حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

১২৯০. সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিবসে এমতাবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশত কিছু পরিমাণে অবশিষ্ট থাকে। এরপর যখন পরবর্তী বছর উপস্থিত হয়, তখন সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সেরূপ করব, যেরূপ গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেন : তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ, কেননা গত বছর তো মানুষের মধ্যে ছিল অভাব-অনাটন। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা তাতে সাহায্য কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৫৫৬৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ৫, হাদীস ১৯৭৪)

٥. بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

৫. ফারা'আ ও 'আতিরার বর্ণনা

١٢٩١. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ.

১২৯১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, (ইসলামে) ফারা' বা 'আতীরা নেই। ফারা' হলো উটের প্রথম বাচ্চা, যা তাদের দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭১ : আক্বীক্বাহ, অধ্যায় ৩, হাদীস ৫৪৭৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৫ : কুরবানী, অধ্যায়, ৬, হাদীস ১৯৭৬)

৩৬তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ - পানীয়

١. بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

১. মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা

١٢٩٢. حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

১২৯২. 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য থেকে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জাওয়ান উটনীও ছিল। আর নবী ﷺ খুমুসের মধ্য থেকে আমাকে একটি জওয়ান উটনী প্রদান করেন। আর আমি যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها-এর সাথে বাসর যাপন করব, তখন আমি বনু কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সাথে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস জোগাড় করে আনব। আমার ইচ্ছে ছিল তা স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সুসম্পন্ন করব। ইতোমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান, থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর উটনী দু'টি এক আনসারীর ঘরের পাশে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ হাল দেখে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হামযা ইবনে 'আবদুল মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে রয়েছে এবং শরাব পানকারী কিছু সংখ্যক আনসারীর সাথে আছে।'

আমি নবী ﷺ-এর কাছে চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়েদ ইবনে হারিসা رضي الله عنه উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হামযা আমার উট দু'টির উপর নির্মম অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর চিরে ফেলেছে।

আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সাথে অবস্থান করছে।' তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়িয়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা رضي الله عنه তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে বিভোর ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ হামযাকে তার কাজের জন্য ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। হামযা তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযা যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করল। অতঃপর সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। আবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর নাভির দিকে তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাল। অতঃপর হামযা বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ পেছনে হেঁটে সরে এলেন। আর আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম। (বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), হাদীস ৩০৯১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, হাদীস ১৯৭৯)

١٢٩٣. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِيْ مَنْزِلِ أَبِيْ طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ - لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا الْآيَةَ.

১২৯৩. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে। আবূ তালহা رضي الله عنه আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আনাস رضي الله عنه বলেন, সেদিন মদীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোনো অপরাধ হবে না।" (আল-মায়িদা : আয়াত-৯৩)
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২১, হাদীস ২৪৬৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১, হাদীস ১৯৮০)

٢. بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ مَخْلُوْطَيْنِ

২. পাকা খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবিজ বানানো মাকরূহ

١٢٩٤. حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

১২৯৪. জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কিসমিস, শুকনো খেজুর, কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৬০১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, হাদীস ১৯৮৬)

١٢٩٥. حَدِيْثُ اَبِىْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

১২৯৫. আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খুরমা ও আধাপাকা খেজুর এবং খুরমা ও কিসমিস একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। আর এগুলো প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভিজিয়ে 'নাবীয' তৈরি করা যাবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৬০২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৫, হাদীস ১৯৮৮)

٢. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِى الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَبَيَانِ اَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَالَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

২. আলকাতরা মাখানো পাত্রে, কদুর বোলে, সবুজ কলস ও কাঠের বোলে নাবিজ বানানে বিধান রহিত হয়ে বর্তমানে হালাল হওয়ার প্রসঙ্গে

١٢٩٦. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَلَا فِى الْمُزَفَّتِ.

১২৯৬. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কদুর (লাউ'ল) খোলসে এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে নাবিজ তৈরি করো না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৫৮৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৬, হাদীস ১৯৯২, ১৯৯৩)

١٢٩٧. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

১২৯৭. 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুব্বা (কদু বা লাউয়ের খোলস) ও মুযাফফাত (আলকাতরার প্রলেপ দেয়া পাত্র) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫৫৯৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৬, হাদীস ১৯৯৪)

١٢٩٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﷺ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِلْاَسْوَدِ هَلْ سَاَلْتَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ قَالَتْ نَهَانَا فِىْ ذٰلِكَ اَهْلَ الْبَيْتِ اَنْ نَنْتَبِذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ اَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ اِنَّمَا اُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ اَفَاُحَدِّثُ مَالَمْ اَسْمَعْ.

১২৯৮. ইবরাহীম (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কোনো কোনো পাত্রের মধ্যে 'নাবীয' তৈরি করা মাকরূহ। তিনি উত্তরে বললেন : হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! কোনো কোনো পাত্রের মধ্যে নবী ﷺ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : নবী ﷺ আমাদের অর্থাৎ আহলে বায়তকে দুব্বা (কদু বা লাউয়ের খোলস) ও মুযাফ্ফাত (আলকাতরার প্রলেপ দেয়া পাত্র) নামক পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। (ইবরাহীম বলেন) আমি বললাম : আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا কি জার (মাটির কলসী) ও হানতাম (মাটির সবুজ পাত্র) নামক পাত্রের কথা উল্লেখ করেননি? তিনি বললেন : আমি যা শুনেছি কেবল তাই তোমাকে বলেছি। আমি যা শুনিনি তাও কি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করব?
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫৫৯৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৬, হাদীস ১৯৯৫)

١٢٩٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ .... وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ.

১২৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল .... আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি শুষ্ক কদুর খোলস, সবুজ রং প্রলেপযুক্ত পাত্র, খেজুর কাণ্ড নির্মিত পাত্র, তৈলজ পদার্থ প্রলেপযুক্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করতে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৩৯৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৬, হাদীস ১৭)

١٣٠٠. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

১৩০০. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এক ধরনের পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন, তখন নবী ﷺ-কে বলা হলো, সব মানুষের নিকট তো মশক মজুদ নেই। ফলে নবী ﷺ তাদের কলসীর জন্য অনুমতি প্রদান করেন, তবে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া পাত্রের জন্য অনুমতি দেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫৫৯৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৬, হাদীস ২০০০)

٤. بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

৪. যা মাতলামি সৃষ্টি করে তাই মাদকদ্রব্য আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

١٣٠١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

১৩০১. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সব পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম। (বুখারী, পর্ব ৪ : অযু, অধ্যায় ৭১, হাদীস ৫৫৮৫, ৫৫৮৬, ২৪২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৭, হাদীস ২০০১)

١٣٠٢. حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

১৩০২. আবূ মূসা আল-আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে (আবূ মূসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে প্রেরণ করেছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কিছু শরাব সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, ঐগুলো কী কী? আবূ মূসা ﷺ বললেন, তা হলো বিতউ ও 'মিযর শরাব। বর্ণনাকারী সা'ঈদ (রহ) বলেন, আমি আবূ বুরদাকে জিজ্ঞেস করলাম বিত্উ কী? তিনি বললেন, 'বিত্উ হলো মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিয্‌র হলো যবের গ্যাজানো রস। (সা'ঈদ বলেন) তখন নবী ﷺ বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬০, হাদীস ৪৩৪৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৭, হাদীস ১৭৩৩)

٥. بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

৫. যে মদপান থেকে বিরত হলো না বা তওবা করল না তার শাস্তি

١٣٠٣. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

১৩০৩. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পানে লিপ্ত হয়েছে এরপর সে তা থেকে তাওবা করেনি, সে ব্যক্তি আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৫৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৮, হাদীস ২০০৩)

٦. بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيْذِ الَّذِيْ لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

৬. নাবিজ ততক্ষণ বৈধ যতক্ষণ না তা বিকৃত মাদকদ্রব্যে পরিণত হয়

١٣٠٤. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ دَعَا أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ عُرْسِهٖ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

১৩০৪. সাহল ইবনে সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উসায়দ আস সা'ঈদী ﷺ বিবাহ উপলক্ষে নবী ﷺ-কে তার ওয়ালীমায় দাওয়াত করলেন। তাঁর নববধূ সেদিন খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। সাহল বলেন, তোমরা কি জান, সে দিন নবী ﷺ-কে পানীয় সরবরাহ করা হয়েছিল? সারারাত ধরে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে তা তৈরি পানীয়। নবী ﷺ যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তাঁকে ঐ পানীয়ই পান করতে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭২, হাদীস ৫১৭৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৯, হাদীস ২০০৬)

١٣٠٥. حَدِيْثُ سَهْلٍ ﷺ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِيْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذٰلِكَ.

১৩০৫. সাহল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ উসায়দ আস সা'ঈদী ﷺ তাঁর ওয়ালীমায় নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন, তখন তাঁর নববধূ উম্মু উসায়দ ব্যতীত আর কেউ উক্ত খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন করেননি। তিনি একটি পাথরের পাত্রে সারারাত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। যখন ﷺ খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন, তখন সেই তোহফা নবী ﷺ-কে পান করান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭৮ হাদীস ৫১৮২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৯, হাদীস ২০০৬)

١٣٠٦. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِيْ أُجُمِ بَنِيْ سَاعِدَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّيْ فَقَالُوْا لَهَا أَتَدْرِيْنَ مَنْ هٰذَا قَالَتْ لَا قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقٰى مِنْ ذٰلِكَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى جَلَسَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا يَا سَهْلُ فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهٰذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ (قَالَ الرَّاوِيْ) فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ.

১৩০৬. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট আরবের জনৈক মহিলার কথা উত্থাপন করা হলে, তিনি আবূ উসাঈদ সা'ঈদী ﷺ-কে আদেশ দিলেন, সেই মহিলার নিকট কাউকে প্রেরণ করতে। তখন তিনি তার নিকট একজনকে প্রেরণ করলে সে আসল এবং সায়িদা গোত্রের দূর্গে অবতরণ করল। এরপর নবী ﷺ বেরিয়ে এসে তার কাছে গেলেন। নবী ﷺ দূর্গে তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন মহিলা মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। নবী ﷺ যখন তার সাথে কথোপকথন করলেন, তখন সে বলে ওঠল, আমি

আপনার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাকে পানাহ দিলাম। তখন লোকজন তাকে বলল, তুমি কি জান ইনি কে? সে বলল : না। তারা বলল : ইনি তো আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন। সে বলল, এ মর্যাদা থেকে আমি চির বঞ্চিতা। এরপর সে দিনই নবী ﷺ অগ্রসর হলেন এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অবশেষে বনী সায়িদার চত্বরে এসে বসে পড়লেন। এরপর বললেন ঃ হে সা'দ! আমাদের পানি পান করাও। সাহল ﷺ বলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য এ পেয়ালাটিই বের করে এনে তা দিয়ে তাঁদের পান করাই। বর্ণনাকারী বলেন, সাহল ﷺ তখন আমাদের কাছে সেই পেয়ালা বের করে আনলে আমরা সে পেয়ালায় পানি পান করি। তিনি বলেছেন : পরবর্তীকালে 'উমর ইবনে 'আবদুল 'আযীয ﷺ তাঁর নিকট থেকে সেটি দান হিসেবে পেতে চাইলে, তিনি তাঁকে তা হেবা হিসেবে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৫৬৩৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৯, হাদীস ২০০৭)

٧. بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

৭. দুগ্ধপান বৈধ

١٣٠٧. حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ﷺ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللهَ لِىْ وَلَا اَضُرُّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ.

১৩০৭. বারা' ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনার দিকে গমন করছিলেন তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শা, তাঁর পেছনে ধাওয়া করল। নবী ﷺ তার জন্য বদদু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকেসহ মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। আমি আপনার কোনোরূপ ক্ষতি করব না। নবী ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ বলেন, তখন আমি একটি বাটি নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪৭০৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১০, হাদীস ২১৪৬)

١٣٠٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اُتِىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ.

১৩০৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে ভ্রমণ করানো হয়, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং অন্যটিতে ছিল দুধ। তিনি উভয়টির দিকে তাকালেন এবং দুধের পেয়ালা বেছে নিলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি আপনাকে স্বাভাবিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যদি আপনি শরাবকে গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত অবাধ্য হয়ে যেত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪৭০৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১০, হাদীস ১৬৮)

٨. بَابُ فِيْ شُرْبِ النَّبِيْذِ وَتَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ

৮. নাবিজ পান করা ও পাত্র ঢেকে রাখা

١٣٠٩. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ جَاءَ أَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا.

১৩০৯. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ ﷺ এক পাত্রে দুধ নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : এটিকে ঢেলে রাখলে না কেন? এর ওপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখা উচিত ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ১২, হাদীস ৫৬০৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১১, হাদীস ২০১০)

٩. بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِيْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৯. পাত্র ঢেকে রাখা, মশক বেঁধে রাখা, দরজা বন্ধ করা, এগুলো করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং ঘুমানোর সময় বাতি ও আগুন নিভিয়ে রাখা এবং মাগরিবের পর শিশু ও গরু বাছুর বাড়ীর বাইরে যেতে না দেয়ার নির্দেশ

١٣١٠. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا.

১৩১০. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে কিংবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৩০৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১২, হাদীস ২০১২)

١٣١١. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.

১৩১১. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন রেখে ঘুমাবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ৬২৯৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১২, হাদীস ২০১৫)

١٣١٢. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى ﷺ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ.

১৩১২. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার রাতের বেলায় মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী ﷺ-এর নিকট জানানো হলে, তিনি বললেন এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। অতএব, তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তোমাদেরই হেফাযতের জন্য তা নিভিয়ে ফেলবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ৬২৯৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১২, হাদীস ২০১৬)

١٠. بَابُ اٰدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاَحْكَامِهِمَا
১০. খাওয়া ও পান করার আদব এবং তার বিধান

١٣١٣. حَدِيْثُ اَبِىْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِىْ بَعْدُ.

১৩১৩. উমর ইবনে আবূ সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ছোট ছেলে হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রক্ষণাবেক্ষণে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২, হাদীস ৫৩৭৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১৩, হাদীস ২০২২)

١٣١٤. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ﷺ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

১৩১৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ খুলে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে বারণ করছেন। (বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫৬২৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, হাদীস ২০২৩)

١١. بَابُ اٰدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاَحْكَامِهِمَا
১১. জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা

١٣١٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

১৩১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট জমজমের পানি উপস্থাপন করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৭৬, হাদীস ১৬৩৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১৫, হাদীস ২০২৭)

١٢. بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِىْ نَفْسِ الْاِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْاِنَاءِ
১২. পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া ঘৃণিত এবং পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ছাড়া মুস্তাহাব

١٣١٦. حَدِيْثُ اَبِىْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ.

১৩১৬. আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১৬, হাদীস ২৬৭)

١٣١٧. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا.

১৩১৭. সুমামা ইবনে 'আবদুল্লাহ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পাত্রের পানি পান করতেন। তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, নবী ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৫৬৩১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১৬, হাদীস ২০২৮)

١٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِيْنِ الْمُبْتَدِئِ

১৩. প্রথমে পানকারীর পর দুধ, পানি বা এ জাতীয় বস্তুর পাত্র ডান দিক থেকে ঘুরান মুস্তাহাব

١٣١٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ دَارِنَا هٰذِهِ فَاسْتَسْقٰى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هٰذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُوْنَ الْأَيْمَنُوْنَ أَلَا فَيَمِّنُوْا قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

১৩১৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এই ঘরে আগমন করলেন এবং কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা আমাদের একটা দুধ দোহন করে তাতে আমাদের এই কূপের পানি মিশালাম। অতঃপর তা তাঁর সম্মুখে পেশ করলাম। এ সময় আবু বকর ﷺ ছিলেন তাঁর বামে, 'উমর ﷺ ছিলেন তাঁর সম্মুখে, আর এক বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি যখন পান শেষ করলেন, তখন 'উমর ﷺ বললেন, ইনি আবু বকর; কিন্তু রাসূল ﷺ বেদুঈনকে তার অবশিষ্ট পানি দান করলেন। অতঃপর বললেন, ডান দিকের ব্যক্তিদেরকেই (অগ্রাধিকার), ডান দিকের ব্যক্তিদের (অগ্রাধিকার) শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে। আনাস ﷺ বলেন, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত, এটাই, সুন্নাত।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৫৭১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, হাদীস ২০২৯)

١٣١٩. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُوْثِرَ بِفَضْلِيْ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

১৩১৯. সাহল ইবনে 'সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি পিয়ালা নিয়ে আসা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানিটুকু) বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে ফযীলত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আমার চেয়ে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিব না। অতঃপর তিনি তা তাকে প্রদান করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৩৫১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১৭, হাদীস ২০৩০)

١٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيْبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

১৪. আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া ও কোনো লোকমা পড়ে গেলেও তাতে ময়লা লাগলে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া মুস্তাহাব

١٣٢٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

১৩২০. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার হাত ধূয়ে ফেলে, যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় অথবা অন্যকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৫৪৫৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, হাদীস ২০৩১)

١٥. بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

১৫. খাবারের মালিক দাওয়াত দেয়নি এমন কেউ মেহমানের সঙ্গী হলে মেহমান করণীয় এবং মেজবানের করণীয় সঙ্গী ব্যক্তিকে খাবারের অনুমতি দেয়া

١٣٢١. حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

১৩২১. আবূ মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ শু'আইব নামক এক আনসারী এসে তার কসাই গোলামকে বললেন, পাঁচ জনের উপযোগী খাবার প্রস্তুত কর। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করতে যাই। তাঁর চেহারায় আমি ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তারপর সে লোক এসে দাওয়াত দিলেন। তাদের সাথে আরেকজন অতিরিক্ত লোক এলেন। নবী ﷺ বললেন, এ আমাদের সাথে এসেছে, তুমি ইচ্ছে করলে একে অনুমতি দিতে পার আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক, তবে সে ফিরে যাবে। সাহাবী বললেন না; বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২১, হাদীস ২০৮১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ১৯, হাদীস ২০৩৬)

١٦. بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

১৬. মেহমানের জন্য তার সাথে অন্য এমন লোককে নিয়ে যাওয়া বৈধ যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে বাড়িওয়ালা এতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন করবে

١٣٢٢. حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلًا بِهَلّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

১৩২২. জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী ﷺ-কে অত্যাধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি

আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নিকট কোনো কিছু (খাদ্য দ্রব্য) আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা 'পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমার বাড়িতে একটা বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল।

আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার সম্পূর্ণ কাজ শেষ করল এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের কাছে লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী ﷺ উচ্চেঃস্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবের খানার আয়োজন করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আটার খামির উপস্থাপন করা হলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি ডেকচির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লাল মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি তৈরি করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত পরিবেশন করুক। তবে (উনুন থেকে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাকী খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি আগের মতোই টগবগ করছিল আর আমাদের আটার খামির থেকেও আগের মতোই রুটি তৈরি হচ্ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৪১০২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২০, হাদীস ২০৩৯)

١٣٢٣. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِيْ وَلَاثَتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ

لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

১৩২৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা ﷺ উম্মে সুলায়মকে বললেন, আমি নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা কাতরতা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। অতঃপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিছু অংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী ﷺ এর নিকট প্রেরণ করলেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কিছু সংখ্যক লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন।

আমি গিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জ্বি, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি-হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবু তালহা আমাকে দাওয়াত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবূ তালহা ﷺ-কে নবী ﷺ-এর আগমনের কথা শুনালাম। এ কথা শুনে আবূ তালহা ﷺ বলেন, হে উম্মে সুলাইম! নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মতো কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মে সুলায়ম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

আবূ তালহা ﷺ তাঁদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য বাড়ি থেকে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং নবী ﷺ এর সঙ্গে দেখা করলেন এবং নবী ﷺ আবূ তালহা ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মে সুলায়ম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলো হাযির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরো টুকরো করা হলো। উম্মে সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে কিছু ঘি বের করে তরকারী হিসেবে উপস্থিত করলেন। অতঃপর নবী ﷺ পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন অতঃপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। অতঃপর আরো দশজনকে আসতে বলা হলো। তারা আসলেন এবং তৃপ্তি সহকারে রুটি খেয়ে চলে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হলো। তাঁরাও আসলেন এবং পেটভর্তি করে খেয়ে নিলেন। এভাবে উপস্থিত সকলেই রুটি খেয়ে তৃপ্ত হলেন। সর্বমোট সত্তর বা আশিজন লোক ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৫৭৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২০, হাদীস ২০৪০)

١٧. بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

১৭. ঝোল খাওয়া জায়েয, কুমড়া খাওয়া মুস্তাহাব, দস্তরখানায় লোকদের কতককে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয়া যদি মেজবান এটা অপছন্দ না করে

١٣٢٤. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

১৩২৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরজী খাবার প্রস্তুত করে আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত পেশ করলেন। আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে রুটি এবং ঝোল যাতে লাউ ও গোশতের টুকরো ছিল তা উপস্থাপন করলেন। আমি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার কিনারা থেকে তিনি লাউয়ের টুকরো খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি সব সময় লাউ ভালোবাসতে থাকি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৩০, হাদীস ২০৯২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২১, হাদীস ২০৪১)

١٨. بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

১৮. তাজা খেজুরের সাথে শসা খাওয়া

١٣٢٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

১৩২৫. আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবু তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে তাজা খেজুর কাঁকুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৫৪৪০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২৩, হাদীস ২০৪৩)

١٩. بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ جَمَاعَةً عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِيْ لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

১৯. একসাথে খাওয়ার সময় সাথীদের বিনা অনুমতিতে খাওয়া নিষিদ্ধ

١٣٢٦. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

১৩২৬. জাবালা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় কতিপয় ইরাকী লোকের সাথে অবস্থান করছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হই, তখন ইবনে যুবাইর ﷺ আমাদেরকে খেজুর খেতে দিতেন। ইবনে উমর ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দু'টি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৪ হাদীস ২৪৫৫; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২৫, হাদীস ২০৪৫)

٢٠. بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ

২০. মদীনার খেজুরের মর্যাদা

١٣٢٧. حَدِيْثُ سَعْدٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ.

১৩২৭. সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজওয়া (মদীনায় উৎপন্ন উন্নত মানের খুরমার নাম) খেজুর আহার করবে, সে দিন কোনো বিষ বা যাদু তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৫৭৬৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২৭, হাদীস ২০৪৭)

٢١. بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

২১. কাম'আ (এক প্রকার ছত্রাক যা খাওয়া যায়)-এর ফযীলত এবং চক্ষু রোগের ঔষধ হিসেবে তার ব্যবহার

١٣٢٨. حَدِيْثُ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

১৩২৮. সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'আল কামাআত মাশরুম মান্না জাতীয়। আর তার পানি চোখের রোগের প্রতিষেধক।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৪৪৭৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২৮, হাদীস ২০৪৯)

٢٢. بَابُ فَضِيْلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

২২. কালো কাবাস (আরক গাছের ফল)-এর ফযীলত

١٣٢٩. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَجْنِى الْكَبَاثَ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوْا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا.

১৩২৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেনঃ এর মধ্যে কালোগুলো নেয়াই তোমাদের উচিত। কেননা এগুলোই অধিক সুস্বাদু ফল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন? তিনি বললেন, প্রত্যেক নবীই তা চরিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৩৪০৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ২৮, হাদীস ২০৫০)

٢٣. بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيْثَارِهِ

২৩. মেহমানের সম্মান ও প্রাধান্য দেয়ার ফযীলত

١٣٣٠. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيْفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِىْ فَقَالَ هَيِّئِىْ طَعَامَكِ وَأَصْبِحِىْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِىْ صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ - وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১৩৩০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছ যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন এক আনসারী সাহাবী (আবূ তালহা ﷺ) বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার তৈরি কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার

চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল তা হাজির করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মতো শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে আহার করছেন। তাঁরা উভয়েই সারারাত অনাহারে কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন কিংবা বলেছেন সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। 'তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলতাপ্রাপ্ত'।

(সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৯) (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩৭৯৮ ; মুসলিম, অধ্যায়, ৩২, হাদীস ২০৫৪)

١٣٣١. حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى وَايْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ.

১৩৩১. 'আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমরা একশ' ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারো সঙ্গে কি খাবার রয়েছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা কিংবা তার কমবেশি পরিমাণ খাদ্য আছে। সে আটা গোলানো হল। অতঃপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুলওয়ালা এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এল। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন। বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে বলল, না; বরং বিক্রি করব। নবী ﷺ তার নিকট থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। সেটাকে যবেহ করা হলো। নবী ﷺ বকরীর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককে নবী ﷺ সেই কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। উপস্থিত সকলের হাতে দিলেন; আর অনুপস্থিতদের জন্য কিছু তুলে রাখলেন। অতঃপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৬১৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, হাদীস ২০৫৬)

١٣٣٢. حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوا

فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لَا هَنِيْئًا فَقَالَ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

১৩৩২. আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। আসহাবে সুফ্‌ফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নবী ﷺ বললেন ঃ যার নিকট দু'জনের আহার রয়েছে সে যেন (তাঁদের থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে করে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের ব্যবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়। আবূ বকর ﷺ তিনজন সাথে নিয়ে আসেন এবং আল্লাহর রাসূল দশজন নিয়ে আসেন। 'আবদুর রহমান ﷺ বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবূ বকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিন জন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি-না? আবূ বকর ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং 'এশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। 'এশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে) ফিরে আসেন এবং নবী ﷺ-এর রাতের আহার শেষ হলে সেখানেই অবস্থান করেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু সময় অধিক বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমানদের নিকট আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল? অথবা তিনি বলেছিলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান থেকে। আবূ বকর ﷺ বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে খানা উপস্থিত করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। আবদুর রহমান ﷺ বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে বোকা এবং ভর্ৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। ততক্ষণ আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তা কখনই খাব না। আবদুর রহমান ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা লুকমা উঠিয়ে নিতেই নিচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন।

অথচ পূর্বের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়েও বেশি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বানু ফিরাসের বোন। একি? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি। আবূ বকর ﷺও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। অতঃপর তিনি আরও লুকমা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছেই ছিল। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে সে সন্ধি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই জানেন। তারা সকলেই সে খাদ্য থেকে আহার করেন। (রাবী বলেন) অথবা আবদুর রহমান ﷺ যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৬০২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৩২, হাদীস ২০৫৭)

٢٤. بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

২৪. খাদ্য অল্প হলেও ভাগ করে খাওয়ার ফযীলত

١٣٣٣. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ.

১৩৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৩৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৩৩, হাদীস ২০৫৮)

٢٥. بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

২৫. মু'মিন খায় এক পেটে, কাফির খায় সাত পেটে

١٣٣٤. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوْ الْمُنَافِقَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

১৩৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মু'মিন এক পেটে খায় আর কাফির অথবা মুনাফিক সাত পেটে খায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১২, হাদীস ৫৩৯৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৩৪, হাদীস ২০৬০)

١٣٣٥. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

১৩৩৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক লোক অধিক পরিমাণে আহার করত। লোকটি মুসলিম হলে অল্প আহার করতে লাগল। ব্যাপারটি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ মু'মিন এক পেটে খায়, আর কাফির খায় সাত পেটে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০: খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১২, হাদীস ৫৩৯৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৩৪, হাদীস ২০৬০)

٢٦. بَابُ لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

২৬. খাবারের দোষ বলবে না

١٣٣٦. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

১৩৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কখনো কোনো খাবারকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন নতুন পরিত্যাগ করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৬৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৬ : পানীয়, অধ্যায়, ৩৫, হাদীস ২০৬৪)

৩৭তম অধ্যায়

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ - পোশাক ও অলঙ্কার

١. بَابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

১. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ

١٣٣٧. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

১৩৩৭. নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৮, হা ঃ ৫৬৩৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হা ঃ ২০৬৫)

٢. بَابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

২. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার হারাম এবং স্বর্ণের আংটি ও রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম ও তার মহিলাদের জন্য বৈধ এবং রেশমী দ্বারা নকশা করা যার পরিমাণ চার আঙ্গুলের বেশি নয় তা পুরুষের জন্য বৈধ।

١٣٣٨. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ

১৩৩৮. বারাআ ইবনে আযিব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের হুকুম দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন : রোগীর সেবা করতে, জানাযার পেছনে যেতে, হাঁচি দানকারীর জবাব দিতে, দাওয়াদাতার দাওয়াত গ্রহণ করতে, অধিক অধিক সালাম দিতে, মযলুমের সাহায্য করতে এবং কসমকারীকে কসম ঠিক রাখার সুযোগ করে দিতে। আর আমাদের তিনি নিষেধ করছেনঃ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, অথবা তিনি বলেছেন, রূপার পাত্রে পানি পান করতে, মায়াসির অর্থাৎ এক জাতীয় নরম ও মসৃন রেশমী কাপড় কালসী অর্থাৎ রেশম মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতে এবং পাতলা কিংবা মোটা এবং অলঙ্কার খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ২৮, হা ঃ ৫৬৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হা ঃ ২০৬৬)

١٣٣٩. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوْسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِيْ يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّيْ نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُوْلُ لَمْ أَفْعَلْ هٰذَا وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

১৩৩৯. আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁরা হুযাইফা ﷺ-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নি উপাসক তাঁকে পানি এনে দিল। সে যখনই পাত্রটি তাঁর হাতে রাখল, তিনি সেটা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি যদি একবার বা দু'বারের অধিক তাকে নিষেধ না করতাম, তাহলেও হতো। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান, তাহলেও আমি এরূপ করতাম না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা রেশম বা রেশম জাতীয় কাপড় পরিধান থেকে বিরত থাক এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলো কাফিরদের জন্য আর পরকালে তোমাদের জন্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৯, হাদীস ৫৪২৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ১, হাদীস ২০৬৭)

١٣٤٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهٖ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهٖ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ اَخًا لَهٗ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

১৩৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোশাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি এটি আপনি খরিদ করতেন এবং যখন আপনার নিকট প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন জুমু'আর দিন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোনো অংশ নেই। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোশাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি উমর ﷺ-কে প্রদান করেন। উমর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোশাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করিনি। উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ তখন এটি মক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১১, জুমু'আহ, অধ্যায় ৭, হা ঃ ৮৮৬; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১, হা ঃ ২০৬৮)

١٣٤١. حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ اَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِاَذْرَبِيْجَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ اِلَّا هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْاِبْهَامَ قَالَ فِيْمَا عَلِمْنَا اَنَّهٗ يَعْنِى الْاَعْلَامَ.

১৩৪১. উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আবূ উসমান নাহদী ﷺ বলেন : আমাদের কাছে উমর ﷺ-এর থেকে এক পত্র আসে, এ সময় আমরা উতবা ইবনে ফারকাদের সাথে আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম। (তাতে লেখা ছিল) রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু এবং ইশারা করলেন, বৃদ্ধ আঙ্গুলের সাথে একত্রিত দু'আঙ্গুল দ্বারা (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা বুঝলাম যে (বৈধতার পরিমাণ) জানিয়ে তিনি পাড় ইত্যাদি উদ্দেশ্য করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৮২৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২০৬৯)

١٣٤٢. حَدِيثُ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

১৩৪২. আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় প্রদান করলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর মুখমণ্ডল গোস্বার ভাব দেখতে পেয়ে আমি আমার মহিলাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়ে দিলাম।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৭, হাদীস ২৬১৪ : মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২০৭১)

١٣٤٣. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ.

১৩৪৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। শু'বাহ (রহ.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ কথা কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি জোর দিয়ে বললেন : হ্যাঁ নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি ইহকালে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে পরকালে তা কখনও পরিধান করতে পারবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৮৩২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ৬০৭৩)

١٣٤٤. حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

১৩৪৪. উকবা ইবনে আমির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপছন্দ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : মুত্তাকীদের জন্যে এ পোশাক মোটেই সমীচীন নয়।

নোট : পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা এটি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ১৫, হাদীস ২০৭৫)

٣. بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

৩. রোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ব্যবহার বৈধ

١٣٤٥. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

১৩৪৫. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ ও যুবায়ের ﷺ-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকায় রেশমী জামা পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯১, হাদীস ২৯১৯: মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩, হাদীস ২০৭৬)

٤. بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

৪. হিবারা কাপড় পরিধানের মর্যাদা

١٣٤٦. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ.

১৩৪৬. কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম : কোন জাতীয় কাপড় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল তিনি বললেন : হিবারা-ইয়ামনী চাদর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১৮, হা ঃ ৫৮১২; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৫, হা ঃ ২০৭৯)

٥. بَابُ التَّوَاضُعِ فِى اللِّبَاسِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيْظِ مِنْهُ وَالْيَسِيْرِ فِى اللِّبَاسِ وَالْفِرَشِ وَغَيْرِهِمَا وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعْرِ وَمَا فِيْهِ اَعْلَامٌ

৫. পোশাকে বিনয়ী হওয়া শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটা কাপড়কে যথেষ্ট মনে করা, কম মূল্যের পোশাক, কম্বল, বিছানা ব্যবহার করা, উটের লোম থেকে তৈরি কাপড় আর তাতে যা উপাদেয় পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা বৈধ

١٣٤٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ.

১৩৪৭. আবূ বুরদা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা ﵂ একবার একখানি কম্বল ও মোটা ইযার নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং তিনি বললেন : এ দু'টি পরা অবস্থায় নবী ﷺ-এর রূহ কবয করা হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭: পোশাক, অধ্যায় ১৯, হা ঃ ৫৮১৮; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৬, হা ঃ ২০৮০)

٦. بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْاَنْمَاطِ

৬. কার্পেট ব্যবহার করা বৈধ এবং কাপড় কতটুকু লটকানো জায়েয

١٣٤٨. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ اَنْمَاطٍ قُلْتُ وَاَنّٰى يَكُوْنُ لَنَا الْاَنْمَاطُ قَالَ اَمَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ فَاَنَا اَقُوْلُ لَهَا يَعْنِىْ امْرَاَتَهُ اَخِّرِىْ عَنِّىْ اَنْمَاطَكِ فَتَقُوْلُ اَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ فَاَدَعُهَا.

১৩৪৮. আব্দুল্লাহ জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম : আমরা তা কোথায় পাব? তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমরা আনমাত লাভ করবে। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমার বিছানা থেকে এটা সরিয়ে দাও। তখন সে বলল, নবী ﷺ কি বলেননি যে, শ্রীঘ্রই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা রাখতে দিই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬৩১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ৭, হাদীস ২০৮৩)

٧. بَابُ تَحْرِيْمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوْزُ اِرْخَاؤُهُ اِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

৭. অহঙ্কার করে কাপড় ছেচড়ানো হারাম

١٣٤٩. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

১৩৪৯. ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে অহঙ্কারের সাথে তার (পরিধেয়) পোশাক হেঁচড়ে টেনে চলে। (বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ১, হা ঃ ৫৭৮৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৮, হা ঃ ২০৮৫)

١٣٥٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

১৩৫০. আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ক্বেয়ামাতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশে লুঙ্গি (পোশাক) ঝুলিয়ে পরে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫, হা ঃ ৫৭৮৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৯, হা ঃ ২০৮৭)

٨. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

৮. পোশাকের পারিপাট্যে অতি উৎফুল্ল হয়ে গর্বভরে চলা নিষেধ

١٣٥١. حَدِيْثُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

১৩৫১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় পরিধান করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ অতিক্রম করছিল ; হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৭৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ১০, হাদীস ২০৮৮)

٩. بَابُ فِيْ طَرْحِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

৯. স্বর্ণের আংটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া

١٣٥٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

১৩৫২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৫৮৬৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ১১, হাদীস ২০৮৯)

١٣٥٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّيْ كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

১৩৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈরি করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকেরাও (অনুরূপ) করল। এরপর তিনি মিম্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম। এবং তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি এ আংটি আর কোনোদিন ব্যবহার করব না! তখন লোকেরাও নিজ নিজ আংটিগুলো খুলে ফেলল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ৬, ৬৬৫১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১১, হা : ২০৯১)

١٠. بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

১০. মুহাম্মদ ﷺ রৌপ্যের আংটি পরিধান করেছিলেন যাতে খোদাই করা ছিল "মুহাম্মদুন রাসূলুল্লাহি"

١٣٥٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِيْ بِئْرِ أَرِيْسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

১৩৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করেন। সেটি তাঁর হাতে পড়া ছিল। এরপর তা আবূ বকর ﷺ-এর হাতে আসে। পরে তা উমর ﷺ-এর হাতে আসে। এরপর তা উসমান ﷺ-এর হাতে আসে। শেষ পর্যন্ত তা আরীস নামক এক কূপের মধ্যে পড়ে যায়। তাতে অঙ্কিত ছিল "মুহাম্মদুন রাসূলুল্লাহি" ﷺ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৫৮৭৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ১২, হাদীস ২০৯১)

١٣٥٥. حَدِيْثُ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ اَحَدٌ قَالَ فَاِنِّىْ لَاَرٰى بَرِيْقَهُ فِىْ خِنْصَرِهٖ.

১৩৫৫. আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি আংটি তৈরি করেন। তারপর তিনি বলেন : আমি একটি আংটি তৈরি করেছি এবং তাতে একটি নকশা করেছি। সুতরাং কেউ যেন নিজের আংটিতে নকশা না করে। তিনি (আনাস) বলেন : আমি যেন তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটিটির দ্যুতি (এখনও) দেখতে পাচ্ছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৫১, হা ঃ ৫৮৭৪; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ১২, হা ঃ ২০৯২)

١١. بَابُ فِىْ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ

১১. নবী ﷺ-এর আংটি পরিধান করা, যখন তিনি অনারবদের নিকট পত্র লেখার ইচ্ছে করলেন

١٣٥٦. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُوْنَ كِتَابًا اِلَّا مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهٖ فِىْ يَدِهٖ.

১৩৫৬. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একখানা পত্র লিখনে কিংবা একখানা পত্র লিখতে ইচ্ছে পোষণ করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তারা (রোমবাসী ও অনারবরা) সীলমোহর ব্যতীত কোনো পত্র পাঠ করে না। অতঃপর তিনি রূপার একটি আংটি (মোহর) তৈরি করিয়ে নিলেন যাতে অংকিত ছিল (মুহাম্মাদুন রাসূলুল্লাহি)। আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৭, হাদীস ৬৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২০৯২)

١٢. بَابُ فِىْ طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

১২. আংটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়া

١٣٥٧. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه اَنَّهُ رَاٰى فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ

১৩৫৭. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে রূপার একটি আংটি দেখতে পেয়েছেন। তারপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে তাঁর আংটি পরিহার করেন। লোকেরাও তাদের আংটি পরিহার করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৫৮৬৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২০৯৩)

١٣. بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالٍ

১৩. যখন জুতা পরবে তখন ডান পা এবং যখন জুতা খুলবে তখন বাম পা দ্বারা আরম্ভ করা

١٣٥٨. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

১৩৫৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে তখন সে ডান দিক থেকে শুরু করে, আর যখন খুলে তখন সে যেন বাম দিকে শুরু করে, যাতে পরার বেলায় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৫৮৫৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২০৯৭)

١٣٥٩. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا.

১৩৫৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন না হাঁটে। হয় উভয় পা সম্পূর্ণ খোলা রাখবে অথবা উভয় পায়ে পরিধান করবে। (বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৪০, হা ঃ ৫৮৫৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোষাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২০৯৭)

١٤. بَابُ فِي إِبَاحَةِ الْاِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرٰى

১৪. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ

١٣٦٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى.

১৩৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ৪৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২২, হাদীস ২১০০)

١٥. بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

১৫. পুরুষের জন্য যাফরান রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

١٣٦١. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

১৩৬১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পুরুষদের জাফরানী রং-এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৫৮৪৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২১০১)

١٦. بَابُ فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُوْدِ فِي الصَّبْغِ

১৬. রং ব্যবহারে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করা

١٣٦٢. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ.

১৩৬২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারাগণ রং লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কাজ কর।
(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হা ঃ ৩৪৬২; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৫, হাদীস ২১০৩)

١٧. بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

১৭. যে ঘরে কুকুর ও ছবি আছে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

١٣٦٣. حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ.

১৩৬৩. আবূ তালহা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বাড়িতে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২২৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২১০৬)

١٣٦٤. حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ﷺ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ ﷺ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ أَلَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ.

১৩৬৪. আবূ তালহা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে বাড়িতে প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। বুস্‌র (রহ.) বলেন, অতঃপর যায়িদ ইবনে খালিদ ﷺ রোগাক্রান্ত হন। আমরা তাঁর সেবার জন্য গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুস্‌র) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (রহ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কী হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি বলেছেন, প্রাণীর; তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অংকন করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শুননি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণনা করেছেন।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩২২৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২১০৬)

١٣٦٥. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

১৩৬৫. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাবুক যুদ্ধের) সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পর্দা টানিয়ে নিলাম। তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলো ছবি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এটা দেখলেন, তখন তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : কিয়ামতের দিন সে সব মানুষের সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির (প্রাণীর) অনুরূপ তৈরি করবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন : এরপর আমরা তা দিয়ে একটি বা দু'টি বসার আসন তৈরি করি।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৯১, হা ঃ ৫৯৫৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২১০৭)

١٣٦٦. حَدِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.

১৩৬৬. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি একটি ছবিওয়ালা বালিশ ক্রয় করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারার মাঝে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কী অন্যায় করেছি? তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এ বালিশের কী অবস্থা? আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এই ছবি তৈরিকারীদের কেয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে, তা জীবিত কর। তিনি আরো বলেন, যে ঘরে এসব ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৬ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪০, হাদীস ২১০৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২১০৭)

١٣٦٧. حَدِيْثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

১৩৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা এই ছবি তৈরি করে তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে তোমরা যা তৈরি করেছিলে তাতে জীবন দান কর। (বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৫৯৫১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২১০৮)

١٣٦٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

১৩৬৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (কেয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি তৈরি করে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ৫৯৫০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২১০৯)

١٣٦٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّيْ إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَإِنِّيْ أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ.

১৩৬৯. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-এর নিকট হাজির ছিলাম, এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্ত শিল্পে। আমি এসব ছবি তৈরি করি। ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما তাঁকে বলেন, (এ বিষয়ে) আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাব। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ছবি তৈরি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই পরিত্যাগ করতে পার, তবে গাছপালা এবং যে সকল বস্তুতে প্রাণ নেই, তা তৈরি করতে পার।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১০৪, হাদীস ২২২৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২১১০)

١٣٧٠ . حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَاى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً .

১৩৭০. আবূ যুর'আ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা ﷺ-এর সাথে মদীনার এক ঘরে প্রবেশ করি। ঘরের উপরে এক ছবি নির্মাতাকে তিনি ছবি তৈরি করতে দেখলেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (আল্লাহ বলেছেন) ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে যায়? তা হলে তারা একটি দানা সৃষ্টি করুক কিংবা একটি অণু পরিমাণ কণা সৃষ্টি করুক?
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৯০, হাদীস ৫৯৫৩৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ২৬, হাদীস ২১১১)

١٨. بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِىْ رَقَبَةِ الْبَعِيْرِ

১৮. উটের গলায় ধনুকের রশির গোলাকার মাল্য পরানো মাকরূহ

١٣٧١ . حَدِيْثُ أَبِىْ بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَالنَّاسُ فِىْ مَبِيْتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَسُوْلًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ

১৩৭১. আবূ বাশীর আল-আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলেন। (রাবী) আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আবূ বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন সংবাদ বহনকারীকে প্রেরণ করলেন যে, কোনো উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা অথবা মালা না ঝুলে, আর ঝুললে তা যেন কেটে ফেলা হয়। (জাহিলী যুগে উটের গলায় এ ধরনের মালা এ উদ্দেশ্যে লটকানো হতো যাতে উট নজর লাগা থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ রাসূল ﷺ এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন।
(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৩৯, হাদীস ৩০০৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২১১৫)

١٩. بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِىِّ فِىْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَدْبِهِ فِىْ نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

১৯. যাকাত ও জিযিয়ার পশুর গায়ে মুখ ব্যতীত চিহ্ন লাগানো উত্তম

١٣٧٢ . حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِىْ يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِىْ حَائِطٍ وَعَلَيْهِ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِىْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِى الْفَتْحِ.

১৩৭২. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মু সুলাইম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا যখন একটি সন্তান প্রসব করলেন তখন আমাকে জানালেন, হে আনাস! শিশুটির প্রতি লক্ষ্য রেখ, যেন সে কিছু না খায়, যতক্ষণ না তুমি একে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও, তিনি এর তাহনীক করবেন। আমি তাকে নিয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি একটি বাগানে আছেন, আর তাঁর পরনে হুরাইসিয়া নামের চাদর রয়েছে। তিনি যে উটে করে মক্কা বিজয়ের দিনে অভিযানে গিয়েছিলেন তার পিঠে ছিলেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ২২, হাদীস ৫৮২৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ৩০, হাদীস ২১১৯)

٢٠. بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ
২০. মাথা মুড়ানোর পর স্থানে স্থানে কিছু চুল ছেড়ে দেয়া মাকরূহ

١٣٧٣. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

১৩৭৩. ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মু-নোর পর স্থানে স্থানে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, পর্ব ৭৭ :পোশাক, অধ্যায় ৭২, হাদীস ৫৯২১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২১২০)

٢١. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوْسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيْقِ حَقَّهُ
২১. রাস্তার উপর বসা নিষিদ্ধ এবং রাস্তার হক্ব আদায় করা

١٣٧٤. حَدِيثُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

১৩৭৪. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা পরিত্যাগ কর। লোকজন বলল, এ ব্যতীত আমাদের কোনো পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা সবর্দা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক্ব কী? তিনি ﷺ বললেন : দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া,সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করা।
(বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৪৬৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২১২১)

٢٢. بَابُ تَحْرِيْمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللهِ
২২. পরচুলা লাগানো, উল্কির কাজ করা, ভ্রু চিকন এবং আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা হারাম

١٣٧٥. حَدِيثُ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ.

১৩৭৫. আসমা (বিনতে আবূ বকর) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক মেয়ের বসন্ত রোগ হয়ে মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি তাকে বিবাহ দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাব? তিনি বললেন, সে পরচুলা লাগিয়ে দেয় ও পরচুলা লাগিয়ে নেয় এমন নারীকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ৫৯৪১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ৩৩, হাদীস ২১২২)

١٣٧٦. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لاَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِلاَتُ.

১৩৭৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের

মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দিই। তখন নবী ﷺ বললেন, না তা করো না, কারণ, আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে থাকেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে। (বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ৫২০৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, হাদীস ২১২৩)

١٣٧٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيْ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ أَمَا قَرَأْتِ - وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّيْ أَرٰى أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذٰلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

১৩৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ লা'নত করেছেন ঐ সব নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভুরুর-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সে সব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ রকম এ রকম মহিলাদের প্রতি লানত করছেন। তিনি বললেন, আমি তার প্রতি লানত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দু'ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। আব্দুল্লাহ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালোভাবে দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালোভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার দেখার কিছুই দেখতে পেল না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সাথে একত্র থাকতে পারত না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : তাফসীর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৪৮৮৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ৩৩, হাদীস ২১২৫)

١٣٧٨. حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِيْ يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.

১৩৭৮. হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তার হজ্ব পালনের বছর মিম্বরে নববীতে উপবিষ্ট

অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের কাছ থেকে মহিলাদের একগুচ্ছ চুল নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন যে, হে মীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ? আমি নবী ﷺ-কে এ রকম পরচুলা ব্যবহার থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়, তখন তাদের মহিলাগণ এ ধরনের পরচুলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৬৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায়, ৩৩, হাদীস ২১২৭)

٢٣. بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

২৩. পোশাকে ধোঁকা বাজি করা এবং (স্বামী যে পোশাক) না দিয়েছে তার বড়াই করা নিষিদ্ধ

١٣٧٩. حَدِيْثُ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

১৩৭৯. আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কোনো একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সতীন আছে। এখন তাকে রাগান্বিত করার জন্য যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোনো অপরাধ আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দুপ্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭,হাদীস ৫২১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৭ : পোশাক ও অলঙ্কার, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ২১৩০)

৩৮তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَدَابِ – আচার-ব্যবহার

١. بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّيْ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

১. আবুল কাসেম নামে কুনিয়াত বা উপনাম রাখা মাকরূহ

١٣٨٠ حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

১৩৮০. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী বাক্বী নামক স্থানে আবুল কাসিম বলে (কাউকে) ডাক দিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে বা ডাকনামে কারো কুনিয়াত রেখ না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ২১২১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ১, হাদীস ২১৩১)

١٣٨١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ.

১৩৮১. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে একজনের পুত্র জন্মে। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। সে ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনিয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। নবী ﷺ বললেন, আনসারগণ যথার্থই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনিয়াতের মত কুনিয়াত ব্যবহার করো না। কেননা, আমি তো কাসিম (বণ্টনকারী)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৭, হাদীস ৩১১৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ১, হাদীস ২১৩৩)

١٣٨٢. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

১৩৮২. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজনের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করল। সে তার নাম রাখলো 'কাসিম'। আমরা বললাম : আমরা তোমাকে আবুল কাসিম ডাকব না আর সে সম্মানও দেব না। তিনি এ কথা নবী ﷺ-কে জানালে তিনি বললেন : তোমার ছেলের নাম রাখ আবদুর রহমান। (বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০৫, হাদীস ৬১৮৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, হাদীস ২১৩৩)

١٣٨٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

১৩৮৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার আসল নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম কারো জন্য রেখ না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২০, হাদীস ৩৫৩৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ১, হাদীস ২১৩১)

٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيْرِ الْاِسْمِ الْقَبِيْحِ إِلٰى حَسَنٍ وَتَغْيِيْرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلٰى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

৩. খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা এবং বাররাহ্ নাম পরিবর্তন করে যায়নাব জুয়াইরিয়াহ্ বা এ জাতীয় নাম রাখা

١٣٨٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ تُزَكِّيْ نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ.

১৩৮৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। যাইনাব رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর নাম ছিল 'বাররাহ' (নেককার)। তখন কেউ বললেন : এতে তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম রাখলেন : "যাইনাব।' (বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০৭, হাদীস ৬১৯২ : মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, হাদীস ২১৪১)

٣. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّسَمِّيْ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوْكِ

৩. 'রাজাধিরাজ' নাম রাখা হারাম

١٣٨٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ.

১৩৮৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট নামধারী কিংবা বলেছেন, সব নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হলো সে ব্যক্তি যে 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১১৪, হাদীস ৬২০৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৪, হাদীস ২১৪৩)

٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيْكِ الْمَوْلُوْدِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلٰى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللهِ وَإِبْرَاهِيْمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

৪. কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাহনিক করা (কিছু মিষ্টিদ্রব্য চিচিয়ে মুখে দেয়া) এবং তাহনিক করার জন্য নেককার লোকদের নিকট নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা বৈধ এবং 'আব্দুল্লাহ, ইবরাহীম ও সমস্ত নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব।

١٣٨٦. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ يَشْتَكِيْ فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِيْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتّٰى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتٰى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوْا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

১৩৮৬. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা ﷺ বাইরে গেলেন, তখন ছেলেটি মারা গেল। আবূ তালহা ﷺ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন : ছেলেটি কী করছে? উম্মু সুলাইম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন : সে আগের চেয়ে শান্ত। তারপর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি আহার করলেন। তারপর উম্মু সুলাইমের সাথে যৌন সঙ্গম করলেন। যৌন সঙ্গম ক্রিয়া শেষে উম্মু সুলাইম বললেন, ছেলেটিকে দাফন

করে আস। সকাল হলে আবূ তালহা ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে এ ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : গত রাতে তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছ? তিনি বললেন : হ্যাঁ! নবী ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! তাদের জন্য তুমি বরকত দান কর। কিছুদিন পর উম্মু সুলাইম একটি সন্তান প্রসব করল (রাবী বলেন) আবূ তালহা ؓ আমাকে বললেন, তাকে তুমি দেখাশোনা কর যতক্ষণ না আমি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাই। তারপর তিনি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। উম্মু সুলাইম সাথে কিছু খেজুর দিয়ে দিলেন। নবী ﷺ তাকে (কোলে) নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার সঙ্গে কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ আছে। তিনি তা নিয়ে চর্বন করলেন এবং তারপর মুখ থেকে বের করে বাচ্চাটির মুখে দিলেন। তিনি এর দ্বারাই তার তাহনীক করলেন এবং তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭১ : আক্বীক্বাহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৪৭০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৫, হাদীস ২১৪৪)

١٣٨٧. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى ؓ قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدِ اَبِىْ مُوْسٰى.

১৩৮৭. আবূ মূসা ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দু'আ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসার বড় সন্তান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭১ আক্বীকাহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৪৬৭; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৪, হাদীস ২১৪৫)

١٣٨٨. حَدِيْثُ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلاَمِ.

১৩৮৮. আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর গর্ভে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি প্রসব সম্ভাবনা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আব্দুল্লাহর পেটে গেল তা হলো নবী ﷺ-এর থুথু। নবী ﷺ সামান্য চিবানো খেজুর নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত প্রার্থনা করলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি হিজরতের পর মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৩৯০৯ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায় ৪, হাদীস ২১৪৬)

١٣٨٩. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِىَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ بِشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَمَرَ اَبُوْ اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الصَّبِىُّ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلاَنٌ قَالَ وَلٰكِنْ اَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

১৩৮৯. সাহল ইবনে সা'দ ؓ থেকে বর্ণিত। যখন মুনযির ইবনে আবূ উসায়দ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে নবী ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে আসা হলো তিনি তাকে তাঁর নিজের উরু উপর রাখলেন। আবূ উসায়েদ ؓ পাশেই বসা ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ তাঁর সামনেই

কোনো জরুরি কাজে ব্যস্তত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আবূ উসায়েদ ﷺ কারো দ্বারা তাঁর উরু থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। পরে নবী ﷺ সে কাজ থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : শিশুটি কোথায়? আবূ উসায়েদ বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার নাম কী? তিনি বললেন : অমুক। নবী ﷺ বললেন বরং তার নাম 'মুনযির'। সে দিন থেকে তার নাম রাখলেন 'মুনযির।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০৮, হাদীস ৬১৯১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৭, হাদীস ২১৪৯)

١٣٩٠. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.

১৩৯০. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সবার চেয়ে অধিক সদাচারী ছিলেন। আমার একজন ভাই ছিল; তাকে আবু 'উমায়র' বলে ডাকা হতো। আমার অনুমান যে, সে মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসতো, তিনি বলতেন : হে আবু উমায়র! তোমার নুগায়র কি করছে? সে নুগায়র পাখিটা নিয়ে খেলতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১১২, হাদীস ৬২০৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৫, হাদীস ২১৫০)

٥. بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

৫. ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া

١٣٩١. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ.

১৩৯১. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন : আমি তিনবার উমর ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। উমর ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা প্রদান করল? আমি বললাম : আমি প্রবেশের জন্য তিন বার অনুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। (কারণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায় অতঃপর যদি তাতে অনুমতি দেয়া না হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমর ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ হাজির করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি যিনি নবী ﷺ থেকে এ হাদীস শ্রবণ করেছেন? তখন উবাই ইবনে কা'ব ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। অতএব আমি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে উমর ﷺ-কে অবহিত করলাম যে, নবী ﷺ অবশ্যই এ কথা বলেছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৬২৪৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, হাদীস ২১৫৩)

٦. بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا إِذَا قِيلَ مَنْ هٰذَا

৬. অনুমতি প্রার্থীর পরিচয় জানতে চাইলে 'আমি' বলা মাকরূহ

١٣٩٢. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى أَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

১৩৯২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ বিষয়ে শলা-পরামর্শ করার জন্য আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে? আমি বললাম: আমি। তখন তিনি বললেন : আমি আমি, যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৬২৫০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৭, হাদীস ২১৫৫)

٧. بَابُ تَحْرِيْمِ النَّظَرِ فِيْ بَيْتِ غَيْرِهِ

৭. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ

١٣٩٣. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِيْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنَيْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

১৩৯৩. সাহল ইবনে সা'দ আস-সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো গৃহের দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চিরুনী সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি স্বীয় মাথা চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলেন তখন বললেন : যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : চোখের দরুণ-ই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৭, পোশাক, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৬৯০১ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৯, হাদীস ২১৫৬)

١٣٩٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

১৩৯৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর এক কামরায় উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক অথবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস ﷺ বলেন : তা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে খুঁজে ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৬২৪২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৯, হাদীস ২১৫৭)

١٣٩٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

১৩৯৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি দেয় আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চোখ ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোনো গুনাহ্ হবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৬৮৮৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৮ : আচার-ব্যবহার, অধ্যায়, ৯, হাদীস ২১৫৮)

৩৯তম অধ্যায়

كِتَابُ السَّلَامِ - সালাম

١. بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

১. আরোহী পায়ে চলা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে

١٣٩٦. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

১৩৯৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৬২৩২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায়, ১, হাদীস ২১৬০)

٢. بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ

২. একজন মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের হক হচ্ছে সালামের উত্তর দেয়া

١٣٩٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

১৩৯৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি : ১. সালামের উত্তর প্রদান করা, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া, ৩. জানাযার পশ্চাদনুসরণ করা, ৪, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং ৫, হাঁচিদাতাকে খুশী করা (আল-হামদু লিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা)।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩: জানাযা, অধ্যায় ২, হাদীস ১২৪০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩, হাদীস ২১৬২)

٣. بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

৩. আহলে কিতাবদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ তাদেরকে সালামের উত্তর দানের পদ্ধতি

١٣٩٨. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ.

১৩৯৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোনো আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলাইকুম। (তোমাদের উপরও)। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৬২৫৮ মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪, হাদীস ২১৬৩)

١٣٩٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ.

১৩৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলছেন : কোনো ইয়াহুদী তোমাদের সালাম করলে তাদের কেউ অবশ্যই বলবে : আস্‌সামু আলাইকা। তখন তোমরা জবাবে 'ওয়াআলাইকা' বলবে। (বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৬২৫৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, হাদীস ২১৬৪)

١٤٠٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

১৪০০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আসসামু আলাইকা। (তোমার মৃত্যু হোক, নাউযুবিল্লাহ)। আমি এ কথার মর্ম বুঝে বললাম : আলাইকুমুস সামু ওয়াল লা'নাতু। (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা'নাত।) নবী ﷺ বললেন : হে আয়েশা। তুমি থামো। আল্লাহ সর্বাবস্থায় বিনয় পছন্দ করেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! তারা যা বলল : তা কি আপনি শুনেনি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ জন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও)।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৬২৫৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায়, ৪, হাদীস ২১৬৫)

٤. بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৪. বালকদেরকে সালাম দেয়া মুস্তাহাব

١٤٠١. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

১৪০১. আনাস ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। একবার তিনি একদল শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করে বললেন যে, নবী ﷺ-ও তা করতেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৯, অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৬২৪৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায়, ৫, হাদীস ২১৬৮)

٥. بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوْجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ

৫. মানবিক প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া জায়েয

١٤٠٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيْمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِيْ كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِيْ يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِيْ يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

১৪০২. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সাওদা এমন স্থূল শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদা! জেনে রাখ, আল্লাহর কসম, আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কীভাবে বাইরে যাবে? আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, সাওদা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ফিরে আসলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, এ সময় আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ওহী নাযিল করেন। ওহী

নাযিল হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রেখে দেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবশ্যই প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৮, হাদীস ৪৭৯৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ২১৭০)

٦. بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُوْلِ عَلَيْهَا

৬. অপরিচিত মহিলার কাছে একাকীত্বে অবস্থান এবং তার নিকট প্রবেশ করা হারাম

١٤٠٣. حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

১৪০৩. উকবা ইবনে আমির ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের কাছে একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরদের ব্যাপারে কী নির্দেশ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : চিকিৎসা, অধ্যায় ১১২, হাদীস ৫২৩২; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ২১৭২)

٧. بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُوْلَ هَذِهِ فُلَانَةُ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوْءِ بِهِ

৭. কোনো লোককে তার স্ত্রী বা কোনো মাহরামার সঙ্গে একাকীত্বে দেখা গেলে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য এ মহিলা আমার ওমুক হয়' বলে পরিচয় তুলে ধরা মুস্তাহাব

١٤٠٤. حَدِيْثُ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَزُوْرُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا.

১৪০৪. নবী-সহধর্মিণী সাফিয়্যা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রমাযানের শেষ দশকে মসজিদে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। সাফিয়্যা তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। অতঃপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী ﷺ তাঁকে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু'জন আনসারী সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা উভয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে নবী ﷺ বললেন : তোমরা দু'জন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই। এতে তাঁরা দু'জন সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল! বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী ﷺ বললেন : শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় চলাচল করে। আমি ভয় করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৩ : ইতিকাফ, অধ্যায় ৮, হাদীস ২০৩৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৯, হাদীস ২১৭৫)

٨. بَابُ مَنْ اَتٰى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيْهَا وَاِلَّا وَرَاءَهُمْ

৮. কেউ যদি কোনো মজলিসে এসে খালি স্থান পায় তাহলে সেখানে বসবে অথবা মজলিসের পিছনে বসবে

١٤٠٥. حَدِيْثُ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللهِ فَاٰوَاهُ اللهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

১৪০৫. আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী রাঃ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ-একদা মসজিদে বসে ছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসল। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে আসলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবূ ওয়াকিদ রাঃ বলেন, তাঁরা দু'জন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি স্থান দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অপরজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ অবসর হলেন (সাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে উপস্থিত হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাই আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩০ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৮, হাদীস ৬৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১০, হাদীস ৬১৭৬)

٩. بَابُ تَحْرِيْمِ اِقَامَةِ الْاِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِىْ سَبَقَ اِلَيْهِ

৯. কেউ যদি তার যথাস্থানে প্রথমে বসে তাহলে তাকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দেয়া হারাম

١٤٠٦. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ.

১৪০৬. ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোনো ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সে সেখানে বসবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬২৬৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১১, হাদীস ২১৭৭)

بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ الْاَجَانِبِ

৯. অপরিচিতা মহিলাদের নিকট মেয়েলি স্বভাবের লোকের প্রবেশে বাধা দেয়া

١٤٠٧. حَدِيْثُ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِىْ مُخَنَّثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ.

১৪০৭. উম্মে সালামা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নবী ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম যে, সে (হিজড়া ব্যক্তি) আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-কে বলছে, হে আব্দুল্লাহ! কী বল, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গাইলানের কন্যাকে নিয়ে নিও। কেননা সে (এতই কোমলদেহী), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠে ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [কিন্তু উম্মে সালামা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন] তখন নবী ﷺ বললেন : এদেরকে তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে দিও না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৭, হাদীস ৪৩২৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১১, হাদীস ২১৮০)

١٠. بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيْقِ

১০. পথিমধ্যে কোনো অপরিচিতা মহিলা খুবই ক্লান্ত হয়ে গেলে তাকে আরোহীর পিছনে উঠানো জায়েয

١٤٠٨. حَدِيْثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوْبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِيْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

১৪০৮. আসমা বিনতে আবূ বকর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যুবায়ের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ আমাকে বিবাহ করলেন, তখন তার কাছে কোনো ধন-সম্পদ ছিল না, এমন কি কোনো স্থাবর জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধুমাত্র কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশী মহিলারা আমার রুটি তৈরিতে সাহায্য করত। আর তারা ছিল খুবই উত্তম নারী। রাসূল ﷺ যুবায়ের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-কে একখণ্ড জমি দিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কয়েকজন আনসারও ছিল। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসার জন্য তাঁর উটকে ইখ! ইখ! বললেন, যাতে উটটি বসে এবং আমি তাঁর পিঠে আরোহণ করতে পারি। আমি পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে যেতে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম এবং যুবায়ের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-এর আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ল। কেননা, সে ছিল খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, আমি খুব লজ্জা বোধ করছি। কাজেই তিনি এগিয়ে

চললেন। আমি যুবায়ের ﷺ-এর কাছে পৌঁছলাম এবং বললাম, আমি খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, যেন আমি তাতে সওয়ার হতে পারি। কিন্তু আমি তোমার আত্মসম্মানের কথা চিন্তা করে লজ্জা অনুভব করলাম। এ কথা শুনে যুবায়ের ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় বহন করা, তাঁর সঙ্গে উটে চড়ার চেয়ে আমার নিকট অধিক লজ্জাজনক। এরপর আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ ঘোড়া দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদিম প্রেরণ করলেন। এরপরই আমি যেন অব্যহতি পেলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭,হাদীস ৫২২৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২১৮২)

١١. بَابُ تَحْرِيْمِ مُنَاجَاةِ الْاِثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

১১. তৃতীয় জনের বিনা অনুমতিতে দু'জনে চুপে চুপে কথা বলা নিষিদ্ধ

١٤٠٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.

১৪০৯. আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কোথাও তিনজন লোক থাকে তবে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মিলে চুপি চুপি কথা বলবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬২৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ২১৮৩)

١٤١٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ اَجْلَ اَنْ يُحْزِنَهُ.

১৪১০. আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোথাও তোমরা তিনজনে অবস্থান কর, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা মানুষের মধ্যে মিশে গেলে তবে তা করাতে অপরাধ নেই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৬২৯০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২১৮৪)

١٢. بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقٰى

১২. চিকিৎসা, অসুখ ও ঝাড়ফুঁকের বর্ণনা

١٤١١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ.

১৪১১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : বদ নযর লাগা সত্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৫৭৪০; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাদীস ২১৯৩)

١٣. بَابُ السِّحْرِ

১৩. যাদু

١٤١٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يَرٰى اَنَّهُ يَأْتِى النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيْهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا اَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ اِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَعَلِمْتِ اَنَّ اللهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَأْسِىْ لِلْاٰخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ

بْنُ اَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَاَيْنَ قَالَ فِىْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوْفَةٍ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتّٰى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ اُرِيْتُهَا وَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ اَفَلَا اَىْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ اَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِىْ وَاَكْرَهُ اَنْ اُثِيْرَ عَلٰى اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا.

১৪১২. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেননি। সুফিয়ান বলেন : এ অবস্থা খুব যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রা থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন : হে আয়েশা! তুমি জানো না যে, আমি আল্লাহর কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম তিনি আমাকে তা বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অন্যজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন : কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন : লাবীদ ইবনে আ'সাম। এ ইয়াহুদীদের মিত্র সরাইক গোত্রের একজন; সে ছিল মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন : কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন : চিরুনী ও চিরুনী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন : সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয় জন বললেন : পুরুষ খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কূপের ভিতর পাথরের নিচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন : এইটিই সে কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর মতো, আর এ কূপের (পার্শ্ববর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) শয়তানের মাথার মতো। বর্ণনাকারী বলেন সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি এ কথা প্রচার করে দিবেন না? তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে শিফা দান করেছেন, আর আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ৫৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২১৮৯)

١٤. بَابُ السُّمِّ

১৪. বিষ

١٤١٣. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِىْءَ بِهَا فَقِيْلَ اَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِىْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৪১৩. আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এল। সেখান হতে কিছু অংশ তিনি খেলেন, অতঃপর মহিলাকে উপস্থিত করা হলো। তখন বলা হলো, আপনি কি একে হত্যা করবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ-এর তালুতে আমি বরাবরই বিষক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৬১৭ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, হাদীস ২১৯০)

١٥. بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ

১৫. অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব

١٤١٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

১৪১৪. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন তখন কোনো রোগীর কাছে আসতেন অথবা তার নিকট যখন কোনো রোগীকে আনা হত, তখন তিনি বলতেন : কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের প্রতিপালক!, আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য না দান কর যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ২০, হাদীস ৫৬৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ সালাম অধ্যায় ১৭, হাদীস ২১৯১)

١٦. بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

১৬. সূরা নাস, ফালাক্ব দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা ও প্রশ্বাসের থুথু দেয়া

١٤١٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

১৪১৫. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। যখনই নবী ﷺ অসুস্থ হতেন তখনই তিনি সূরায়ে মু'আব্বিযাত' পড়ে নিজের ওপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত অর্জনের জন্য আমি এ সূরা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসেহ্ করিয়ে দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলাতসমূহ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫০১৬ ; মুসলিম,, পর্ব ৩৯, : সালাম, অধ্যায় ২০, হাদীস ২১৯২)

١٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

১৭. বদনযর, পিঁপড়ার কামড় ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব

١٤١٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِيْ حُمَةٍ.

১৪১৬. আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : নবী ﷺ সব রকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৫৭৪১; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাদীস ২১৯৩)

١٤١٧. حَدِيْثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

১৪১৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঝাড়-ফুঁকে পড়তেন : আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথুতে আমাদের প্রভুর নির্দেশে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৫৭৪৫; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাদীস ২১৯৪)

١٤١٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

১৪১৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন অথবা তিনি বলেছেন, নযর লাগার জন্য ঝাড়ফুঁক করতে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৫৭৩৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ২১৯৫)

١٤١٩. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ.

১৪১৯. উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারায় কালিমা রয়েছে। তখন তিনি বললেন : তাকে ঝাড়ফুঁক করাও, কেননা তার উপর (বদ) নযর লেগেছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৫৭৩৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২১, হাদীস ২১৯৭)

١٨. بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ

১৮. কুরআন ও যিক্‌র আযকার দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার পারিশ্রামিক নেয়া জায়েয

١٤٢٠. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْقِيْ وَلٰكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقَى لَا تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১৪২০. আবূ সাঈদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর একদল সাহাবী কোনো এক সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হলো। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপশম হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভালো হতো। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল। আমাদের সরদারকে বিচ্ছুতে দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করিনি। সুতরাং আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর।

তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। তারপর তিনি গিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন" (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হলো) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হলো এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে

লাগল যেন তার কোনো কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বন্টন কর। কিন্তু যিনি ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন এটা করব না, যে পর্যন্ত না আমরা নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি [নবী ﷺ] ইরশাদ করেছেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরাহ ফাতিহা একটি দু'আ? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নবী ﷺ হাসলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৭ : ইজারা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২২৭৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৩, হাদীস ২২০১)

١٩. بَابُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِيْ

১৯. প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব

١٤٢١. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

১৪২১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের ঔষধসমূহের কোনোটির মধ্যে যদি কল্যাণ নিহিত থেকে থাকে তাহলে তা রয়েছে শিঙ্গাদানের মধ্যে অথবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৬৮৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২২০৫)

١٤٢٢. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

১৪২২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শিঙ্গা নিয়েছিলেন এবং শিঙ্গা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৭ : ইজারা, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২২৭৮ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১২০২)

١٤٢٣. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

১৪২৩. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ শিঙ্গা লাগাতেন এবং কোনো লোকের পারিশ্রামিক কম দিতেন না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৭ : পথে আটকা পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২২৮০ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৫৭৭)

١٤٢٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

১৪২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জ্বর হয় জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, কাজেই তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৬৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২২০৯)

١٤٢٥. حَدِيْثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

১৪২৫. আসমা বিনতে আবূ বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর নিকট যখন, কোনো জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে দু'আর জন্য আনা হতো, তখন তিনি পানি হাতে নিয়ে সেই মহিলার জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করে দেই।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৫৭২৪ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২২১১)

١٤٢٦. حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

১৪২৬. রাফি' ইবনে খাদীজ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট। সুতরাং তোমরা তা পানির দ্বারা ঠাণ্ডা করে নিও। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৫৭২৬ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২২১২)

٢٠. بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِيْ بِاللَّدُوْدِ

২০. লাদুদ (রুগীর অনিচ্ছায় তার মুখের একাধারে ঔষধ দিয়ে তাকে জোর করে খাওয়ান) দ্বারা চিকিৎসা করা মাকরূহ

١٤٢٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

১৪২৭. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীদের স্বাভাবিক বিরক্তিবোধ। যখন তিনি আরোগ লাভ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ওষুধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৪৪৫৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৭, হাদীস ২২১৩)

بَابُ التَّدَاوِيْ بِالْعُوْدِ الْهِنْدِيْ وَهُوَ الْكُسْتُ

২১ 'উদুল হিন্দ দ্বারা চিকিৎসা করা আর তা (চন্দন) হচ্ছে কাঠ

١٤٢٨. حَدِيْثُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

১৪২৮. উম্মে কায়স বিনতে মিহসান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এমন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এলেন যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি। আল্লাহ রাসূল ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিলে। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধৌত করলেন না। (পেশাব অপবিত্র। তবে পেশাব লেগে যাওয়া বস্তুকে পবিত্র করার পদ্ধতি দু'রকম। এক : প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অথবা দুগ্ধপোষ্য মেয়ে হলে তার পেশাব অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে। দুই : যদি দুগ্ধপোষ্য ছেলে হয় তবে পানির ছিটা দিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযূ, অধ্যায় ৫৯, হাদীস ২২৩ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২২১৪)

١٤٢٩. حَدِيْثُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.

১৪২৯. উম্মে কায়স বিনতে মিহসান رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তার মধ্যে সাত ধরণের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৩ : কুরবানী, অধ্যায় ১০, হাদীস ৫৬৯২; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২২১৪)

٢١. بَابُ التَّدَاوِيْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

২১. কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা করা

١٤٣٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

১৪৩০. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৫৬৮৮; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২২১৫)

٢٢. بَابُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ

২২. তালবিনা (আটা, ভুষ, মধু ইত্যাদি দ্বারা তৈরি খাবার) রোগীর মনে প্রশান্তি দানকারী

١٤٣١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذٰلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

১৪৩১. নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তাঁর পরিবারের কোনো ব্যক্তি মারা গেলে মহিলারা এসে একত্রিত হলো। তারপর তাঁর আত্মীয়তা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহিলারা ব্যতীত বাকী সবাই চলে গেলে, তিনি ডেগে 'তালবীনা' (আটা, মধু ইত্যাদির সংমিশ্রনে তৈরি খাবার) রান্না করতে নির্দেশ দিলেন। তা রান্না করা হলো। এরপর 'সারীদ'। (গোশতের মধ্যে রুটি টুকরো করে দিয়ে তৈরি খাবার) প্রস্তুত করা হলো এবং তাতে তালবীনা ঢালা হলো। তিনি বললেন : তোমরা এ থেকে খাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রুগ্ন ব্যক্তির চিত্তে প্রশান্তি এনে দেয় এবং শোক- দুঃখ কিছুটা লাঘব করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৫৪১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩০, হাদীস ২২১৬)

٢٣. بَابُ التَّدَاوِيْ بِسَقْيِ الْعَسَلِ

২৩. মধু পান করানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা

١٤٣٢. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

১৪৩২. আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন : তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বললেন : তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে। তিনি বললেন : তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল : আমি অনুরূপই করেছি। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করাল। এবার সে আরোগ্য লাভ করল। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৬৮৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩১, হাদীস ২২৬৭)

٢٤. بَابُ الطَّاعُوْنِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

২৪. মহামারী, তায়েরা (পাখি উড়িয়ে) অশুভ ফল নেয়া ও গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করা

١٤٣٣. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ.

১৪৩৩. উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্লেগ একটি আযাব। যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর নিপতিত হয়েছিল কিংবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোনো স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে গমন করো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান থেকে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না। আবূ নযর (রহ.) বলেন, পলায়নের লক্ষ্যে এলাকা ত্যাগ কর না। তবে অন্য কারণে যেতে পার, তাতে বাধা নেই।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২২১৮)

١٤٣٤. حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوْا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّيْ مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِيْ بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِيْ فِيْ

هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৪৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সারগ এলাকায় অবতরণ করলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্য বাহিনীর প্রধানগণ তথা আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ ও তাঁর সঙ্গীগণ সাক্ষাৎ করেন। তারা তাকে অবহিত করেন যে, সিরিয়া এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন উমর ﷺ বলেন : আমার নিকট প্রবীণ মুহাজিরদের ডেকে আন। তখন তিনি তাঁদের ডেকে আনলেন। উমর ﷺ তাঁদের সিরিয়ার প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কথা অবহিত করে তাঁদের ডেকে আনলেন। যুমার ﷺ তাঁদের সিরিয়ার প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কথা অবহিত করে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। কেউ বললেন : আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন; কাজেই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা মোটেও পছন্দ করি না।

আবার কেউ কেউ বললেন : আপনার সাথে রয়েছেন শেষ অরশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, কাজেই আমাদের কাছে ভালো মনে হয় না যে, আপনি তাদের এই প্লেগের মধ্যে ঠেলে দিবেন। উমর ﷺ বললেন : তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন : আমার নিকট আনসারদের ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলাম। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতো মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। উমর ﷺ বললেন : তোমরা উঠে যাও। এরপর আমাকে বললেন : এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী রয়েছে, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন, তাদের ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলাম, তখন তাঁরা পরস্পরে কোনো মতপার্থক্য করেননি। তাঁরা বললেন : আপনার লোকজনকে নিয়ে ফিরে যাওয়া এবং তাদের প্লেগের কবলে আপনার ঠেলে না দেয়াই আমাদের কাছে ভালো মনে হয়। তখন উমর ﷺ লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করব (ফিরে যাওয়ার জন্য) এরপর ভোরে সকলে এভাবে প্রস্তুতি নিল।

আবূ উবাইদা ﷺ বললেন : আপনি কি আল্লাহর নির্ধারণকৃত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? উমর ﷺ বললেন : হে আবূ উবাইদা! যদি তুমি ব্যতীত অন্য কেউ কথাটি বলত! হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে আল্লাহর অন্য একটি তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলত, তেমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোনো উপত্যকায় নিয়ে যাও আর সেখানে আছে, দু'টি মাঠ। তন্মধ্যে একটি হলো সবুজ শ্যামল, আর অন্যটি হলো শুস্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ মাঠে চরাও তাহলে তা আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তাহলে তাও আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাব, তাঁর কোনো প্রয়োজনের কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা যখন কোনো এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোনো এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর উমর ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৫৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২২১৯)

٢٥. بَابُ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُوْلَ وَلَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ

২৫. আদওয়া, ত্বিয়ারাহ, হা-মা, সাফার বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দানকারী নক্ষত্র, গওল (প্রভৃতি শুভাশুভ লক্ষণ বলতে কিছু) নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির নীরোগ ব্যক্তির নিকট যাওয়া উচিত নয় (এগুলোকে অশুভ লক্ষণ মনে করে)

١٤٣٥. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا بَالُ إِبِلِىْ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِى الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

১৪৩৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, সফরের কোনো কুলক্ষণ নেই, পেঁচার মধ্যেও কোনো কুলক্ষণ নেই। তখন এক বেদুঈন বলল : হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা হয় কেন? সেগুলো যখন চারণ ভূমিতে বিচরণ করে তখন সেগুলো যেন মুক্ত হরিণের পাল। এমন অবস্থায় চর্মরোগ উট এসে সেগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত করে ফেলে। নবী ﷺ বললেন : তাহলে প্রথমটিকে চর্ম রোগাক্রান্ত কে করেছে?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৫৭১৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ২২২০)

١٤٣٦. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ.

১৪৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যেন কখনও রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে না রাখে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৫৭৭১; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২২২১)

٢٦. بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُوْنُ فِيْهِ مِنَ الشُّؤْمِ

২৬. তায়েরাহ, ফাল এবং যাতে অশুভ হয়

١٤٣٧. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قَالُوْا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ.

১৪৩৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : (রোগের মধ্যে) কোনো সংক্রমণ নেই এবং শুভ-অশুভ নেই আর আমার নিকট 'ফাল' পছন্দনীয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'ফাল' কী? তিনি বললেন : উত্তম কথা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৫৭৭৬; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২২২৪)

١٤٣٨. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوْا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

১৪৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, শুভ-অশুভ নির্ণয়ে কোনো লাভ নেই, বরং শুভ আলামত গ্রহণ করাই উত্তম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : শুভ আলামত কী? তিনি বললেন : ভালো বাক্য, যা তোমাদের কেউ শুনে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিতসা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৫৭৫৪; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২২২৩)

١٤٣٩. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ.

১৪৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ছোঁয়াচে ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। অমঙ্গল তিন বস্তুর মধ্যে নারী, ঘর ও জানোয়ার।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৫৭৫৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২২২৫)

١٤٤٠. حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ.

১৪৪০. সাহল ইবনে সা'দ সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কোনো কিছুতে অকল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে, তবে তা আছে নারী, ঘোড়া ও বাড়িতে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ২৮৫৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২২২৬)

٢٧. بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

২৭. সাপ ও এ জাতীয় জীব হত্যা করা

١٤٤١. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ.

১৪৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মিম্বারের উপর ভাষণ দানের সময় বলতে শুনেছেন, সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টি সাদা রেখা রয়েছে এবং লেজ কাটা সাপ। কারণ এ দু'প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়। আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, একদা আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পিছু ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবূ লুবাবা ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, আল্লাহ রাসূল ﷺ সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপর নবী ﷺ যে সাপ ঘরে বাস করে থাকে যাকে আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে। আমাকে দেখেছেন আবূ লুবাবা অথবা যায়দ ইবনে খাত্তাব ﷺ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯: সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩২৯৭-৩২৯৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ২২৩৩)

١٤٤٢. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ - وَالْمُرْسَلَاتِ - فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوهَا قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.

১৪৪২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত। এক গুহার মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হলো সূরা ওয়াল মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখ থেকে সেটা গ্রহণ করছিলাম। এ সূরাহ তিলাওয়াতে তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ সিক্ত ছিল, হঠাৎ একটি সাপ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা ওটাকে মেরে ফেল।" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের আগে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওটা তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল যেমনি তোমরা এর অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেলে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৯৩১; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ২২৩৪)

٢٨. بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

২৮. গৃহে বসবাসকারী গিরগিটি মেরে ফেলাই শ্রেয়

١٤٤٣. حَدِيْثُ أُمِّ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

১৪৪৩. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহ.) থেকে বর্ণিত। উম্মু শারকি رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, নবী ﷺ তাকে গিরগিটি বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৩০৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ২২৩৭)

١٤٤٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

১৪৪৪. নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটিকে ক্ষতিকর (রক্তচোষা) প্রাণী বলেছেন। কিন্তু একে হত্যা করার আদেশ দিতে আমি তাঁকে শুনিনি।

(বুখারী, পর্ব ২৮ : ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছুর বদলা, অধ্যায় ৭, হাদীস ১৮৩১; মুসলিম, পর্ব ২৯ : হুদূদ, হাদীস ২২২৯)

٢٩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

২৯. পিঁপড়া মারা নিষেধ

١٤٤٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ.

১৪৪৫. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোনো একজন নবীকে একটি পিপীলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপীলিকার সমগ্র আবাসটি জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন, তোমাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহর তাসবীহকারী একটি জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৩, হাদীস ৩০১৯; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ২২১৪)

٣٠. بَابُ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

৩০. বিড়াল হত্যা করা নিষিদ্ধ

١٤٤٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

১৪৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খানা-পিনা কিছুই করাইনি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের আঃ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস হাদীস ৩৪৮২ ; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪০, হাদীস ২২৪২)

٣١. بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

৩১. খাওয়া নিষিদ্ধ এমন প্রাণীকে খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর বর্ণনা

١٤٤٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِيْ بَلَغَ بِيْ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

১৪৪৭. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নেমে পড়ল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'আলা তার আমল কবুল করলেন এবং আল্লাহ তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চতুস্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই পুণ্য রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৩৬৩; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪১, হাদীস ২২৪৪)

١٤٤٨. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

১৪৪৮. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : একবার একটি কুকুর এক কূপের চতুর্দিকে ঘুরছিল এবং অত্যন্ত পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর কাছে পৌঁছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল এবং তার পায়ের মোজা দিয়ে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৪৬৭; মুসলিম, পর্ব ৩৯ : সালাম, অধ্যায় ৪১, হাদীস ২২৪৫)

৪০তম অধ্যায়

كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি

١. بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

১. যুগকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ

١٤٤٩. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

১৪৪৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানেরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়; অথচ আমিই যুগ। আমার হাতেই সর্বময় ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।

(বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর সূরাহ ৪৫ আল জাসিয়াহ অধ্যায় ১, হাদীস ৪৮২৬; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা, হাদীস ২২৪৬)

٢. بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

২. আঙ্গুরের নাম কারাম বলা মাকরূহ

١٤٥٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

১৪৫০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : লোকেরা (আঙ্গুরকে) 'কারম' বলে, কিন্তু আসলে 'কারম' হলো মু'মিনের অন্তর।

(বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০২, হাদীস ৬১৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ২, হাদীস ২২৪৬)

٣. بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ

৩. গোলাম, দাসী, মাওলা ও সাইয়েদ বিভিন্ন শব্দের যথাযথ ব্যবহার

١٤٥١. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ إِسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي.

১৪৫১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে ' তোমার প্রভুকে আহার করাও' 'তোমার প্রভুকে ওযু করাও' 'তোমার প্রভুকে পান করাও' আর যেন (দাস ও দাসীরা) এরূপ বলে, 'আমার মনিব' 'আমার অভিভাবক' এবং তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে ''আমার দাস, আমার দাসী; বরং বলবে 'আমার বালক' 'আমার বালিকা' 'আমার খাদিম'।

(বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজনমূলক কথা বলা ইত্যাদি, হাদীস ২২৪৯)

٤. بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِيْ

৪. 'আমার আত্মা বিনষ্ট হয়ে গেছে' বলা মাকরূহ

١٤٥٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

১৪৫২. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে যে, আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে। তবে এ কথা বলতে পারে যে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।

(বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০০, হাদীস ৬১৭৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, হাদীস ২২৫০)

١٤٥٣. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

১৪৫৩. সাহল ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে, আমার আত্মা 'খবীস' হয়ে গেছে; বরং সে বলবে : আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।

(বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১০০, হাদীস ৬১৮০ ; মুসলিম, পর্ব ৪০ : সৌজন্যমূলক কথা বলা ইত্যাদি, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৫১)

৪১তম অধ্যায়

كِتَابُ الشِّعْرِ - কবিতা

١٤٥٤. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ.

১৪৫৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবিরা যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে কবি লাবীদ ﷺ-এর কথাটাই সবচেয়ে অধিক সত্য কথা। (তিনি বলেছেন) শোন! আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই বাতিল। তিনি আরও বলেছেন, কবি উমাইয়া ইবনে সালাত ইসলাম গ্রহণের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯০, হাদীস ৬১৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪১ : কবিতা, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৫৬)

١٤٥٥. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

১৪৫৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে এমন পুঁজে ভর্তি হওয়া উত্তম, যা তোমাদের পেটকে ধ্বংস করে ফেলে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৯২, হাদীস ৬১৫৫; মুসলিম, পর্ব ৪১ : কবিতা অধ্যায়, হাদীস ২২৫৭)

৪২তম অধ্যায়

كِتَابُ الرُّؤْيَا - স্বপ্ন

١٤٥٦. حَدِيْثُ اَبِىْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

১৪৫৬. আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর মন্দ স্বপ্ন হয় শয়তানের প্রশ্ন থেকে। কাজেই তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে খারাপ মনে হয়, তাহলে সে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যেন তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। কেননা, তা হলে এটি কোনো ক্ষতি করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৬ : চিকিৎসা, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৫৭৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায়, হাদীস ২২৬১)

١٤٥٧. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৫৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কেয়ামাত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মু'মিনের স্বপ্ন হবে নবুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৭০১৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায়, হাদীস ২২৬৩)

١٤٥٨. حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৫৮. উবাদা ইবনে সামিত ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৯৮৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায়, হাদীস ২২৬৪)

١٤٥٩. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৫৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৬৯৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায়, হাদীস ২২৬৪)

١٤٦٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

১৪৬০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা কর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৯৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায়, হাদীস ২২৬৩)

١. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي

১. নবী ﷺ-এর বাণী : যে স্বপ্নে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে প্রকৃতপক্ষেই আমাকে দেখল

١٤٦١. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

১৪৬১. আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নের মাঝে দেখবে সে অচিরেই জাগ্রতবস্থায়ও আমাকে দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৬৯৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ১, হাদীস ২২৬৬)

٢. بَابٌ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

২. স্বপ্নের ব্যাখ্যা

١٤٦٢. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ.

১৪৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলাম, যা থেকে অহরহ ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ আবার কেউ অল্প পরিমাণ। আরও দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিশে গেছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল ও এটির সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেক জন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরে ফেলল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবূ বকর ؓ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ দিবেন। নবী ﷺ বললেন : তুমি এর ব্যাখ্যা দাও।

আবূ বকর ؓ বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হলো ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হলো কুরআন যার যে থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কুরআন থেকে কেউ অধিক আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হলো ঐ হক (মহাসত্য)

যার উপর আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ আপনাকে বহু উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমাকে বলুন, আমি সঠিক বলেছি, না ভুল? নবী ﷺ বললেন : কিছু ঠিক বলেছ আর কিছু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন : কসম দিও না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৭০৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৩, হাদীস ২২৬৯)

٣. بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ

৩. নবী ﷺ-এর স্বপ্ন

١٤٦٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

১৪৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেন : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার নিকট দু'ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলে আমাকে বলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযূ, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ২৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪২ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭১)

١٤٦٤. حَدِيْثُ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ.

১৪৬৪. আবূ মূসা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় গমন করছি যেখানে বহু খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হলো, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাযর হবে। স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াসরিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে তড়িঘড়ি করছি। হঠাৎ তার অগ্রাংশ ভেঙ্গে গেল। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যে বিপদ সংঘটিত হয়েছিল এটা তা-ই। অতঃপর দ্বিতীয় বার তলোয়ারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন সেটি আগের চেয়েও আরো উত্তম হয়ে গেল। এটা হলো যে, আল্লাহ্ মুসলিমগণকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দিবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখলাম একটি গরু এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের বা কল্যাণ হলো- আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ সকল কল্যাণ সাধন এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে বদর দিবসের পর দান করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬২২; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭২)

١٤٦٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِهٖ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهٖ فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلِمَةَ فِيْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ لَوْ سَاَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ اَمْرَ اللهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ وَاِنِّيْ لَاَرَاكَ الَّذِيْ اُرِيْتُ فِيْهِ مَا رَاَيْتُ وَهٰذَا ثَابِتٌ يُجِيْبُكَ عَنِّيْ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ فَسَاَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِنَّكَ اَرَى الَّذِيْ اُرِيْتُ فِيْهِ مَا اَرَيْتُ.

১৪৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার মিথ্যুক মুসাইলামা (মদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ যদি আমাকে তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাব। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবিত ইবনে কাইস ইবনে সাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসাইলামা তার সঙ্গী-সাথীদের মাঝে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে পৌছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ ডালটিও চাও তবে তাও আমি তোমাকে দেব না। তোমার সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ কখনো লঙ্ঘিত হবে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দেবে। এরপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি তোমাকে তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমন আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল;- এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭২, হাদীস ৪৩৭৩-৪৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭৩)

١٤٦٦. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَاَهَمَّنِيْ شَاْنُهُمَا فَاُوْحِيَ اِلَيَّ فِي الْمَنَامِ اَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

১৪৬৬. আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্ণের দু'টি কঙ্কন। দু'টি আমাকে চিন্তিত করল। তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হল, কাকন দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি সে দু'টিতে ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাচারী ভণ্ড (নবী) যারা আমার পরে আগমন করবে। তাদের একজন আনসী, অন্যজন মুসাইলামা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭২, হাদীস ৪৩৭৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪২; স্বপ্ন অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭৩)

١٤٦٧. حَدِيْثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ لِاَصْحَابِهٖ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا.

قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصَّ وَاِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ اِنَّهُ اَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِيْ وَاِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَاِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهٖ فَيَثْلَغُ رَاْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى.

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ

قَالَ قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ وَاِذَا هُوَ يَأْتِيْ اَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهٖ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ اِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ اِلٰى قَفَاهُ

قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هٰذَانِ

قَالَ قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى مِثْلِ التَّنُّوْرِ قَالَ فَأَحْسِبُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فَاِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَاَصْوَاتٌ .

قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَاِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَاِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاِذَا اَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا .

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰؤُلَاءِ

قَالَ قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَاِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَاِذَا عَلٰى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً وَاِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَاَلْقَمَهُ حَجَرًا

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ

قَالَ قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْاٰةِ كَاَكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْاٰةً وَاِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا

قَالَ قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ وَاِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا اَكَادُ اَرٰى رَاْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَاَيْتُهُمْ قَطُّ

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا مَا هٰؤُلَاءِ

قَالَ قَالَا لِيْ اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلٰى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَ رَوْضَةً قَطُّ اَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا اَحْسَنَ

قَالَ قَالَا لِيْ اِرْقَ فِيْهَا

قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالَا لَهُمْ اِذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهَرِ.

قَالَ وَاِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَاَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ

قَالَ قَالَا لِيْ هٰذِهٖ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ

قَالَ فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا فَاِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ

قَالَ قَالَا لِيْ هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا ذَرَانِيْ فَاَدْخُلَهُ قَالَا اَمَّا الْاٰنَ فَلَا وَاَنْتَ دَاخِلَهُ

قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَاِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَاَيْتُ

قَالَ قَالَا لِيْ اَمَا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِيْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَاْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ اِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ اِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ اِلٰى قَفَاهُ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهٖ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْاٰفَاقَ وَاَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَاِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَاِنَّهُ اٰكِلُ الرِّبَا وَاَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْاٰةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَاِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِي الرَّوْضَةِ فَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَاَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيْحًا فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

১৪৬৭. সামুরা ইবনে জুনদাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? রাবী বলেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন : গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আগমন করল। তারা আমাকে উঠাল এবং বলল চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শয়নকারী এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটিকে অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতে লোকটির মাথা পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল।

তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদ্বয়কে) বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?

তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন চলুন।

তিনি বলেন, আমরা এগিয়ে চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে উপনীত হলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ (রহ.) বলেন, আবু রাজা, (রহ.) কোনো কোনো সময় ইয়ুশারশিরু' শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুক্কু' শব্দ বলতেন। এরপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপরদিকের সাথেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের মতো ভালো হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের মতো আচরণ করে।

তিনি বলেন : আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, চলুন।

আমরা চললাম এবং চুলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করতে থাকে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন।

তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মতো লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর জমা করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকাটা ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছে, যে নিজের নিকট পাথর জমা করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি বললাম, এরা কারা?

তারা বলল, চলুন, চলুন।

তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে অধিক কুশ্রী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চর্তুদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোকটি কে?

তারা বলল, চলুন, চলুন।

আমরা চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের নানারকম ফুলের কলি দেখতে পেলাম। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চারদিকে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত অধিক সংখ্যক আর কখনো আমি দেখিনি।

আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা?

তারা আমাকে বলল, চলুন চলুন।

আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। এমন বিরাট এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো অবলোকন করিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর ওপরে উঠুন। আমরা ওপরে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে অধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্রী ছিল। যা তোমার দৃষ্টিতে অধিক কুশ্রী মনে হয়। তিনি বলেন, সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবাহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মতো সাদা। তারা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ কুশ্রীতা দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান।

তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্য এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তি যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সালাত পরিত্যাগ করে ঘুমিয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্রে ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল।

সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোনো মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হলো সুদখোর। আর ঐ কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর এ দীর্ঘকার ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহীম ﷺ। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিতরাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। আর ঐসব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুশ্রী তারা হলো ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯১ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৭০৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪২ : স্বপ্ন, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭৫)

৪৩তম অধ্যায়

بَابُ كِتَابُ الْفَضَائِلِ - ফাযায়েল

١. بَابُ فِيْ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাসমূহ

١٤٦٨. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

১৪৬৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন ওযুর পানির সন্ধান করল কিন্তু পেল না। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু পানি আনা হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে ওযু করতে বললেন। আনাস ﷺ বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তার আঙ্গুলের নিচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তার দ্বারা উযু সমাধা করল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪: ওযু, অধ্যায় ৩২ , হাদীস ১৬৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩, হাদীস ২২৭৯)

١٤٦٩. حَدِيْثُ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرٰى إِذَا امْرَأَةٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوْا وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوْكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلاَ يَقُوْمَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ

وَأَهْدٰى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتٰى وَادِيَ الْقُرٰى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ.

فَلَمَّا قَالَ أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأٰى أُحُدًا قَالَ هٰذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ سَاعِدَةَ أَوْ دُوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ يَعْنِيْ خَيْرًا

فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبَا أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ الْأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيْرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ خُيِّرَ دُوْرُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا أَخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ.

১৪৬৯. আবূ হুমায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। যখন তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন এক মহিলা তার নিজের বাগানে হাজির ছিল। নবী ﷺ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা এই বাগানের ফলগুলোর পরিমাণ অনুমান কর। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে দশ ওয়াসাক পরিমাণ অনুমান করলেন। অতঃপর মহিলাকে বললেন : উৎপন্ন ফলের হিসাব রেখ। আমরা তাবুক পৌঁছলে, তিনি বললেন : সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় শুরু হলো। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে তাই নামক পর্বতে নিক্ষেপ করল। আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নবী ﷺ এর জন্য একটি সাদা খচ্চর ও চাদর উপঢৌকন দিলেন। আর নবী ﷺ তাকে সেখানকার শাসনকর্তারূপে দায়িত্ব পালন করার লিখিত নির্দেশ দিলেন। (ফেরার পথে) ওয়াদিল কুরা পৌঁছে সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার বাগানে কী পরিমাণ ফল হয়েছে? মহিলা বলল, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনুমতি পরিমাণ দশ ওয়াসাকই হয়েছে। নবী ﷺ বললেন: আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে ইচ্ছুক। তোমাদের কেউ আমার সাথে যেতে চাইলে তাড়াতাড়ি কর।

অতঃপর যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বললেন : এটা তাবাহ (মদীনার অপর নাম)। এরপর যখন তিনি উহুদ পর্বত দেখতে পেলেন তখন বললেন : এই পর্বত আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। আনসারদের শ্রেষ্ঠ গোত্রটি সম্পর্কে আমি তোমাদের সংবাদ দিব কি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : বনূ নাজ্জার গোত্র, অতঃপর বনু আবদুল আশহাল গোত্র, এরপর বনু সা'য়ীদা গোত্র অথবা বনু হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্র। আনসারদের সকল গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে।

[আবূ হুমায়দ (রহ.) বলেন,] আমরা সা'দ ইবনে উবাদাহ-এর নিকট গেলাম। তখন আবূ উসায়দ ﷺ বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, নবী ﷺ আনসারদের পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তা শুনে সা'দ ﷺ নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আনসার গোত্রগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শ্রেষ্ঠ স্তরে স্থান দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথে নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ১৪৮১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩, হাদীস ১৩৯২)

٢. بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

২. আল্লাহ তা'আলার ওপর তাঁর ভরসা এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে তাঁকে হিফাযতকরণ

١٤٧٠. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجِئْنَا فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِيْ مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১৪৭০. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যোগদান করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিখান ঝুলিয়ে রাখেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে উপবিষ্ট আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উচিয়ে ধরল। এতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল অতঃপর দেখলাম, সে খোলা তরবারি হাতে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এতে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়ে। এ-ই সেই লোক। বর্ণনাকারী জাবির ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৪১৩৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪, হাদীস ৮৪৩)

٣. بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ

৩. হিদায়াত ও ইল্‌ম যা নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্তের বর্ণনা

١٤٧١. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًا فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ: قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ.

১৪৭১. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের মতো। কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোনো ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত- যে সেদিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তিনি হলেন এমন ভূমির মতো যার উপর কমই পানি জমে থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম, অধ্যায় ২০, হাদীস ৭৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৫, হাদীস ২২৮২)

٤. بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

৪. উম্মতের ওপর মুহাম্মদ ﷺ-এর দয়াদ্রতা ও যা তাদের ক্ষতি সাধন করবে তা থেকে সতর্কীকরণ

١٤٧٢. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

১৪৭২. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যে আগুন জালালো আর যখন তার চারদিকে আলোকিত হয়ে গেল, তখন কীটপতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগল। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগল। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরল। এরূপ আমি তাদের কোমর ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৬৪৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৬, হাদীস ২২৮৪)

٥. بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

৫. রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বর্ণনা

١٤٧٣. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

১৪৭৩. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ তৈরি করল, তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেন? নবী ﷺ বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩৫৩৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৭, হাদীস ২২৮৬)

١٤٧٤. حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ.

১৪৭৪. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি গৃহ তৈরি করল আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ শেষ করে গৃহটিকে সুসজ্জিত ও মনোরম করে নিল। জনগণ মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের জায়গাটুকু খালি রাখা না হতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৩৫৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৭, হাদীস ২২৮৭)

٦. بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ

৬. নবী ﷺ-এর জন্য 'হাওজ' এর প্রমাণ ও তার বৈশিষ্ট্য

١٤٧٥. حَدِيثُ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

১৪৭৫. জুনদাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি তোমাদের আগে হাউযের নিকট পৌঁছব।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৮৯)

١٤٧٦. حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.

১৪৭৬. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের আগে হাউযের নিকট পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে সে পানি পান করবে সে কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) হাজির হবে। আমি তাদেরকে দেখে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে দেখে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯১)

١٤٧٧. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي.

১৪৭৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ-এর নিকট থেকে এটুকু অধিক বর্ণিত। [নবী ﷺ বলেছেন] আমি তখন বললাম, যে এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না, তোমার পরে এরা কি নতুন নতুন কীর্তিকলাপ বেদায়াত সৃষ্টি করেছে। রাসূলে করীম ﷺ বলেন তখন আমি বলব, দূর হও! আমার পরে যারা দ্বীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছ তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হও। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯০, ২২৯১)

١٤٧٨. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

১৪৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, তার ঘ্রাণ মিশ্‌ক-এর চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মতো অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৭৯)

١٤٧٩. حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ

فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

১৪৭৯. আসমা বিনতে আবূ বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চই আমি হাউযের নিকট থাকব। তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন

আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কী সব করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। তখন ইবনে আবূ মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ! দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে কিংবা দীনের ব্যাপারে ফিত্‌নায় জড়িত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯৩)

١٤٨٠. حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اِنِّيْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّيْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا وَاِنِّيْ لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّيْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْهَا.

১৪৮০. উকবা ইবনে আমির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আট বছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে) এমনভাবে দোয়া করলেন,, যেমন কোনো বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি (ফিরে এসে) মিম্বরে আরোহণ বললেন, আমি তোমাদের আগেই প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষীদাতা। অতঃপর হাউযে কাউসারের নিকট তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে জড়িয়ে যাবে আমি এ ভয় করি না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা দুনিয়ায় সুখ-শান্তি লাভে প্রতিযোগিতা করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪০৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯৬)

١٤٨١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِيْ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

১৪৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে পৃথকভাবে হাউযে কাউসারের নিকট গিয়ে পৌঁছব। আর (ঐ সময়) তোমাদের কিছু সংখ্যক লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে তাদেরকে হাউয থেকে নেয়া হবে। তখন আমি বলব হে আমার প্রভু! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কী কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৭৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯৭)

١٤٨٢. حَدِيْثُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَصَنْعَاءَ.

১৪৮২. হারিসা ইবনে ওয়াহাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে হাউযে কাউসারের সম্পর্কে বলতে শুনেছি। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন : হাউযে কাউসার মদীনা এবং সান'আ নামক স্থানের মধ্যকার দুরত্বের মতো।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৯১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯৮)

١٤٨٣. حَدِيْثُ الْمُسْتَوْرِدِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ اَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْاَوَانِيْ قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرٰى فِيْهِ الْاٰنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ.

১৪৮৩. তখন মুসতাওরিদ তাঁকে বললেন যে, 'আল আওয়ানী' যে বলেছেন তা কি তুমি শ্রবণ করনি? তিনি বললেন, না। মুসতাওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির মতো পরিলক্ষিত হবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৯২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯৮)

١٤٨٤. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَذْرُحَ.

১৪৮৪. ইবনে উমর ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের সামনে আমার হাউয এর দূরত্ব হবে এতটুকু যেটুকু দূরত্ব জারবা ও আযরুহ্ নামক স্থান দু'টির মাঝে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৭৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২২৯৯)

١٤٨٥. حَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَاَذُوْدَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِيْ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْاِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.

১৪৮৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) আমার হাউয (কাউসার) থেকে কিছু লোকদেরকে এমনভাবে বিতাড়িত করব, যেমন অপরিচিত উট হাউয থেকে বিতাড়িত করা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৩০২)

١٤٨٦. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ قَدْرَ حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَاِنَّ فِيْهِ مِنَ الْاَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ.

১৪৮৬. আনাস ইবন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউযের পরিমাণ হলো ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থান দুটির দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৮০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৩০৩)

١٤٨٧. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِيْ الْحَوْضَ حَتّٰى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

১৪৮৭. আনাস ﷺ-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার সামনে আমার উম্মতের কতিপয় লোক হাউযের নিকট আসবে। তাদেরকে আমি চিনে নিব। আমার সামনে থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা কী সব নতুন কীর্তিকলাপ করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৩০৪)

٧. بَابُ فِيْ قِتَالِ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ

৭. উহুদের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর পক্ষে জিবরীল ও মীকাঈল ﷺ-এর যুদ্ধ করার বর্ণনা

١٤٨٨. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَاَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

১৪৮৮. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি আরো দু'ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যারা সাদা পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে তুমুল লড়াই করছে। আমি তাদেরকে আগেও দেখিনি আর পরেও দেখিনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৪০৫৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৩০৬)

٨. بَابُ فِيْ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرْبِ

৮. নবী ﷺ-এর বীরত্ব ও যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনের বর্ণনা

١٤٨٩. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ.

১৪৮৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সব লোকের চেয়ে সুশ্রী ও অনেক সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনার লোকেরা এক বিকট শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শব্দের দিকে বের হলো। তখন নবী ﷺ তাঁদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের কারণ অন্বেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবূ তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর কাঁধে তরবারী ছিল। তিনি বলেছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। তোমরা ভীত হয়ো না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো গতিশীল পেয়েছি, কিংবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮২, হাদীস ২৯০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৩০৭)

٩. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ

৯. নবী ﷺ বায়ু অপেক্ষা মানুষদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন

١٤٩٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

১৪৯০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্য থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ রহমতের বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩২০৮)

١٠. بَابُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী

١٤٩١. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ

১৪৯১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উঃশব্দ বলেননি। এ কথা জিজ্ঞেসও করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৬০৩৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৩০৯)

١٤٩٢. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَخَذَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ

وَالسَّفَرِ فَوَاللهِ مَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا.

১৪৯২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ তালহা ﷺ আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আনাস একজন সতর্কবান ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস ﷺ বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোনো দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করনি?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৭ : দিয়াত বা রক্তপণ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৬৯১১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৩০৯)

١١. بَابُ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا وَكَثْرَةُ عَطَائِهِ

১১. রাসূল ﷺ-এর নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও 'না' বলেননি এবং তাঁর অধিক দানের বর্ণনা

١٤٩٣. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا.

১৪৯৩. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন কোনো জিনিসই চাওয়া হয়নি, যার উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৬০৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৩১১)

١٤٩٤. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِيْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا.

১৪৯৪. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তাহলে আমি তোমাকে এতো এতো দিব। কিন্তু নবী ﷺ-এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌঁছায়নি। পরে যখন বাহরাইনের মাল এসে পৌঁছল, তখন আবূ বকর ﷺ-এর আদেশে ঘোষণা করা হলো, নবী ﷺ-এর নিকট যার অনুকূলে কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, নবী ﷺ আমাকে এতো এতো দিবেন বলেছিলেন। তখন আবূ বকর ﷺ আমাকে এক আঞ্জুলি ভরে দিলেন, আমি তা গণনা করলাম এতে পাঁচশ ছিল। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ নিয়ে যাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৯ : যামিন হওয়া, অধ্যায়, অধ্যায় ৩, হাদীস ২২৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৩১৪)

١٢. بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذٰلِكَ

১২. রাসূল ﷺ শিশু ও ইয়াতীমদের প্রতি অধিক দয়াশীল এবং তাঁর বিনয় ও অন্যান্য সৎ গুণাবলি

١٤٩٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلٰى أَبِيْ سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

عَوْفٍ ﷺ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ ﷺ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

১৪৯৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে আবূ সায়ফ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইবরাহীম ﷺ-এর দুধ সম্পর্কের পিতা। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবরাহীম ﷺ-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। অতঃপর (আরেক বার) আমরা তার (আবূ সায়ফ-এর) বাড়িতে গেলাম। তখন ইবরাহীম ﷺ মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। এতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উভয় চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমানের ইবনে আওফ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! আর আপনিও? (ক্রন্দন করছেন?) তখন তিনি বললেন : অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করেন। (হাদীসটি থেকে বিপদে অশ্রু ঝরানো আর মহান আল্লাহর নাফরমানী প্রকাশক শব্দাবলি বাদ দিয়ে মুখে শোক প্রকাশ করার অনুমতি পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর নাফরমানী কিংবা তাকদীরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশক শব্দাবলি পরিত্যাগ করার তাকীদ দেয়া হয়।) আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ১৩০৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৩১৫)

নোট : এ ধরনের বাক্যরীতি বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান আছে। সুতরাং আরবীতে থাকবেই তাই মৃত ব্যক্তিকে সংশোধন করার দলীল হিসাবে নবী ﷺ এর বাণীটি ব্যবহার করার কোনই অবকাশ নেই।

١٤٩٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَاَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

১৪৯৬. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল- আপনারা শিশুদের চুম্বন করে থাকেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নেন, তবে আমি কি তোমার উপর (তা ফিরিয়ে দেয়ার) অধিকার রাখি?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৫৯৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৩১৭)

١٤٩٧. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْاَقْرَعُ اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

১৪৯৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হাসান ইবনে আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা' ইবনে হাবিস তামীমী ﷺ বসা ছিলেন। আকরা ইবনে হাবিস ﷺ বললেন : আমার দশটি পুত্র সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকেই কোনো দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন : যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৫৯৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৩১৮)

١٤٩٨. حَدِيْثُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

১৪৯৮. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৬০১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৩১৯)

١٣. بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ

১৩. নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের

١٤٩٩. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا.

১৪৯৯. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ গৃহবাসিনী পর্দানশীন কুমারীদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৩২০)

١٥٠٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

১৫০০. আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অশ্লীল ভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতার দিকে থেকে সর্বোত্তম। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৩২১)

١٤. بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلنِّسَاءِ وَأَمْرِ السَّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

১৪. নবী ﷺ-এর নারীদের প্রতি করুণা এবং উটের আরোহী মহিলা হলে উট চালককে ধীরে উট চালনার জন্য নবী ﷺ-এর নির্দেশ প্রদান

١٥٠١. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُوْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيْرِ.

১৫০১. আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সফরে ছিলাম। তাঁর সাথে তখন আনজাশাহ নামের একটি কালো গোলাম ছিল। সে পুঁথি গাইছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হে আনজাশাহ! তোমার সর্বনাশ। তুমি উটটিকে কাঁচপাত্র সদৃশ সওয়ারীদের নিয়ে আস্তে চালাও।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৮, আদব-আচার, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ৬১৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৩২৩)

١٥. بَابُ مُبَاعَدَتِهِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلّٰهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

১৫. নবী ﷺ-এর পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা, বৈধ কাজের মধ্যে সহজটিকে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রতিশোধ নেয়া যখন তাঁর (আল্লাহর) হুকুমের অমর্যাদা করা হয়

١٥٠٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ بِهَا.

১৫০২. 'আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহ না হত। গুনাহ থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। নবী ﷺ নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৬০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২০, হাদীস ২৩২৭)

١٦. بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينِ مَسِّهِ وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ

১৬. নবী ﷺ এর সুঘ্রাণ, তাঁর কোমলতা ও তাঁর স্পর্শের কল্যাণময়তা

١٥٠٣. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৫০৩. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর হাতের তালুর চেয়ে মোলায়েম কোনো নরম ও গরদকেও আমি স্পর্শ করিনি। আর নবী ﷺ-এর শরীরের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অত্যাধিক সুঘ্রাণ আমি কোনোদিন পাইনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২১, হাদীস ২৩৩৮)

١٧. بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

১৭. নবী ﷺ-এর ঘামের সুগন্ধি এবং তদ্দ্বারা বরকত গ্রহণ

١٥٠٤. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ.

১৫০৪. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম ﷺ নবী ﷺ-এর জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তিনি সেখানেই ঐ চামড়ার বিছানার উপর কায়লুলা করতেন। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন তিনি তাঁর শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করে নিতেন এবং তা একটা শিশির মধ্যে জমাতেন এবং পরে 'সুক্ক' নামীয় সুগন্ধির মধ্যে মিশাতেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৬২৮১)

١٨. بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ

১৮. নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময় এমনকি শীতকালেও ঘর্মাক্ত হয়ে যাওয়া

١٥٠٥. حَدِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

১৫০৫. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। হারিস ইবনে হিশাম ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : [কোনো কোনো সময় তা ঘণ্টা বাজার মতো আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার ওপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয় এবং তা শেষ হতে ফেরেশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকার ধারণ করে আমার সাথে কথোপকথন করেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি তীব্র শীতের সময় ওহি নযিলকৃত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর ললাট থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১ : ওয়াহীর সূচনা, অধ্যায় ২, হাদীস ২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৩, হাদীস ২৩৩৩)

١٩. بَابُ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا

১৯. নবী ﷺ-এর শারীরিক আকৃতি এবং তিনি মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম অবয়বের অধিকারী ছিলেন

١٥٠٦. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

১৫০৬. বারাআ ইবনে আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দু'কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৫, হাদীস ২৩৩৭)

١٥٠٧. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ

১৫০৭. বারাআ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারক ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৩৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৫, হাদীস ২৩৩৭)

٢٠. بَابُ صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ

২০. নবী ﷺ-এর চুলের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

١٥٠٨. حَدِيْثُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

১৫০৮. কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল মধ্যম প্রকৃতির ছিল- না একেবারে সোজা লম্বা, না অতি কোঁকড়ানো। আর তা ছিল দু'কান ও দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ৫৯০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৩৩৮)

١٥٠٩. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

১৫০৯. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর মাথার চুল (কখনো কখনো) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ৫৯০৩; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৩৩৮)

٢١. بَابُ شَيْبِهِ

২১. মহানবী ﷺ-এর বার্ধক্যের বর্ণনা

١٥١٠. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيْلًا.

১৫১০. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ কি খিযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন : বার্ধক্য তাঁকে অতি সামান্যই পেয়েছিল। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৭ : পোশাক, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৫৮৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২৩৩৮)

١٥١١. حَدِيْثُ أَبِيْ جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ.

১৫১১. আবূ জুহাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তাঁর নীচ ঠোঁটের নিম্নভাগে দাঁড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৪৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২৩৪২)

١٥١٢. حَدِيْثُ أَبِيْ خَالِدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يُشْبِهُهُ.

১৫১২. আবূ জুহাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি। হাসান ইবনে আলী ছিলেন ﷺ তাঁরই অনুরূপ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৪৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২৩৪২)

٢٢. بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفَتِهِ وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ

২২. নবী ﷺ এর নবুওয়াতের মোহর, তার বর্ণনা এবং তা শরীরের কোন স্থানে ছিল তার প্রমাণ

١٥١٣. حَدِيْثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ﷺ قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

১৫১৩. সায়িব ইবনে ইয়াযীদ ﷺ বলেন : আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগিনা অসুস্থ। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর ওযু আদায় করলেন। আমি তাঁর ওযুর (অবশি) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়তের মোহর দেখতে পেলাম। তা ছিল পর্দার ঘুন্টির মতো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ৪০, হাদীস ১৯০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩০, হাদীস ২৩৪৫)

٢٣. بَابُ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَبْعَثِهِ وَسِنِّهِ

২৩. নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ এবং তাঁর বয়স

١٥١٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

১৫১৪. রাবী'আ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক ﷺ-কে নবী ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ লোকদের মাঝে মাঝারি গড়নের ছিলেন- বেশি লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে শুভ্র নয় অথবা তামাটে বর্ণেরও নয়। মাথার চুল কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। প্রথম দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে ওহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। অতঃপর দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। (বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৪৭ ; মুসলিম,পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, হাদীস ২৩৩৮)

٢٤. بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُبِضَ
২৪. নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের দিন তাঁর বয়স কত ছিল

١٥١٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ.

১৫১৫. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। যখন নবী ﷺ ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। (বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩৫৩৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৩৪৯)

٢٥. بَابُ كَمْ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ
২৫. নবী ﷺ কত দিন মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করেন

١٥١٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ.

১৫১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তের বছর অতিবাহিত করেন। তিনি তিষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩৯০৩, ৩৮৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : অধ্যায় হাদীস ২৩৪৯)

٢٦. بَابُ فِيْ اَسْمَائِهِ
২৬. নবী ﷺ-এর নামসমূহ

١٥١٧. حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِيْ وَاَنَا الْعَاقِبُ.

১৫১৭. যুবায়ের ইবনে মুতয়িম ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, ১. আমি মুহাম্মদ, ২. আমি আহ্মদ, ৩. আমি আল-মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। ৪. আমি আল-হাশির, আমার চারপাশে মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে। ৫. আমি আল-আকি'ব (সর্বশেষ আগমনকারী)।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩৫৩২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৩৫৪)

٢٧. بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللهِ تَعَالٰى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ
২৭. নবী ﷺ-এর জ্ঞান ও অধিক আল্লাহ্ ভীতি

١٥١٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

১৫১৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ নিজে কোনো কাজ করলেন এবং অন্যদের তা করার অনুমতি প্রদান করেন। তবুও একদল লোক তা থেকে বিরত থাকল। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের পর বললেন : কতিপয় লোকের কী হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত

থাকে, যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং আমি তাঁকে তাদের চেয়ে অধিক ভয় করি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭২, হাদীস ৬১০১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল অধ্যায় ৩৫, হাদীস ২৩৫৬)

٢٨. بَابُ وُجُوْبِ اتِّبَاعِهِ ﷺ

২৮. নবী ﷺ-এর অনুসরণের অপরিহার্যতা

١٥١٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ.

১৫১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী নবী ﷺ-এর সামনে যুবাইর ﷺ-এর সাথে হাররার নালার পানির প্রসঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর ﷺ তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নবী ﷺ-এর কাছে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ যুবাইর ﷺ-কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশির দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায়, ৬, হাদীস ২৩৫৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ২৩৫৭)

١٥٢٠. فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

১৫২০. যুবাইর ﷺ বলেন, আমার ধারণা এ আয়াতটি এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে : "তোমার প্রভুর শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে। (সূরা আল-নিসা : আয়াত-৬৫)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪২ : পানি সেচ, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৩৬০; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ২৩৫৭)

٢٩. بَابُ تَوْقِيْرِهِ ﷺ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُوْرَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيْفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

২৯. রাসূল ﷺ-কে মর্যাদা দেয়া, তাঁকে বিনা প্রয়োজনে কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন ও অবাস্তব ইত্যাদি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক

١٥٢١. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

১৫২১. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গিয়াছে।

(বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে আকঁড়ে থাকা, অধ্যায় ৩, হাদীস ৭২৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, হাদীস ২৩৫৮)

١٥٢٢. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطّٰى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ خَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِيْ قَالَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ. لَا تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

১৫২২. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি খুতবা পাঠ করলেন যেমনটি আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, "আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কান্না করতে।" তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ নিজ নিজ চেহারা আবৃত করে গুণগুণ করে কাঁদতে শুরু করলেন, এরপর এক ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাহ বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "অমুক"। তখন এ আয়াত নাযিল হলো।" لَا تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১২,হাদীস ৪৬২১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭,হাদীস ২৩৫৯)

١٥٢٣. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ قَالَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتّٰى اَحْفَوْهُ الْمَسْاَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْاَلُوْنِيْ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَاْسَهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَاِذَا رَجُلٌ كَانَ اِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَبِيْ قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَاَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتّٰى رَاَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ.

১৫২৩. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তাঁকে বিরক্ত করে ফেলল। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন : আজ তোমরা যত প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের সব প্রশ্নেরই স্ববিস্তারে জবাব দিব। এ সময় আমি ডানে ও বামে তাকাতে লাগলাম এবং দেখলাম যে, প্রতিটি লোকই নিজের কাপড় দ্বারা মাথা পেচিয়ে কান্না করছে। এমন সময় একজন লোক, যাকে লোকের সাথে বিবাদের সময় তার বাপের নাম নিয়ে ডাকা হতো না, সে প্রশ্ন করল। হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : হুযাইফা। তখন উমর ﷺ বলতে লাগলেন : আমরা আল্লাহকে এক প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট। আমরা ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি ভালো মন্দের যে দৃশ্য আজ অবলোকন করলাম, তা আর কোনো দিন দেখিনি। জান্নাত ও জাহান্নামের স্বরূপ আমাকে এমন স্পষ্টভাবে অবলোকন করানো হয়েছে যে, যেন এ দু'টি এ দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৬৩৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ২৩৫৯)

١٥٢٤. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا اُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِيْ عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ اَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১৫২৪. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ-কে কয়েকটি অপছন্দীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। প্রশ্নের সংখ্যা অধিক হয়ে যাওয়ায় তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে লোকদেরকে বললেন : তোমরা আমার নিকট যা ইচ্ছে প্রশ্ন কর। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা হুযায়ফা। আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা হলো শায়বার দাস সালিম। তখন উমর ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেহারা মোবারকের অবস্থা দেখে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তাওবা প্রার্থনা করছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অধ্যায় ২৮, হাদীস ৯২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ২৩৬০)

٣٠. بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَمَنِّيْهِ

৩০. নবী ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাতের ফযীলত এবং সে জন্য আকাঙ্ক্ষা করা

١٥٢٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لأَنْ يَرَانِيْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

১৫২৫. আবূ হুরায়রা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কাছে এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজনরা, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার চেয়েও আমার সাক্ষাৎ পাওয়া তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় বলে গণ্য করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৫৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ২৫২৬)

٣١. بَابُ فَضَائِلِ عِيْسَى ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩১. ঈসা ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٢٦. حَدِيْثُ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَاتٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

১৫২৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি মরিয়ামের পুত্র ঈসার অধিক ঘনিষ্ঠতম। আর নবীগণ একে অপরের জান্নাতী ভাই। আমার ও তার মাঝখানে কোনো নবী নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৩৪৪২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪০, হাদীস ২৩৬৫)

١٥٢٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ بَنِيْ آدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا. ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

১৫২৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদাম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা ﷺ-এর) ব্যতিক্রম। অতঃপর আবু হুরায়রা বলেন, ["হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।]

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৩৪৩১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪০, হাদীস ২৩৬৬)

১৫২৮. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاٰى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ اَسَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَاللهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِىْ.

১৫২৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, ঈসা ﷺ এক লোককে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে বলল, কখনো নয়। সে সত্তার শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তখন ঈসা ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি আর আমি আমার দু'চোখকে অবিশ্বাস করলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৩৪৪৪; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪০ হাদীস ২৩৬৮)

٣٢. بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ ﷺ

৩২. ইবরাহীম খলিল ﷺ-এর মর্যাদা

১৫২৯. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ.

১৫২৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নবী ইবরাহীম ﷺ সূত্রধরদের অস্ত্র দিয়ে নিজের খাতনা করেছিলেন যখন তার বয়স ছিল আশি বছর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৩৫৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪১, হাদীস ২৩৭০)

১৫৩০. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ. اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ. وَيَرْحَمُ اللهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ.

১৫৩০. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইবরাহীম ﷺ তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন, একে যদি 'শক' বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ 'শক'-এর ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম ﷺ-এর চেয়ে অধিক উপযোগী। যখন ইবরাহীম ﷺ বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে- (আল-বাকারা : আয়াত-২৬০)। অতঃপর [নবী ﷺ লূত ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ লূত ﷺ-এর প্রতি রহমত প্রদর্শন করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় কামনা করেছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এর দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ ﷺ কারাগারের অভ্যন্তরে ছিলেন তবে তার (বাদশাহর) ডাকে সাড়া দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৩৭২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৫১)

১৫৩১. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ. اِنِّىْ سَقِيْمٌ. وَقَوْلُهُ. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا. وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرَكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلَا تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَاُخِذَ فَقَالَ ادْعِىْ اللهَ لِىْ وَلَا اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللهَ فَاُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا

الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

১৫৩১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম ﷺ তিনবার ব্যতীত কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহর সম্পর্কে। তার উক্তি 'আমি অসুস্থ'- (সূরা আস্‌সফফাত : আয়াত-৮৯) এবং তাঁর অন্য এক উক্তি "বরং একাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি- (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৬৩)। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি [ইবরাহীম ﷺ] এবং সারা আর অত্যাচারী শাসকগণের কোনো এক শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন। তখন তাকে সংবাদ দেয়া হলো যে, এ এলাকায় এক ব্যক্তি আগমন করেছে। তার সাথে একজন সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে তাঁর নিকট লোক প্রেরণ করল।

সে তাঁকে নারীটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট আসলেন এবং বললেন, 'হে সারা' তুমি আর আমি ছাড়া দুনিয়ার উপর আর কোনো মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করো না। অতঃপর সারাকে নিয়ে আমার জন্য লোক প্রেরণ করল। তিনি যখন তার নিকট আগমন করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে পাকড়াও হলো। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর, আমি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইল।

এবার সে পূর্বের মতো বা তার চেয়ে কঠিনভাবে পাকড়াও হলো। এবারও সে বলল, আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ কর। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর রাজা তার এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার নিকট কোনো মানুষ আননি; বরং এনেছ এক অভিশপ্ত শয়তান। অতঃপর রাজা সারার খিদমতের জন্য হাযারাকে দান করল। অতঃপর তিনি (সারা) তাঁর (ইবরাহীম) নিকট আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কী ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাযারাকে খিদমতের জন্য দান করেছে। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, হে আকাশের পানির ছেলেরা! হাযারাই তোমাদের আদি মাতা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৩৫৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪১, হাদীস ২৩৭১)

٣٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى ﷺ

৩৩. মূসা ﷺ এর মর্যাদা

١٥٣٢. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى ﷺ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ

ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلٰى مُوْسٰى فَقَالُوْا وَاللهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

১৫৩২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মূসা ﷺ একাকী গোসল করতেন। এ জন্য বনী ইসরাঈলের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মূসা ﷺ 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে একত্রে গোসল করেন না। একবার মূসা ﷺ একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা ﷺ পাথর! আমার কাপড় দাও, 'পাথর! আমার কাপড় দাও' বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল মূসার দিকে দৃষ্টিপাত করল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মূসার কোনো রোগ নেই। মূসা ﷺ পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে আঘাত করতে লাগলেন। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় অথবা সাতটা আঘাত করায় দাগ পড়ে গেল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ২০, হাদীস ২৭৮; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪২, হাদীস ৩৩৯)

١٥٣٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِيْ إِلٰى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ.

১৫৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করা হলো। তিনি তাঁর কাছে আগমন করলে, মূসা ﷺ তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (যার ফলে তাঁর চোখ বের হয়ে গেল।) তখন মালাকুল্ মাওত তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিতে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু প্রদান করা হবে। মূসা ﷺ এ কথা শুনে বললেন, হে আমার প্রভু! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ বললেন : অতঃপর মৃত্যু। মূসা ﷺ বললেন, তা হলে এখনই হোক। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মাকদিসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলেন। রাবী বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পথের পাশে লাল বালুর টিলার কাছে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬৮, হাদীস ১৩৩৯; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪২, হাদীস ২৩৭২)

١٥٣٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لاَ تُخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ.

১৫৩৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুব্যক্তি একে অপরকে গাল মন্দ করছিল। তাদের একজন ছিল মুসলিম, অন্যজন ছিল ইয়াহূদী। মুসলিম লোকটি বলল, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সমস্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর ইয়াহূদী লোকটি বলল, সে সত্তার কসম, যিনি মূসা ﷺ-কে সমস্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ সময় মুসলিম ব্যক্তি নিজের হাত উঠিয়ে ইয়াহূদীর মুখে এক থাপ্পর মারল। এতে ইয়াহূদী ব্যক্তিটি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তার এবং মুসলিম ব্যক্তিটির মধ্যে যা ঘটেছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা ﷺ-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। কারণ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ যখন বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। তারপর সকলের আগে আমার হুঁশ ফিরে আসবে, তখন (দেখতে পাব) মূসা ﷺ আরশের একপাশ ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার আগে হুঁশে এসেছেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা যাঁদেকে বেহুঁশ হওয়া থেকে রেহাই প্রদান করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৪ : ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৪১১; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায়, হাদীস ২৩৭৩)

١٥٣٥. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوْهُ فَقَالَ أَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوْقِ يَحْلِفُ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِيْثُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذَتْنِيْ غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوْسِبَ بِصَعْقَةِ الأُوْلٰى.

১৫৩৫. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ বসাবস্থায় ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখে আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওকে মেরেছ? সে বলল, আমি তাকে বাজারে শপথ করে বলতে শুনেছি : শপথ তাঁর, যিনি মূসা ﷺ-কে প্রতিটি মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আমি বললাম, হে খবীস! বল, মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরও কি? এতে আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর জমিন ফাটবে এবং যারাই উত্থিত হবে, আমিই হব তাদের মধ্যে প্রথম। তখন দেখতে পাব মূসা ﷺ আরশের একটি পায়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে ছিলেন, না তাঁর পূর্বেকার (তুর পাহাড়ের) বেহুঁশীই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৪ : ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৪১২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪২, হাদীস ২৩৭৪)

٣٤. بَابُ فِيْ ذِكْرِ يُوْنُسَ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى

৩৪. ইউনুস ﷺ-এর বর্ণনা এবং নবী ﷺ-এর বাণী : আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম'-এর কথা কারো বলা সমীচীন নয়

١٥٣٦. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى.

১৫৩৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কোনো বান্দার জন্যই এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৩৪১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৩৭৩)

١٥٣٧. حَدِيْثُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ اِلَى اَبِيْهِ.

১৫৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তির এ কথা বলা সমীচীন হবে না যে, আমি (নবী) ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ এর কথা বলতে গিয়ে ইউনুস ﷺ-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৩৩৯৫; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায়, হাদীস ২৩৭৭)

٣٥. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوْسُفَ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৫. ইউসুফ ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٣٨. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا.

১৫৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক মুত্তাকী তথা খোদাভীরু তখন তারা বলল : আমরা তো আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলিল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৩৫৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ২৩৭৮)

٣٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ
৩৬. খাযির ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٣٩. حَدِيثُ أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ. أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ. قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ. فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

১৫৩৯. সা'ঈদ ইবনে যুবায়ের ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবি করে যে, মূসা ﷺ [যিনি খাযির ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি] বনী ইসরাঈলের মূসা নন; বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, দুশমনগণ মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব ﷺ নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মূসা ﷺ একদা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা প্রদান করতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দিলেন। তিনি ইলমকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেনি। মহান আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন : দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি বলেন, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তার সাক্ষাৎ লাভ করব? তখন তাঁকে বলা হলো, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও।

অতঃপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে খুঁজে পাবে। অতঃপর তিনি ইউশা ইবনে নূনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বড় পাথরের নিকট এসে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা ﷺ ও তাঁর খাদিমের জন্য ছিল অতি আশ্চার্যের বিষয়। অতঃপর তাঁরা তাদের বাকি দিন ও রাতভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা ﷺ তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা আমাদের এ সফরে খুবই ক্লান্ত, আর মূসা ﷺ-কে যে স্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেননি।

তারপর তাঁর সাথী তাঁকে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? মূসা ﷺ বললেন, আমরা তো সেই স্থানটিরই খোঁজ করছিলাম। অতঃপর তাঁরা তাদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরে নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি (বর্ণনাকারী বলেন) কাপড় মুড়ি দিয়ে অবস্থান করেছেন।

মূসা ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খিযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে আসল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খিযির প্রশ্ন করলেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা ﷺ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি কি? খিযির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। হে মূসা ﷺ! আল্লাহর ইলমের মধ্যে আমি এমন এক ইলম নিয়ে আছি যা তিনি কেবল আমাকেই শিখিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিখিয়েছেন, তা আমি জানি না।" মূসা ﷺ বললেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ কখনো অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দু'জন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোনো নৌকা ছিল না। ইতোমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে একটি নৌকা বয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাদের তুলে নেয়ার কথা বললেন। তারা খিযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ছাড়া তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই

পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে একবার কি দু'বার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন, হে মূসা ﷺ! আমার এবং তোমার জ্ঞান (সব মিলেও) আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম। অতঃপর খিযির নৌকার তক্তাগুলোর মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন।

মূসা ﷺ বললেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহন করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন? খিযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না?' মূসা ﷺ বললেন, আমার ত্রুটির জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার প্রতি অধিক কঠোর হবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এটা মূসা ﷺ-এর প্রথমবারের ভুল। অতঃপর তাঁরা দু'জন (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছিল। খিযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা ﷺ বললেন, আপনি বিনা অপরাধে একটি নিষ্পাপ জীবন হত্যা করলেন? ইবনে উয়ায়না (রহ.) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

তারপর আবারো পথ চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের নিকট খাদ্য চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর সেখানে তাঁরা এক ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম এমন একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি দাঁড় করে দিলেন। মূসা ﷺ, বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য মজুরি নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের পরিসমাপ্তি। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসার ওপর রহম করেন। আমাদের কতই না মনোবাসনা পূর্ণ হতে যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন, তাহলে আমাদের নিকট তাঁদের আরো ঘটনাবলি বর্ণনা করা হত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৪, হাদীস ১২২; মুসলিম, পর্ব ৪৩ : ফাযায়েল, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ২৩৮০)

৪৪তম অধ্যায়

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ – সাহাবাগণের মর্যাদা

١. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ

১. আবূ বকর সিদ্দিক ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٤٠. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا.

১৫৪০. আবূ বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন আমি নবী ﷺ-কে বললাম, যদি কাফিররা তাদের পায়ের নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! ঐ দুই জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আল্লাহ যাঁদের তৃতীয় জন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২, হাদীস ৩৬৫৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৩৮১)

١٥٤١. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ.

১৫৪১. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার প্রদান করেছেন। তার একটি হলো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর একটি হলো আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবূ বকর ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা অবাক হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ ভোগ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে বেছে নিতে বললেন আর এ বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবূ বকর ﷺ-ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বকর ﷺ। যদি আমি আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বকর ﷺ-এর দরজা ব্যতীত অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।

(বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৩৯০৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১. হাদীস নং ২৩৮২)

١٥٤٢. حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ اَبُوْهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.

১৫৪২. আমর ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবূ বকর)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, উমর ইবনে খাত্তাব। অতঃপর আরো কয়েকজনের নাম বললেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১, হাদীস ২৩৮৪)

١٥٤٣. حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ اَتَتِ امْرَاَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تَقُوْلُ الْمَوْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ اَبَا بَكْرٍ.

১৫৪৩. যুবায়ের ইবনে মুতয়িম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তিনি তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কী করব? এ কথা দ্বারা স্ত্রীলোকটি নবী ﷺ-এর মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। রাসূল ﷺ বললেন, যদি আমাকে না পাও তাহলে আবূ বকরের নিকট আসবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৬৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৩৮৬)

١٥٤٤. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً اِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَاِنِّيْ اُوْمِنُ بِهٰذَا اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهِ اِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتّٰى كَاَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَاِنِّيْ اُوْمِنُ بِهٰذَا اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ.

১৫৪৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা একব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেটির পিঠে চড়ে বসল এবং গরুটিকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদের এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদশ্রবণে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে? নবী ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর তা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটিকে উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমার থেকে কেড়ে নিলে বটে, তবে ঐদিন কে ছাগলটিকে রক্ষা করবে যেদিন হিংস্র জানোয়ার ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ছাড়া তাদের অন্য কোনো রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে। নবী ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর এবং উমর তা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১, হাদীস ২৩৮৮)

٢. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২. উমর ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٤٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ اِلَّا رَجُلٌ اٰخِذٌ مَنْكِبِيْ فَاِذَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًا اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ اَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ اِنْ كُنْتُ لَاَظُنُّ اَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ اِنِّيْ كُنْتُ كَثِيْرًا اَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

১৫৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ﷺ-এর লাশ খাটের উপর রাখা হলো। খাটটি কাঁধে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দোয়া পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার স্কন্ধ হাত রাখায় আমি শিহরে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী ﷺ। তিনি উমর ﷺ-এর জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমর! আমার জন্য আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় এমন কোনো ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যাঁর কালের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম। আমার এ বিশ্বাস যে আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি অনেকবার নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবু বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবূ বকর ও উমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবু বকর ও উমর বাহির হলাম ইত্যাদি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৬৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৮৯)

١٥٤٦. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الدِّيْنَ.

১৫৪৬. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : একবার আমি নিদ্রাবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে আনা হচ্ছে। আর তাদের পরিধানে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ-কে আমার সামনে আনা হলো এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (অধিক লম্বা হওয়ায়) টেনে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন : (এ জামা অর্থ) দ্বীন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৯০)

١٥٤٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِيْ اَظْفَارِيْ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ.

১৫৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি একদা আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম। এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট এক পিয়ালা দুধ নিয়ে আসা হলো। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ আমি উমর

ইবনুল-খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা প্রদান করেন? তিনি জবাবে বললেন : তা হলো আল-ইল্‌ম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম, অধ্যায় ২২, হাদীস ৮২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৯১)

١٥٤٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ عَلٰى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِىْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

১৫৪৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কূপের কিনারায় দেখতে পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে, আমি কূপ থেকে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহ ইচ্ছে করলেন। অতঃপর বালতিটি ইবনে আবু কুহাফা নিলেন এবং তিনিও এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। পানি উঠানোতে আমি উমরের মত শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তি কাউকে দেখিনি। শেষে মানুষ নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৬৬৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২, হাদীস ২৩৯২)

١٥٤٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرِيَّهُ حَتّٰى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ.

১৫৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কূপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবূ বকর ﷺ এসে এক বালতি বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ আগমন করলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বড় আকার ধারণ করল। তাঁর মতো এমন দৃঢ়ভাবে পানি উঠাতে আমি কোনো শক্তিশালীকেও লক্ষ্য করিনি। এমনকি লোকেরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করে গৃহে বিশ্রাম নিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৬৮২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৯৩)

١٥٥٠. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَاَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اِلَّا عِلْمِىْ بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا نَبِىَّ اللهِ اَوَعَلَيْكَ اَغَارُ.

১৫৫০. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এ প্রাসাদটি উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু [তিনি সেখানে উপস্থিত উমর ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বললেন] তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা প্রদান করল। এ কথা শুনে উমর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার ক্ষেত্রেও আমি (উমর) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব?"

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৭, হাদীস ৫২২৬ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৯৪)

١٥٥١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

১৫৫১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক নারী একটি দালানের পাশে ওযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দালানটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর আত্মমর্যাদার কথা আমার স্মরণ হলো। আমি পেছনে ফিরে আসলাম। একথা শুনে উমর ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার সম্মুখে কি আমার কোনো মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃরি সূচনা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩২৪২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৯৫)

١٥٥٢. حَدِيْثُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.

১৫৫২. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা উমর ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সাথে কয়েকজন কুরাইশ নারী কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চঃস্বরে কথা বলছিল। অতঃপর যখন উমর ﷺ অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন উমর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। তিনি বললেন, আমার কাছে যেসব মহিলা ছিল তাদের সম্পর্কে আমি আর্যান্বিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার আওয়াজ শুনল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেই তাদের বেশি ভয় করা উচিত ছিল। অতঃপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আত্মশত্রু মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, শপথ ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে চল শয়তান কখনও সে পথে চলে না; বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃরি সূচনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৯৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৩৯৭)

١٥٥٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ثُمَّ سَاَلَهُ اَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا خَيَّرَنِى اللّٰهُ فَقَالَ - اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا

تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - وَسَأَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ - وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

১৫৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাটি দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামা প্রদান করলেন। এরপর তিনি জানাযার সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ-এর নিকট আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাত পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) দাঁড়ালেন, এমন সময়ে উমর ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি তার জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার প্রতিপালক আপনাকে তার জন্য দু'আ করতে বারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে (দু'আ) করা বা না করার সুযোগ প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না। অতএব আমি তার জন্য সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। উমর ﷺ বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করলেন, এরপর এ আয়াত নাযিল হয়। "তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তাদের জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের নিকটেও দাঁড়াবেন না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১২, হাদীস ৪৬৭০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২, হাদীস ২৪০০)

٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ

৩. উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٥٤. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوسٰى ﷺ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِيْ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيْبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ.

১৫৫৪. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার এক বাগানের ভিতর আমি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেয়ার জন্য বলল। রাসূল ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর ﷺ। তাঁকে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দেয়া সুসংবাদ পৌঁছে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর অতঃপর আমি তার জন্য দরজা খুললাম হঠাৎ দেখি উমর তারপর আমি তাকে নবী ﷺ-এর সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার

জন্য বললেন। রাসূল ﷺ বললেন, দরজা উন্মুক্ত করে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর ভীষণ বিপদ পতিত হবে। দেখলাম যে, তিনি উসমান ﷺ। আল্লাহর রাসূল ﷺ যা বলেছেন, আমি তাকে বললাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন আর বললেন আল্লাহই সাহায্যকারী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৬৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪০৩)

١٥٥٥. حَدِيثُ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا أُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِيْ هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ قَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

১৫৫৫. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন ঘরে ওযু করে বের হলেন এবং মনে মনে বললেন আমি আজ সারাদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে অতিবাহিত করব, তাঁর থেকে পৃথক হব না। তিনি মসজিদে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর সংবাদ নিলেন, সাহাবীগণ বললেন, তিনি এদিক্কে বেরিয়ে গেছেন, আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁর সন্ধান জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। আমি দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে বানানো ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তাঁর প্রয়োজন সমাপ্ত করে ওযু করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কূপের কিনারায় বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম প্রদান

করলাম এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করব।

এ সময় আবু বকর ﷺ! এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবু বকর! আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ﷺ ভিতরে আসার অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন, ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি ফিরে এসে আবু বকর ﷺ-কে বললাম, ভিতরে আসুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ডানপাশে কূপের ধারে বসে দু'পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে নবী ﷺ-এর মতো কূপের ভিতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর আমার ভাইকে ওযুরত অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সাথে একত্রিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি বলতে লাগলাম, আল্লাহ্ যদি তার কল্যাণ কামনা করেন তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব। আমি বললাম, অপেক্ষা করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সালাম দিয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

আমি এসে তাঁকে বললাম, ভিতরে প্রবেশ করুন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে দিকে পা ঝুলিয়ে বসে গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের কল্যাণ চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? তিনি বললেন, আমি উসমান ইবনে আফফান। আমি বললাম, থামুন নবী রাসূল ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল এবং তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। তবে কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম, ভিতরে আসুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কূপের নিকটে খালি জায়গা নেই। তাই তিনি নবী ﷺ-এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন। সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) বলেছেন, আমি এর দ্বারা তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৬৭৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪০৩)

٤. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ﷺ

৪. আলী ইবনে আবূ তালিব ﷺ-এর মর্যাদা

১৫৫৬. سَعْدَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى تَبُوْكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ اَتُخَلِّفُنِىْ فِى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِىْ.

১৫৫৬. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর আলী ﷺ-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। আলী ﷺ বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মূসা ﷺ-এর নিকট যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন হারূন ﷺ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, [হারুন ﷺ নবী ছিলেন আর] আমার পরে কোনো নবী নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ৪৪১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪, হাদীস ২৪০৪)

১৫৫৭. حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذٰلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

১৫৫৭. সাহল ইবনে সা'আদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা তুলে দিব যার হাতে বিজয় অর্জন হবে। অতঃপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলেন যে, হয়ত তার হাতে পতাকা তুলে দেয়া হবে। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে আদেশ দিলেন। তাকে ডেকে আনা হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোনো অসুখই ছিল না। তখন আলী ﷺ বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দাও এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের অবগত কর। আল্লাহর কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হিদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চেয়েও শ্রেয়।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১০২, হাদীস ২৯৪২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪, হাদীস ২৪০৬)

১৫৫৮. حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ﷺ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

১৫৫৮. সালামা ইবনে আকওয়া' ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আলী ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে পেছনে রয়ে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে পিছিয়ে থাকব? অতঃপর আলী ﷺ বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ-এর সাথে এসে একত্রিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে আলী ﷺ খায়বার বিজয় লাভ করেছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, অথবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালোবাসেন। কিংবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, আলী ﷺ এসে উপস্থিত, অথচ তাঁর আগমন আমরা আশা করিনি। তারা বললেন, এই যে, আলী ﷺ চলে এসেছেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁরই হাতে বিজয় দান করলেন।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১২১, হাদীস ২৯৭৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪০৭)

١٥٥٩ . حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ.

১৫৫৯. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর গৃহে আগমন করলেন, কিন্তু আলী ﷺ-কে গৃহে পেলেন না। তিনি ফাতিমা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? তিনি বললেন : আমার ও তাঁর মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন আমার নিকট দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আগমন করলেন, তখন আলী ﷺ কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গেছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন : উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব (আবূ তুরাব : আলী ﷺ-এর উপাধি)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৮, হাদীস ৪৪১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৪, হাদীস ২৪০৯)

٥. بَابُ فِيْ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﷺ

৫. সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস ﷺ-এর মযার্দা

١٥٦٠ . حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ.

১৫৬০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে) আল্লাহর রাসূল ﷺ জেগে কাটান। অতঃপর তিনি যখন মদীনায় আগমন করে এই আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারারত থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শ্রবণ করতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? ব্যক্তিটি বলল, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তখন নবী ﷺ ঘুমিয়ে গেলেন।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭০, হাদীস ২৮৮৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৫, হাদীস ২৪১০)

١٥٦١ . حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

১৫৬১. আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে সা'দ ﷺ ছাড়া আর কারো জন্য ও পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে শুনিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮০, হাদীস ২৯০৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৪১২)

١٥٦٢ . حَدِيْثُ سَعْدٍ ﷺ قَالَ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

১৫৬২. সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করেছিলেন, (তোমার ওপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৭২৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৪১১)

٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

৬. তালহা ও যুবাইর ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٦٣. حَدِيْثُ أَبِيْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا.

১৫৬৩. আবূ উসমান ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বয়ং যোগদান করেছিলেন, তন্মধ্যে এক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে কোনো এক সময় তালহা ও সা'দ ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। আবূ উসমান ﷺ তাঁদের উভয় থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৩৭২২-৩৭২৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪১৪)

١٥٦٤. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

১৫৬৪. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, কে আমাকে শত্রু পক্ষের খোঁজ-খবর এনে দিবে? যুবাইর ﷺ বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, আমার শত্রু পক্ষের খোঁজ-খবর কে এনে দিবে? যুবাইর ﷺ আবারও বললেন, 'আমি আনব।' অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, প্রত্যেক নবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৪০, হাদীস ২৮৪৬ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৪১৫)

١٥٦٥. حَدِيْثُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ أَوَهَلْ رَأَيْتَنِيْ يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَأْتِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ.

১৫৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলাকালে আমি এবং উমর ইবনে আবু সালামা নারীদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ যুবাইরকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু'বার কিংবা তিনবার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, আব্বা! আমি আপনাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর জেনে আসবে? তখন আমিই গিয়েছিলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে মিলিত করে বললেন, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৩৭২০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪১৬)

٧. بَابُ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﷺ

৭. আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٦٦. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا وَإِنَّ أَمِيْنَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

১৫৬৬. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এ উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﷺ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩৭৪৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪১৯)

١٥٦٧. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَبْعَثَنَّ يَعْنِيْ عَلَيْكُمْ يَعْنِيْ أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ.

১৫৬৭. হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন; আমি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন প্রকৃতই বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহের সাথে অধীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে রাসূল ﷺ আবূ উবাইদা ﷺ-কে প্রেরণ করলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২১, হাদীস ৩৭৪৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪২০)

٨. بَابُ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ

৮. হাসান ও হুসাইন ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٦٨. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِيْ وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللّٰهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ.

১৫৬৮. আবূ হুরায়রা দাওসী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দিনের এক অংশে বেরিয়ে পড়লেন, তিনি আমার সাথে কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সাথে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বনু কায়নুকা বাজারে পৌঁছলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর ঘরের আঙ্গিনায় এসে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, এখানে খোকা [হাসান ﷺ] আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁকে কিছুক্ষণ দেরী করালেন। আমার ধারণা হলো তিনি তাঁকে পুতির মালা সোনা-রূপা ব্যতীত যা বাচ্চাদের পরানো হতো, পরাচ্ছিলেন। তারপর তিনি দৌড়িয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকেও (হাসানকে) ভালোবাসা এবং তাকে যে ভালোবাসবে তাকেও ভালোবাসো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ২১২২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ৮, হাদীস ২৪২১)

١٥٦٩. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ.

১৫৬৯. বারা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসানকে নবী ﷺ-এর কাঁধের উপর দেখেছি। সে সময় তিনি ﷺ বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৩৭৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪২২)

٩. بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما

৯. যায়েদ ইবনে হারিসা ও উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنهما-এর মর্যাদা

١٥٧٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوْهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ - ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ.

১৫৭০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইবনে হারিসাকে আমরা "যায়দ ইবনে মুহাম্মদই" বলে ডাকতাম, যে পর্যন্ত না এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়সঙ্গত। (আল-আহযাব : আয়াত-৫)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৪৭৮২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৪২৫)

١٥٧١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَطْعُنُوْا فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُوْنَ فِيْ إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

১৫৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি সেনাবাহিনী পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়দ رضي الله عنه-কে উক্ত বাহিনীর নেতা মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নেতৃত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, তার নেতৃত্বের প্রতি তোমরা সমালোচনায় লিপ্ত। ইতোপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহর কসম, নিশ্চয় সে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়পাত্রদের একজন ছিল। অতঃপর তার পুত্র আমার প্রিয়পাত্রদের মধ্যেও একজন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩৭৩০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪২৬)

١٠. بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর رضي الله عنه-এর মর্যাদা

١٥٧٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

১৫৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। ইবনে যুবাইর رضي الله عنه, ইবনে জা'ফর رضي الله عنه-কে বললেন, তোমার কি মনে আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইবনে আব্বাস رضي الله عنه আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে একত্রিত হয়েছিলাম? ইবনে জা'ফর رضي الله عنه বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ত্যাগ করে আসলেন।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৯৬, হাদীস ৩০৮২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৪২৭)

١١. بَابُ فَضَائِلِ خَدِيْجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

১১. উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা

١٥٧٣. حَدِيْثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ.

১৫৭৩. আলী رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের তনয় মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
(বুখারী, পর্ব ৬০ : নাবীগণ عليهم السلام-এর হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৩৪৩২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৩০)

١٥٧٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

১৫৭৪. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, জিবরাঈল عليه السلام নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ঐ যে খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী কিংবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় বিদ্যমান। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভুবনের শুভ সংবাদ দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার হট্টগোল; না কোনো প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাদীস ৩৮২০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৪৩২)

١٥٧٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رضي الله عنه عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رضي الله عنه بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

১৫৭৫. ইসমাঈল (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আউফা رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এমন একটি ভবনের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন, যে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে এমন মোতী দ্বারা যার ভিতরদেশ ফাঁকা। আর সেখানে থাকবে না শোরগোল না, কোনো প্রকার ক্লেশ ও দুঃখবোধ। (বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাদীস ৩৮১৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৪৩২)

١٥٧٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ.

১৫৭৬. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর প্রতি করেছি অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নবী ﷺ তাঁর কথা বেশি সময় আলোচনা করতেন। কোনো কোনো সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাঁড়-মাংসকে ছোট ছোট টুকরো করে হলেও খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোনো কোনো সময় ঈর্ষান্বিত হয়ে নবী ﷺ-কে বলতাম, মনে হয়, খাদীজা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ব্যতীত পৃথিবীতে যেন আর কোনো নারী নেই। উত্তরে রাসূল ﷺ বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছিল।
(বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাদীস ৩৮১৮ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাদীস ২৪৩৫)

١٥٧٧. حَدِيْثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا.

১৫৭৭. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। (দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) নবী ﷺ খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর (প্রকৃতিস্থ হয়ে) তিনি বললেন : হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা! আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, এতে আমার ভারী ঈর্ষা জাগ্রত হলো। আমি বললাম, কুরাইশদের বুড়ীদের মধ্য থেকে এমন এক বুড়ীর কথা আপনি আলোচনা করেন যার দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটাই শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল, যে শেষ হয়ে গেছেও কত কাল আগে। তার পরিবর্তে আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়েও উত্তম উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।

(বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২০, হাদীস ৩৮২১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৪৩৭)

নোট : আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর এ কথার জবাবে নবী ﷺ কী বলেছেন তা উল্লেখ সহীহ বুখারীতে নেই। তবে হাদীস সংকলক আহমাদ ও তাবরানী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন : এতে নবী ﷺ ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমি বললাম : যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, ভবিষ্যতে আমি তাঁর (খাদীজার) সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনোরূপ মন্তব্য করবো না।)

١٢. بَابُ فِيْ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا

১২. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা

١٥٧٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكِ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُوْلُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ.

১৫৭৮. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী কাপড়ে আবৃতা এবং আমাকে বলছে ইনি আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি বাস্তবায়িত করবেন।

(বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৩৮৯৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাদীস ২৪৩৮)

١٥٧٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

১৫৭৯. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও আমি বললাম, কী করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হলেন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রভুর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলে বল, না! ইবরাহীম عليه السلام-এর

প্রভুর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি যথাযথই বলেছেন। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৯, হাদীস ৫২২৮ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৬১০)

١٥٨٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ.

১৫৮০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখেই আমি পুতুল তৈরি করে খেলতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সঙ্গে খেলতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালিয়ে যেত। তখন তিনি তাদের ডেকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সাথে খেলা করত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮১, হাদীস ৬১৩০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাদীস ২৪৪০)

١٥٨١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا اَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৫৮১. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। লোকেরা তাদের উপহার পাঠাবার ব্যাপারে আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলাত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৭৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাদীস ২৪৪১, ২৪৪২)

١٥٨٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْاَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَيَّ فِيْهِ فِيْ بَيْتِيْ فَقَبَضَهُ اللهُ وَاِنَّ رَاْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِيْ وَسَحْرِيْ.

১৫৮২. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। মৃত্যু রোগকালীন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামীকাল কার ঘরে? এর দ্বারা তিনি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর ঘরের পালার ইচ্ছে পোষণ করতেন। সহধর্মিণীগণ নবী ﷺ-কে যার ঘরে ইচ্ছে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবী ﷺ আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -এর ঘরে ছিলেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, নবী ﷺ আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইন্তিকাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর জান কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা ছিল আমার কোলে ও বক্ষের মধ্যে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৪৪৫০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৪৩)

١٥٨٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ.

১৫৮৩. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুঁকিয়ে দিয়ে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর দয়া করুন এবং মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৪৪৪০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৩, হাদীস ২৪৪৩)

১٥٨٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ اَنَّهُ لَا يَمُوْتُ نَبِيٌّ حَتّٰى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَاَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْاٰيَةَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ.

১৫৮৪. আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা শুনেছিলাম যে, কোনো নবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে বলা হয় দুনিয়া কিংবা আখিরাতের একটি বেছে নিতে। যে রোগে নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন সে রোগে আমি নবী ﷺ-কে যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় বলতে শুনেছি- তাঁদের সাথে যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নি'আমত প্রদান করেছেন-[তারা হলেন-নবীগণ সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণ] (সূরাহ আন-নিসা : আয়াত-৬৯)। তখন আমি অনুমান করলাম যে, তাঁকে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৪৪৩৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৪৪)

١٥٨٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيْحٌ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا اَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكٰى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَاْسُهُ عَلٰى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِىَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى فَقُلْتُ اِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ اَنَّهُ حَدِيْثُهُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ.

১৫৮৫. 'আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থ অবস্থায়, বলতেন, জান্নাতে তাঁর স্থান দেখানো ব্যতীত কোনো নবী ﷺ-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি। তারপর তাঁকে জীবন বা মৃত্যু একটি গ্রহণ করতে বলা হয়। এরপর যখন নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর উরুতে রাখা অবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় হাজির হলো তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। এরপর যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চ সমাসীন বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই) অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। এরপর আমি উপলব্দি করলাম যে, এটা হচ্ছে ঐ কথা যা তিনি আমাদের কাছে সুস্থাবস্থায় বর্ণনা করতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮৪, হাদীস ৪৪৩৭ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৪৩)

١٥٨٦. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ اَلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِىْ وَاَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَاَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلٰى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتّٰى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْاِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِىْ وَلَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا.

১৫৮৬. আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই নবী ﷺ সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখনই স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। এক সফরের সময় আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এবং হাফসা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর নাম লটারীতে ওঠে। নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যখন রাত হতো তখন আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا-এর সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا-কে

বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাজি আছি।

সে হিসেবে আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হাফসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর উটে এবং হাফসাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর উটে আরোহণ করলেন। নবী ﷺ আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর নির্ধারিত উটের নিকট এলেন, যার উপর হাফসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সালাম করলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথি মধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا নবী ﷺ-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا নিজ পদযুগল 'ইযখির' নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য কোনো সাপ বা বিচ্ছু প্রেরণ কর, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বলতে পারব না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৯৮, হাদীস ৫২১১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৪৫)

١٥٨٧. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

১৫৮৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা নারীদের ওপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর।

(বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৩৭৭০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৪৬)

١٥٨٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ.

১৫৮৮. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল ﷺ তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে সক্ষম নই। এর দ্বারা তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২১৭ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৪৪৭)

١٥٧٩. حَدِيْثُ أَبِي مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

১৫৮৯. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব নারীদের উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণ ﷺ-এর হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৩৪১১ : মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১২, হাদীস ২৪৩১)

١٣. بَابُ ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

১৩. উম্মু যার'আ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা

١٥٩٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الْأُوْلَى: زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَلُ

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِيْ لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِيَ الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِيْ إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِيْ إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِيْ غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِيْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكِ لَهُ إِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِيْ أَبُوْ زَرْعٍ وَمَا أَبُوْ زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِيْ فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِيْ وَجَدَنِيْ فِيْ أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِيْ فِيْ أَهْلِ صَهِيْلٍ وَأَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُوْلُ فَلَا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

أُمُّ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِيْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ

ابْنُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِيْ زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ

بِنْتُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِيْ زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيْهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا

جَارِيَةُ أَبِيْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِيْ زَرْعٍ لَا تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَلَا تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا

قَالَتْ خَرَجَ أَبُوْ زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِيْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِيْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِيْ أُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِيْ أَهْلَكِ

قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِيْ زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَأَبِيْ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ.

১৫৯০. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগারো জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত হয়ে বসল এবং সকলে মিলে এ কথার ওপর ঐক্যমত পোষণ করল যে, তারা নিজেদের স্বামীর সম্পর্কে কোনো তথ্যই লুকিয়ে রাখবে না।

প্রথম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দূর্বল উটের গোশতের মতো যেন কোনো পর্বতের চূড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় মহিলা বলল : আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছুই বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, আমি যদি তার ব্যাপারে বলতে যাই, তাহলে আমাকে তার সকল দূর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।

তৃতীয় মহিলা বলল : আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক প্রদান করবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মতো ব্যবহারও করবে না।

চতুর্থ মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি- অতি গরমও না, অতি ঠাণ্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই।

পঞ্চম মহিলা বলল : যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের মতো মনে হয়। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের ন্যায় তার স্বভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ঘরের কোনো কাজের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলল : আমার স্বামী যখন আহার করতে বসে, তখন সব কিছু খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খোঁজ খবর নেয় না।

সপ্তম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দূর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা প্রকৃতির, সব প্রকার দোষ রয়েছে তার। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল : আমার স্বামীর পরশ হচ্ছে খরগোশের মতো এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যার নাম (এক প্রকার বনফুল-এর মতো)।

নবম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মতো এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী) তার ছাইভস্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান রয়েছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ উন্মুক্ত। লোকজন তার সাথে সহজেই পরামর্শ করতে পারে।

দশম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামীর নাম হলো মালিক। মালিকের কী প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট রয়েছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরের মধ্যে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবেহ করা হবে।

একাদশ মহিলা বলল : আমার স্বামী আবূ যার'আ। তার কথা আমি কী বলব। সে আমাকে এত অধিক পরিমাণ গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি নিজকে নিজে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে

আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ সব সময় শোনা যায়। সে আমাকে সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম।

আর আবূ যার'আর আম্মার কথা কী বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল সুপ্রশস্ত।

আবূ জার'আর পুত্রের কথা কী বলব! সেও খুব ভালো লোক ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হতো যেন কোষবদ্ধ তরবারির অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা।

আর আবূ যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না উত্তম। সে বাপ-মায়ের পরিপূর্ণ অনুগত সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবু যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ বিদ্যমান। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদ কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে পরিপূর্ণ রাখত না।

সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবূ যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন নিয়ে চিতা বাঘের মতো খেলছিল (দুধ পান করছিল) সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হলো এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে বিবাহ করলাম। সে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দান করেছে এবং বলেছে, হে উম্মু যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং হাদিয়া দাও।

মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবূ যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবূ যার'আর সম্পদের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য ছিল)।

আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন 'আবূ যার'আ তার স্ত্রী উম্মু যার'আর প্রতি যেরূপ [আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ (পার্থক্য এতটুকুই] আমি তোমাকে তালাক দেব না এবং তোমার সাথে উত্তম আচরণ করব।)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৮৩, হাদীস ৫১৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৪৪৮)

١٤. بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ

১৪. ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদা

١٥٩١. حَدِيْثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَاْمُرُنِيْ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَافَقَالَ لَهُ فَهَلْ اَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَاَيْمُ اللهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لَا يُخْلَصُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا حَتّٰى تُبْلَغَ نَفْسِيْ اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ اَبِيْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا

السَّلَامُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِيْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهٖ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّيْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِيْ دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهٖ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفٰى لِيْ وَإِنِّيْ لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ اَبَدًا.

১৫৯১. আলী ইবনে হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন তাঁরা ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট থেকে হুসাইন ﷺ-এর শাহাদাতের পর মদীনায় আগমন করলেন, তখন তাঁর সাথে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﷺ মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার নিকট কোনো প্রয়োজন রয়েছে? থাকলে বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়ার ﷺ বললেন, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে দুর্বল করে তা কেড়ে নিবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা অবধি কেউ আমার নিকট থেকে তা নিতে পারবে না। একবার আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থাকা অবস্থায় আবু জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করেন।

আমি তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুতবা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ফাতিমা আমার থেকেই। আমি আশঙ্কা করছি সে ধর্মের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু আবদে শাসস গোত্রের এক জামাতার ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কে প্রশংসা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, সে আমার সাথে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পূর্ণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

(বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ৫, হাদীস ৩১১০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ১৫, হাদীস ২৪৪৯)

١٥٩٢. حَدِيْثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِيْ وَصَدَقَنِيْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ وَإِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَسُوْءَهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

১৫৯২. মিসওয়ার ইবনে মাখারামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জেহেলের কন্যাকে আলী ﷺ বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করলেন। ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এ সংবাদ শুনতে পেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন ধারণা করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের সম্মানে রাগান্বিত হন না। আলী তো আবূ জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। আল্লাহর রাসূল ﷺ খুতবা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিসওয়ার বলেন) তিনি যখন হামদ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি

আবুল আস ইবনে রাবির নিকট আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর ফাতিমা আমার টুকরা; তাঁর কোনো কষ্ট হোক তা আমি কখনও প্রত্যাশা করি না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একই লোকের নিকট একত্রিত হতে পারে না। আলী ﷺ তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়ে নিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৭২৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৪৪৯)

١٥٩٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّا كُنَّا اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيْعًا لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَمْشِيْ لَا وَاللهِ مَا تَخْفٰى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهٖ اَوْ عَنْ شِمَالِهٖ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَاِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا اَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهٖ خَصَّكِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ اَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِاُفْشِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا اَخْبَرْتِنِيْ قَالَتْ اَمَّا الْاٰنَ فَنَعَمْ فَاَخْبَرَتْنِيْ قَالَتْ اَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْاَمْرِ الْاَوَّلِ فَاِنَّهُ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْاٰنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا اُرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَاِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِيْ رَاَيْتِ فَلَمَّا رَاٰى جَزَعِيْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ.

১৫৯৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর সকল স্ত্রী তাঁর নিকট একত্রিত হয়েছিলাম। আমাদের একজনও অনুপস্থিত ছিলাম না। এমন সময় ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটার মতোই ছিল। তিনি যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। এরপর তিনি তাঁকে নিজের ডান পাশে কিংবা (রাবী বলেন) বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তার সঙ্গে কানে-কানে কিছু কথা বললেন, তিনি (ফাতেমা) খুব অধিক কাঁদতে লাগলেন। এরপর তাঁকে চিন্তিত দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর সাথে তিনি কানে-কানে আরও কিছু কথা বললেন।

তখন ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হাসতে লাগলেন। তখন নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে আমি বললাম : আমাদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ করে আপনার সাথে বিশেষ কী গোপনীয় কথা কানে-কানে বললেন, যার ফলে আপনি অধিক কাঁদছিলেন? এরপর যখন নবী ﷺ চলে গেলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি আপনাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভেদ (গোপনীয় কথা) ফাঁস করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যু হলো। তখন আমি তাঁকে বললাম : আপনার উপর আমার যে দাবি আছে, আপনাকে আমি তার কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি কি গোপনীয় কথাটি আমাকে জানাবেন না? তখন ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন : হ্যাঁ এখন আপনাকে জানাব। কাজেই তিনি আমাকে জানাতে গিয়ে বললেন : প্রথমবার তিনি আমার নিকট যে গোপন কথা বলেন, তা হলো এই যে, তিনি

আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল ﷺ প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট উপস্থাপন করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার উপস্থাপন করেছেন। এতে আমি আশঙ্কা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় খুব কাছে। অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগমনকারী। তখন আমি কাঁদলাম যা নিজেই দেখলেন। তারপর যখন আমাকে চিন্তিত দেখলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে কানে-কানে বললেন : তুমি জান্নাতের মুসলিম মহিলাদের কিংবা এ উম্মতের মহিলাদের নেত্রী হওয়াতে সন্তুষ্ট হবে না? (আমি তখন হাসলাম)।

(বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ৬২৮৫-৬২৮৬ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৪৫০)

١٥. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

১৫. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা

١٥٩٤. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيْلَ.

১৫৯৪. উসামা ইবনে যায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জানানো হলো যে, একবার জিবরাঈল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তখন উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁর নিকটে ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। অতঃপর উঠে গেলেন। নবী ﷺ উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি? তিনি বললেন, এতো দেহইয়া। উম্মু সালামা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আল্লাহর কসম। আমি দেহয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নবী ﷺ-কে তাঁর খুতবায় জিবরাঈল ﷺ-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬৩৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৪৫১)

١٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

১৬. উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা

١٥٩٥. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

১৫৯৫. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। কোনো নবী সহধর্মিণী নবী ﷺ-কে বললেন : আমাদের মধ্য থেকে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে একত্রিত হবে? তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হলো। পরে [সবার আগে যায়নাব رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতে দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা। তিনি [যায়নাব رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর (নবী ﷺ) সাথে একত্রিত হন এবং তিনি দান করতে ভালোবাসতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১১, হাদীস ১৪২০; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৪৫২)

١٧. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

১৭. আনাস ইবনে মালিক-এর মাতা উম্মু সুলায়ম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মর্যাদা

١٥٩٦. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي.

১৫৯৬. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মদীনায় উম্মু সুলাইম ব্যতীত কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না তাঁর স্ত্রীদের ব্যতীত। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, উম্ম সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ২৮৪৪ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৪৫৫)

١٨. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّهِ

১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ ও তাঁর মায়ের মর্যাদা

١٥٩٧. حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُثْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

১৫৯৭. মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনা থেকে আগমন করি এবং বেশ কিছুদিন মদীনাতে অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ নবী ﷺ-এর পরিবারেরই একজন লোক। কারণ আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে সর্বদা নবী ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করতে দেখতাম।

(বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৭৬৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৪৬০)

١٥٩٨. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

১৫৯৮. শাকীক ইবনে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! সত্তরেরও কিছু অধিক সূরা আমি রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে অর্জন করেছি। আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর সাহাবীরা জানেন, আমি তাঁদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। শাকীক (রহ.) বলেন, সাহাবীগণ তাঁর কথা শুনে কী বলেন তা শোনার জন্য আমি মজলিসে বসে থাকলাম, কিন্তু আমি কাউকে অন্যরকম কথা বলে আপত্তি করতে শুনিনি।

(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫০০০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৬২)

١٥٩٩. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

১৫৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহর কিতাবে নাযিলকৃত প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় নাযিল হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোন ব্যাপারে

নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছে যেতাম।
(বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ৫০০২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৬৩)

١٦٠٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَسْرُوْقٍ ﷺ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِسْتَقْرِئُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَاَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا اَدْرِىْ بَدَاَ بِاُبَيٍّ اَوْ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

১৬০০. মাসরূক (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ-এর সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই লোককে ঐদিন থেকে অত্যন্ত ভালোবাসি যেদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ কর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-সর্বপ্রথম তাঁর নাম বললেন- আবূ হুযাইফা ﷺ-এর মুক্ত গোলাম সালিম, উবাই ইবনে কা'ব ﷺ ও মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ থেকে। উবাই ﷺ ও মু'আয ﷺ এ দু'জনের কার নাম আগে বলেছিলেন সেটা আমার স্মরণ নেই।
(বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৩৭৫৮ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায়, ২২, হাদীস ২৪৬৪)

١٩. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ﷺ

১৯. উবাই ইবনে কা'ব ও একদল আনসার ﷺ-এর মর্যাদা

١٦٠١. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

১৬০১. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর যুগে (সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা হলেন) উবাই ইবনে কা'ব ﷺ, মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ, আবূ যায়েদ ﷺ এবং যায়দ ইবনে সাবিত ﷺ।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩৮১০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৬৫)

١٦٠٢. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ وَسَمَّانِىْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى.

১৬০২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ﷺ-কে বললেন, আল্লাহ 'সূরা বায়্যিনা' তোমাকে পাঠ করে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইবনে কা'ব ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৮০৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৩, হাদীস ২৪৬৪)

٢٠. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﷺ

২০. সা'দ ইবনে মু'আয ﷺ-এর বর্ণনা

١٦٠٣. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

১৬০৩. জাবির ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি সা'দ ইবনে মু'আয ﷺ-এর মৃত্যুতে আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠেছিল।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩৮০৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৬৬)

١٦٠٤. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هَذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ.

১৬০৪. বারা' ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় উপঢৌকন দেয়া হলো। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নবী ﷺ বললেন, এর কোমলতায় তোমরা বিস্ময় হচ্ছ? অথচ সা'দ ইবনে মু'আয ﷺ-এর (জান্নাতের) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মোলায়েম।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১২, হাদীস ৩৮০২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৬৮)

١٦٠٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا.

১৬০৫. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেয়া হলো। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। এতে সাহাবীগণ খুশী হলেন। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতে সা'দ ইবনে মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা- এর ফযীলাত, অধ্যায় ২৮, হাদীস ২৬১৫ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ২৪৬৯)

٢١. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

২১. জাবির ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম ﷺ-এর মর্যাদা

١٦٠٦. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ جِيْءَ بِأَبِيْ يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ ثُمَّ ذَهَبْتُ أُكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوْا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِيْ أَوْ لَا تَبْكِيْ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

১৬০৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে রাখা হলো। তখন একটি বস্ত্র দ্বারা তাঁকে আবৃত করে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার গোত্রের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হলো। তখন তিনি (রাসূল ﷺ) এক ক্রন্দনকারিণীর শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? লোকেরা বলল, আমরের মেয়ে কিংবা (তারা বলল) আমরের বোন। তিনি বললেন, ক্রন্দন করছ কেন? অথবা বলেছেন, ক্রন্দন কর না। কেননা, তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১২৯৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৪৭১)

٢٢. بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٍّ ﷺ

২২. আবূ যর ﷺ-এর মর্যাদা

١٦٠٧. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي فَانْطَلَقَ الْأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ.

১৬০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আবূ যার ﷺ-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি এ উপত্যাকায় গিয়ে ঐ লোক সম্পর্কে অবগত হয়ে আস যে লোক নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন ও তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং ফিরে এসে আমাকে অবহিত কর। তাঁর ভাই রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবূ যারের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম আখলাক গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম যা পদ্য নয়। এতে আবূ যার ﷺ বললেন, আমি যে জন্য তোমাকে প্রেরণ করলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না।

আবু যার ﷺ সফরের জন্য সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট্ট পানির মশকসহ মক্কায় হাজির হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নবী ﷺ-কে সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে চিনতেন না। আবার কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাও পছন্দ করলেন না। এ অবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। আলী ﷺ- তাঁকে দেখে বুঝলেন যে, লোকটি বিদেশী। যখন আবূ যার আলী ﷺ-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবূ যার ﷺ পুনরায় তার পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের অভিমুখে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নবী ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এলো। তিনি শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন।

তখন আলী ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখনও কি মুসাফিরের গন্তব্য স্থানের সন্ধান মেলেনি? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কেউ কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ অবস্থায় তৃতীয় দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আলী ﷺ পূর্বের মতো তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি কি আমাকে বলবে না কোন জিনিস এখানে আসতে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে? আবূ যার ﷺ বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক পথ দেখানোর সঠিক অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। আলী ﷺ অঙ্গীকার করলেন এবং আবূ যার ﷺ ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আলী ﷺ বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ, যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন যদি কোনো ব্যাপারে আমি অবলোকন করি তবে আমি রাস্তার পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে।

আবূ যার ﷺ তাই করলেন। আলী ﷺ নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর (আলীর) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি নবী ﷺ-এর কথাবার্তা শুনলেন এবং সেখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশনা পৌছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে। আবূ যার ﷺ বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করব এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মসজিদে হারামে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,---- লোকজন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় আব্বাস ﷺ এসে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অবধারিত। তোমরা কি জাননা, এ লোকটি গিফার গোত্রের? আর তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। এ কথা বলে তিনি তাদের হাত থেকে আবূ যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন সকালে তিনি ঐরূপই বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ভীষণভাবে আঘাত করতে লাগল। আব্বাস ﷺ এসে তাঁকে সামলে নিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৩৮৬১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৭৪)

٢٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

২৩. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা

١٦٠٨. حَدِيْثُ جَرِيْرٍ ﷺ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِيْ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّيْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

১৬০৮. জারীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবুল করেছি তখন থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে তাঁর নিকট প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আমার অসুবিধার কথা অবগত করলাম যে, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার বক্ষে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৬২, হাদীস ৩০৩৫-৩০৩৬ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৭৫)

١٦٠٩. حَدِيْثُ جَرِيْرٍ ﷺ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْ خَثْعَمَ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهٖ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِيْ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

১৬০৯. জারীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? শাখ'আম গোত্রের একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা নামে আখ্যায়িত করা হতো। জারীর ﷺ বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল। জারীর ﷺ বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ বলে দোয়া করলেন। হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত দান ও পথ প্রদর্শনকারী করুন। অতঃপর জারীর ﷺ সেখানে যান এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জালিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ সংবাদ দেয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর ﷺ-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ তা'আলা:! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। জারীর ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৪, হাদীস ৩০২০ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৭৬)

٢٤. بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা

١٦١٠. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

১৬১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ পায়খানায় গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য ওযুর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কে রেখেছে? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৪৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩০, হাদীস ২৪৭৭)

٢٥. بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

২৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর মর্যাদা

١٦١١. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً.

১৬১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জীবিতকালে কোনো ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খিদমতে বর্ণনা করত। এতে আমার মনে আকাঙ্খা যে, আমি কোনো স্বপ্ন দেখলে তা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কুপের পাড় বাঁধানোর মতো পাড় বাঁধানো। তাতে দু'টি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফেরেশতা আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না।

আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা رضي الله عنها-এর নিকট বর্ণনা করলাম। অতঃপর হাফসা رضي الله عنها তা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন : আব্দুল্লাহ কতই ঐ ভালো লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত। তারপর থেকে আব্দুল্লাহ (রাঃ) খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ২, হাদীস ১১২১-১১২২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৪৭৯)

٢٦. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২৬. আনাস ইবনে মালিক ﷺ-এর মর্যাদা

١٦١٢. حَدِيثُ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ أُدْعُ اللهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ.

১৬১২. উম্মু সুলায়ম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল। আনাস আপনার খাদিম, আপনি আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৬৩৭৮-৬৩৭৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩১, হাদীস ২৪৮০-২৪৮১)

١٦١٣. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

১৬১৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরেও কাউকে তা জানাইনি। এটা সম্পর্কে উম্মু সুলায়ম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও বলিনি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬২৮৯ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩২, হাদীস ২৪৮২)

٢٧. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২৭. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ-এর মর্যাদা

١٦١٤. حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) اَلْآيَةَ.

১৬১৪. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ ব্যতীত যমীনে বিচরণশীল কারো সম্পর্কে এ কথাটি বলতে শুনিনি যে, নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী। সা'দ ﷺ বলেন, তাঁরই সম্পর্কে সূরা আহকাফের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে : 'এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য দান করেছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩৮১২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ২৪৮৩)

١٦١٥. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﷺ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي ارْقَ قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي

يَدِىْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتّٰى تَمُوْتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

১৬১৫. কায়স ইবনে উবাদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল। লোকজন বলতে লাগলেন, এ ব্যক্তি জান্নাতীগণের একজন। তিনি হালকাভাবে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে মসজিদ হতে বের হলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন তখন লোকজন কথোপথন করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসীগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে অবগত নয়। আমি তোমাকে আসল কথা বলছি কেন তা বলা হয়। আমি নবী-ﷺ এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থান করছি; বাগানটি বেশ প্রশস্ত ও সবুজ। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উপরিভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উপরে একটি শক্ত কড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলল, উপরে উঠ। আমি বললাম, এটাতো আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক থেকে আমার কাপড়সহ চেপে ধরে আমাকে বলল, শক্তভাবে আংটি ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মুঠোয় ধরা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী ﷺ-এর নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি বললেন, এ বাগান হলো ইসলাম, আর স্তম্ভটি হলো ইসলামের খুঁটি, আর খুঁটিসহ কড়াটি হলো 'উরওয়াতুল উস্‌কা" (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (রাবী বলেন) এ ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ﷺ।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৩৮১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ২৪৮৪)

٢٨. بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ

২৮. হাস্‌সান ইবনে সাবিত ﷺ-এর মর্যাদা

١٦١٦. حَدِيْثُ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلٰى أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَجِبْ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ.

১৬১৬. সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর ﷺ মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাসসান ইবনে সাবিত ﷺ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি ; আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস [জিবরাঈল ﷺ] দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২১২ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৪৮৫)

নোট : মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে হাসসান বিন সাবিত ﷺ-এর প্রতি উমর ﷺ আপত্তি করাতে তিনি আবু হুরায়রা ﷺ-কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেও মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

١٦١٧. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ.

১৬১৭. বারাআ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসসান ﷺ-কে বলেছেন, তুমি তাদের কুৎসা বর্ণনা কর কিংবা তাদের কুৎসার জবাব দাও। তোমার সাথে জিবরাঈল ﷺ রয়েছেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২১৩ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৪৮৬)

١٦١٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৬১৮. উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর সম্মুখে হাসসান ﷺ-কে তিরস্কার করতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কবিতার মাধ্যমে শত্রুর কথার আঘাত প্রতিহত করত।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১: মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৫৩১ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৪৮৯)

١٦١٩. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لٰكِنَّكَ لَسْتَ كَذٰلِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِيْنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৬১৯. মাসরূক (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে হাসসান ইবনে সাবিত ﷺ তাঁকে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর প্রশংসায় বলছেন, "তিনি সতী, ব্যক্তিত সম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোনো সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খান না (অর্থাৎ গীবত করেন না)।

এ কথা শুনে আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন। মাসরূক (রহ.) বলেছেন যে, আমি আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিনতম শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাসসান ইবনে সাবিত ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষাবলম্বন করে কাফিরদের সাথে মুকাবালা করতেন অথবা কাফিরদের বিপক্ষে নিন্দাপূর্ণ কবিতা রচনা করতেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৪১৪৬ ; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবীগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৪৮৮)

١٦٢٠. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِيْ فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ.

১৬২০. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ﷺ কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করতে অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী ﷺ বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি পৃথক করবে? হাসসান ﷺ বললেন, আমি তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে আপনাকে পৃথক করে নিব যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে নেয়া হয়।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৩৫৩১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৪৮৯)

٣٠. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২৯. আবূ হুরায়রা আদদাওসী ﵁-এর মর্যাদা

١٦٢١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ اِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاللهُ الْمَوْعِدُ اِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِيْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتّٰى اَقْضِيَ مَقَالَتِيْ ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسٰى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّيْ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

১৬২১. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করছে। আল্লাহর নিকট একদিন আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। আমি ছিলাম একজন সাধারণ মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় লিপ্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন-দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার নিকট থেকে শ্রুত বাণী কোনো দিন ভুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর নিকট যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।

(বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে শক্তভাবে ধরে থাকা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৭৩৫৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৯২)

٣١. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَهْلِ بَدْرٍ وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ

৩০. বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা এবং হাতিব ইবনে আবি বালতা ﵁-এর কাহিনী

١٦٢٢. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ اِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ (اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ).

১৬২২. 'আলী ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে এবং যুবায়ের ও মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ ﵁-কে প্রেরণ করে বললেন, তোমরা খাখ্ বাগানে গমন কর।

সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটি পত্র রয়েছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে। তখন আমরা রওনা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ নামক বাগানে এসে গেলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'পত্র বের কর।' সে বলল, আমার নিকট তো কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে। তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইবনে বালতাআ ؓ-এর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পদক্ষেপ সম্পর্কে গোপনে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হে হাতিব! এ কী ব্যাপার? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে কোনো তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আসলে আমি কুরাইশ বংশোদ্ভূত নই। তবে তাদের সাথে একত্রিত হয়েছিলাম।

আর যারা আপনার সাথে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ রয়েছে। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ অবলোকন করাই, যদদ্বারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী অথবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করিনি এবং কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্যও নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে।' তখন উমর ؓ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমার যা ইচ্ছে আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৪১, হাদীস ৩০০৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৯৪)

٣٢. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِيْ مُوْسٰى وَاَبِيْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِيَّيْنِ ؓ

৩১. আবূ মূসা ও আবূ আমির আল আশ'আরী ؓ-এর মর্যাদা

١٦٢٣. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوْسٰى ؓ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ اَلَا تُنْجِزُ لِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ فَقَالَ لَهُ اَبْشِرْ فَقَالَ قَدْ اَكْثَرْتَ عَلَىَّ مِنْ اَبْشِرْ فَاَقْبَلَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرٰى فَاقْبَلَا اَنْتُمَا قَالَا قَبِلْنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اِشْرَبَا مِنْهُ وَاَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا وَاَبْشِرَا فَاَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ اَنْ اَفْضِلَا لِاُمِّكُمَا فَاَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

১৬২৩. আবু মূসা ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন বিলাল ؓ তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময়ে নবী ﷺ-এর নিকট এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে

বলল, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথাটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি ক্রোধ ভরে আবূ মূসা ও বিলাল ﵄-এর দিকে ফিরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি এক পাত্র পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুলি করলেন। তারপর বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে নির্দেশ মতো কাজ করলেন। এমন সময় উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنهَا পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও অতিরিক্ত কিছু রেখে দাও। কাজেই তাঁরা এ থেকে অতিরিক্ত কিছু তাঁর (উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ عَنهَا) জন্য রাখলেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৭, হা : ৪৩২৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৬, হা : ২৪৯৭)

١٦٢٤. حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

১৬২৪. আবূ মূসা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ; হুনাইন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু আমির ﵁-কে একটি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তিনি দুরাইদ ইবনে সিম্মার সাথে মুকাবালা করলে দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সঙ্গীদেরকেও পরাস্ত করেন। আবু মুসা ﵁ বলেন, নবী ﷺ আবূ আমির ﵁-এর সাথে আমাকেও প্রেরণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির ﵁-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর নিক্ষেপ করেছে? তখন তিনি আবু মুসা ﵁-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমাকে হত্যা করেছে।

আমি লোকটিকে লক্ষ্য করে তার কাছে গিয়ে উপনীত হলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র পালাতে শুরু করল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পিছু নিলাম তোমার লজ্জা করে না, তুমি দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেল। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ

করলাম এবং আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর আমি আবু আমির ﷺ-কে বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, এখন এ তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানি বের হলো। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নবী ﷺ-কে আমার সালাম পৌছাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু আমির ﷺ তাঁর স্থলে আমাকে সেনাদলের অধিনায়ক নিয়োগ করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে রাসূল ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করলাম।

তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (যৎসামান্য) একটি বিছানা বিছানো ছিল। কাজেই তাঁর পৃষ্ঠে এবং দুইপার্শ্বে পাকানো দড়ির সুস্পষ্ট দাগ দেখা গেল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবু আমির ﷺ-এর সংবাদ অবগত করলাম। তাঁকে এ কথাও বললাম যে, (মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছেন) তাঁকে [নবী ﷺ-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী ﷺ পানি আনতে নির্দেশ দিলেন এবং অযু করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবূ আমিরকে ক্ষমা করো। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। আমি বললাম : আমার জন্যও (দু'আ করেন)। তিনি দু'আ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়সের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং ক্বিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবূ বুরদা ﷺ বলেন, দু'টি দোয়ার একটি ছিল আবূ আমির ﷺ-এর জন্য আর অন্যটি ছিল আবূ মূসা (আশ'আরী) ﷺ-এর জন্য।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪৩২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ২৪৯৮)

٣٢. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৩২. আল আশ'আরী ﷺ-দের মর্যাদা

١٦٢٥. حَدِيْثُ أَبِىْ مُوسٰى ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّىْ لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرْاٰنِ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِىْ يَأْمُرُوْنَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوْهُمْ.

১৬২৫. আবূ বুরদা ﷺ আবূ মূসা ﷺ থেকে আরো বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ দিয়েই চিনতে সক্ষম এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনতে পারি যদিও আমি দিবাভাগে তাদেরকে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশ'আরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোনো দুশমনের সম্মুখীন হতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার সাথীরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২৩২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ২৪৯৯)

١٦٢٦. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوسٰى ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ.

১৬২৬. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনদের খাবার স্বল্প হয়ে পড়ে, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে একত্রিত করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে পরিমাপ করে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করে নেয়। সুতরাং তারা আমার এবং আমি তাদের।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব অধ্যায় ১, হাদীস ২৪৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ২৫০০)

٣٣. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَاَهْلِ سَفِيْنَتِهِمْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ

৩৩. জা'ফর ইবনে আবূ তালিব, আসমা বিনতু উমায়স এবং তাদের নৌকারোহীদের মর্যাদা

١٦٢٧. حَدِيْثُ اَبِىْ مُوسٰى ﷺ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ بِضْعٌ وَاِمَّا قَالَ فِىْ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِىْ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ اُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَنَا يَعْنِىْ لِاَهْلِ السَّفِيْنَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

وَدَخَلَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِىَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلٰى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ اِلَى النَّجَاشِىِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاٰى اَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ قَالَتْ اَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِىْ دَارٍ اَوْ فِىْ اَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذٰلِكَ فِى اللهِ وَفِىْ رَسُوْلِهِ ﷺ وَايْمُ اللهِ لَا اَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا اَشْرَبُ شَرَابًا حَتّٰى اَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ وَسَاَذْكُرُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَاَسْاَلُهُ وَاللهِ لَا اَكْذِبُ وَلَا اَزِيْغُ وَلَا اَزِيْدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِىَّ اللهِ اِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بِاَحَقَّ بِىْ مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِاَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ اَنْتُمْ اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ

قَالَتْ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَبَا مُوسٰى وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَاْتُوْنِىْ اَرْسَالًا يَسْاَلُوْنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَىْءٌ هُمْ بِهِ اَفْرَحُ وَلَا اَعْظَمُ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ

قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَبَا مُوسٰى وَاِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنِّىْ.

১৬২৭. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকাবস্থায় আমাদের নিকট নবী ﷺ-এর হিজরতের সংবাদ পৌঁছল। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবূ বুরদা ও আবূ রুহম এবং আমাদের গোত্রের আরো মোট বায়ান্ন কি তিপ্পান্ন কিংবা আরো কিছু

লোকজনসহ আমরা হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু'ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে উঠলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশা) নাজ্জাশীর দরবারে নিয়ে গেল। সেখানে আমরা জা'ফর ইবনে আবু তালিবের সাক্ষাৎ লাভ করলাম এবং তাঁর সাথেই আমরা রয়ে গেলাম। অবশেষে নবী ﷺ এর খাইবার বিজয়ের সময় সকলে এক যোগে (মদীনা) এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। এ সময়ে মুসলিমদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ হেজাজে আগমণকারীদেরকে বলল, হিজরতের সম্পর্কে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী।

আমাদের সাথে আগমনকারী আসমা বিনত উমাইস একবার নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী হাফসার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজ্জাশীর দেশে হিজরাতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا হাফসার নিকটেই ছিলেন। এ সময়ে উমর رضي الله عنه তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। উমর رضي الله عنه আসমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? হাফসা رضي الله عنها বললেন, তিনি আসমা বিনত উমাইস رضي الله عنها। উমর رضي الله عنه বললেন, ইনি হাবশায় হিজরাতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্রগামিনী? আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, হ্যাঁ তখন উমর رضي الله عنه বললেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে। কাজেই তোমাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের হক সর্বাধিক। এতে আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহর শপথ! আপনারা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের অবুঝ লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় কিংবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বহুদূরে এবং সর্বদা শত্রু বেষ্টিত হাবশা দেশে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই ছিল আমাদের এ হিজরত।

আল্লাহর শপথ! আমি কোন খাবার গ্রহণ করব না, পানিও পান করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হতো। আমি নবী ﷺ-কে এসব কথা বলব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তবে আল্লাহর কসম! আমি মিথ্যা বলব না, ঘুচিয়ে বলব না, বাড়িয়েও কিছু বলব না। এরপর যখন নবী ﷺ আসলেন, তখন আসমা رضي الله عنها বললেন, হে আল্লাহর নবী! উমর رضي الله عنه এই কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী উত্তর দিয়েছ? আসমা رضي الله عنها বললেন : আমি তাঁকে এই এই বলেছি। নবী ﷺ বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের চেয়ে উমর رضي الله عنه আমার প্রতি অধিক হক রাখে না। কারণ উমর رضي الله عنه এবং তাঁর সাথীরা একটি হিজরত অর্জন করেছে, আর তোমরা যারা জাহাজে হিজরাতকারী ছিলে তারা দু'টি হিজরত অর্জন করেছে।

আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, এ ঘটনার পর আমি আবূ মূসা رضي الله عنه এবং জাহাজযোগে হিজরতকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা সদলবলে এসে আমার কাছ থেকে এ হাদীসখানা শ্রবণ করতেন। আর নবী ﷺ তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন সে কথাটির চেয়ে তাঁদের নিকট পৃথিবীর অন্য কোন জিনিস অধিকতর প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আবূ বুরদা رضي الله عنه বলেন যে, আসমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেছেন, আমি আবূ মূসা [আশআরী رضي الله عنه-কে দেখেছি, তিনি একাধিকবার আমার কাছে এ হাদীসটি শ্রবণ করতে চাইতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৪২৩০-৪২৩১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪১, হাদীস ২৪৯৯)

٣٥. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৩৪. আনসার রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মর্যাদা

١٦٢٨. حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا (إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا)- بَنِي سَلِمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللهُ يَقُولُ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا.

১৬২৮. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারবার উপক্রম হয়েছিল" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১২২) আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনু সালিমা এবং বনু হারিসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল না হোক তা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ উভয় দলেরই সাহায্যকারী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৪০৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৯৯)

١٦٢٩. حَدِيثُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ.

১৬২৯. আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররায় যাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তাদের সংবাদ শুনে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলাম। আমার শোকের সংবাদ যায়েদ ইবনে আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পৌছল তিনি আমার কাছে চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি রাসূলকে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আনসার ও আনসারদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এ দু'আয় রাসূল ﷺ আনসারদের সন্তানদের জন্য দু'আ করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইবনে ফাযল রাযিয়াল্লাহু আনহু সন্দেহ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬৩, হাদীস ৪৯০৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৫০৬)

١٦٣٠. حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِينَ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمْثِلًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.

১৬৩০. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আনসারের) কিছুসংখ্যক বালক-বালিকা ও নারীকে রাবী বলেন, আমার মনে হয়- তিনি বলেছিলেন, কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে নবী ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ জানেন, তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৭৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫০৭)

١٦٣١. حَدِيثُ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ.

১৬৩১. আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ- তার সাথে কথা বললেন এবং বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৭৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায়, হাদীস ২৫০৯)

١٦٣٢. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ.

১৬৩২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোকসংখ্যা বাড়তে থাকবে আর তাদের সংখ্যা কমতে থাকবে। তাই তাদের নেককারদের নেক আমলগুলো কবুল কর এবং তাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দাও।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৮০১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৩, হাদীস ২৫১০)

٣٦. بَابُ فِيْ خَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৩৫. আনসার رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ পরিবারের মধ্যে সর্বোত্তম

١٦٣٣ . حَدِيْثُ أَبِيْ أُسَيْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجَ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيْرٍ.

১৬৩৩. আবু উসায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সবচেয়ে উত্তম গোত্র হলো বনু নাজ্জার, তারপর বনু আবদুল আশহাল, তারপর বনু হারিস ইবনে খাযরাজ, তারপর বনু সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ অন্তর্নিহিত। এ শুনে সা'দ ﷺ বললেন, নবী ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? তখন তাকে বলা হলো; তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৭৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ২৫১১)

٣٧. بَابُ فِيْ حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৩৬. আনসারদের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ সঙ্গ লাভে যে কল্যাণ লাভ করা যায়

١٦٣٤ . حَدِيْثُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ جَرِيْرٌ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ

১৬৩৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমার খেদমতে নিয়োজিত। যদিও তিনি আনাস ﷺ-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর ﷺ বলেন, আমি আন্‌সারদের এমন কিছু কাজ অবলোকন করেছি, যার কারণে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭১, হাদীস ২৮৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ২৫১৩)

٣٨. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارَ وَأَسْلَمَ

৩৭. গিফার ও আসলাম গোত্রের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ

١٦٣٥ . حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا.

১৬৩৫. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দিন। গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করুন।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৫১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ২৫১৬)

١٦٣٦ . حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

১৬৩৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করুন, আসলাম গোত্র আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন, আর উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৫১৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ২৫১৮)

٣٩. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسٍ وَطَيِّئٍ

৩৮. গিফার, আসলাম, জুহাইনাহ, আশযা, মুজাইনাহ, তামিম, দাওস ও তাঈ গোত্রগুলোর ফযীলত

١٦٣٧. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

১৬৩৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, আশযা' ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তাঁদের সাহায্যকারী কেউ নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২, হাদীস ৩৫০৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ২৫২০)

١٦٣٨. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ.

১৬৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্রের কিছু অংশ কিংবা জুহাইনার কিছু অংশ অথবা মুযাইনার কিছু অংশ আল্লাহর কাছে অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাতফান গোত্রের চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩৫২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫২১)

١٦٣٩. حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ.

১৬৩৯. আবূ বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। আকরা' ইবনে হাবিস নবী ﷺ-এর নিকট বললেন, আসলাম গোত্রের সুরার, হাজীজ, গিফার ও মুযাইনা গোত্রগুলো আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারণা জুহাইনা গোত্রও। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবু ইয়াকুব সন্দেহ পোষণ করেছেন। নবী ﷺ বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুযাইনা গোত্রগুলো, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহাইনা গোত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন যে বনু তামীম বনূ আমির, আসাদ এবং গাতফান (পোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো শ্রেয়। রাবী বলেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বলেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, প্রাগুক্তগুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই অতি শ্রেয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩৫১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫২২)

١٦٤٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

১৬৪০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফাইল ইবনে আম্‌র দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নবী ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্যতা করেছে ও অস্বীকার জ্ঞাপন করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করেন। অতঃপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১০০, হাদীস ২৯৩৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫২৪)

١٦٤١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِيْ تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِيْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اِعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

১৬৪১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তিনটি কথা শোনার পর থেকে বনী তামীম গোত্রকে আমি ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মুকাবিলায় আমার উম্মতের মধ্যে এরাই হবে অধিকতর কঠোর। আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, একবার তাদের পক্ষ থেকে সদকার মাল আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ যে আমার কওমের সদকা। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-এর হাতে তাদের এক বন্দিনী ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা, সে ইসমাঈলের বংশধর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৫৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫২৫)

٤٠. بَابُ خِيَارِ النَّاسِ

৩৯. মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম

١٦٤٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِيْ هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

১৬৪২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মানুষকে খনির মতো পাবে। জাহিলী যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান লাভ করে আর তোমরা শাসন ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অনাসক্ত। আর মানুষের মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যক্তি যে একদলের সাথে এক ভাবে কথা বলে অপর দলের সাথে আরেকভাবে কথা বলে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৪৯৩-৩৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫২৬)

٤١. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

৪০. কুরাইশ নারীদের ফযীলত

١٦٤٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ.

১৬৪৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয় নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। অত:পর আবূ হুরায়রা ﷺ বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারইয়াম কখনও উটে আরোহণ করেননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৩৪৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৩১)

٤١. بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ عَنْهُمْ

৪১. নবী ﷺ দ্বারা তাঁর সাথীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা

١٦٤٤. حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ عَنْ عَاصِمٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي.

১৬৪৪. আসিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস এসে পৌঁছেছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, ইসলামে হিলফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার গৃহে কুরাইশ এবং আনসারদের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৯ : যামিন হওয়া, অধ্যায় ২, হাদীস ২২৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫০, হাদীস ২৫২৯)

٤٢. بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

৪২. নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মর্যাদা, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের

١٦٤٥. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ.

১৬৪৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ রয়েছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। অতঃপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। অতঃপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞেস করা হবে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সহচরদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে রয়েছে? বলা হবে, হ্যাঁ অতঃপর তাদের বিজয় দান করা হবে। অতঃপর এমন এক যুগ আসবে যে, জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ রয়েছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবি-তাবিঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭৬, হাদীস ২৮৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৫৩২)

١٦٤٦. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ.

১৬৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপর এমন সব ব্যক্তি আগমন করবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম করে বসবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৬৫২; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫২, হাদীস ২৫৩৩)

١٦٤٧ . حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِيْ أَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

১৬৪৭. ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান ﷺ বলেন, আমি বলতে অপারগ, নবী ﷺ (তাঁর যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন, না তিন যুগের কথা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকেরা আগমন করবে, যারা আমানত খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা আদায় করবে না। তাদের মধ্যে মেদওয়ালাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৬৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫২, হাদীস ২৫৩৫)

٤٣. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لَا تَأْتِيْ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ

৪৩. নবী ﷺ-এর উক্তি : আজ যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই একশ বছর পর পৃথিবীতে জীবিত থাকবে না

١٦٤٨ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

১৬৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর জীবন শেষ দিকে আমাদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে অবহিত? বর্তমানে যারা দুনিয়াতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ২২, হাদীস ১১৬; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ২৫৩৬)

٤٥. بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

৪৪. নবী ﷺ-এর সাহাবী رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-দের গালি দেয়া নিষিদ্ধ

١٦٤٩ . حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ .

১৬৪৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ইশরাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তে:মাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তবুও তাদের একমুদ বা অর্ধমুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৩৬৭৩; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ২৫৪১)

٤٥. بَابُ فَضْلِ فَارِسَ
৪৫. পারস্যবাসীদের ফযীলত

١٦٥٠. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ (وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ) قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ.

১৬৫০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর নাযিল হলো সূরা জুম'আ, যার একটি আয়াত হলো : এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে একত্রিত হয়নি।" তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী ﷺও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ﷺ-এর উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থাকলেও আমাদের কতিপয় লোক কিংবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬২, হাদীস ৪৮৯৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা অধ্যায় ৫৫, হাদীস ২৫৪৬)

٤٦. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ اَلنَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً
৪৬. নবী ﷺএর উক্তি : মানুষ উটের মতো, একশটি উটের মধ্যে একটিও আরোহণের উপযোগী পাবে না

١٦٥١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً.

১৬৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই মানুষ শত উটের মতো, যাদের মধ্য থেকে সাওয়ারীর উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৬৪৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৪ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৬০, হাদীস ২৫৪৭)

৪৫তম অধ্যায়

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْأَدَابِ

সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার

١. بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ

১. মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ এবং তাঁরা দু'জনই অধিক হকদার

١٦٥٢. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ.

১৬৫২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহ রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযোক্ত? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল : তারপর কে? নবী ﷺ বললেন : তোমার মা। সে বলল : তারপর কে? তিনি ﷺ বললেন, তোমার মা। সে বলল : তারপর কে? তিনি ﷺ বললেন : তারপর তোমার বাবা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২, হাদীস ৫৯৭১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫৪৮)

١٦٥٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

১৬৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত রয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, তবে তাঁদের খিদমত কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৩৮, হাদীস ৩০০৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫৪৯)

٢. بَابُ تَقْدِيْمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

২. নফল সালাত বা এ জাতীয় ইবাদতের উপর মাতাপিতার প্রতি সদাচারণকে অগ্রাধিকার দেয়া

١٦٥٤. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيْسَى وَكَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّيْ جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّيْ فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِيْ قَالُوْا نَبْنِيْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِيْنٍ.

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْ شَارَةٍ فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ.

ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ.

১৬৫৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তিনজন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হতো। একদিন ইবাদতে মগ্ন থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব না সালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত! তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদাত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একটি নারী আগমন করল। তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের কাছে গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নিচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযু সেরে ইবাদাত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে। বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহিত অবস্থায় অতিক্রম করে গেল। নারীটি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটি তার মতো বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরাল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে অন্য স্তন পান করতে লাগল। আবূ হুরায়রা ﷺ বললেন, নবী ﷺ-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মতো করো না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে (দাসীটি) কিছুই করেনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৩৪৩৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, অধ্যায় ২, হাদীস ২৫৫০)

٣. بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ও তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম

١٦٥٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ - فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ.

১৬৫৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলে 'রাহিম' (রক্ত সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের

আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ বললেন, যে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পর্কযুক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হলো।
আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, ইচ্ছে হলে তোমরা পড়, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা দুনিয়াতে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৪৮৩০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৫৫৪)

١٦٥٦. حَدِيْثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

১৬৫৬. যুবায়র ইবনে মুত'ইম ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১১, হাদীস ৫৯৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৫৫৬)

١٦٥٧. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ اَوْ يُنْسَاَ لَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৬৫৭. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২০৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৫৫৭)

٤. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ

৪. হিংসা, ঘৃণা ও বিরুদ্ধাচরণ করা নিষেধ

١٦٥٨. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ.

১৬৫৮. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ কর না, পরস্পর হিংসা কর না, পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ কর না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেক। কোনো মুসলিমের জন্য তিন দিনের অধিক তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮, আদব-আচার, অধ্যায় ৫৭, হাদীস ৬০৬৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৫৯)

٥. بَابُ تَحْرِيْمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ

৫. শরয়ী ওযর ব্যতীত কারো সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম

١٦٥٩. حَدِيْثُ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ.

১৬৫৯. আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে,দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপরজন সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি।

(বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৬২, হাদীস ৬০৭৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৬০)

٦. بَابُ تَحْرِيْمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا

৬. কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা, গোয়েন্দাগিরি করা, দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা ও দালালি করা

١٦٦٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

১৬৬০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থেকো। কারণ ধারণা বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ ক্রটি অনুসন্ধান কর না, পিছনে লেগে থেকো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না; বরং সবাই আল্লাহর বান্দা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ৬০৬৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৫৬৩)

٧. بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

৭. মু'মিন ব্যক্তি কোনো অসুখে পড়লে কিংবা চিন্তাগ্রস্ত হলে অথবা এ জাতীয় কোনো বিপদে পতিত হলে এমনকি যদি তার কাঁটাও ফুটে তাহলে এর বিনিময়ে তাকে সওয়াব প্রদান করা হবে

١٦٦١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৬৬১. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক রোগ যাতনা ভোগকারী অন্য কাউকে লক্ষ্য করিনি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ রুগী, অধ্যায় ২, হাদীস ৫৬৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৭০)

١٦٦٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

১৬৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন : হ্যাঁ। তোমাদের দু'ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম : এটি এজন্য যে, আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। তিনি বললেন : হ্যাঁ ব্যাপারটি এমনই। কেননা যে কোনো মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তা একটা কাঁটা হোক কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মার্জনা করে দেন, যেভাবে গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ রুগী, অধ্যায় ৩, হাদীস ৫৬৪৮; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৭১)

١٦٦٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

১৬৬৩. নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সব বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মার্জনা করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ রুগী, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৬৪০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৭২)

١٦٦٤. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

১৬৬৪. আবূ সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৬৪১-৫৬৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৭৩)

١٦٦٥. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّيْ أُصْرَعُ وَإِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ.

১৬৬৫. আতা ইবনে আবু রাবাহ رَحِمَهُ اللهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম : অবশ্যই। তখন তিনি বললেন : এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, সে নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিল। তারপর সে বলল : আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার ছতর খুলে যায়। কাজেই আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। নবী ﷺ বললেন : তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য থাকবে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তোমাকে নিরাময় করেন। মহিলা বলল : আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বলল : তবে যে সে অবস্থায় ছতর খুলে যায়। কাজেই আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমার ছতর খুলে না যায়। নবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন। মুহাম্মাদ (রাবী) বলেন– মুখাল্লাদ জুরাইয হতে, তিনি আতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি যুফারের মা ঐ মহিলাকে দীর্ঘ জীবনে কাবার পর্দার কাছে দেখেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ৬, হাদীস ৫৬৫২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৭৬)

٨. بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ

৮. যুলুম করা হারাম

١٦٦٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যুলম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে।

(বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৪৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৭৯)

١٦٦٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে ন্যস্ত করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাবটুকু পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ আড়াল করে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৪৪২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৮০)

١٦٦٨. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَاَ (وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ).

১৬৬৮. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী ﷺ] এ আয়াত পাঠ করেন– "আর এরকমই বটে আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও যখন তিনি কোনো জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুলুমের দরুন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন'। (সূরা হূদ : আয়াত-১০২)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাদীস ৪৬৮৬; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৮৩)

٩. بَابُ نَصْرِ الْاَخِ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

৯. ভাইকে সাহায্য কর সে জালিম হউক অথবা মাজলুম

١٦٦٩. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كُنَّا فِيْ غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اُبَيٍّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا اَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ.

فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ.

১৬৬৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সাহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন, কী খবর, জাহিলী যুগের মতো ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এমন ডাকাডাকি বর্জন কর। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের কানে পৌঁছলে, সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিররা

এমন কাজ করেছে? "আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় ফিরলে সেখান থেকে সম্মানী লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকেদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে।"

একথা নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। তখন উমর رضي الله عنه উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এক্ষুণি এ মুনাফিকের গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি। নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৫, হাদীস ৪৯০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৮৪)

١٠. بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ

১০. মু'মিনদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়া, সহযোগিতা ও সহানুভূতি করা

١٦٧٠. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

১৬৭০. আবু মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করে থাকে। এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করালেন।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৮৮, হাদীস ৪৮১; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৫৮৫)

١٦٧١. حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى.

১৬৭১. নু'মান ইবনে বাশীর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পারস্পারিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মতো দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৬০১১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৫৮৬)

١١. بَابُ مُدَارَاةِ مَنْ يُتَّقٰى فُحْشُهُ

১১. অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য নম্রতা অবলম্বন করা

١٦٧٢. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ الَّذِيْ قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

১৬৭২. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকৃষ্ট ভাই অথবা বললেন : সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি ভিতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। পরে আপনি আবার তার সাথে নম্রতার সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন তিনি বললেন : হে আয়েশা! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যার অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব পরিত্যাগ করে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব- আচার, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৬০৫৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৫৯১)

١٢. بَابُ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذٰلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحْمَةً

১২. প্রকৃতপক্ষে দোষী এমন কোনো ব্যক্তিকে যদি নবী ﷺ অভিসম্পাত করেন কিংবা গালি দেন অথবা তার ওপর বদদু'আ করেন তাহলে সেটা তার জন্য পবিত্রতা, প্রতিদান ওপর দয়ায় পরিগণিত হবে

١٦٧٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬৭৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে এ দু'আ করতে শুনেছেন : হে আল্লাহ! যদি আমি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে মন্দ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০, দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ৬৩৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচারর, হাদীস ২৬০১)

١٣. بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ الْمُبَاحِ مِنْهُ

১৩. মিথ্যা বলা হারাম তবে তা যে ক্ষেত্রে বৈধ তার বর্ণনা

١٦٧٤. حَدِيْثُ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا.

১৬৭৪. উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য উত্তম কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভালো কথা বলে।

(বুখারী, পর্ব ৫৩ : বিবাদ মীমাংসা, অধ্যায় ২, হাদীস ২৬৯২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৬০৫)

١٤. بَابُ قُبْحِ الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ

১৪. মিথ্যার অপকারিতা, সত্যের সৌন্দর্য ও তার মর্যাদার বর্ণনা

١٦٧٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

১৬৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে, আর পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাচারী রূপে পরিগণিত হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৬৯, হাদীস ৬০৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৬০৬)

١٥. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ

১৫. রাগের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে তার মর্যাদা এবং যার দ্বারা রাগ দূরীভূত হয়

١٦٧٦. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১৬৭৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে পরাভূত করে। সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭৬, হাদীস ৬১১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৬০৯)

١٦٧٧. حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

১৬৭৭. সুলাইমান ইবনে সুরাদ ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ-এর সামনেই দু'ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের একজন অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পাঠ করত, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বনির রাজীম' পাঠ করত তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী ﷺ কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছ না? সে বলল : আমি নিশ্চয়ই উন্মাদ নই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব- আচার, অধ্যায় ৭৬, হাদীস ৬১১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৬১০)

١٦. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

১৬. চেহারায় প্রহার করা নিষেধ

١٦٧٨. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.

১৬৭৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সংগ্রাম করবে, তখন সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ২০, হাদীস ২৫৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, হাদীস ২৬১২)

١٧. بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا

১৭. মসজিদে, বাজারে বা যেখানে লোকজন একত্রিত হয় তার মধ্য দিয়ে অস্ত্র নিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রের ধারালো দিক ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ

١٦٧٩. حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.

১৬৭৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন : এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ।

(বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৪৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ২৬১৪)

١٦٨٠. حَدِيْثُ أَبِىْ مُوسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا أَوْ فِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا شَىْءٌ.

১৬৮০. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তীর সাথে নিয়ে আমাদের মসজিদে অথবা বাজারে গমন করে, তাহলে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, অথবা তিনি বলেছিলেন : তাহলে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে সে তীর কোনো মুসলিমের গায়ে না লাগে। (বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৭, হাদীস ৭০৭৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৬১৫)

١٨. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلٰى مُسْلِمٍ

১৮. কোনো মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ

١٦٨١. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلٰى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

১৬৮১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোনো ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানেনা হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলিমকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৭, হাদীস ৭০৭২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ২৬১৭)

١٩. بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ

১৯. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করার ফযীলত

١٦٨٢. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

১৬৮২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে গমন করার সময় রাস্তার একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে গ্রহণ করে তার পাপসমূহ মর্জনা করে দিলেন।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ৩২, হাদীস ৬৫২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ১৯১৪)

٢٠. بَابُ تَحْرِيْمِ تَعْذِيْبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِىْ لَا يُؤْذِىْ

২০. বিড়াল জাতীয় যে প্রাণী ক্ষতি করে না তাকে শাস্তি দেয়া হারাম

١٦٨٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

১৬৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মারা যায়। মহিলাটি ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে খাদ্য দ্রব্য কিছুই খাওয়ায়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৮২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ২২৪২)

٢١. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ

২১. প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করার বিশেষ উপদেশ

١٦٨٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ يُوْصِيْنِيْ جِبْرِيْلُ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১৬৮৪. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে জিবরাঈল (আঃ) সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকেন। আমার মনে হতো যেন, তিনি পরিশেষে কিনা প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব- আচার, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৬০১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৪২, হাদীস ২৬২৪)

١٦٨٥. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

১৬৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আঃ) বরাবরই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয় যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৬০১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৪২, হাদীস ২৬২৫)

٢٢. بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيْمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

২২. হারাম নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব

١٦٨٦. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ.

১৬৮৬. আবূ মূসা (আশ'আরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন : তোমরা সুপারিশ কর সওয়াব প্রাপ্ত হবে, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা তাঁর নবীর মুখে চূড়ান্ত করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ২১, হাদীস ৬০২৭; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ২৫৮৫)

٢٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِيْنَ وَمُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السُّوْءِ

২৩. সৎ লোকের সাহচর্য অর্জন অসৎ লোকের সাহচর্য বর্জন

١٦٨٧. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

১৬৮৭. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো, কস্তুরী বহনকারী ও কামারের হাপরের মতো। মৃগ-কুস্তরী বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার নিকট হতে তুমি কিছু ক্রয় করবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি লাভ করবে ঘ্রাণ। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭২ : যবহ ও শিকার, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৫৫৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ২৬২৮)

٢٤. بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ
২৪. কন্যাদের প্রতি ইহ্সান করার মর্যাদা

١٦٨٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

১৬৮৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা দু'টি শিশু কন্যা সাথে নিয়ে আমার নিকট কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে তাই দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর মহিলাটি বের হয়ে চলে গেল। নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনোরূপ পরীক্ষা করা হয় সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় হয়ে দাঁড়াবে।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৪১৮; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ২৬২৯)

٢٥. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوْتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبُهُ
২৫. সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণের ফযীলত

١٦٨٩. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

১৬৮৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলিমের তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তবুও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এমন হবে না। তবে কেবল কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত। (বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৬, হাদীস ১২৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, হাদীস ২৬৩২)

١٦٩٠. حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِيْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ

১৬৯০. আবূ সা'ঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। অতএব আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ আপনাকে যা নির্ধারিত শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন : তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক স্থানে একত্রিত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা একত্রিত হলেন এবং নবী ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন : তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি দু'বার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন : দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে, অধ্যায় ৯, হাদীস ৭৩১০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ২৬৩৩)

١٦٩١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

১৬৯১. আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (রহ.) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এমন তিনজন, যারা সাবালক হয়নি।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৫, হাদীস ১০২; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ২৬৩৪)

٢٦. بَابُ إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ

২৬. আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে অন্য বান্দাদের নিকটেও প্রিয় করে দেন।

١٦٩٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادٰى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِيْ أَهْلِ الْأَرْضِ.

১৬৯২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালোবাস। অতএব জিবরাঈল ﷺ তাকে ভালোবাসেন। তারপর জিবরাঈল ﷺ আসমানেও ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালোবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবুল করা হয়।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭: তাওহীদ, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৭৪৮৫; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধ্যায় ৪৮, হাদীস ২৬৩৭)

٢٧. بَابُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

২৭. মানুষ তার সাথে যাকে সে ভালোবাসে

١٦٩٣. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

১৬৯৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এর জন্য কী সংগ্রহ করেছ? সে বলল : আমি এর জন্য তো অধিক কিছু সালাত, সওম এবং সদকা আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালোবাস তারই সঙ্গী হবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব- আচার, অধ্যায় ৯৬, হাদীস ৬১৭১; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, অধ্যায় ৫০, হাদীস ২৬৩৯)

١٦٩٤. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

১৬৯৪. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো : এক ব্যক্তি একদলকে ভালোবাসে, কিন্তু (আমালে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন : মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে তারই সঙ্গী হবে। (বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, হাদীস ৬১৭০; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার, হাদীস ২৬৪১)

৪৬তম অধ্যায়

كِتَابُ الْقَدَرِ – কদর বা ভাগ্য

١. بَابُ كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ

১. মানুষ তার মায়ের পেটে সৃষ্টির পদ্ধতি, তার রিযক, আয়ু, কর্ম এবং তার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লেখা

١٦٩٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

১৬৯৫. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব ﷺ থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মতো চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিযক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোনো ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মতো আমল করে। আর একজন আমল বিজয় লাভ করে এমন স্তরে উপনীত হয় যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মতো আমল করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩২০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৪৩)

١٦٩٦. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ.

১৬৯৬. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্যে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন, হে প্রভু! এখন বীর্য-আকৃতিতে রয়েছে। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে। হে প্রভু! এখন মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞেস করেন : পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগ্য? রিযিক ও বয়স কত? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬ : হায়য, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৩১৮; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৪৬)

١٦٩٧. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاَ - فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - اَلْاٰيَةَ.

১৬৯৭. আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী'উল গারক্বাদ (ক্ববরস্থানে) এক জানাযায় হাজির ছিলাম। নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। তিনি উপবেশন করলে আমরাও তাঁর চারদিকে বসে গেলাম। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছড়িটি দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগলেন। অতঃপর বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, কিংবা বললেন : এমন কোনো সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে অথবা সৌভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে আমল করা ছেড়ে দিব না? কেননা, আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগাদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন : যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেয়া হয় আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : কাজেই যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।" (সূরা লাইল : আয়াত-৫)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮২, হাদীস ১৩৬২; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৪৭)

١٦٩٨. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُعْرَفُ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ.

১৬৯৮. ইমরান ইবনে হুসায়ন ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে কিভাবে চেনা যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিংবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৬৫৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৪৯)

١٦٩٩. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

১৬৯৯. সাহল ইবনে সা'দ সা'ঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোনো ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মতো আমল করতে থাকে, আসলে সে জাহান্নামী হয় এবং তেমনি মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীর মতো আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৭৭, হাদীস ২৮৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ১, হাদীস ১১২)

٢. بَابُ حِجَاجِ اٰدَمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

২. আদম ও মূসা ﷺ-এর মাঝে কথা কাটাকাটি

١٧٠٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهٗ مُوْسٰى يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهٗ اٰدَمُ يَا مُوْسٰى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهٖ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهٖ اَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ثَلَاثًا.

১৭০০. আবূ হুরায়রা ﷺ এর সূত্র নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম ও মূসা ﷺ (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মূসা ﷺ বলেন, হে আদম, আপনি তো আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম ﷺ মূসা ﷺ-কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দ্বারা লিখেছেন। সুতরাং আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদম ﷺ মূসা ﷺ-এর উপর এই বিতর্কে বিজয়ী হলেন। উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮২: তাক্বদীর, অধ্যায় ১১, হাদীস ৬৬১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ২, হাদীস ২৬৫২)

٣. بَابُ قُدِّرَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظُّهٗ مِنَ الزِّنَا وَغَيْرِهٖ

৩. যিনা বা এ জাতীয় অপকর্মের যে অংশ আদম সন্তানের উপর নির্ধারিত রয়েছে

١٧٠١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهٗ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهٗ وَيُكَذِّبُهٗ.

১৭০১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো তাকানো, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৯ : অনুমতি প্রার্থনা, অধ্যায় ১২, হাদীস ৬২৪৩; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৬৫৭)

٤. بَابُ مَعْنٰى كُلِّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمِ مَوْتِ اَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَاَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

৪. প্রত্যেক নবজাতক ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে কাফির ও মুসলিমদের মৃত শিশুর বিধান

١٧٠٢. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ - فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.

১৭০২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবজাতকই ইসলামের সত্য বিশ্বাসের ওপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজুসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি

পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবু হুরায়রা ﷺ পাঠ করলেন : (যার অর্থ) "আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের অনুসরণ কর, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন।" (সূরা আর রূম : আয়াত-৩০)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ১৩৫৯; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৬৫৮)

١٧٠٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

১৭০৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মুশরিকদের নাবালক সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯২, হাদীস ১৩৮৪; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৬৬০)

١٧٠٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

১৭০৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাদের সৃষ্টি লগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৯২, হাদীস ১৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৬ : ক্বাদর বা ভাগ্য, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৬৬০)

৪৭তম অধ্যায়

كِتَابُ الْعِلْمِ - ইল্‌ম (জ্ঞান)

١. بَابُ النَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الاِخْتِلَافِ فِي الْقُرْآنِ

১. কুরআনের মুতাশাবিহ বাণী অনুসন্ধান নিষেধ এবং যারা তা করে তাদের প্রতি সতর্কতা এবং কুরআনে ইখতিলাফ করা নিষেধ

١٧٠٥. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

১৭০৫. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। এগুলো কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক, যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে, সুগভীর, তাঁরা বলেন, আমরা এতে ঈমান এনেছি, এসবই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। জ্ঞানবানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।' (সূরা আল ইমরান ৩/৭)

আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবিহাত আয়াতের পেছনে লেগে থাকে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৫৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইলম, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৬৫)

١٧٠٦. حَدِيثُ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ.

১৭০৬. জুনদাব ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত মনের চাহিদার অনুকূল হয় তিলাওয়াত করতে থাক এবং তাতে মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলতসমূহ, অধ্যায় ৩৭, হাদীস ৫০৬১; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইলম, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৬৭)

٢. بَابُ فِي الْأَلَدِّ الْخَصِمِ

২ ঝগড়াটে প্রসঙ্গে

١٧٠٧. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

১৭০৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৪৫৭; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইলম, অধ্যায় ২, হাদীস ২৬৬৮)

٣. بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى
৩. ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের রীতি-প্রথার অনুসরণ করা

١٧٠٨. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ.

১৭০৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী رضي الله عنه নবী صلى الله عليه وسلم থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন : আর কারা?
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৬ : কুরআন ও হাদীসকে, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৭৩২০; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইলম, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৬৬৯)

٤. بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُوْرِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ
৪. শেষ যুগের ইলম উঠে যাওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া এবং মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া

١٧٠٩. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

১৭০৯. আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু আলামত হল : ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসারতা লাভ করবে, মদপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), ২১, হাদীস ৮০; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইলম, হাদীস ২৬৭১)

١٧١٠. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَاَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

১৭১০. আবূ মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন : অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। সে সময় 'হারজ' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ' হল (মানুষ) হত্যা। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৬২-৭০৬৩; মুসলিম, হাদীস ২৬৭২)

١٧١١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

১৭১১. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন : সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে, আর আমল হ্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেয়া হবে, ফিতনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ ব্যাপকতর হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কী? নবী صلى الله عليه وسلم বললেন : হত্যা, হত্যা।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিত্না, অধ্যায় ৫, হাদীস ৭০৬১)

١٧١٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا.

১৭১২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু দ্বীনের আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার ভয় করি। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জানলেও ফাতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম, অধ্যায় ৩৪, হাদীস ১০০; মুসলিম, পর্ব ৪৭ : ইলম, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৬৭৩)

৪৮তম অধ্যায়

كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ الْاِسْتِغْفَارِ

যিকর, দু'আ, তাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা

١. بَابُ الْحَثِّ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

১. আল্লাহ তা'আলার যিকরের প্রতি উৎসাহ দান

١٧١٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

১৭১৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করে থাকে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৭৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রের, অধ্যায় ১, হাদীস ২৬৭৫)

٢. بَابُ فِيْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا

২. আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ আয়ত্বকারীর মর্যাদা

١٧١٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.

১৭১৪. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। (এক কম একশ' নাম)। যে ব্যক্তি এগুলোর সঠিক হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৪ : শর্তাবলি, অধ্যায় ৮১ ও ৬৮, হাদীস ৬৪১০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তায়ালার, অধ্যায় ২, হাদীস ২৬৭৭)

٣. بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ إِنْ شِئْتَ

৩. দু'আ কবুলে দৃঢ় আশা রাখা এবং এ কথা না বলা "তুমি যদি চাও"

١٧١٥. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُوْلَنَّ اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

১৭১৫. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ দু'আ করলে দু'আর সময় ইয়াকীনের সাথে দু'আ করবে এবং এ কথা বলবে না, হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে কিছু দান করুন। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২১, হাদীস ৬৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ৪৫ : সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হাদীস ২৬১৮)

١٧١٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ.

১৭১৬. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কখনো এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করেন। বরং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দু'আ করবে। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২১, হাদীস ৬৩৩৯; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৬৭৯)

٤. بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ

৪. বিপদে মৃত্যু কামনা না করা

١٧١٧. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

১৭১৭. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কোনো বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে (মৃত্যু কামনা না করে) দু'আ করবে : হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখো, আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয় তখন আমার মৃত্যু দাও।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৬৩৫১; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৬৮০)

١٧١٨. حَدِيْثُ خَبَّابٍ ﷺ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِيْ بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

১৭১৮. কায়স ﷺ বলেন, আমি খাব্বাব ﷺ-এর নিকট গেলাম তিনি তাঁর পেটে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : যদি নবী ﷺ আমাদের মৃত্যুর দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি এর জন্য দু'আ করতাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৬৩৫০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৬৮০)

٥. بَابُ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

৫. যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎকে পছন্দ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎ পছন্দ করবেন, আর যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবেন

١٧١٩. حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

১৭১৯. উবাদা ইবনে সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেন না।

(বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৬৫০৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৬৮৩, ২৬৮৪)

١٧٢٠. حَدِيْثُ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

১৭২০. আবূ মূসা আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে না, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন না।

(বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪১, হাদীস ৬৫০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৬৮৬)

٦. بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللهِ تَعَالٰى

৬. যিকর' দু'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের ফযীলত

١٧٢١. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

১৭২১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, বান্দা আমার যেরূপ প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করে থাকি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

(বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৭৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৭৫)

٨. بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

৭. যিকরের মজলিসের ফযীলত

١٧٢٢. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ قَالُوْا يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَتَحْمِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ قَالَ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

১৭২২. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকরে রত লোকদের সন্ধানে পথে পথে রয়েছেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে আহ্বান করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের আবৃত করে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের জিজ্ঞেস করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক অবগত) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা প্রশংসা জ্ঞাপন করছে তথা আল্লাহ বলেন– তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন : হে আমাদের প্রভু, আপনার কসম! তারা আপনাকে অবলোকন করেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক আপনার ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মহাত্ম বর্ণনা করত, আরও অধিক আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত প্রত্যাশা করে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে প্রভু। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লালায়িত হতো, আরো অধিক প্রত্যাশা করত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রত্যাশা করে? ফেরেশতারাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে।

তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহর শপথ! হে প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হতো? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে ভয়ানক ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে অন্য কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারীরা যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।
(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৬, হাদীস ৬৪০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৬৮৯)

٨. بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِاللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৮. হে আল্লাহ! এ দুনিয়ার কল্যাণ দান কর, আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।- এ দোয়ায় ফযীলত

١٧٢٣. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১৭২৩. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ পড়তেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরাহ আল-বাকারা : আয়াত-২০১)
(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৫৫, হাদীস ৬৩৮৯; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৬৯০)

٩. بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ

৯. 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' বলা ও দু'আর ফযীলত

١٧٢٤. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

১৭২৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে লোক একশ বার এ দু'আটি পড়বে : আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান- তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের নিকট হতে নিরাপদ থাকবে। কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল বেশি পরিমাণ আদায় করবে।
(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৯৩; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৬৯১)

١٧٢٥. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১৭২৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলবে তার গুনাহগুলো মার্জনা করে দেয়া হবে–আর তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৬৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৬৯১)

١٧٢٦. حَدِيْثُ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا لَا - إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

১৭২৬. আবু আইয়ুব আল-আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দশবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পাঠ করল সে যেন ইসমাঈলের বংশের একজন গোলাম মুক্ত করার মতো (সওয়াব অর্জন করল)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৪, হাদীস ৬৪০৩ ও ৬৪০৪)

١٧٢٧. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

১৭২৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : দু'টি বাক্য এমন যে, মুখে তার উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় তা হলো : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৬৪০৬; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর তায়ালার যিকরের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৬৯৪)

١٠. بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

১০. যিকরের আওয়াজ আস্তে করা মুস্তাহাব

١٧٢٨. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلٰى وَادٍ فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ لِيْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

১৭২৮. আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খাইবার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খাইবারের অভিমুখে, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চঃস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করল- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই।) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া কর। কারণ তোমরা এমন কোনো সত্তাকে আহ্বান করছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত; বরং তোমরা তো আহ্বান করছ সেই সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। [আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব কি যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ।

(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩৯ হাদীস ৪২০২; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৭০৪)

١٧٢٩. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

১৭২৯. আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দোয়া শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক অত্যাচার করেছি। আপনি ব্যতীত সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (বুখারী, পর্ব ১০ : আযান, অধ্যায় ১৪৯ হাদীস ৮৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭০৫)

١٧٣٠. حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

১৭৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ﷺ থেকে বর্ণিত। আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার সালাতে দু'আ করতে পারি। নবী ﷺ বললেন : তুমি বল, আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউই নেই। কাজেই আপনার তরফ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে মার্জনা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৯ হাদীস ৭৩৮৭-৭৩৮৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭০৫)

١١. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهَا

১১. ফিতনা ইত্যাদির ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া

١٧٣١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

১৭৩১. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এ দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে জাহান্নামের সংকট, জাহান্নামের শাস্তি, কবরের সংকট,

কবরের আযাব, প্রাচুর্যের ফিতনা ও অভাবের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ এবং ঋণ থেকে।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪৬, হাদীস ৬৩৭৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৪, হাদীস ৫৮৯)

١٢. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَغَيْرِهِ

১২. অক্ষমতাও অলসতা থেকে আশ্রয় চাওয়া

١٧٣٢. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১৭৩২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেছেন যে, নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং অতিরিক্ত বার্ধক্য থেকে। আরও আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব থেকে। আর আশ্রয় আচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৩৮, হাদীস ৬৩৬৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৭০৬)

١٣. بَابُ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ

১৩. খারাপ পরিণতি ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া ইত্যাদি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ

١٧٣٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

১৭৩৩. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বালা মুসিবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া, নিয়মিত অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশী হওয়া থেকে পানাহ চাইলেন।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৬৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৭০৭)

١٤. بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

১৪. শয্যাগ্রহণ ও ঘুমানোর সময় যা বলবে?

١٧٣٤. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ - اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ - فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.

قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

১৭৩৪. বারাআ ইবনে আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় গমন করবে তখন সালাতের ওযু আদায় করে নিবে তারপর ডান পাশে শুয়ে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ .... اَلَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

"হে আল্লাহ! আমার জীবন তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ তোমার নিকট অর্পণ করলাম এবং আমি তোমার প্রতি অধিক আগ্রহ ও ভয় নিয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোনো আশ্রয়স্থল ও মুক্তির স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম তোমার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত রাসূলের প্রতি।"

অতঃপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলো (এ দু'আটিকে) তোমার সবশেষ কথায় পরিণত করো। তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে এ কথাগুলো পুনরায় শুনালাম। যখন اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ বললাম, তখন তিনি বললেন : না, বরং وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ বল।

(বুখারী, পর্ব ৪ : অযু, অধ্যায় ৭৫ হাদীস ২৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর তায়ালার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৭১০)

নোট : দু'আয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বর্ণিত শব্দের পরিবর্তন করা যাবে না এবং দুআ নিজ পক্ষ হতে তৈরি করাও যাবে না। কারণ আমল কবুলের শর্ত রয়েছে :

১. ইখলাস বা নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। ২. নবী করীম ﷺ হুবহু অনুসরণ হতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যে দু'আ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই দুআ পড়তে হবে। দু'আর সঙ্গে শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন সম্পূর্ণ অবৈধ ও বিদ'আত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আমাদের দেশে রেডিও টেলিভিশনে ও বেশিরভাগ মসজিদ আযানের দু'আর মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করা হয় যা বিদআত। কিংবা দরূদ পাঠের সময় কিছু কিছু অতিরিক্ত বানানো শব্দ দ্বারা দরূদ পাঠ করা হয় এমনকি নতুন নতুন অনেক দরূদ তৈরি করা হয়েছে সবই বিদ'আত যা আল্লাহর রাসূল শিক্ষা দেননি। কারণ, এ অতিরিক্ত শব্দগুলো ও বানানো দরূদগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

١٧٣٥. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهٗ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ مَا خَلَفَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ.

১৭৩৫. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা পরিষ্কার করে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোনো কিছু বিদ্যমান আছে কিনা। তারপর পড়বে : হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠব। যদি আপনি ইতোমধ্যে আমার রুহ কবয করে নেন; তা হলে, তার উপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাজত করবেন, যেভাবে আপনি নেককারদের হিফাযত করে থাকেন।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ১৩ হাদীস ৬৩২০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৭১৪)

١٥. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ

১৫. যে সমস্ত খারাপ কাজ কেউ করেছে বা করেনি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

١٧٣٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

১৭৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এ কথা বলে দু'আ করতেন : আমি আপনার ইযযতের আশ্রয় কামনা করছি, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আর আপনার কোনো মৃত্যু নেই। অথচ জ্বীন ও মানুষ সবই মরণশীল।

(বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ৭৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ যিকরের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৭১৭)

١٧٣٧. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

১৭৩৭. আবু মূসা ﷺ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এরূপ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি তামার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এরকম গুনাহ যা আমার মধ্যে রয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মার্জনা করে দিন; যেসব গুনাহ আমি আগে করেছি। আপনিই আগে বাড়ান, আপনিই পশ্চাৎ ফেরেন এবং আপনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ : অধ্যায় ৬০ হাদীস ৬৩৯৮; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭১৯)

١٧٣٨. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

১৭৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদাবান করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য প্রদান করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। এরপর শত্রু ভয় বলতে আর কিছুই থাকল না।

(বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৩০ হাদীস ৪১১৪; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৭২৪)

١٦. بَابُ التَّسْبِيْحِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ

১৬. সকালে ও ঘুমানোর সময় তাসবীহ পাঠ করা

١٧٣٩. حَدِيْثُ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقٰى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِأَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِيْ وَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِيْ إِذَا

اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

১৭৩৯. আলী ﷺ থেকে বর্ণিত। ফাতিমা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে, আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর নিকট তাঁর কথা বলে আসলেন। নবী ﷺ যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর আগমন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا তাঁকে জানালেন। (আলী ﷺ বলেন) নবী ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর দু'পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিব না? তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গমন করবে তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "সুবাহানাল্লাহ" আল হামদুলিল্লাহ" পড়ে নিবে। এটা খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম।

(বুখারী, পর্ব ৬২ : সাহাবাগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯ হাদীস ৩৭০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭২৭)

١٧. بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيْكِ

১৭. মোরগের ডাকের সময় দু'আ বলা মুস্তাহাব

١٧٤٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

১৭৪০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শ্রবণ করবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফেরেশতাদের দেখে আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।

(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫ হাদীস ৩৩০৩; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭২৯)

١٨. بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ

১৮. বিপদের দু'আ

١٧٤١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

১৭৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। সংকটের সময় নবী ﷺ এ দোয়া পাঠ করতেন : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া যিনি কোনো মাবুদ নেই আরশে আযীমের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২৭ হাদীস ৬৩৪৬; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭৩০)

١٩. بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِيْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ

১৯. দোয়াকারী যদি আমি দোয়া করেছি কিন্তু আমার দোয়া গৃহীত হয়নি, বলে তাড়াহুড়া না করে তাহলে তার দু'আ কবুল করা হয়

١٧٤٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ.

১৭৪২. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে যদি সে তড়িঘড়ি না করে। আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম, কিন্তু আমার দু'আ তো কবুল হলো না।

(বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ২২ হাদীস ৬৩৪০; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭৩৫)

٢٠. بَابُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ

২০. জান্নাতের অধিক অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামের অধিক অধিবাসী মহিলা এবং মহিলার ফিতনার বর্ণনা

١٧٤٣. حَدِيْثُ أُسَامَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

১৭৪৩. উসামা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরিব-মিসকীন, অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। অন্যদিকে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, এর অধিকাংশই হলো নারী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : অধ্যায় ৮৮ হাদীস ৬৫৪৭; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ তায়ালার যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭৩৬)

١٧٤٤. حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

১৭৪৪. উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, পুরুষের ওপরে মেয়েলোকের অপেক্ষা অন্য কোনো বড় ফিতনা আমি রেখে গেলাম না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১৭ হাদীস ৫০৯৬; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহ যিক্‌রের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭৪০)

٢١. بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ

২১. তিন গুহাবাসীর ঘটনা ও সৎকর্ম দ্বারা ওয়াসীলা বানানো

١٧٤٥. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوْا فِيْ غَارٍ فِيْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُمَّ

اَجِيْءُ فَاَحْلُبُ فَاَجِيْءُ بِالْحِلَابِ فَاٰتِيْ بِهٖ اَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ ثُمَّ اَسْقِي الصِّبْيَةَ وَاَهْلِيْ وَامْرَاَتِيْ فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَاِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَاْبِيْ وَدَاْبَهُمَا حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ كُنْتُ اُحِبُّ امْرَاَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّيْ كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لَا تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهٖ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبٰى ذَاكَ اَنْ يَاْخُذَ فَعَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتّٰى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ انْطَلِقْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَاِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اَتَسْتَهْزِئُ بِيْ قَالَ فَقُلْتُ مَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ.

১৭৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে পথ চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেকজনকে বলল : তোমরা জীবনে যে সব আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের উসীলা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর।

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ আমার অতিবৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন, আমি প্রতি দিন সকালে মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট হাজির হতাম ও তাঁরা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিজনদের এবং স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। কোনো এক রাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তাঁরা দু'জনে শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো পছন্দ করলাম না। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চীৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই আমার এবং পিতা-মাতার ফজর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান তা আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম। তাহলে তুমি আমাদের গুহার মুখ এতটুকু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটু ফাঁকা হয়ে গেল।

আরেকজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত ভালোবাসতাম, যা একজন পুরুষ নারীকে ভালোবেসে থাকে। সে বলল, তুমি আমার থেকে মনোকামনা সিদ্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে একশত দীনার না দেবে। আমি চেষ্টা করে তা জোগাড় করি। তারপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি, তখন সে

বলে "আল্লাহকে ভয় কর"। বৈধ অধিকার ব্যতীত মহরকৃত বস্তুর সীল ভাঙ্গবে না। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ!) তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে আরো একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের থেকে (গুহার মুখের) দু'-তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল।

অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, এক ফারাক (পরিমাণ) শস্য দানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি তাকে তা দিতে গেলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করল। তারপর আমি সে এক ফারাক শস্য দানা দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু ক্রয় করি এবং রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সে মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার পাওনা পরিশোধ করে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং এসব তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছি; তবে আমাদের থেকে (গুহার মুখ) উন্মুক্ত করে দাও। তখন তাদের থেকে গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯৮ হাদীস ২২১৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস ২৭৪৩)

৪৯তম অধ্যায়
كِتَابُ التَّوْبَةِ - তাওবা

١. بَابُ فِى الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا
১. তাওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তদদ্বারা আনন্দিত হওয়া

١٧٤٦. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

১৭৪৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা করে থাকে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে থেকে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম কোনো সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়; তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৫ হাদীস ৭৪০৫; মুসলিম, পর্ব ৪৮ : আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহ প্রদান, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৭৫)

١٧٤٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِىْ فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ.

১৭৪৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি নবী ﷺ থেকে আর অন্যটি তাঁর নিজের থেকে। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নিচে রয়েছে, আর সে আশঙ্কা করেছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপীষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মতো মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। একথাটি আবু শিহাব নিজ নাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন। তারপর (নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন) নবী ﷺ বলেছেন : মনে কর কোনো এক ব্যক্তি (সফর অবস্থায় বিশ্রামের জন্য) কোনো এক স্থানে অবতরণ করল, সেখানে প্রাণ নাশের ভয় ছিল। তার সাথে তার সফরে বাহন ছিল। যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল, সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল এবং জেগে দেখল তার বাহন চলে গেছে। তখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। রাবী বলেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তা হলো। তখন সে বলল যে, আমি

যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর জেগে দেখল যে, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪ হাদীস ৬৩০৮; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৪৪)

٢. بَابُ فِيْ سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

২. আল্লাহ তায়ালার দয়ার প্রশস্ততা এবং তা তাঁর রাগকে ছাড়িয়ে গেছে

١٧٤٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِيْ أَرْضِ فَلَاةٍ.

১৭৪৮. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে সেই লোকটির চেয়েও অধিক সন্তুষ্টি হন, যে লোকটি বিরাট মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮০ : দু'আসমূহ, অধ্যায় ৪ হাদীস ৬৩০৯; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৪৭)

١٧٤٩. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ.

১৭৪৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টির কাজ সমাধান করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের উপর তাঁর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১ হাদীস ৩১৯৪; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৭৫১)

١٧٥٠. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ.

১৭৫০. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ রহমতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ নাযিল করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্ট জগত একে অন্যের উপর রহম করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এ ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৯ হাদীস ৬০০০; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৪৬৯)

١٧٥١. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِيْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلٰى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا.

১৭৫১. উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী উপস্থিত হয়। বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল মহিলা। তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিত এবং দুধ পান করাত। নবী ﷺ আমাদের বললেন তোমরা কি মনে কর এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললাম : ফেলার ক্ষমতা রাখলে সে কখনো ফেলবে না। তারপর তিনি বললেন : এ মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর তদপেক্ষা অধিক দয়ালু।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১৮ হাদীস ৫৯৯৯; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৭৫৪)

١٧٥٢. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ وَاذْرُوْا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَاَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ.

১৭৫২. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি (জীবনেও) কোনো ভালো আমল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাবার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর তা অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ সাগরকে আদেশ দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে আদেশ দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ বললেন : তুমি কেন এরূপ করলে? সে জবাবে বলল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করে দিলেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৪ হাদীস ৭৫০৬; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৭৫৬)

١٧٥٣. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ اَىَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ اَبٍ قَالَ فَاِنِّىْ لَمْ اَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُّوْنِىْ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ.

১৭৫৩. আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের আগের এক লোক, আল্লাহ তা'আলা তাকে অধিক ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল : আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জালিয়ে ছাই ভস্ম করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী সে রূপ কাজ করল। আল্লাহ তা'আলা তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ওসিয়ত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শাস্তির ভয়ে। ফলে আল্লাহর রহমত তাকে আবৃত করে নিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪ হাদীস ৩৪৭৮; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৭৫৭)

٣. بَابُ قَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَاِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوْبُ وَالتَّوْبَةُ

৩. হারাম নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব

١٧٥٤. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِىْ فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا اَوْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اَوْ اَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا

شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ اَصَبْتُ اَوْ قَالَ اَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِىْ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهٖ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ.

১৭৫৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারী اَصَابَ ذَنْبًا না বলে কখনো اَذْنَبَ ذَنْبًا বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী رَبِّ اَذْنَبْتُ-এর স্থলে কখনো اَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِىْ বলেছেন। তাই আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তার প্রতিপালক বললেন : আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন মহান প্রতিপালক, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি মার্জনা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহতে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহে اَصَابَ ذَنْبًا কিংবা اَذْنَبَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ করে বসেছি। এখানে اَذْنَبْتُ কিংবা اَصَبْتُ বলা হয়েছে।

আমার এ গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ মার্জনা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও প্রয়োগ করেন। এরপর সে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেল। এখানে اَذْنَبَ ذَنْبًا বা اَصَابَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। সে বলল : হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ করে ফেলেছি। এখানে اَصَبْتُ বা اَذْنَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন : আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তি দান করেন আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর সে যা ইচ্ছা তা করুক।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ৩৫ হাদীস ৭৫০৭; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৭৫৮)

٤. بَابُ غَيْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَحْرِيْمِ الْفَوَاحِشِ

৪. আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদা ও অশ্লীলতা হারাম

١٧٥٥. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

১৭৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, নিষিদ্ধ কার্যে মুমিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহর চেয়ে অধিক আর কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছেন, আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁরই নিকট অন্য কিছু নেই, সে কারণেই আল্লাহ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬ হাদীস ৪৬৩৪; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৭৬০)

١٧٥٦. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ.

১৭৫৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ হলো, যেন কোন মু'মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৮ হাদীস ৫২২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৭৬২)

١٧٥٧. حَدِيْثُ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا شَيْءَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ.

১৭৫৭. আসমা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ১০৮, হাদীস ৫২২২; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৭৬২)

٥. بَابُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

৫. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে মুছে দেয়

١٧٥٨. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِيَ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ.

১৭৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : "দিনের দু'প্রান্তে-সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপাচারকে মুছে দেয়– (সূরা হুদ : আয়াত-১১৪)। লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি শুধু আমার বেলায়? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আমার সব উম্মতের জন্যই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫২৬; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৭৬৩)

١٧٥٩. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْاَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْ قَالَ حَدَّكَ.

১৭৫৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস ﷺ বলেন– তখন সালাতের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল। যখন নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার ওপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন : তুমি কি আমার সাথে সালাত আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। কিংবা বললেন : তোমার শাস্তি (ক্ষমা করে দিয়েছেন)। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৬ : দণ্ডবিধি, অধ্যায় ২৭ হাদীস ৬৮২৩; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৭৬৪)

٦. بَابُ قُبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَاِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ

৬. হত্যাকারীর তাওবা গৃহীত হওয়া, যদিও তার হত্যা অধিক হয়

١٧٦٠. حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْاَلُ فَاَتَى رَاهِبًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْاَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَاَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَاَوْحَى اللهُ اِلَى هٰذِهِ اَنْ تَقَرَّبِيْ وَاَوْحَى اللهُ اِلَى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِيْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ اِلَى هٰذِهِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ.

১৭৬০. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে এমন কোনো এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছিল। অতঃপর সে বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞেস করল, আমার তাওবা কবুল হওয়ার আশা রয়েছে কি? পাদরী বলল, না। তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল। অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সে রওয়ানা হলো এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশমণ্ডলী তার রূহকে নিয়ে বানাদুবাদে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের উভয় দলকে নির্দেশ দিলেন– তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হলো, দেখা গেল গেল যে, মৃত লোকটি সামনের দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে রয়েছে। কাজেই তাকে ক্ষমা করা হলো।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ, হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭০; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৭৬৬)

١٧٦١. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اٰخِذٌ بِيَدِهِ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوٰى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَيْ رَبِّ حَتّٰى اِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَاٰى فِيْ نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

১৭৬১. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয আল-মাযিনী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ইবনে উমর ﷺ-এর সাথে তাঁর হাত ধরে হাটছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দার একান্তে কথোপকথন সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর নিজ আবরণ দিয়ে তাকে আবৃত করে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর

আজ আমি তা ক্ষমা করে দিব'। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে প্রদান করা হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ২ হাদীস ২৪৪১; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৮৬৮)

٧. بَابُ حَدِيْثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ

৭. কা'ব ইবনে মালিক ও তার সাথীদ্বয়ের তাওবার হাদীস

١٧٦٢. حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

كَانَ مِنْ خَبَرِيْ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِيْ قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوْا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيْدُ الدِّيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفٰى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْيُ اللهِ وَغَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُوْ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِيْ حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِيْ شَيْئًا فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوْا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ بِيْ حَتّٰى أَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِيْ فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِيْ ذٰلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيْهِمْ أَحْزَنَنِيْ أَنِّيْ لَا أَرٰى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِيْ عِطْفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِيْ أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِيْ هَمِّيْ وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُوْلُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلٰى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَأْيٍ مِنْ أَهْلِيْ فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّيْ لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيْهِ كَذِبٌ

فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيْهِ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ
وَكَانُوْا بِضْعَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ
وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ
اَمْشِىْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِىْ مَا خَلَّفَكَ اَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلٰى اِنِّىْ وَاللهِ
لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَاَيْتُ اَنْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ اُعْطِيْتُ جَدَلًا
وَلٰكِنِّىْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّىْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ
يُسْخِطَكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ فِيْهِ عَفْوَ اللهِ لَا وَاللهِ مَا
كَانَ لِىْ مِنْ عُذْرٍ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلَا اَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ
اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللهُ فِيْكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِىْ فَقَالُوْا
لِىْ وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ اَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ اَنْ لَا تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ
ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُوْنَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَكَ فَوَاللهِ مَا زَالُوْا
يُؤَنِّبُوْنِىْ حَتّٰى اَرَدْتُ اَنْ اَرْجِعَ فَاُكَذِّبَ نَفْسِىْ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِىَ هٰذَا مَعِىَ اَحَدٌ قَالُوْا نَعَمْ
رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيْلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوْا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ
الْعَمْرِىُّ وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِىُّ فَذَكَرُوْا لِىْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا اُسْوَةٌ
فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِىْ

وَنَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ
وَتَغَيَّرُوْا لَنَا حَتّٰى تَنَكَّرَتْ فِىْ نَفْسِى الْاَرْضُ فَمَا هِىَ الَّتِىْ اَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً

فَاَمَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِىْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَاَمَّا اَنَا فَكُنْتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ
فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَطُوْفُ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِىْ اَحَدٌ وَاٰتِىْ رَسُوْلَ
اللهِ ﷺ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِىْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ
السَّلَامِ عَلَىَّ اَمْ لَا ثُمَّ اُصَلِّىْ قَرِيْبًا مِنْهُ فَاُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلٰى صَلَاتِىْ اَقْبَلَ اِلَىَّ وَاِذَا
الْتَفَتُّ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّىْ حَتّٰى اِذَا طَالَ عَلَىَّ ذٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ
حَائِطِ اَبِىْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّىْ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ
فَقُلْتُ يَا اَبَا قَتَادَةَ اَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِىْ اُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ
فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ
قَالَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذَا نَبَطِىٌّ مِنْ اَنْبَاطِ اَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ
بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَنِىْ دَفَعَ اِلَىَّ
كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَاِذَا فِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِىْ اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ
بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَاْتُهَا وَهٰذَا اَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا

التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتّٰى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِيْنَ إِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلٰى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِيْ الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَتَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللهُ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ.

قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبْكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلٰى شَيْءٍ وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلٰى يَوْمِهِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتّٰى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفٰى عَلٰى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلّٰى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفٰى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِيْ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِيْ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ

قَالَ كَعْبٌ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ

قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلٰى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِيْ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلَاهُ اللهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ

ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هٰذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ- إِلَى قَوْلِهِ (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ) إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ

فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

১৭৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত আমি আর কোনো যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যাঁরা পশ্চাতে পড়ে রয়েছে, তাদের কাউকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল কুরাইশ দলের খোঁজে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এবং তাঁদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আকাবার রাতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। ফলে বদর উপস্থিত হওয়াকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের ঘটনা বেশি বিখ্যাত ছিল।

আর আমার অবস্থার বিবরণ এই-তাবূক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহর কসম আমার কাছে কখনো ইতোপূর্বে কোনো যুদ্ধে একই সাথে দু'টি যানবাহন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, বাহ্যত তার বিপরীত দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ গরমের সময়, অতি দূরের যাত্রা, বিশাল মরুভূমি এবং বহু শত্রুসেনার মোকাবালা করার। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অভিযানের অবস্থা মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে দেন যাতে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামান জোগাড় করতে পারে। কা'ব ﷺ বলেন, যার ফলে যে কোনো লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছে করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওহী মারফত এ সংবাদ না জানানো পর্যন্ত তা সংগোপনে থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-মূল পরিপক্ক ও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার সময় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকাল তাঁদের সাথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছে

পারব। এই দোটানায় আমার সময় কেটে যেতে লাগল। এদিকে অন্য লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি সাথে নিয়ে ফেলল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন। অথচ আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাদের সাথে গিয়ে মিলব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুত নেয়ার উদ্দেশ্য বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে রাস্তায় মিলিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতে লাগলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম। কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে চলাচল করতাম।

এ কথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক পৌছার আগ পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবুকে এ কথা তিনি লোকদের মাঝে বসে জিজ্ঞেস করে বসলেন, কা'ব কী করল? বানী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তার ধন-সম্পদ ও অহঙ্কার তাকে আসতে বাধা প্রদান করেছে। এ কথা শুনে মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন।

কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা অজুহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাগকে ঠাণ্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে পৌছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা বিদূরিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিল যে, এমন কোনো উপায়ে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথাই বলব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলায় মদীনায় প্রবেশ করলেন।

তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুরাকআত সালাত আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী ﷺ এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে অপারগতা ও আপত্তি উত্থাপন করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্যত তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর নিকট অর্পন করে দিলেন। [কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আমিও এরপর নবী ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এসো। আমি সে মতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম।

তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ করেছি। আল্লাহর কসম! এ কথা সুনিশ্চিত

যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তির মাধ্যমে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতাম। আর আমি তর্কে পটু। কিন্তু আল্লাহর কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অবশ্যই আশা করি। না, আল্লাহ কসম, আমার কোনো ওযর ছিল না! আল্লাহর কসম! সেই যুদ্ধে আপনার সাথে না যাওয়ার সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোন ফায়সালা করে দেন। তাই আমি চলে গেলাম। তখন বনু সালিমার কিছু সংখ্যক লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি ইতোপূর্বে একটি ওযর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম! তারা আমাকে বারবার কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে।

ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মতো এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মতো বলেছে এবং তাদের ব্যাপারেও তোমার মতো একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইবনে রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে জানাল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য দু'জনেই আদর্শস্থানীয়। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল থাকলাম।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবূকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলিমদের নিষেধ করে দিলেন। তদানুসারে মুসলিমরা আমাদের এড়িয়ে চলল। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ বদলে ফেলল। এমনকি এ দেশ যেন আমাদের নিকট অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হতাম, মুসলিমদের জামা'আতে সালাত আদায় করতাম, বাজারে ঘুরাফিরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি সালাত শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি জায়গায় সালাত আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন সালাতে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি মানুষদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলা দীর্ঘকাল ধরে চলতে তাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবূ ক্বাতাদা ﷺ-

এর বাগানের প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়ে তাকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে আবূ ক্বাতাদা। আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসি? তখন তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারও কোনো জবাব দিলেন না। আমি আবারো তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারও কোনো জবাব না দিয়ে নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি আবারো তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি আবার প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম।

কা'ব ؓ বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে হাটছিলাম। তখন সিরিয়ার এক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল, সে বলছে, আমাকে কা'ব ইবনে মালিকের সাথে কেউ পরিচয় করে দিতে পারবে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিল। তখন সে এসে গাস্সানি বাদশার একটি পত্র আমার নিকট হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাহীন ও নিরাশ্রয় সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খুঁজে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার নিকট এসে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব?

তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না; বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক।

কা'ব ؓ বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোনো খাদেম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী ﷺ বললেন, না, তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহর কসম! এ সম্পর্কে তার কোনো অনুভূতি নেই। আল্লাহর কসম! তিনি এ নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কা'ব ؓ বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চেয়ে নিতেন যেমনভাবে হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রীকে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার খিদমত করার জন্য। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কী বলবেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খিদমতে সক্ষম।

এরপর আরও দশরাত কাটালাম। এভাবে নবী ﷺ যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের সালাত আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলাম যে অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিসহ এবং গোটা জগৎটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পর্বতের উপর উঠে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করছে, হে কা'ব ইবনে মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কা'ব ﷺ বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। আর আমি বুঝলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর সংবাদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের তওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন।

তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ দিতে থাকে এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী আমার কাছে ছুটে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পর্বতের উপর আরোহণ করত: সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমার তখন নিজের পরনের দু'টি কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোনো কাপড় ছিল না। আমি দু'টি কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছিল। তারা বলছে, তোমাকে মুবারকবাদ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কা'ব ﷺ বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুরপার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! তিনি ছাড়া আর কোনো মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না।

কা'ব ﷺ বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা মোবারক আনন্দের আতিশয্যে ঝকমক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও ঝলমলে হতো যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অনুধাবন করতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার তওবা কবূলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার নিকট রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খাইবারে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবূলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকি জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ অধিক আমার জানা মতে কোনো মুসলিমকে সত্য

কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কা'ব ﵁ বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকি জীবনও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এ আয়াত নাযিল করেন- "আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবী ﷺ-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَএবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরা আত তাওবাহ : আয়াত-১১৭-১১৭)

[কা'ব ﵁ বলেন] আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার ওপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি যা আমার নিকট শ্রেষ্ঠতর, তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাচারীদের সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।" (সূরা আত্তওবা : আয়াত-৯৫-৯৬) কা'ব ﵁ বলেন, আমাদের তিনজনের তওবা কবূল করতে বিলম্ব করা হয়েছে–যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কবুল করেছেন যখন তাঁরা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থগিত রেখেছেন।

এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন : "সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল।" (সূরা আত তওবা : আয়াত-১১৮) কুরআনের এ আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওযর-আপত্তি জানিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺও তা গ্রহণ করেছিলেন বরং এ আয়াতে তাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮০ হাদীস ৪৪১৮; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবাহ, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৭৬৯)

٨. بَابُ فِيْ حَدِيْثِ الْإِفْكِ وَقُبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ

৮. ইফক বা অপবাদ ও অপবাদ দানকারীদের তাওবা কবুল হওয়া

١٧٦٣. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجِيْ وَأُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى إِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِيْ أَقْبَلْتُ إِلٰى رَحْلِيْ فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُرَحِّلُوْنِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِيَ الَّذِيْ كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ

الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَحَمَلُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوْا وَوَجَدْتُ عِقْدِىْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِى الَّذِىْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ فِىْ مَنْزِلِىْ غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِىْ فَرَاَى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَكَانَ رَاٰنِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ وَوَاللّٰهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوٰى حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلٰى يَدِهَا فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِىَ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِيْنَ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُوْلٌ

قَالَتْ : فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَ الْاِفْكِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنُ سَلُوْلَ

قَالَ عُرْوَةُ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيْهِ

وَقَالَ عُرْوَةُ اَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ اَهْلِ الْاِفْكِ اَيْضًا اِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِىْ نَاسٍ اٰخَرِيْنَ لَا عِلْمَ لِىْ بِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنَّ كِبْرَ ذٰلِكَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنُ سَلُوْلَ

قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ اَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ اِنَّهُ الَّذِىْ قَالَ

فَاِنَّ اَبِىْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِىْ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِىْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِىْ فِىْ وَجَعِىْ اَنِّىْ لَا اَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِىْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَشْتَكِىْ اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذٰلِكَ يَرِيْبُنِىْ وَلَا اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعَ اُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ اِلَّا لَيْلًا اِلٰى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا قَالَتْ وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِى الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَاَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ وَهِىَ ابْنَةُ اَبِىْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِىْ حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِىْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ اَىْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَاَخْبَرَتْنِىْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِىْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِىْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اٰتِىَ اَبَوَىَّ قَالَتْ وَاُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَاَذِنَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّىْ يَا اُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِىْ عَلَيْكِ فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ

النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحْتُ لَا يَرْقَاُ لِىْ دَمْعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ اَصْبَحْتُ اَبْكِىْ

قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْاَلُهُمَا وَيَسْتَشِيْرُهُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهٖ قَالَتْ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالَّذِىْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهٖ وَبِالَّذِىْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِىْ نَفْسِهٖ فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَاَمَّا عَلِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اَىْ بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكِ قَالَتْ لَهٗ بَرِيْرَةُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا قَطُّ اَغْمِصُهٗ غَيْرَ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهٗ

قَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهٖ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اُبَىٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِىْ عَنْهُ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِىْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا مَعِىْ

قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ اَخُوْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَعْذِرُكَ فَاِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهٗ وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا اَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهٖ مِنْ فَخِذِهٖ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهٗ وَلَا تَقْدِرُ عَلٰى قَتْلِهٖ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهٗ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِىْ ذٰلِكَ كُلَّهٗ لَا يَرْقَاُ لِىْ دَمْعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ

قَالَتْ وَاَصْبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِىْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرْقَاُ لِىْ دَمْعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَظُنُّ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِىْ فَبَيْنَا اَبَوَاىَ جَالِسَانِ عِنْدِىْ وَاَنَا اَبْكِىْ فَاسْتَاْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِىْ مَعِىْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِىْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ فِىْ شَاْنِىْ بِشَىْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ اِنَّهٗ بَلَغَنِىْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِىْ اللهَ وَتُوْبِىْ اِلَيْهِ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ .

قَالَتْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهٗ قَلَصَ دَمْعِىْ حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِاَبِىْ اَجِبْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِّىْ فِيْمَا قَالَ فَقَالَ اَبِىْ وَاللهِ مَا اَدْرِىْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّىْ

اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَتْ اُمِّىْ وَاللهِ مَا اَدْرِىْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا اَقْرَاُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا اِنِّىْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِىْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهٖ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّىْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِىْ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّىْ فَوَاللهِ لَا اَجِدُ لِىْ وَلَكُمْ مَثَلًا اِلَّا اَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ - فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ - ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِىْ وَاللهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ حِيْنَئِذٍ بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللهَ مُبَرِّئِىْ بِبَرَاءَتِىْ وَلٰكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِىْ شَاْنِىْ وَحْيًا يُتْلٰى لَشَاْنِىْ فِىْ نَفْسِىْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِىَّ بِاَمْرٍ وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللهُ بِهَا فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهٗ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهٗ مَا كَانَ يَاْخُذُهٗ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهٗ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِىْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ

قَالَتْ فَسُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّاَكِ

قَالَتْ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّىْ قُوْمِىْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا اَقُوْمُ اِلَيْهِ فَاِنِّىْ لَا اَحْمَدُ اِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى :

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠) لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُبِيْنٌ (١١) لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ (١٢) وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٣) اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ (١٤) وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (١٥) يَعِظُكُمُ اللهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (١٦) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٧) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (١٨) وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللهَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ (١٩) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٠) وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٢٢) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٣) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ

وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ (٢٣) اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ اُوْلٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٢٥)
ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِيْ بَرَاءَتِيْ

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهٖ مِنْهُ وَفَقْرِهٖ وَاللّٰهِ لَا اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِيْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا يَاْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِيْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِيْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا

قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِيْ فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ اَوْ رَاَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلَّا خَيْرًا

قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ اُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِيْثِ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ

قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهٗ مَا قِيْلَ لَيَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ اُنْثٰى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৬৩. নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। আয়েশা رضي الله عنها বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যেতে ইচ্ছে প্রকাশ করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে (নির্বাচনের জন্য) লটারী দিতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সাথে নিয়ে সফর সঙ্গী হতেন। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে লটারী দিলেন এতে আমার নাম উঠে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাজসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হতো। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর নিকট ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরী করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, যে সব লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি হাওদাজের মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের

দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হালকা বিষয়টিকে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে চলে যায়। সৈন্যদের চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোনো আহ্বানকারী এবং কোনো জওয়াব দাতা সেখানে নেই।

তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই বসে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার নিকট ফিরে আসবে। ঐ জায়গায় বসে থাকা অবস্থায় আমার চোখ জুড়ে ঘুম আসল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বনু সুলামী সম্প্রদায়ের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল ﷺ [যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পিছনে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রভাতে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন, পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা আবৃত করে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোনো কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ ..... পাঠ ছাড়া অন্য কোনো কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। অতঃপর তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, এরপর ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে একত্রিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করেছিলেন। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার উপর অপবাদ রটিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেছিল সে হলো 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল।

বর্ণনাকারী 'উরওয়া ﷺ বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার ('আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হতো এবং আলোচনা করা হতো আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভালো করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাত। 'উরওয়া ﷺ আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবিত, মিসতা ইবনে উসাসা এবং হামনা বিনতে জাহাশ ﷺ ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিন সুলূল বলে অভিহিত করা হতো। বর্ণনাকারী 'উরওয়া ﷺ বলেন, আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এ ব্যাপারে হাসসান ইবনে সাবিত ﷺ-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাসসান ইবনে সাবিত ﷺ তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় লিখেছেন,

আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, অতঃপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম। মদীনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ হয়ে থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানতাম না। তবে

আমি সন্দেহ পোষণ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ়তর হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে রকম ভালোবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে অত্যন্ত সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। উম্মে মিসতা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (মিসতাহের মা) একদা আমার সাথে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা ছিল এরূপ যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার অনুরূপ ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পাশে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম।

আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনে আমিরের কন্যা ও আবূ বক্‌র সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব যার পুত্র একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি নিতান্তই খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, হে অবলা, সে তোমার ব্যাপারে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে অবগত করালেন।

আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন, এ কথা শুনে আমার পুরনো রোগ আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমার পিতা-মাতার নিকট গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী, এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল।

আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনেরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হলো না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে 'আলী ইবনে আবূ তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] বলেন, উসামা رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি [নবী ﷺ-এর] ভালোবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর 'আলী رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেনি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। অবশ্য আপনি এ সম্পর্কে দাসী [বারীরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোনো সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এইটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর সম্পর্কে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভালো ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সাথে আমার ঘরে যায়। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনে মুআয) رضي الله عنه উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয়ে থাকে তাহলে তার সম্পর্কে আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন তাই করব। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, এ সময় হাসসান ইবনে সাবিত رضي الله عنه-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে উবাদা رضي الله عنه দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ জানালেন।

আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনে মু'আয رضي الله عنه-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো কামনা করতে না। তখন সা'দ ইবন মু'আয رضي الله عنه-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর رضي الله عنه সা'দ ইবনে 'উবাদা رضي الله عنه-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ।

তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্পও করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আসেনি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দু'রাত কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি; বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বইতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন কান্নার কারণে আমার

কলিজা চৌচির হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার মা-বাবা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম।

সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে শুরু করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পাশে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার সম্পর্কে তাঁর নিকট কোনো ওহী নাযিল হয়নি। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। এরপর বললেন, আয়েশা তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা পাপ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা গ্রহণ করেন।

তিনি [আয়েশা رضي الله عنها] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর বের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার বাবাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী জবাব দিব তা জানি না। তখন আমি আমার মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী উত্তর দিব তা অবগত নই। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না।

আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নিই যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপদে পতিত হয়েছি এর জন্য ইউসুফ عليه السلام-এর পিতার কথা ছাড়া আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন : "কাজেই পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম, তোমরা যা বলছ এ সম্পর্কে আল্লাহর কাছেই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।" অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো প্রত্যাশা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ ওহী নাযিল করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোনো কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি; বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো তাঁর বসার জায়গা ত্যাগ করে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর থেকে বের হয়ে যায়নি। এমন সময় তাঁর উপর ওহী নাযিল শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হতো তখনও সে অবস্থা হল। এমনকি

ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অবস্থা দূর হয়ে গেলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হলো, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

তিনি [আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ছাড়া কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হলো–

১১. যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১২. তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভালো ধারণা করল না? আর বলল, না, 'এটা তো প্রকাশ্য অপবাদ।'

১৩. তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সেহেতু আল্লাহর নিকট তারাই চরম মিথ্যাবাদী।

১৪. ইহকালে ও পরকালে তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত।

১৫. যখন এটা তোমরা মুখে মুখে রটিয়ে বেড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো কাণ্ড জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর বিষয়।

১৬. তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দান করছেন তোমরা আর কখনো এর (অর্থাৎ এ আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা সত্যিকারে মু'মিন হয়ে থাক।

১৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমাতওয়ালা।

১৯. যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি ইহকাল ও পরকালে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ দয়ার্দ্র, বড়ই দয়াবান।

২১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ দেবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের একজনও কখনো পবিত্রতা লাভ

করতে সক্ষম হবে না। অবশ্য যাকে ইচ্ছে আল্লাহ পবিত্র করে থাকেন, আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং আল্লাহর পথে হিজরাতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীলু, বড়ই দয়ালূ।

২৩. যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা– তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে।

২৫. আল্লাহ সেদিন তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পুরোপুরিই হস্তান্তর করবেন আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

২৬. চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য, আর চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীনা নারীদের জন্য, চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্য, আর চরিত্রবান পুরুষ চরিত্রবতী নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে তা থেকে তারা পুত-পবিত্র। তাদের জন্য আছে সীমাহীন ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আন-নূর ২৪/১১-২৬)

আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন।

আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ মিসতাহ ইবনে উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ কসম করে বললেন, আমি মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করব। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন– তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মী-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। (সূরা আন-নূর ২২)

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে মার্জনা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ ﷺ-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনরায় দিতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বললেন, আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতে জাহাশ ﷺ-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যাইনাব ﷺ-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا সম্পর্কে কী জান কিংবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاবলেন, অথচ তাঁর

বোন হামনা ﷺ তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ রটিয়েছিলেন। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব (রহ) বলেন, ঐ সব লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই : 'উরওয়া ﷺ বলেন, আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোনো রমনীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনো দিন দেখিনি। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪; মাগাযী, অধ্যায় ৩৫, হাদীস ৪১৪১; মুসলিম, পর্ব ৪৯ : তাওবা, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৭৭০)

١٧٦٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِيْ ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَشِيْرُوْا عَلَيَّ فِيْ اُنَاسٍ اَبَنُوْا اَهْلِيْ وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِي مِنْ سُوْءٍ وَاَبَنُوْهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِيْ قَطُّ اِلَّا وَاَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِيْ سَفَرٍ اِلَّا غَابَ مَعِيْ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِيْ فَسَاَلَ عَنِّيْ خَادِمَتِيْ فَقَالَتْ لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلَّا اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَاْكُلَ خَمِيْرَهَا اَوْ عَجِيْنَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَصْدُقِيْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَسْقَطُوْا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلٰى تِبْرِ الذَّهَبِ الْاَحْمَرِ وَبَلَغَ الْاَمْرُ اِلٰى ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ اُنْثٰى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৭৬৪. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যা রটনা হয়েছে এবং আমি এ সম্পর্কে কিছুই অবগত না। তখন আমার ব্যাপারে ভাষণ দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য হামদ ও সানা পাঠ করলেন। এরপরে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে সব লোক আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ রটিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মন্দ কিছুই জানি না। তাঁরা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, আল্লাহর কসম, তার ব্যাপারেও আমি কখনও খারাপ কিছু দেখিনি এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরেও প্রবেশ করে না এবং আমি যখন কোন সফরে গিয়েছি সেও আমার সাথে সফরে গিয়েছে।

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে আগমন করলেন। তখন তিনি আমার খাদিমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি এ ছাড়া তাঁর কোন দোষ জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং বকরী এসে তাঁর খামির অথবা বললেন, গোলা আটা খেয়ে যেত। তখন কয়েকজন সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তখন সে বলল, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক কিছু অবগত নই, যা একজন স্বর্ণকার তার এক টুকরো লাল খাঁটি স্বর্ণ সম্পর্কে জানে। এ ঘটনা সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল যার সম্পর্কে এ অভিযোগ উঠেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি কখনও কোন মহিলার পর্দা উন্মুক্ত করিনি। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, পরবর্তী সময়ে এ (অভিযুক্ত) লোকটি আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করেন।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর কিতাবুত তাফসীর ২৪, অধ্যায়, হাদীস ৪৭৫৭; মুসলিম, পর্ব ৪৪: সাহাবাগণের মর্যাদা, হাদীস ২৪৮৮]

৫০তম অধ্যায়

كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاَحْكَامِهِمْ

মুনাফিক ও তাদের হুকুম

١٧٦٥. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اُبَيٍّ لِاَصْحَابِهِ - لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ - لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاَعَزُّ مِنْهَا الاَذَلَّ - فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ اُبَيٍّ فَسَاَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ قَالُوْا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِمَّا قَالُوْا شِدَّةٌ حَتّٰى اَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقِىْ فِىْ - اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَقَوْلُهُ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ قَالَ كَانُوْا رِجَالاً اَجْمَلَ شَيْءٍ.

১৭৬৫. যায়েদ ইবনে আরকাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকেদেরকে ঘিরে ধরল। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাথী-সঙ্গীদেরকে বলল, 'আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ তারা সরে পড়ে যারা তার আশে পাশে রয়েছে।" সে এও বলল, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে সবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবই।" (এ কথা শুনে) আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে' ডেকে পাঠালেন। সে অতি জোড়ালো কসম খেয়ে বলল, এ কথা সে বলেনি। তখন লোকেরা বলল, যায়েদ রাসূল ﷺ-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের এ কথায় আমার খুব দুঃখ হলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার সত্যতার পক্ষে আয়াত নাযিল করলেন : 'যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আগমন করে।" এরপর নবী ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, "কিন্তু তারা তাদের মাথা ফিরিয়ে নিল।" আল্লাহর বাণী : "দেয়ালে ঠেস লাগানো কাঠ সদৃশ"– (সূরা মুনাফিকূন : আয়াত-৪)। রাবী বলেন, লোকগুলো দেখতে অত্যাধিক সুন্দর ছিল।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫: তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৯০৩; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, হাদীস ২৭৭২]

١٧٦٦. حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَاَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ.

১৭৬৬. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী ﷺ তাঁর (কবরের) নিকট এলেন এবং তাকে বের করলেন। অতঃপর তার উপর স্বীয় থুথু নিক্ষেপ করলেন, তার নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাদীস ১২৭০, মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাদীস ৬৭৭৩]

নোট : কিন্তু কোনই উপকার সাধিত হয়নি তার কারণ, মুনাফিকীর কারণে সে নিজের পরকালকে বরবাদ করে ফেলেছিল।

١٧٦٧. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ اُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ اٰذِنِّىْ اُصَلِّىْ عَلَيْهِ فَاٰذَنَهُ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ ﷺ فَقَالَ اَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ اَنْ

تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ - اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا.

১৭৬৭. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক সর্দার)-এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি সেটা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছে পোষণ করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নবী ﷺ নিজের জামাটি তাঁকে প্রদান করলেন। যখন নবী ﷺ তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, তখন 'উমর ﷺ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকরদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন : আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোনো একটি করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : (যার অর্থ) "আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কখনো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না।" (সূরাহ্ আত্তাওবা : আয়াত-৮০)। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, অতঃপর নাযিল হলো ঃ (যার অর্থ) "তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে আপনি তাদের জানাযা কখনও আদায় করবেন না"। (সূরা আত্তাওবা : আয়াত-৮৪)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ২২, হাদীস ১২৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, হাদীস ২৭৭৪]

١٧٦٨. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ اَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتُرَوْنَ اَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ الْاٰيَةَ).

১৭৬৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বার নিকট দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল অধিক; কিন্তু অন্তরে বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ শুনছেন? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি চুপে চুপে বলি তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বললো, আমরা জোরে বললে যদি তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, 'তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না ... (হা মীম সিজদাহ : ২২; আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৪৮১৭]

١٧٦٩. حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى اُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ.

১৭৬৯. যায়েদ ইবনে সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করে তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী ফিরে আসলে একদল লোক বলতে লাগল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব, আর

অন্য দলটি বলতে লাগল, না, আমরা তাদেরকে হত্যা থেকে বিরত থাকব। এ সময়ই (তোমাদের হলো কী, তোমরা মুনাফিকরদের সম্পর্কে দু'দল হয়ে গেলে?) (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৮৮) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলাত, অধ্যায় ১০, হাদীস ১৮৮৪; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, হাদীস ২৭৭৬]

١٧٧٠. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اعْتَذَرُوْا إِلَيْهِ وَحَلَفُوْا وَأَحَبُّوْا أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَنَزَلَتْ (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا) الْأٰيَةَ.

১৭৭০. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন কতিপয় মুনাফিকরা ঘরে বসে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলে তাঁর কাছে শপথ করে ওজর উত্থাপন করত এবং যে কাজ করেনি সে কাজের জন্য প্রশংসিত হতে পছন্দ করত। তখন এ আয়াত নাযিল হলো "তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবসে"। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৮৮)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৪৫৬৭ : মুসলিম পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, হাদীস ২৭৭৭]

١٧٧١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُوْدَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوْا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوْهُ عَنْهُ فِيْمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كَذٰلِكَ - حَتّٰى قَوْلِهِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا.

১৭৭১. 'আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (রহ) তাঁর প্রহরীকে বললেন, হে নাফি'! তুমি ইবনে 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট গিয়ে বল, যদি প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শাস্তি প্রাপ্য হয় তাহলে সব মানুষই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইবনে 'আব্বাস ﷺ বললেন, এটা তোমাদের মাথা ঘামানোর বস্তু নয়। একদিন নবী ﷺ ইয়াহূদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের দেয়া উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা লাভের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে আনন্দিতও হয়েছিল। তারপর ইবনে 'আব্বাস ﷺ পাঠ করলেন–

(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كَذٰلِكَ - حَتّٰى قَوْلِهِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا).

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ওয়াদা নিয়েছিলেন আহলে কিতাবের, তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল। অতএব তারা যা বিনিময় গ্রহণ করল কত নিকৃষ্ট তা! তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য

আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তারা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান ৩/১৮৭-১৮৮)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৪৫৬৮; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় হাদীস ২৭৭৮]

١٧٧٢ . حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ.

১৭৭২. আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলমান হলো এবং সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান শিখে নিল। নবী ﷺ-এর জন্য সে অহী লিখত। অতঃপর সে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন। খ্রিস্টানরা তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এটা দেখে খ্রিস্টানরা বলতে লাগল– এটা মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর পারা যায় গভীর করে কবর খুঁড়ে তাকে আবার দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার দরুণ তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উত্তোলন করে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে দাফন করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা লাশটি ফেলে রাখল।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬১৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায়, হাদীস ২৭৮১]

١. بَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

১. কিয়ামাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

١٧٧٣ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

১৭৭৩. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেয়ামতের দিন একজন খুব মোটা ব্যক্তি আসবে; কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার পাখার চেয়ে ক্ষুদ্র হবে। তারপর তিনি বলেন, পাঠ করো, কেয়ামত দিবসে তাদের কাজের কোন গুরুত্ব দিব না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাদীস ৪৭২৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৮৫]

নোট : পুণ্য মনে করে তারা যে সকল কর্ম করেছে, সেগুলো কোন কাজে আসবে না।

١٧٧٤ . حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ

وَالْمَاءَ وَالثَّرٰى عَلٰى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلٰى إِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا قَدَرُوْا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

১৭৭৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী আলিমদের থেকে এক আলিম রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করলেন, "তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা আদায় করে না। কেয়ামতের দিন সারা দুনিয়া তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে থাকবে, আর আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। মহাত্ম তাঁরই, তারা যাদেরকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে তিনি তাদের বহু উর্ধ্বে।" (সূরা যুমার : আয়াত-৬৭)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৪৮১১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৮৬]

١٧٧٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ.

১৭৭৫. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা যমীনকে আপন মুঠোয় আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন : 'আমি বাদশা, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়?

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৬৫১৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৮৭]

١٧٧٦. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهٗ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُوْنُ السَّمٰوَاتُ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ.

১৭৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দুনিয়াটা তাঁর হাতের মুঠোতে তুলে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ একমাত্র আমিই।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৭ : তাওহীদ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৭৪১২; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১, হাদীস ২৭৮৭]

٢. بَابٌ فِي الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَصِفَةِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২. কিয়ামাত ও কিয়ামতের দিবসে যমীনের বর্ণনা

١٧٧٧. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهٗ لَيْسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ.

১৭৭৭. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে সাদা গমের রুটি যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না। [সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৬৫২১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ২, হাদীস ২৭৯০]

٣. بَابُ نُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

৩. জান্নাতীদের আপ্যায়ন

١٧٧٨ . حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُوْنُ الاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ نُزُلًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلٰى قَالَ تَكُوْنُ الاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاِدَامِهِمْ قَالَ اِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُوْنٌ قَالُوْا وَمَا هٰذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَاْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا.

১৭৭৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য নিজ হাতে তুলে নেবেন। যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় তার রুটি থেকে তুলে নেয়। এমন সময় একজন ইয়াহুদী ব্যক্তি এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বরকত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেই দিন) সমস্ত ভূ-মণ্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন (লোকটিও সেরূপই বলল)। এবার নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ল। এরপর তিনি বললেন : তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রুটির) তরকারী সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বললেন : তাদের তরকারী হবে বালাম এবং নুন। সাহাবগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন : ষাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরদা থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৬৫২০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৭৯২]

١٧٧٩ . حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَاٰمَنَ بِى الْيَهُوْدُ

১৭৭৯. আবূ হুরায়রা ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহুদী ঈমান গ্রহণ করত তবে সমস্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায়ই ঈমান আনত।

[বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৫২, হাদীস ৩৯৪১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৭৯৩]

٤. بَابُ سُؤَالِ الْيَهُوْدِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرُّوْحِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ اَلْاٰيَةَ

৪. নবীকে "রূহ" সম্পর্কে ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা ও আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫)

١٧٨٠ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْاَلُوْهُ لَا يَجِيْءُ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْاَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ اِنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلٰى عَنْهُ قَالَ - وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

১৭৮০. 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী ﷺ এর সাথে মদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখানি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহূদীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।' আর একজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন কোন জবাব দিবেন যা তোমরা পছন্দ করো না।' আবার কেউ কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা প্রশ্ন করবই।' অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : 'হে আবুল কাসিম! রূহ কী?' আল্লাহর রাসূল ﷺ নীরব রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন : "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে" । (বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮৫)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : 'ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১২৫; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৪, হা : ২৭৯৪]

١٧٨١. حَدِيثُ خَبَّابٍ ﷺ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا).

১৭৮১. খাব্বাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি কর্মকারের পেশায় নিয়োজিত ছিলাম। 'আস ইবনে ওয়াইলের কাছে কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলে সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে তোমার পাওনা দিব না। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দিয়ে তারপর তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, আমি মরে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত আমাকে অব্যাহতি দাও। শীঘ্রই আমাকে সম্পদ ও সন্তান দান করা হবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭৭-৭৮)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ২৯, হাদীস ২০৯১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৭৯৫]

٥. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

৫. আল্লাহ কাফিরদের শাস্তি দিবেন না যখন নবী ﷺ তাদের মধ্যে থাকবেন

١٧٨٢. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - فَنَزَلَتْ (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الْآيَةَ.

১৭৮২. আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেছেন, আবূ জাহেল বলেছিল, "হে আল্লাহ! যদি এ কুরআন যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও।" এরপর নাযিল হলো– "আর আল্লাহ তো এরূপ নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং

আল্লাহ এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন এমন অবস্থায় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাদের এমন কী রয়েছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করে?" (সূরা আনফাল : আয়াত-৩২-৩৪)

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৪৬৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৫, হাদীস ২৭৯৬]

٦.بَابُ الدُّخَانِ
৬. ধোঁয়া

١٧٨٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتّٰى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَأَنْزَلَ (اللهُ تَعَالٰى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ) قَالَ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ فَاسْتَسْقٰى لَهُمْ فَسُقُوْا فَنَزَلَتْ إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا إِلٰى حَالِهِمْ حِيْنَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ - قَالَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ.

১৭৮৩. মাসরূক (রহ) থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, অবস্থা এ জন্য যে, কুরাইশ যখন রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক দুর্ভিক্ষের জন্য দু'আ করলেন, যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ইউসুফ ﷺ-এর সময়ে। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে পতিত হলো যে, তারা হাড্ডি খেতে শুরু করল। তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তাড়নায় তারা আকাশ ও তাদের মধ্যে শুধু ধোঁয়ার মতো দেখতে পেত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, "সুতরাং তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা ছেয়ে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (কাফিরদের পক্ষ থেকে) এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি [রাসূল ﷺ] বললেন, মুদার গোত্রের জন্য দু'আ করতে বলছ। তুমি তো খুব সাহসী। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং বৃষ্টি হলো। তখন নাযিল হলো, "তোমরা তো তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।" যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে এলো, তখন আবার নিজেদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, "যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের প্রতিশোধ নিই।" বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন। [সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২, হাদীস ৪৮২১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৭৯৮]

٧.بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ
৭. চন্দ্র দ্বিখণ্ডন

١٧٨٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوْا.

১৭৮৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৬৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, হাদীস ২৮০০]

١٧٨٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

১৭৮৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। মক্কাবাসী কাফিররা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে নিদর্শন দেখানোর জন্য বললে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৬৩৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৮০২]

١٧٨٦. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর যুগে চাঁদ দু'খণ্ড হয়েছিল।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৭, হাদীস ৩৬৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৮০৩]

٨. بَابُ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৮. আল্লাহ তা'আলার চেয়ে আর কেউ অধিক ধৈর্যশীল নয়

١٧٨٧. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

১৭৮৭. আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কষ্টের কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোন কিছুই নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি তাদের বিপদ মুক্ত রাখেন এবং রিয্‌ক দান করেন।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৭১, হাদীস ৬০৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৮০৪]

١٧٨٨. حَدِيْثُ أَنَسٍ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ.

১৭৮৮. আনাস ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ শাস্তি ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, যদি পৃথিবীর ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি শাস্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে? সে উত্তর দিবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি আদম ﷺ-এর পৃষ্ঠে ছিলে, তখন আমি তোমার নিকট এর থেকেও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হলো, তুমি আমার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। কিন্তু তুমি তা না মেনে শিরক করতে শুরু করলে।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৩৩৪; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১০, হাদীস ২৮০৫]

٩. بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ

৯. কাফিরদেরকে (কেয়ামতের দিন) মুখের ভরে একত্রিত করা হবে

١٧٨٩. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِيْ أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

১৭৮৯. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী ﷺ কিয়ামতের দিন কাফেরদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? তিনি বললেন, যিনি এ পৃথিবীতে তাকে দু'পায়ের উপর চালাতে পারছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখে ভর করে তাকে চালাতে পারবেন না? কাতাদা ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভুর ইজ্জতের কসম!

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৪৭৬০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৮০৬]

١٠. بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَشَجَرِ الْأَرْزِ

১০. মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো সতেজ বৃক্ষের ন্যায়, কাফিরের দৃষ্টান্ত হলো পাইন গাছের মতো

١٧٩٠. حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالْاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ.

১৭৯০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তির উপমা হলো, সে যেন শস্যক্ষেত্রের কোমল চারাগাছ। যে কোন দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাস প্রবাহ বন্ধ হয় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ানো বৃক্ষের মতো, যাকে আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন ভেঙ্গে দেন।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৬৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮০৯]

١٧٩١. حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْاَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

১৭৯১. কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হলো সে শস্যক্ষেত্রের নরম চারা গাছের ন্যায়, যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে, আরেকবার সোজা করে দেয়। আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো, সে যেন ভূমির উপর কঠিনভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কোন ক্রমেই কাত করা যায় না। অবশেষে এক ঝটকায় তা মূলসহ উৎপাটিত হয়ে যায়।

[সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৫ : রুগী, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৬৪৩; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮১০]

١١. بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ

১১. মু'মিনের দৃষ্টান্ত খেজুর গাছের দৃষ্টান্তের মতো

١٧٩٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ.

১৭৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদা বললেন : গাছ পালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ, তোমরা আমাকে অবগত কর 'সেটি কী গাছ?' তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-পালার নাম ধারণ করতে লাগল। 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ বলেন, 'আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট থাকার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে বলে দিন সেটি কী গাছ?' তিনি বললেন : তা হলো খেজুর গাছ।

.(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অধ্যায় ৪, হাদীস ৬১; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম,, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৮১১)

١٢. بَابُ لَنْ يَدْخُلَ اَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى

১২. আল্লাহর রহমতের দ্বারা জান্নাত লাভ

١٧٩٣. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنْ يُنَجِّيَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.

১৭৯৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের 'আমল মুক্তি দেবে না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনাকেও না? তিনি বললেন : আমাকেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে রহমত দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি 'আমল করে নৈকট্য হাসিল কর। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর ইবাদত কর। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। মধ্যমপন্থা তোমাদেরকে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া অধ্যায় ১৮, হাদীস ৬৪৬৩; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৮১৬)

١٧٩٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا فَاِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ اَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.

১৭৯৪. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমরা যথাযথভাবে মধ্যমপন্থায় 'আমাল করতে থাক। আর সুসংবাদও গ্রহণ কর। কিন্তু (জেনে রেখো) কারো 'আমল তাকে জান্নাতে নেবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন : আমাকেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা ও রহমতের দ্বারা ঢেকে রেখেছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৮, হাদীস ৬৪৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম,, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৮১৮)

١٣. بَابُ اِكْثَارِ الْاَعْمَالِ وَالْاِجْتِهَادِ فِى الْعِبَادَةِ

১৩. বেশি বেশি সৎকর্ম ও ইবাদতে প্রচেষ্টা করা

١٧٩٥. حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتّٰى تَرِمُ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

১৭৯৫. মুগীরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করতেন; এমনকি তাঁর পদযুগল কিংবা তাঁর দু'পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হলো, এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৬, হাদীস ১১৩০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৮১৯)

١٤. بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

১৪. দ্বীনের নসীহত ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

١٧٩٦. حَدِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّيْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

১৭৯৬. আবূ ওয়াইল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, ‘হে আবূ ‘আবদুর রহমান! আমার ইচ্ছে জাগে যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত দান করেন। তিনি বললেন : এ কাজ থেকে আমাকে যে জিনিস বাধা দেয় তা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, নবী ﷺ ক্লান্তির আশংকায় আমাদের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ১২, হাদীস ৭০; মুসলিম, পর্ব ৫০ : মুনাফিক ও তাদের হুকুম, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৮২১)

৫১তম অধ্যায়

كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

জান্নাতের বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দাগণ

১৭৯৭. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

১৭৯৭. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৬৪৮৭; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা, হাদীস ২৮২২, ২৮২৩)

১৭৯৮. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

১৭৯৮. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, "কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো রয়েছে"। (সূরা সাজদাহ : আয়াত-১৭)
(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩২৪৪; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, আনন্দ-উপভোগ ও তার বাসিন্দা, হাদীস ২৮২৪)

١. بَابُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ لَا يَقْطَعُهَا

১. জান্নাতে এক বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোনো আরোহী শত বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না

১৭৯৯. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

১৭৯৯. আবূ হুরায়রা রাঃ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৮৮১; মুসলিম, পর্ব ৫১: অধ্যায় ১, হাদীস ২৮২৬)

১৮০০. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

১৮০০. সাহল ইবনে সা'দ রাঃ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৮৫২)

১৮০১. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

১৮০১. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী ঘোড়ার একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া শেষ হবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৮২৭, ২৮২৮)

٢. بَابُ إِحْلَالِ الرِّضْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا

২. জান্নাতবাসীদের উপর আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি এবং তিনি কখনও কোনদিন তাদের উপর রাগান্বিত হবেন না

١٨٠٢. حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَنَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

১৮০২. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে। হে আমাদের প্রতিপালক! উপস্থিত, আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। সুতরাং আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে প্রভু! এর চেয়েও উত্তম সে কোন বস্তু? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হব না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৪৯; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ২, হাদীস ২৮২৯)

٣. بَابُ تَرَائِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ

৩. জান্নাতের বালাখানাগুলো দেখতে আকাশের তারকা সদৃশ্য

١٨٠٣. حَدِيْثُ سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِيْ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِيْ عَيَّاشٍ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ.

১৮০৩. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতীরা জান্নাতের বালাখানাগুলো অবলোকন করতে পারবে, যেমন তোমরা আকাশে তারকাগুলো দেখতে পাও। (সানাদে অন্তর্ভুক্ত) রাবী 'আবদুল 'আযীয বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, আমি এ হাদীসটি নু'মান ইবনে আবূ আইয়্যাশকে বর্ণনা করছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, অবশ্যই আবু সা'ঈদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমি শুনেছি এবং এতে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন "যেরূপ অস্তমান তারকাকে আকাশের পর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তোমরা অবলোকন করে থাক।"

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৮৩০)

١٨٠٤. حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ.

১৮০৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের দরুণ। সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ছাড়া অন্যেরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য নবী বলে স্বীকার করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা অধ্যায় ৮, হাদীস ৩২৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ৩, হাদীস ২৮৩১)

٤. بَابُ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

৪. পূর্ণিমার চাঁদের মতো যে দলটি জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করবে তাদের ও তাদের স্ত্রীদের বর্ণনা

١٨٠٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوْجُ عُوْدُ الطِّيْبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ.

১৮০৫. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল। অতঃপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মতো। তারা পেশাব ও পায়খানা করবে না। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরি। তাদের ঘাম হবে মিসকের মতো সুগন্ধযুক্ত। তাদের ধনুচি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ হবেন তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একইরূপ। তারা সবাই তাদের আদি পিতা আদম ﷺ-এর আকৃতির মতো হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৩২৭; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ৬, হাদীস ২৮২৪)

٥. بَابُ فِيْ صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا مِنَ الْأَهْلِيْنَ

৫. জান্নাতের তাঁবুসমূহে এবং তাতে বসবাসরতা স্ত্রীগণ

١٨٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُوْنَ مِيْلًا فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمُ الْاٰخَرُوْنَ.

১৮০৬. আবূ মূসা আল-আশ'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, 'গুণসম্পন্ন মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতা ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোণে মু'মিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যেরা কখনো দেখেনি। (বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩২৪৩; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, হাদীস ২৮৩৮)

٦. بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

৬. এমন কতিপয় লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মতো

١٨٠٧. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ.

১৮০৭. আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম আঃ-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও, ঐ ফেরেশতা দলের প্রতি সালাম দাও এবং তাঁরা সালামের জওয়াব কিভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। কারণ এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। অতঃপর আদম (ফেরেশতাদের) বললেন, "আসসালামু আলাইকুম"। ফেরেশতাগণ তার উত্তরে 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ" বললেন। ফেরেশতারা সালামের জওয়াবে "ওয়া রহমাতুল্লাহ" শব্দটি অতিরিক্ত বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম আঃ-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের আঃ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ৩৩২৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৮৪১)

٧. بَابُ فِيْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا وَمَا تَأْخُذُ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ

৭. জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ, গভীরতা এবং এর ভিতরে শাস্তির আলোচনা

١٨٠٨. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

১৮০৮. আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৮৪৩)

٨. بَابُ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

৮. অত্যাচারীরা জাহান্নামের আগুনে এবং ও বিনীতরা জান্নাতে প্রবেশ করবে

١٨٠٩. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

১৮০৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করে। জাহান্নাম বলে দাম্ভিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিক দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কী হলো? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ ব্যক্তিরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে বলবেন, তুমি হলে আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে আমি অনুগ্রহ প্রদান করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হবে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পূর্ণতা। তবে জাহান্নামে পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর পা তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বাস, বাস, বাস। তখন জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি যুলুম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৮৫০; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৮৪৬)

١٨١٠. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ.

১৮১০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম সর্বদাই বলতে থাকবে– আরও কি আছে? এমন কি রাব্বুল ইজ্জত তাতে তাঁর পা রাখবেন। জাহান্নাম বলবে, 'বাস, থাম থাম, তোমার ইজ্জতের কসম! সেদিন তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮৩ : অঙ্গীকার ও নযর, অধ্যায় ১২, হাদীস ৬৬৬১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৮৪৮)

١٨١١. حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ ثُمَّ يُنَادِىْ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ - وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَهٰؤُلَاءِ فِىْ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

১৮১১. আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে নিয়ে আসা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, এটা কি জিনিস তোমরা কি চিন? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ হলো মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন, "তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।"

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৭৩০; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৮৪৯)

١٨١٢ . حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ .

১৮১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন জান্নাতীগণ জান্নাত আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে হাজির করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! (এখন আর কোনো) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর জাহান্নামীদের বিষন্নতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৪৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮৫০)

١٨١٣ . حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ .

১৮১৩. আবূ হুরায়রা রাঃ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮৫২)

١٨١٤ . حَدِيْثُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ .

১৮১৪. হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযাঈ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় সম্পর্কে বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তাঁরা যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসে, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না? যারা রূঢ় স্বভাবের, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৯১৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৮৫৩)

١٨١٥ . حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِيْ زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ .

১৮১৫. 'আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে খুতবা দিতে শুনেছেন, খুতবায় তিনি কওমে সামুদের প্রতি প্রেরিত উষ্ট্রী ও তার পা কাটার কথা বর্ণনা করেন। তারপর রাসূল (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا) এর ব্যাখ্যায় বললেন, ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল, যে সে সমাজের মধ্যে আবূ যাম'আর মতো প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল। এ খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মতো মারধর করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সাথে এক বিছানায় মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন, তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির জন্য যে কাজটি সে নিজেও করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৯৪২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৮৫৫)

١٨١٦. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَىِّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ وَكَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

১৮১৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আমি 'আমর ইবনে 'আমির খুয'আইকে তার বহির্গত নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৫২১; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৩, হাদীস ২৮৫৬)

٩. بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৯. পৃথিবীর ধ্বংস এবং পুনরুত্থান দিবসে মানুষের একত্র সমাবেশ

١٨١٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ.

১৮১৭. 'আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন : এরূপ ইচ্ছে করার চেয়েও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬৫২৭; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮৫৯)

١٨١٨. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ - الْاٰيَةَ وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِىْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ قَالَ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ.

১৮১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন : নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। কুরআনের আয়াত : "যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব।" আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম ﷺ-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মত থেকে কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বামওয়ালাদের (বাম হাতে আমালনামা প্রাপ্ত) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয়ই তুমি জান না তোমার পরে এরা কী করেছে। তখন আমি আবেদন করব, যেমন আবেদন করেছে নেককার বান্দা অর্থাৎ 'ঈসা ﷺ। অর্থাৎ যতদিন আমি ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম" পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন. এরপর জবাব দেয়া হবে। এরা সর্বদাই দ্বীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপর বিদ্যমান ছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬৫২৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮৬০)

١٨١٩. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوا وَتُمْسِىْ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا.

১৮১৯. আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। ১. একদল তো হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসক্ত ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। ২. দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহণকারী। ৩. আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থাকবে আগুনও তাদের সাথে সেখানে থেমে যাবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল অতিবাহিত করবে আগুনও সেখানে তাদের সঙ্গে সকাল করবে। সেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ৬৫২২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৮৬১)

١٠. بَابُ فِىْ صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَعَانَنَا اللّٰهُ عَلٰى اَهْوَالِهَا

১০. পুনরুত্থান দিবসের বর্ণনা

١٨٢٠. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهٖ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ.

১৮২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। "যেদিন সব মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডয়মান।" (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত-৬) নবী ﷺ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির কানের লতি পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায়, হাদীস ৪৯৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৮৬২)

١٨٢١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ.

১৮২১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনিক তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৬৫৩২; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৫, হাদীস ২৮৬৩)

١١. بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ عَلَيْهِ وَاِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

১১. কবরের শাস্তির প্রমাণ এবং তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

١٨٢٢. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৮২২. 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হয়,

তাকে জাহান্নামাদের (অবস্থান) স্থল দেখানো হয় আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে দেখানো হয়)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ১৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৬৮৮)

١٨٢٣. حَدِيْثُ اَبِيْ اَيُّوْبَ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا.

১৮২৩. আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবী ﷺ বের হলেন। তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, ইয়াহূদীদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৭, হাদীস ১৩৭৫; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৮৬৯)

١٨٢٤. حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا.

১৮২৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে, সে তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। (হাদীসটি গোরস্থানে জুতা পরে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে) এ সময় দু'জন ফেরেশতা তার নিকট এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে দৃষ্টি দাও, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান দান করেছেন। তখন সে দু'টি স্থলের দিকেই দৃষ্টি ফিরে দেখবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৬, হাদীস ১৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৮৭০)

١٨٢٥. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ اُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

১৮২৫. বারাআ ইবনে আযিব ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন হাজির করা হয় ফেরেশতাগণকে। অতঃপর (ফেরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে) সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।" এটা আল্লাহর কালাম : (যার অর্থ) "আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও পরকালে অবিচল রাখবেন সে সব লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে।" (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-২৭)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৬, হাদীস ১৩৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৮৭১)

١٨٢٦. حَدِيْثُ اَبِيْ طَلْحَةَ ﷺ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ اَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِاَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوْا فِيْ طَوِيٍّ مِنْ اَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ اَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشٰى وَاتَّبَعَهُ اَصْحَابُهُ وَقَالُوْا مَا نُرٰى يَنْطَلِقُ اِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِاَسْمَائِهِمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ اَيَسُرُّكُمْ اَنَّكُمْ اَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ - فَاِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا - قَالَ

فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لَا اَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ.

১৮২৬. আবু তালহা ﷺ থেকে বর্ণিত। বদরের দিন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো দলের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করলে সে স্থানের পার্শ্বে তিন দিন অবস্থান করতেন। বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন, সওয়ারীর জিন শক্ত করে বাঁধা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে অগ্রসর হলে সাহাবাগণও তাঁর পেছনে পেছনে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বলেন, আমরা ধারণা করছিলাম কোনো প্রয়োজনে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহিত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর বিষয় ছিল? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরাও কি তা সত্য পেয়েছ? বর্ণনাকারী বলেন, 'উমর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আত্মাহীন দেহগুলোর সাথে কী কথা বলছেন? নবী ﷺ বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক শ্রবণ করতে পারছ না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৯৭৬; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৮৭৫)

١٢. بَابُ اِثْبَاتِ الْحِسَابِ

১২. পুনরুত্থান দিবসে হিসাবের প্রমাণ

١٨٢٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ اِلَّا رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَوَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا - قَالَتْ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكِ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ.

১৮২৭. নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কোনো কথা শুনে না বুঝলে বার বার প্রশ্ন করতেন। একদা নবী ﷺ বললেন, "(কিয়ামতের দিন) যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।" আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি, (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে) (সূরা ইনশিক্বাক : আয়াত-৮)। তখন তিনি বললেন : তা কেবল হিসেবে প্রকাশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুংখানো পুংখানো নেয়া হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩ : ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান), অধ্যায় ৩৬, হাদীস ১০৩; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৮৭৬)

١٨٢٨. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ.

১৮২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেন তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সেই আযাব পতিত হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামাতের দিন) প্রত্যেককে তার 'আমল অনুসারে উঠানো হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ১৯, হাদীস ৭১০৮; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১৯, হাদীস ২৮৭৯)

৫২তম অধ্যায়

كِتَابُ الْفِتَنِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ

ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতসমূহ

١. بَابُ اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَفَتْحِ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

১. ফিতনা নিকটবর্তী হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজের (দেয়াল) খুলে যাওয়া

١٨٢٩. حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعِهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

১৮২৯. যায়নাব বিনতে জাহাশ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য বা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ ﷺ বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে।
(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৩৪৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৮৮০)

١٨٣٠. حَدِيثُ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِينَ.

১৮৩০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতির মতো করে দেখালেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৩৪৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১, হাদীস ২৮৮১)

٢. بَابُ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَؤُمُّ الْبَيْتَ

২. কা'বা আক্রমণকারী সৈন্যদলের যমীনে দেবে যাওয়া

١٨٣١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ.

১৮৩১. আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, (পরবর্তী যামানায়) একদল সৈন্য কা'বা (ধ্বংসের উদ্দেশে) অভিযান চালাবে।

যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের অগ্রবাহিনী ও পশ্চাৎবাহিনী সকলকে কিভাবে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ সে সেনাবাহিনীতে তাদের বাজারের (পণ্য-সামগ্রী বহনকারী) লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়, তিনি বললেন, তাদের আগের পিছের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপরে (কিয়ামতের দিবসে) তাদের নিজেদের নিয়্যাত অনুযায়ী উত্থিত করা হবে।

(বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৪৯, হাদীস ২১১৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৮৮৩)

٣. بَابُ نُزُوْلِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

৩. অজস্র বৃষ্টির ফোঁটার মতো ফিতনা অবতরণ

١٨٣٢. حَدِيْثُ أُسَامَةَ ﷺ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرٰى إِنِّيْ لَأَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

১৮৩২. উসামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনার কোন একটি পাথর নির্মিত গৃহের উপর আরোহণ করে বললেন : আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাও? (তিনি বললেন) বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থানসমূহের মতো আমি তোমাদের ঘরসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।

(বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত, অধ্যায় ৮, হাদীস ১৮৭৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৮৮৫)

١٨٣٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

১৮৩৩. আবূ হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, শীঘ্রই ফিতনাসমূহ আসতে থাকবে। ঐ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি ভ্রাম্যমান ব্যক্তি থেকে অধিক রক্ষিত আর ভ্রাম্যমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করবে ফিতনা তাকে চার দিকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোনো ব্যক্তি তার দ্বীন রক্ষার জন্য কোনো ঠিকানা কিংবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই সঠিক হবে।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬০১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৮৮৬)

٤. بَابُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

৪. দু'জন মুসলিম যখন তরবারি নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়

١٨٣٤. حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرَةَ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

১৮৩৪. আহনাফ ইবনে কায়েস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী ﷺ-কে] সাহায্য করতে অগ্রসর হলাম। আবূ বকরা ﷺ-এর সাথে আমার দেখা হলে তিনি বললেন : তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য

করতে যাচ্ছি। তিনি বললেন : ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : অধ্যায় ২২, হাদীস ৩১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ২৮৮৮)

١٨٣٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

১৮৩৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবি হবে এক।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬০৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ১৫৭)

٥. بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَكُوْنُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

৫. কেয়ামত পর্যন্ত সংঘঠিত ঘটনাবলি সম্পর্কে নবী ﷺ-এর সংবাদ প্রদান

١٨٣٦. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيْتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.

১৮৩৬. হুযাইফাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ দিলেন যাতে কিয়ামাত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলো স্মরণ রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে। আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে। আমি ভুলে যাওয়া কোনো কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে যেমন, কোনো ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮২ : তাক্বদীর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৬৬০৪; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৮৯১)

٦. بَابُ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

৬. সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে

١٨٣٧. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيْءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ.

১৮৩৭. হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা উমর ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের

মধ্যে কে স্মরণ রেখেছ? হুযাইফা ﷺ বললেন, যেমনভাবে তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি স্মরণে রেখেছি। উমর ﷺ বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাণী মনে রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, সালাত, সিয়াম, সদকা, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ দূরীভূত করে দেয়। উমর ﷺ বললেন, তা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি সেই ফিতনার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের মতো ভয়াল হবে।

হুযাইফা ﷺ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযাইফা ﷺ বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর ﷺ বললেন, তাহলে তো আর কোনো দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফা ﷺ-এর ছাত্র শাকীক (রহ) বলেন] আমরা জিজ্ঞেস করলাম, উমর ﷺ কি সে দরজাটি সম্বন্ধে জানতেন? হুযাইফা ﷺ বললেন, হ্যাঁ। দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ত্রুটিযুক্ত নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফা ﷺ-এর নিকট জানতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরূক (রহ)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি উমর ﷺ নিজেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫২৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ১৪৪)

٧. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

৭. ফোরাত নদী সোনার পাহাড়ে উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না

١٨٣٨. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

১৮৩৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার গর্ভস্থ থেকে স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

(বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৭১১৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ৮, হাদীস ২৮৯৪)

٨. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ

৮. হিজায থেকে আগুন বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না

١٨٣٩. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى.

১৮৩৯. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুসরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দেবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২৪, হাদীস ৭১১৮; মুসলিম, পর্ব ৩৩ : ইমারাত বা নেতৃত্ব, অধ্যায় ৪১, হাদীস ১৯০২)

٩. بَابُ الْفِتْنَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ

৯. ফিতনা পূর্ব দিক থেকে যেখান থেকে শয়তানের শিং বেরিয়ে আসে

١٨٤٠. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

১৮৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিতনা সে দিকে যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৭০৯৩; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৯০৫)

١٠. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَعْبُدَ دَوْسٌ ذَا الْخَلَصَةِ

১০. দাউস গোত্র যালখালাসার ইবাদাত না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না

١٨٤١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلٰى ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

১৮৪১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ 'যুল্খালাসাহ্‌র' পাশে দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। যুল্খালাসাহ' হলো দাউস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলী যুগে তারা এর উপাসনা করত।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৭১১৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯০৬)

١١. بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنّٰى أَنْ يَكُوْنَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلَاءِ

১১. কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি বলবে, মৃতের জায়গায় যদি আমি থাকতাম

١٨٤٢. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَهُ.

১৮৪২. আবূ হুরায়রা ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

(বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৭১১৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৫৭)

١٨٤٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

১৮৪৩. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাগৃহ ধ্বংস করবে।

(বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ১৫৯১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৯০৯)

١٨٤٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

১৮৪৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩৫১৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯১০)

١٨٤٥. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

১৮৪৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না তোমরা এমন জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মতো।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৬, হাদীস ২৯২৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯১২)

١٨٤٦. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ.

৩৬০৪. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলো (যুবকগণ) মানুষের ধ্বংস ডেকে আনবে। সাহাবাগণ বললেন : তখন আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন? তিনি বললেন : মানুষেরা যদি এদের সংসর্গ ত্যাগ করত তবে উত্তম হতো।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬০৪; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯১৮)

١٨٤٧. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لَا يَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৮৪৭. আবূ হুরায়রা ﷺ সূত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসরা ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কিসরা হবে না। আর কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কায়সার হবে না এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে বণ্টিত হবে।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাদীস ৩০২৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯১৮)

١٨٤٨. حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৮৪৮. জাবির ইবনে সামূরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্‌রা হয়ে যাবে অতঃপর আর কোনো কিসরা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোনো কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে।

(বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩১২১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ২৯১৯)

١٨٤٩. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ.

১৮৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন বিজয় লাভ করবে তোমরাই। স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহুদী আমার পিছনে, একে হত্যা কর।

(বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৫৯৩; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯২১)

١٨٥٠. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ.

১৮৫০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাচারী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করবে। (বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬০৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ১৫৭)

١٢. بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ
১২. ইবনে সাইয়্যাদের বর্ণনা

١٨٥١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ إِنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِيْنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيْهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ.

১৮৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে ইবনে সাইয়্যাদের নিকট যান। তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইবনে সাইয়্যাদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আগমন সে কিছু টের না পেতেই নবী ﷺ তাঁর পিঠে হাত দিয় মৃদু আঘাত করলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল? তখন ইবনে সাইয়্যাদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রাসূল।

ইবনে সাইয়্যাদ নবী ﷺ-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী দেখ? ইবনে সাইয়্যাদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সংবাদ সবই আসে। নবী ﷺ বললেন, আসল অবস্থা তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি। ইবনে সাইয়্যাদ বলল, তা হচ্ছে ধোঁয়া। নবী ﷺ বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। উমর ﷺ বলে উঠলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে হুকুম দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী ﷺ বললেন, যদি সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না, যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোনো লাভ নেই।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৮, হাদীস ৩০৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩১)

١٨٥٢. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

১৮৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ও উবাই ইবনে কা'ব ﷺ উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইবনে সাইয়্যাদ অবস্থান করছিল। যখন নবী ﷺ সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, ইবনে সাইয়্যাদের অজান্তে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইবনে সাইয়্যাদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে কী কী যেন গুণগুণ করছিল। তার মা নবী ﷺ-কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ শাখার আড়ালে আসছেন। তখন সে ইবনে সাইয়্যাদকে বলে উঠল, হে সাফ! এ ছিল তার নাম। সে জলদি উঠে দাঁড়াল। তখন নবী ﷺ বললেন, নারীটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৮, হাদীস ৩০৫৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩১)

١٨٥٣. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِى النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا قَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ.

১৮৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর নবী ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর কওমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ ﷺ তাঁর কওমকেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোনো নবী তাঁর কওমকে জানাননি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে এক চক্ষু বিশিষ্ট আর অবশ্যই আল্লাহ এক চক্ষু বিশিষ্ট নন।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৭৮, হাদীস ৩০৫৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩১)

١٣. بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتِهٖ وَمَا مَعَهٗ

১৩. দাজ্জাল, তার ও তার সাথে যারা থাকবে তাদের বর্ণনা

١٨٥٤. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنَّ اللهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ اَلَا اِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

১৮৫৪. 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ট্যারা নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু ট্যারা। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ অধ্যায় ৪৮, হাদীস ৩৪৩৯; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩১)

١٨٥٥. حَدِيْثُ اَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلَا اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ.

১৮৫৫. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এমন কোনো নবী প্রেরিত হননি যিনি তার উম্মাতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখ, সে কিন্তু কানা, আর তোমাদের প্রভু কানা নন। আর তার দু'চোখের মাঝখানে কাফির শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৭১৩১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২০, হাদীস ২৯৩৩)

١٨٥٦. حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ اَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ اِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَاَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ اَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَاَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ اَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرَى اَنَّهَا نَارٌ فَاِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ.

১৮৫৬. উকবা ইবনে আমর رضي الله عنه হুযাইফা-কে বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হয়ে আসবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে আগুনের মত দেখবে তা হবে মূলত ঠাণ্ডা পানি। আর যাকে মানুষ ঠাণ্ডা পানির মতো দেখবে, তা হবে আসলে দহনকারী অগ্নি। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাকে সে আগুনের মতো দেখতে পাবে। কেননা, আসলে তা সুস্বাদু শীতল পানি।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের عليهم السلام হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫০, হাদীস ৩৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩৪)

١٨٥٧. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِىٌّ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اَنْذَرْتُكُمْ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ.

১৮৫৭. আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা অবগত করব না, যা কোনো নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে এক চোখওয়ালা, সে সাথে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি জাল ছবি নিয়ে আগমন করবে। সুতরাং যাকে সে বলবে যে, এটি জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের কাছে তেমনি সাবধান করছি, যেমনি নূহ عليه السلام তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সাবধান করেছেন।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের عليهم السلام হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৩, হাদীস ৩৩৩৮; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩৬)

١٤. بَابُ فِىْ صِفَةِ الدَّجَّالِ وَتَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ وَقَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَاِحْيَائِهِ

১৪. দাজ্জালের বর্ণনা, মদীনায় প্রবেশ তার জন্য নিষিদ্ধ করা হবে, তার দ্বারা একজন মু'মিনকে হত্যা এবং সে মু'মিনকে আবার জীবিতকরণ

١٨٥٨. حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثًا طَوِيْلًا عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ اَنْ قَالَ يَاْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلَا اُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

১৮৫৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত কথাসমূহের মাঝে তিনি এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, মদীনার প্রবেশ পথে অনুপ্রবেশ করা দাজ্জালের জন্য হারাম

করে দেয়া হয়েছে। তাই সে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মদীনার নিকটবর্তী কোনো একটি বালুকাময় জমিতে অবতরণ করবে। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি হাজির হবে যে উত্তম ব্যক্তি হবে বা উত্তম মানুষের একজন হবে এবং সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই হলে সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে পূর্বেই অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? তারা বলবে, না। এরপর দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চেয়ে অধিক প্রত্যয় আমার আর কখনো ছিল না। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু সে লোকটিকে হত্যা করতে আর সক্ষম হবে না।

(বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত অধ্যায় ৯, হাদীস ১৮৮২; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩৮)

١٥. بَابُ فِي الدَّجَّالِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ

১৫. আল্লাহর নিকট দাজ্জালের মর্যাদা খুবই নিম্নে

١٨٥٩. حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ.

১৮৫৯. মুগীরাহ ইবনে শু'বা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম সেরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন : তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পর্বত পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন : আল্লাহর নিকট অতি সহজ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৭১২২; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, হাদীস ২৯৩৯)

١٦. بَابُ فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ

১৬. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে তার অবস্থান

١٨٦٠. حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

১৮৬০. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন কোনো শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণা করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৯ : মদীনার ফযীলত অধ্যায় ৯, হাদীস ১৮৮১; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৪, হাদীস ২৯৪৩)

١٧. بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ
১৭. কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া

١٨٦١. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ.

১৮৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত যাদের জীবদ্দশায় সংঘটিত হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।
(বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ৫, হাদীস ৭০৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৯৪৯)

١٨٦٢. حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا بِالْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

১৮৬২. সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলের নিকটবর্তী অঙ্গুলিদ্বয় এভাবে একত্র করে বললেন, কিয়ামত ও আমাকে এমনিভাবে পাঠানো হয়েছে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, হাদীস ৪৯৩৬; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৯৫০)

١٨٦٣. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

১৮৬৩. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সঙ্গে এ রকম।
(বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া অধ্যায় ৩৯, হাদীস ৬৫০৪; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ২৯৫১)

١٨. بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ
১৮. (পুনরুত্থান দিবসে) সিঙ্গায় দু'বার ফুঁক দেয়ার মাঝে সময়ের ব্যবধান

١٨٦٤. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلٰى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৮৬৪. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের চল্লিশের দিনের ব্যবধান হবে। [আবূ হুরায়রা ﷺ]-এর এক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন শিরদাঁড়ার হাড় ব্যতীত মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, হাদীস ৪৯৩৫; মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ২৭, হাদীস ২৯৫৫)

৫৩তম অধ্যায়

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা

١٨٦٥. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

১৮৬৫. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।

(বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া অধ্যায় ৪২, হাদীস ৬৫১৪; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৬০)

١٨٦٦. حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِي ﷺ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

১৮৬৬. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﷺ থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে আউফ আনসারী ﷺ যিনি বনী আমির ইবনে লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ ﷺ-কে বাহরাইনের জিযিয়া আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন। আর রাসলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন এবং আলা ইবনে হাযরামী ﷺ-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবাইদা ﷺ বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ নিয়ে আসলেন। আনসারগণ আবূ উবাদার আগমন বার্তা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাতে সবাই উপস্থিত হন। যখন আল্লাহর রাসূল তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবূ উবাইদা ﷺ কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কাবোধ করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছে

(বুখারী, পর্ব ৫৮ : জিযিয়া কর ও রক্ত পণ, হাদীস ৩১৫৮; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৬১)

١٨٦٧. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ.

১৮৬৭. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে অধিক মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখে, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩০, হাদীস ৬৪৯০; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৬৩)

١٨٦٨. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هٰذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا

وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.

১৮৬৮. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। ১. একজন শ্বেতরোগী, ২. একজন মাথায় টাকওয়ালা আর ৩. একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। সুতরাং, তিনি তাদের নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন।

১. ফেরেশতা প্রথমে শ্বেত রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন জিনিস অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হলো। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? সে জবাব দিল– উট। অথবা সে বলল, গরু। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বেতরোগী বা টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। সুতরাং তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হলো। তখন ফেরেশতা বললেন, এতে তোমার জন্য বরকত হোক।"

২. (বর্ণনাকারী বলেন) ফেরেশতা টাকওয়ালার নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমার নিকট কি জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ দূর হয়ে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাকা চলে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অত্যাধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'গরু'। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন এবং ফেরেশতা দোয়া করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক।

৩. পরিশেষে ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী ﷺ বললেন, তখন ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে উঠল।

অতঃপর ঐ ফেরেশতা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর নিকট এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সম্বল ফুরিয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। আমি তোমার নিকট ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায়িত্ব রয়েছে। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ হতে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি পূর্বে ছিলে।

অতঃপর ফেরেশতা মাথায় টাকওয়ালার নিকট তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তেমনই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেত রোগীকে বলেছিলেন। সেও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতরোগী। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তেমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, যেমন তুমি ছিলে।

শেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সহায়-সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌছার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোনো গতি নেই। তাই আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌছতে পারব। সে বলল, প্রকৃতপক্ষেই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম। আল্লাহর জন্য তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোনো প্রশংসাই দাবি করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা নেয়া হলো মাত্র। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথীদ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, হাদীস ৩৪৬৪; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৬৪)

١٨٦٩. حَدِيثُ سَعْدٍ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي.

১৮৬৯. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহর পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যুদ্ধকালীন এমন অবস্থায় দেখেছি নিজেদেরকে যে, দুবলাহ গাছের পাতা ও বাবলা ছাড়া খাবারের কিছুই ছিল না। কেউ কেউ বকরীর পায়খানার মতো পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুকনা। অথচ এখন আবার বনূ আসাদ (গোত্র) এসে ইসলামের উপর চলার জন্য আমাকে তিরস্কার করছে। এখন আমি যেন শংকিত আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৬৪৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৯৬৬)

١٨٧٠. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

১৮৭০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৬৪৬০; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১২, হাদীস ১০৫৫)

١٨٧١. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

১৮৭১. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা একাধারে তিন রাত গমের রুটি পেট ভরে খাননি।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া খাদ্য, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৫৪১৬; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৭০)

١٨٧٢. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.

১৮৭২. আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার একদিনে যখনই দুবেলা খানা খেয়েছেন একবেলা শুধু খুরমা খেয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৬৪৫৫; মুসলিম, পর্ব ৫৩ সাংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা হাদীস ২৯৭১)

١٨٧٣. حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ

(قَالَ عُرْوَةُ) فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا.

১৮৭৩. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলছেন, ভাগ্নে! আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। [উরওয়াহ বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালা। আপনারা তাহলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখত। আনসারদের কয়েকটি ঘর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া হিসেবে পাঠাত, তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, হাদীস ২৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৭২)

١٨٧٤. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

১৮৭৪. আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল হলো সে সময় আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর ও পানি খেলাম।

(বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ৬, হাদীস ৫৩৮৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৭৫)

١٨٧٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتّٰى قُبِضَ.

১৮৭৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিনদিন আহার করে পরিতৃপ্ত হননি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭০ : খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৩৭৪; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৭৬)

١. بَابُ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ

১. ক্রন্দরত অবস্থা ব্যতীত নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুমকারী ব্যক্তিদের এলাকায় প্রবেশ করো না

١٨٧٦. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

১৮৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দরনত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতিও আসতে না পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৪৩৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৯৮)

١٨٧٧. حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِيْنَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِيْ كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.

১৮৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সামূদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। আর তখন তারা এর কূপের পানি মশকে ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা ঐ কূপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ফেলে দেয়, আর পানিতে গুলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায়, আর তিনি তাদের আদেশ করলেন যেন ঐ কূপ থেকে মশক ভরে যেখান থেকে [সালিহ ﷺ] এর উটনীটি পানি পান করত।

(বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, হাদীস ৩৩৭৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৮০)

٢. بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْيَتِيْمِ
২. বিধবা, দরিদ্র ও ইয়াতিমদের মঙ্গল সাধন

١٨٧٨. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

১৮৭৮. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা ও মিসকীনের জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা সারা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মতো।

(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১, হাদীস ৫৩৫৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৮২)

٣. بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ
৩. মসজিদ নির্মাণের মর্যাদা

١٨٧٩. حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

১৮৭৯. উবাইদুল্লাহ খাওলানী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবনে আফফান ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে। বুকায়র (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় রাবী আসিম (রহ) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ গৃহনির্মাণ করে দেবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সালাত, অধ্যায় ৬৫, হাদীস ৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৩৩)

٤. بَابُ تَحْرِيْمِ الرِّيَاءِ
৪. লোক দেখানো আমলের নিষিদ্ধতা

١٨٨٠. حَدِيْثُ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللهُ بِهِ.

১৮৮০. জুনদাব ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে লোক-শোনানো দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ইবাদাত করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে লোক দেখানো দেবেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩৬, হাদীস ৬৪৯৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৮৬)

٥. بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ
৫. বাক বা কথাবার্তা সংযত করা

١٨٨١. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

১৮৮১. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক-এর দূরত্বের চেয়ে অধিক।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৬৪৭৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৮৮)

٦. بَابُ عُقُوْبَةِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ

৬. যে ব্যক্তি ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় অথচ সে নিজেই তা করে না এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে অথচ সে নিজেই তা করে, তার শাস্তি

١٨٨٢. حَدِيْثُ أُسَامَةَ قِيْلَ لَهُ لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّيْ لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أَسْمِعُكُمْ إِنِّيْ أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُوْلُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيْرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

১৮৮২. উসামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হলো, কত উত্তম হতো! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির [উসমান ﷺ]-এর নিকট যেতেন এবং তাঁর সাথে আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সাথে আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সাথে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি একটি দ্বার খুলে না বসি। আমি দ্বার উম্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোনো ব্যক্তিকে- যিনি আমাদের আমির নির্বাচিত হয়েছেন এ কারণে তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কী বলতে শুনেছেন? উসামা ﷺ বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভূড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এহেন অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায়কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না, আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।
(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৯৮৯)

٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهٖ

৭. কারো পাপ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

١٨٨٣. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

১৮৮৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মত ক্ষমা পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ্ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর পর্দা উন্মুক্ত করে ফেলল।

(বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৬০, হাদীস ৬০৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৯০)

٨. بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ

৮. হাঁচি দিলে 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলা এবং হাই তোলার অপছন্দনীয়তা

١٨٨٤. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْأٰخَرَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ.

১৮৮৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ-এর সামনে দু' ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন নবী ﷺ একজনের জবাব দিলেন। অপরজনের জবাব দিলেন না। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এই ব্যক্তি আলহামদু লিল্লাহ বলেছে। আর ঐ ব্যক্তি আলহামদু লিল্লাহ বলেনি। (তাই হাঁচির জবাব দেয়া হয়নি)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ১২৩, হাদীস ৬২২১; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৯১)

١٨٨٥. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ.

১৮৮৫. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা প্রতিরোধ করবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১১, হাদীস ৩২৮৯; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৯, হাদীস ২৯৯৪)

٩. بَابٌ فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌ

৯. ইঁদুর সম্পর্কে এবং তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে

١٨٨٦. حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَا يُدْرٰى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّيْ لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِيْ مِرَارًا فَقُلْتُ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ.

১৮৮৬. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কী পরিণতি হলো আর আমি তাদেরকে ইঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগী দুগ্ধ রাখা হয় তারা তা পান করে। (আবু হুরায়রা ﷺ বলেন) আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন? আপনি কি এটা নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পাঠ করেছি?

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১৫, হাদীস ৩৩০৫; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৯৯৭)

١٠. بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

১০. একই গর্তে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না

١٨٨٧ . حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

১৮৮৭. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। (সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৮৩, হাদীস ৬১৩৩; মুসলিম, হাদীস ২৯৯৮)

١١. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَخِيفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ

১১. কাউকে অধিক প্রশংসা করা নিষিদ্ধ

١٨٨٨ . حَدِيْثُ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ.

১৮৮৮. আবু বকর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তিনি এ কথা কয়েকবার বললেন, অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহর প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ মনে করি।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১৬, হাদীস ২৬৬২; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৩০০০)

١٨٨٩ . حَدِيْثُ أَبِىْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِيْ عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ (أَوْ قَطَعْتُمْ) ظَهَرَ الرَّجُلِ.

১৮৮৯. আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষ্যদান, অধ্যায় ১৭, হাদীস ২৬৬৩; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ১৩, হাদীস ৩০০১)

١٢. بَابُ مُنَاوَلَةِ الْأَكْبَرِ

১২. অধিক বয়স্ককে অগ্রগণ্য করা

١٨٩٠ . حَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِىْ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

১৮৯০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বর্ণিত করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার নিকট দু' ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন হতে বয়সে বড়। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলে আমাকে বলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিলাম।
(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৪ : ওযু, অধ্যায় ৭৪, হাদীস ২৪৬; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, অধ্যায় ৪, হাদীস ২২৭১)

١٣. بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحَدِيْثِ وَحُكْمِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

১৩. কথা বলায় স্পষ্টতা অবলম্বন করা এবং 'ইলম লিখে রাখার হুকুম

١٨٩١. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ.

১৮৯১. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোনো গণনাকারী গুণতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৩, হাদীস ৩৫৬৭; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২৪৯৩)

١٤. بَابُ فِيْ حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ وَيُقَالُ لَهُ حَدِيْثُ الرَّحْلِ

১৪. মক্কা থেকে মদীনায় (নবী ﷺ-এর হিজরতের বর্ণনা) আর এটাকে বলা হয় ভ্রমণের হাদীস

١٨٩٢. حَدِيْثُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ ﷺ اِلٰى اَبِيْ فِيْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرٰى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَازِبٍ اِبْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِيْ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ اَبِيْ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِيْ يَا اَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِيْ كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ اَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلَا الطَّرِيْقُ لَا يَمُرُّ فِيْهِ اَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَاْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاَنَا اَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِيْ اَرَدْنَا فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ اَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ مَكَّةَ قُلْتُ اَفِيْ غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَاَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذٰى قَالَ فَرَاَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ اِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِيْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيْ اِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِيْ مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ اَلَمْ يَاْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ اُتِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ - لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا.

فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ اِلٰى بَطْنِهَا اَرٰى فِيْ جَلَدٍ مِنَ الْاَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ اِنِّيْ اَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِيْ فَاللهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلْقٰى اَحَدًا اِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلَا يَلْقٰى اَحَدًا اِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفٰى لَنَا.

১৮৯২. বারা ইবনে আযিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর رضي الله عنه আমার পিতার নিকট আমাদের বাড়িতে আগমন করলেন। তিনি আমার পিতার নিকট থেকে একটি হাওদা ক্রয় করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সাথে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম। আমার পিতাও ওটার মূল্য নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবূ বকর! দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা কী করেছিলেন যে রাতে আপনি নবী ﷺ-

এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আমরা সারা রাত পথ চলে পরদিন দুপুর পর্যন্ত চললাম। যখন রাস্তাঘাট লোকশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোনো মানুষের আনাগোনা ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল, যার ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে অবতরণ করলাম। আমি নবী ﷺ-এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ওখানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত হলাম।

অতঃপর তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা অবলোকন করার জন্য বের হয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমদের মতো পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক! তুমি কার রাখাল? সে মদীনার কি মাক্কার এক লোকের নাম বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেষপালে কি দুধের মেষ রয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালি, পশম ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি বারাআ ﷺ-কে দেখলাম এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে ঝাড়ছেন। অতঃপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সাথে একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নবী ﷺ-এর উযূর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়েছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তাঁকে জাগানো ভালো মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি এমনিতেই জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল।

আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, এখন কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের সফর। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইবনে মালিক আমাদের পিছন নিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অনুসরণে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর আমাদের সাথে রয়েছেন। তখন নবী ﷺ তাঁর বিরুদ্ধে দোআ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তার পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে দেবে গেল। রাবী যুহায়র এ শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন আমার ধারণা এরকম শব্দ বলেছিলেন। সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে দু'আ করেছেন। আমার জন্য আপনারা দু'আ করে দিন। আল্লাহর কসম! আপনাদের খোঁজকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবী ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। সে বেঁচে গেল। ফিরে যাবার পথে যার সাথে তার দেখা হতো, সে বলত আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে দিয়েছে। আবু বকর ﷺ বলেন, সে আমাদের দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

(সহীহ্ বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলি, অধ্যায় ২৫, হাদীস ৩৬১৫; মুসলিম, পর্ব ৫৩ : সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা, হাদীস ২০০৯)

৫৪তম অধ্যায়

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ – তাফসীর অধ্যায়

১৮৯৩. حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ.

১৮৯৩. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা দরজা দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ"! আমাদের গুনাহ মার্জনা করে দাও।) কিন্তু তারা এ শব্দটির পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বারে যেন নতজানু হতে না হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, [হাব্বাতুন, কী শা'আরাতিন" (অথাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে যবের দানা দাও)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নবীগণের ﷺ হাদীসসমূহ, অধ্যায় ২৮, হাদীস ৩৪০৩; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০১৫)

১৮৯৪. حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدُ.

১৮৯৪. আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর প্রতি ক্রমাগত ওহী নাযিল করতে থাকেন এবং তাঁর ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ওহী অবতীর্ণ করেন। এরপর তাঁর ওফাত হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৬ : আল-কুরআনের ফযীলতসমূহ অধ্যায় ১, হাদীস ৪৯৮২; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০১৬)

১৮৯৫. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَةٌ فِىْ كِتَابِكُمْ تَقْرَءُوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ أَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا) قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

১৮৯৫. উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী তাঁকে বলল : হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির উপর নাযিল হতো, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে খুশীর দিন হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল : "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।'- (সূরা মায়িদা : আয়াত-৩)। উমর ﷺ বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুমু'আর দিন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ৪৫; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০১৭)

১৮৯৬. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوْا إِلَى وَرُبَاعَ) فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِىْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِىْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِىْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا أَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوْا أَنْ يَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ

قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ (وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُوْلَى الَّتِيْ قَالَ فِيْهَا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ يَعْنِيْ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا أَنْ يَنْكِحُوْا مَا رَغِبُوْا فِيْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

১৮৯৬. উরওয়া ইবনে যুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আর যদি তোমরা আশঙ্কাবোধ কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দ মতো দু'জন বা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে করতে পার।"- (আল-নিসা : আয়াত-৩)। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন, আমার ভাগিনা! এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তাঁর সম্পদে অংশীদার হয়। এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক মোহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে অর্থাৎ অন্য কেউ যে পরিমাণ মোহরানা দিতে রাজী হতো, তা না দিয়েই তাকে বিবাহ করতে চাইত। তাই প্রাপ্য মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পছন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। (মহিলাদের সম্পর্কে) ফতওয়া জিজ্ঞেস করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন : "তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব থেকে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের পরিশোধ কর না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে ইচ্ছা পোষণ কর। (আন-নিসা -১২৭)

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য নারীদের মধ্যে থেকে তোমাদের পছন্দ মতো দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজন বিয়ে করতে পারবে"। আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন, আর অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাণীর মর্ম হলো, "ধন ও রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ প্রদর্শন"। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৭ : অংশীদারিত্ব, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৪৯৪; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, ৩০১৮)

١٨٩٧. حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ تَقُوْلُ (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ (أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِي الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِيْ مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ.

১৮৯৭. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত : 'যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে'- (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৬) ইয়াতীমের ঐ অভিভাবক সম্পর্কে নাযিল হয়, যে তার তত্ত্বাবধান করে ও তার সম্পত্তির পরিচর্যা করে, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তা হতে নিয়মমাফিক খেতে পারবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৩৪ : ক্রয়-বিক্রয়, অধ্যায় ৯৫, হাদীস ২২১২; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, ৩০১৯)

١٨٩٨. حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي هٰذِهِ الْاٰيَةِ (وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْاَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَاْنِيْ فِيْ حِلٍّ) فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ.

১৮৯৮. আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত। "কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভয় করে" । (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১২৮) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি (আয়েশা) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করত না বরং তাকে পরিত্যাগ অর্থাৎ তালাক দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করত। এ অবস্থায় স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দিলাম। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুণ্ঠন, অধ্যায় ১১, হাদীস ২৪৫০; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০২১)

١٨٩٩. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) هِيَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

১৮৯৯. সা'ঈদ ইবনে যুবায়র ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে কুফাবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পেশ করল। কেউ বলেন মানসুখ, কেউ বলেন মানসুখ নয়। এ প্রসঙ্গে আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে নাযিলকৃত আয়াত; এটাকে কোনো কিছু রহিত করেনি। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৬, হাদীস ৪৫৯০; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০২৩)

١٩٠٠. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا) وَقَوْلِهِ (وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ) حَتّٰى بَلَغَ (اِلَّا مَنْ) تَابَ وَاٰمَنَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللهُ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

১৯০০. সা'ঈদ ইবনে যুবায়র ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আবযা ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী : "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম" এবং আল্লাহর এ বাণী:"এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত, তারা তাকে হত্যা করে না" এবং 'কিন্তু যারা তাওবা করে" পর্যন্ত, সম্পর্কে আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি জবাবে বললেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন মক্কাবাসী বলল, আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করেছি, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয়েছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।" আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু...... পর্যন্ত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৭৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, ৩০২৩)

١٩٠١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ (وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ فَاَنْزَلَ اللهُ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى قَوْلِهِ تَبْتَغُوْنَ (عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ).

১৯০১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সে তাঁদেরকে বলল 'আস্‌সালামু আলইকুম" মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে নিল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন : পার্থিব সম্পদের লোভে–আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১৭, হাদীস ৪৫৯১; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০২৫)

١٩٠٢. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُوْرِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا.

১৯০২. বারা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। হজ্জ করে এসে আনসারগণ তাদের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ফিরে এসে তার বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে এ জন্য লজ্জা দেয়া হয়। তখনই অবতীর্ণ হয় : 'পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে-প্রবেশ করাতে কোনো কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে তাকওয়া অবলম্বন করে। অতএব তোমরা (সামনের) দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর'। (সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত-১৮৯)

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৬ : উমরাহ, অধ্যায় ১৮, হাদীস ১৮০৩; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, হাদীস ৩০২৬)

١. بَابُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

১. তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে

١٩٠٣. حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُوْنَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِدِيْنِهِمْ.

১৯০৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু মানুষ কিছু জ্বীনের ইবাদাত করত। সেই জ্বীনেরা তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আর ঐ লোকজন তাদের (পুরাতন) ধর্ম আঁকড়ে পড়ে রইল।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৭, হাদীস ৪৭১৪; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৪, হাদীস ৩০৩০)

٢. بَابُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ وَالْأَنْفَالِ وَالْحَشْرِ

২. সূরা বারাআ (৯), সূরা আনফাল (৮) ও সূরা হাশ্‌র (৫৯)

١٩٠٤. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوْا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِي النَّضِيْرِ.

১৯০৪. সাঈদ ইবনে যুবায়ের ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে সূরা তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ তো লাঞ্ছনাকারী সূরা। অর্থাৎ তাদের একদল এই করেছে, আরেক দল ওই করেছে, এ বলে একাধারে এ সূরা নাযিল হতে

থাকলে লোকেরা ধারণা করতে লাগল যে, এ সূরায় উল্লেখ করা হবে না, এমন কেউ আর তাদের মধ্যে বাকি থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সূরাটি বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে। আমি তাকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বনী নযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৮৮২; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩০৩১)

٣. بَابُ فِيْ نُزُوْلِ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

৩. মাদকদ্রব্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কীয় বিধান

١٩٠٥. حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّٰى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

১৯০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : নিশ্চয় মদ হারাম সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা তৈরি হয় এসব বস্তু থেকে : আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর খামর (মদ) হলো তা, যা বিবেক বিলুপ্ত করে দেয়। আর তিনটি এমন বিষয় আছে যে, আমি চেয়েছিলাম যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা পর্যন্ত তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যান। এরা হলো, দাদা এর মীরাস, কালালা-এর ব্যাখ্যা এবং সুদের প্রকারসমূহ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৪ : পানীয়, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫৫৮৮; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৬, হাদীস ৩০৩২)

٤. بَابُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى - هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ

৪. আল্লাহ তা'আলার বাণী : এ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা) তাদের প্রভুর ব্যাপারে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-১৯)

١٩٠٦. حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ - هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ - نَزَلَتْ فِي الَّذِيْنَ بَرَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ.

১৯০৬. কায়েস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবূ যার ﷺ-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত" আয়াতটি বদরের দিন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হামযা, 'আলী, 'উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবী'আর দু' পুত্র উতবা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবনে 'উতবার সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৪ : মাগাযী, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩৯৬৯; মুসলিম, পর্ব ৫৪ : তাফসীর, অধ্যায় ৭, হাদীস ৩০৩৩)

تَمَّ الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার) –সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির –মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসূদুল মুমিনীন	
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন	
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইস[illegible]	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদূল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদূল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের শর্ত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী ([illegible])	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা – শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	ফাজায়েলে আমল	
৩৭.	কবিরা গুনাহ্	২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	
৩৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও বার চাঁন্দের ফযিলত –মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	

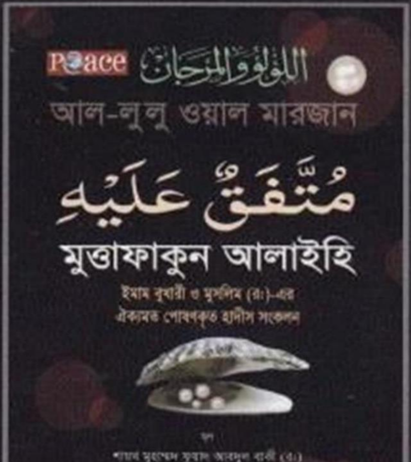

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com